Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

1/157

অভয়ের কথা

৺ক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত
শ্রীমোহিতলাল মজুমদার সম্পাদিত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

1/159

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Library
SHREE SHREE MA ANANDAMAYEE ASHRAM
Bhadaini, Varanasi-1
No 1/159
Book should be returned by date (last) noted below or re-issue arranged. Otherwise a fine of 10 N.P. daily shall have to be paid.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

LIBRARY
No. 1/159
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অভয়ের কথা

ও

ঠাকুরাণীর কথা

৺ক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়
প্রণীত

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার
সম্পাদিত

LIBRARY
No. 1/159
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram

জেনারেল

জেনারেল প্রিণ্টার্স য়্যাণ্ড পাব্লিশার্স লিমিটেড
১১৯ ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

১৩৫৪

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রকাশক: শ্রীসুরেশচন্দ্র দাস, এম-এ
জেনারেল প্রিন্টার্স য়্যান্ড পাব্লিশার্স লিঃ
১১৯. ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা

প্রথম সংস্করণ
পৌষ, ১৩৫৪
মূল্য চার টাকা

জেনারেল প্রিন্টার্স য়্যান্ড পাব্লিশার্স লিমিটেডের
মুদ্রণ বিভাগে [অবিনাশ প্রেস—১১৯, ধর্মতলা স্ট্রীট,
কলিকাতা] শ্রীসুরেশচন্দ্র দাস, এম-এ কর্তৃক মুদ্রিত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভূমিকা

আকাশে তারা জ্বলিয়া উঠে—একটা তারা অকস্মাৎ জ্বলিয়া উঠে ও কয়েকদিন মাত্র উজ্জ্বলতা বিকিরণ করিয়া আবার নিবিয়া যায়। বাঙ্গালা সাহিত্যের আকাশে ক্ষেত্রমোহনও সেইরূপ অকস্মাৎ জ্বলিয়া উঠিয়া চমক জন্মাইয়াছিল—আবার অকস্মাৎ অন্তর্হিত হইল। "মানসী"র পাঠক, গত বৎসর যার মুখে 'অভয়ের কথা' শুনিয়াছিলে, এবার 'ঠাকুরাণীর কথা' কহিতে কহিতে কথা অসমাপ্ত রাখিয়া সে কোথায় গেল ?

ক্ষেত্রমোহন রিপণ-কলেজে গণিতের অধ্যাপনা করিত। অবসর মত কেবলই নবেল পড়িত—ইংরেজি নবেল। হঠাৎ নবেল ছাড়িয়া বৈষ্ণব ভক্তিশাস্ত্র পড়িতে লাগিল ;—হাতে দেখিতাম ললিতমাধব, উজ্জ্বলনীলমণি, ইত্যাদি। পরে দেখিলাম, বেদান্ত-গ্রন্থ পড়িতেছে। যাহা যখন পড়িত, তন্ময় হইয়া পড়িত। আমার হাসি পাইত—ক্ষেত্র আবার ভক্তিশাস্ত্র পড়িতেছে—বেদান্ত পড়িতেছে !

একদিন হঠাৎ কথাপ্রসঙ্গে ধরিয়া ফেলিলাম—ক্ষেত্র বেদান্ত হজম করিয়া আত্মসাৎ করিয়া ফেলিয়াছে। দেখিলাম ক্ষেত্র আমার গুরুগিরি করিবার অধিকারী হইয়াছে।

সে অনেক দিনের কথা—দশ বার বৎসরের হইবে। তদবধি আমি উহাকে বাছিয়া ধরিয়াছিলাম। ক্ষেত্রের ভিতরে যে পদার্থ আছে, তাহা কিরূপে বাহিরে প্রকাশ পাইবে, তজ্জন্য ব্যাকুল হইয়াছিলাম। ক্ষেত্রকে কলম ধরিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতাম—সে হাসিয়া উড়াইয়া দিত—আমার লেখা আবার কে পড়িবে ? কিছুতেই নোয়াইতে পারি নাই।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গত বৎসর হঠাৎ আবার নোয়াইয়া গেল। একদিন 'অভয়ের কথা'র নমুনা লইয়া আমার নিকট উপস্থিত। নমুনা দেখিয়া আমার চমক লাগিল। যে কখনও কলম হাতে করে নাই, সে একবারে এমন লিখিবে, ইহা মনেও ভাবি নাই, সে কি অপূর্ব্ব ভাষা, বুঝাইবার সে কি অপরূপ ভঙ্গী! বাঙ্গালা সাহিত্যে ইহার জোড়া দেখি নাই।

'মানসী'তে প্রকাশের পূর্ব্বে 'অভয়ের কথা'র এক এক টুকরা আমার পার্শীবাগানের বাসায় বসিয়া পড়া হইত। সন্ধ্যার পর এ জন্য ছোট মজলিস বসিত। কি যে আনন্দের তুফান উঠিত, যাঁহারা উপস্থিত থাকিতেন, তাঁহারা সাক্ষ্য দিবেন। যে বহ্নি এতকাল ভস্মাচ্ছন্ন ছিল, তাহা দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল; আমাদের চোখ ঝল্সিয়া গেল।

'অভয়ের কথা' গ্রন্থ-আকারে বাহির করিবার জন্য এক বৎসর ধরিয়া পীড়াপীড়ি করিতেছিলাম। আবার সেই কথা—আমার লেখা কে পড়িবে? বলিতাম, সে ভাবনা তোমাকে করিতে হইবে না—পাঠককে বঞ্চিত করিবার তোমার অধিকার নাই। এক এক বার আক্ষেপ করিত, কই, কারও যে ভাল লাগিল তাহা ত জানিলাম না। বলিতাম—ভয় নাই, বিপুলা চ পৃথ্বী।

এখনও বুঝি একমাস হয় নাই, 'অভয়ের কথা' প্রেসে দিবার জন্য জোরের সহিত জড়াইয়া ধরিয়াছিলাম। আমরা চুরি করিয়া প্রেসে দিব, এরূপ ভয় দেখাইতে হইয়াছিল। তখন প্রতিশ্রুত হইল, এই কয়টা দিন যাক্—আগামী জন্মাষ্টমীর দিন নিশ্চয় প্রেসে দিব—ইহার অন্যথা ঘটিবে না।

জন্মাষ্টমীর দিন—বৎসরের এতদিন থাকিতে—জন্মাষ্টমীর দিন কেন? জন্মাষ্টমীর দিন সে পৃথিবী ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পৃথিবীতে আনন্দ বরিষণ করিতে সে আসিয়াছিল—কোন দিকে দৃকপাত না করিয়া মাথা তুলিয়া দম্ভের সহিত পা ফেলিয়া সে পথে চলিত—আনন্দের স্রোত তার সঙ্গে সঙ্গে চলিত ; যেখানে দুই দণ্ড বসিত, আনন্দের তুফান উঠিত। পরব্যোমে স্থিত আনন্দঘন পুরুষের আনন্দ-কণিকা যেন ঘনীভূত হইয়া মর্ত্ত্যভূমে আসিয়াছিল। এইরূপ মাঝে মাঝে আসে ; নতুবা মর্ত্ত্যভূমিতে মানুষ টিকিতে পারিত না। ‘অভয়ের কথা’ ও ‘ঠাকুরাণীর কথা’ এই তত্ত্ব বুঝাইবার জন্যই লিখিত হইয়াছিল। ক্ষেত্রকে যে জানিত, সেই সে আনন্দের ধারা পান করিয়া তৃপ্ত হইয়াছে। না তৃপ্ত হইয়া উপায় ছিল না ; সে আনন্দ এমন, যে যত পাইয়াছে, সে তত আরও চাহিয়াছে। ক্ষেত্রমোহনের জীবনচরিত লেখা আমার কাজ নহে। অন্যে তাহা লিখিবেন। আমার কলমে যে দুই কথা আসিল, তাহা লিখিয়া দিলাম।

১৩২১, ভাদ্র। শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

LIBRARY
No. ... ...
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পুনশ্চ :—

১৩২১ সালের জন্মাষ্টমীর দিনে ক্ষেত্রমোহন 'অভয়ের কথা' প্রেসে দিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন ; জন্মাষ্টমীর দিনে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার সম্বন্ধে যে কয়টা কথা লিখিয়াছিলাম, আশ্বিন মাসের 'মানসীতে' তাহা বাহির হয়। সেই কথা কয়টাই 'অভয়ের কথা'র ভূমিকা-স্বরূপে বাহির হইল।

আজ ১৩২২ সালের আশ্বিন ; এক বৎসর পরে 'অভয়ের কথা' বাহির হইল। প্রকাশকের ইচ্ছা, এই উপলক্ষে আরও দুই কথা যোগ করিয়া দিই।

ক্ষেত্রমোহনের জীবন-কাহিনী এই প্রসঙ্গে দিতে পারিলে ভাল হইত ; কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তাহা আমার কাজ নহে। কালেজে পাঠাবস্থায় ক্ষেত্রমোহনের সহিত পরিচয় ঘটিয়াছিল, পরে একই কালেজে শিক্ষকতা কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলাম। ক্ষেত্রমোহনের সহিত আমার সম্পর্ক প্রীতির সম্পর্ক, আনন্দের সম্পর্ক। বোধ করি সকলের পক্ষেই তাই ;— কেন না, আনন্দময়তাই তাহার চরিত্রের বিশিষ্ট লক্ষণ ছিল।

শিক্ষকতা-ব্যবসায়ী বাঙ্গালী গৃহস্থের জীবনে কর্ম্মের বাহুল্য থাকে না ; সম্ভবতঃ ক্ষেত্রমোহনের জীবনেও তেমন কিছু ছিল না।

শিক্ষক ও অধ্যাপকরূপে ক্ষেত্রমোহম বড় ভাগ্যবান ছিলেন। তাঁহার ছাত্রেরা তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিত, ভক্তি করিত, প্রীতি করিত। সকল শিক্ষকের ভাগ্যে এতটা ঘটে না। ছাত্রদেরই প্রীতির নিদর্শনরূপে এই গ্রন্থ বাহির হইল,—তাহাদেরই উদ্যোগে ও তাহাদের অর্থ-ব্যয়ে এই গ্রন্থ প্রকাশিত হইল। নতুবা ক্ষেত্রমোহনের নিঃসহায় বালক-পুত্রের পক্ষে এই গ্রন্থ এখন প্রকাশ করা সম্ভব হইত কি না সন্দেহ। ক্ষেত্রমোহনের চিতা-পার্শ্বে দাঁড়াইয়া তাঁহার ছাত্রগণ যে সাধু সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, তাহা আজ সিদ্ধ হইল।

১৩২২, আশ্বিন। **শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী**

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

LIBRARY
No. ......
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
Banaras.

গ্রন্থ-পরিচয়

(১)

এই গ্রন্থের পরিচয় দিতে আমাদের বিদ্যা-বুদ্ধিতে কুলাইবে না, তবে যে সাহস করিয়াছি, তাহার কারণ, ইহার বিষয় অতি উচ্চ তত্ত্বকথা হইলেও, ব্যাখ্যান ও রচনাভঙ্গিতে ইহা উৎকৃষ্ট সাহিত্যপদবীতে পৌঁছিয়াছে। যাহা সাহিত্য তাহাতে সকলেরই অধিকার আছে, সেই অধিকারে, আমি ইহার সম্বন্ধে, সম্পূর্ণ সাহিত্যিক প্রথায়, কিছু বলিতে অগ্রসর হইয়াছি—বাংলাসাহিত্যের পক্ষ হইতেই এইরূপ আলোচনার প্রয়োজন বোধ করিয়াছি। যাঁহারা পণ্ডিত, শাস্ত্রব্যবসায়ী ও দার্শনিক তাঁহাদের নিকটে ইহাই আমার কৈফিয়ৎ।

আমি ইহার যে একটি 'টীকা' রচনা করিয়াছি, তাহাতে পাঠকগণ আমার সাহিত্যিক বিদ্যা-বুদ্ধির পরিচয় পাইবেন—দার্শনিক চিন্তা বা সূক্ষ্ম তত্ত্ব-বিচারে যে সকল ভুল-ভ্রান্তি আছে, পণ্ডিত পাঠক তাহা যেন নিজেই সংশোধন করিয়া লন ; কেবল, ঐ টীকায় আমি যেমন ও যতটুকু বুঝিয়াছি, তাহাও যদি পাঠক-পাঠিকাগণের পক্ষে দুর্ব্বোধ্য না হয়, তবেই শ্রম সার্থক মনে করিব। এই প্রসঙ্গে আমার একটু ঋণও স্বীকার করিবার আছে। গ্রন্থে উদ্ধৃত শাস্ত্র-বচনগুলির মূল প্রসঙ্গ বা আকর নির্ণয় করিতে আমি দুইজনের বিশেষ সাহায্য পাইয়াছি। একজন আমার পরম শ্রদ্ধাভাজন বন্ধু, ইংরেজী ও সংস্কৃত কাব্যের উভকূল-বিহারী এবং পাশ্চাত্য শারীরক ও দেশীয় মোক্ষশাস্ত্রের সমন্বয়কারী, কবি ও পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত, এম-এ, বি-এস সি, এম-বি, ডি-টি-এম ; অপরটি আমার পরম স্নেহভাজন কল্যাণীয় শ্রীমান্ তারাচরণ বসু, এম-এ, ন্যায়-পুরাণ-দর্শন-স্মৃতি-তীর্থ। এই দুইজনের নিকটে আমি ওই একটি বিষয়ে ঋণী আছি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(২)

এইবার গ্রন্থ-পরিচয় আরম্ভ করি। ১৩২১ সালে এই গ্রন্থ প্রথম প্রকাশিত হয়, তাহার তুই এক বৎসর পূর্ব্বে ধারাবাহিক প্রবন্ধরূপে এই গ্রন্থ 'মানসী'-পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। তখন আমার বয়স অল্প, কাব্যসাহিত্য ছাড়া আর কোন বস্তুই তখন আমার ভোজ্য বা পানীয় ছিল না। তথাপি সেইকালে 'মানসী'র পৃষ্ঠায় এই প্রবন্ধ পাঠ করিয়া আমি যে আলোক-দর্শন করি, আমার সাহিত্যসাধনার পথে তাহা কখনও নিবিয়া যায় নাই। তত্ত্বকথা অপেক্ষা জীবন ও জগতের সাক্ষাৎ রূপ ও তাহার রহস্যই চিরদিন আমাকে উৎকণ্ঠিত করিয়াছে, আমার সে ধর্ম্ম এখনও অটুট আছে। উপনিষৎ পড়িয়া জার্ম্মান দার্শনিক শোপেন-হাউয়ার যে কথা বলিয়াছিলেন—আমি হয় তো এখনও তাহা বলিতে পারিব না,—"উপনিষৎ হইতে জীবনে যে সান্ত্বনা পাইয়াছি, মরণেও তাহাই পাইব"—এমন কথা আমি বলিবার অধিকারী নই, কারণ, আমি জীবন ও মৃত্যু তুইকেই একটু ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখি। এ গ্রন্থে তেমন সান্ত্বনার কথাই আছে, যাঁহারা তাহা চান, তাঁহারা নিশ্চয়ই পাইবেন, আমি তেমন পুণ্যবান নই। তথাপি এই গ্রন্থ কোন্ গুণে আমাকে এমন মুগ্ধ করিল, আশা করি, এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া অনেকেই তাহা বুঝিতে পারিবেন।

যখন ঐ পুস্তক মুদ্রিত হইল, তখন গ্রন্থকার জীবিত নাই, গ্রন্থখানিও প্রচারিত হইল না। যে অবস্থায় ও যে ভাবে ঐ মুদ্রিত পুস্তকগুলি পথে পথে আবর্জ্জনার মত ছড়াইয়া পড়িয়া অবশেষে অদর্শন হইয়া গেল, তাহা দেখিয়া বড়ই বেদনা বোধ করিয়াছিলাম,—এই অপূর্ব্ব গ্রন্থ বাঙালী পাঠকের—শ্রদ্ধাবান্ ও পিপাসু পাঠকের—অজ্ঞাত ও অলব্ধ রহিয়াই গেল, ইহার রসাস্বাদ বাঙালীর ভাগ্যে বুঝি আর ঘটিল না! অতঃপর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সাহিত্যের নামে যে পুস্তক-বন্যা বাংলাদেশকে ডুবাইয়া দিল, তাহাতে ঐরূপ পুস্তক তলাইয়া যাইবারই কথা। অথচ এ বিশ্বাস আমার চিরদিনই আছে যে, আজিকার এই সমাজেও এমন বাঙালী আছেন, যিনি ইহা পাঠ করিয়া ধন্য বোধ করিবেন। কিন্তু উপায় কি? একবার যে ছাপা হইয়াছিল, তাহার ফল ত জানি; পুনরায় ছাপা হইলেই ত হইবে না, সাহিত্য-বিপণির বড়বাজারে কোন পুস্তক-বণিকের দ্বারা ইহাকে পণ্য করিয়া তুলিতেও হইবে। তেমন বণিক কে আছে? কে আমার এই আকুল কামনা বুঝিবে? কে বুঝিবে যে, সাহিত্যের হাটে শাক-বেগুনও যেমন পণ্য, অমৃত-ফলও তেমনই গণ্য হইতে পারে? সে সাহস, শিক্ষা, ও সাত্ত্বিক মনোভাব—একাধারে এই সব গুণ, আমাদের পুস্তক-বণিকগণের প্রায় কাহারও নাই; যাহা উৎকৃষ্ট তাহা বিক্রয় করিব, এ কথা কেহই বলে না; যাহা সহজে বিক্রয় হয় তাহাই উৎকৃষ্ট, ইহাই তাহাদের ব্যবসায়-নীতি। অবশেষে একজনকে ধরিলাম; তিনি সাহিত্যিক ও সাহিত্য-ব্যবসায়ী; বাংলা-সাহিত্যের ঠিকুজী-কোষ্ঠীর চর্চ্চাও যেমন করিয়া থাকেন, তেমনই উহার ভবিষ্যৎ-ভাবনায় তিনি সদা-উৎকণ্ঠিত। কিন্তু ইতিমধ্যে তিনি রীতিমত গ্রন্থবণিক হইয়া উঠিয়াছেন—গল্প-উপন্যাসরূপ পয়স্বিনী গাভীকে দোহন করিয়া প্রচুর সুবর্ণ-রসে তাঁহার সুবৃহৎ কলস পূর্ণ করিতেছেন। তৎসত্ত্বেও নির্ব্বোধের মত আমি তাঁহারই শরণাপন্ন হইলাম। তিনি আমার অনুরোধ রক্ষা ত' করিলেনই না, উপরন্তু আমার ঐ কথায়, তাঁহার উচ্চতর সাহিত্যিক জ্ঞানের অধিকারে, আমাকে শুনাইয়া দিলেন, "কি এমন বই! অমন বই পূর্ব্বেও অনেক লেখা হইয়াছে।" শুনিয়া বড় আঘাত পাইয়াছিলাম। অতি-নীচ ব্যবসায়-বুদ্ধির বশে এমন নির্লজ্জ মিথ্যাবাদ আমি ঐ শ্রেণীর ব্যক্তির মুখেও কখনো শুনি নাই। অথচ ইহারাই অধুনা বাংলাসাহিত্যের ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর সাজিয়া, খ্যাতি ও অর্থ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দুইই লুঠ করিতেছে! ইতিহাসে যাহাকে অন্ধকার-যুগ বলে, বাংলা দেশের এখন সেই অন্ধকার যুগ; এ যুগে ভূত-প্রেতগণই মহেশ্বর হইয়াছে। এইবার বইখানির সম্বন্ধে সত্যই হতাশ হইলাম। তারপর আরও কিছুকাল কাটিল; অবশেষে, এমন এক প্রকাশককে সম্মত করিতে পারিলাম, যিনি আমার প্রতি শ্রদ্ধাবশতঃ, কেবল আমার অনুরোধে, এই পুস্তকের প্রকাশভার গ্রহণ করিলেন। তখন আর এক বিপদ উপস্থিত হইল। গ্রন্থের কপি-রাইটের কি হইবে? অনেক সন্ধান করিয়াও গ্রন্থকারের কোন উত্তরাধিকারীর সন্ধান মিলিল না। আরও কিছুদিন গেল, শেষে আইনের দিকটা বাঁচাইবার জন্য, ইংরাজী ও বাংলা দুইখানি দৈনিকে যথাবিধি একমাস ধরিয়া বিজ্ঞাপন দিয়াও যখন কেহ আসিল না, তখন নির্ভয়ে এই পুস্তক পুনর্মুদ্রিত হইতে লাগিল।

উপরে এই গ্রন্থ-পুনঃপ্রকাশের ইতিহাস আমি একটু সবিস্তারেই লিপিবদ্ধ করিলাম, সম্প্রদায় বা ব্যক্তিবিশেষকে দোষী করিবার বা গালি দিবার জন্য, অথবা আমাদের কৃতিত্ব-প্রচারের জন্য নয়; একালে বাঙালীর শিক্ষা ও সংস্কৃতি, এবং তাহার সাহিত্যিক প্রতিভা ও সাহিত্য-প্রেমের যে গর্ব্ব এত অধিক হইয়াছে, তাহার প্রকৃত রূপ কি, এই প্রসঙ্গে আমি তাহারই একটু পরিচয় দিয়া সকল শিক্ষিত ও ধর্ম্মবুদ্ধিসম্পন্ন বাঙালীকে সতর্ক করিয়া দিলাম। এই গ্রন্থ যদি বাংলাসাহিত্যে স্থায়ী আসন লাভ করে, তাহা হইলে উত্তরবংশীয়গণ আমার এই কথাগুলি নিশ্চয় বিস্ময়ের সহিত পাঠ করিবেন।

গ্রন্থের প্রথম সংস্করণের ভূমিকায়, স্বর্গীয় আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় ইহার সম্বন্ধে যে একটি কথা বলিয়াছিলেন প্রথমে তাহাই উদ্ধৃত করিব। তিনি ইহার কোন সমালোচনা বা বিস্তৃত পরিচয় লিপিবদ্ধ করেন নাই; কেবল, প্রাণের ও জ্ঞানের অদম্য আগ্রহে একটি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কথা বলিয়াছেন—"বাংলা সাহিত্যে ইহার জোড়া দেখি নাই।" তিনি যে কোন্ অর্থে এই কথা বলিয়াছিলেন, তাহার সবটুকু বুঝি বা না বুঝি, আমিও আমার অর্থে বলিতেছি—বাংলা-সাহিত্যে সত্যই ইহার জোড়া নাই; শুধুই বাংলা-সাহিত্যে কেন, আধুনিক আর কোন ভারতীয় সাহিত্যে, এমন কি, বোধ হয় প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যেও, এই অতি-প্রাচীন বহু-বিচারিত তত্ত্বকথাকে এমন ভঙ্গিতে এমন ভাষায় আর কেহ সাধারণ-শিক্ষিত পাঠকের হৃদয়গোচর করিতে পারেন নাই।

(৩)

এই গ্রন্থের নাম "অভয়ের কথা"। শুনিলেই মনে হইবে, 'অভয়-' নামক কোন ব্যক্তিবিশেষের কাহিনী ইহাতে আছে। এমন ত' কত কথা ও কাহিনী সাহিত্যের আকারে শ্রুতিরোচক হইয়া থাকে। কিন্তু এই 'অভয়' একজন ব্যক্তি না হইলেও, এমন একটি বস্তু—যাহা মনুষ্য-মাত্রের অতি পরিচিত ও প্রিয়; একটি পরম-তত্ত্বকে গ্রন্থকার ঐ নামে সকলের হৃদয়ের নিকটবর্ত্তী করিয়াছেন; সেই বেদান্তের জিজ্ঞাসাকে মানুষের প্রাণের—তাহার জীব-জীবনের—উৎকণ্ঠার সঙ্গে মিলাইয়া লইয়াছেন; এইজন্যই, মূলে বেদান্ত-প্রসঙ্গ হইলেও, ইহা উৎকৃষ্ট সাহিত্য হইয়া উঠিয়াছে। সাহিত্যে আমরা মানুষের জীবন ও মানুষের নিয়তিকে নানারূপে প্রতিলিখিত হইতে দেখি; যে-সাহিত্য মানুষের প্রাণের গভীরতম আকুতিকে যত নিঃসংশয় অথচ মহিমান্বিত করিয়া তোলে সেই সাহিত্যই তত বড়। আধুনিক শ্রেষ্ঠ সাহিত্যবিদ্‌গণের মতে—

"মানব-হৃদয়-বিশ্বের ব্যাপ্তি ও গভীরতা যাহার মধ্যে যতখানি প্রতিবিম্বিত হইয়াছে—Mind ও Soul, উভয়ই ষ্টাইলকে পুষ্ট করিয়াছে; যে-রচনায় অতিশয় জটিল বিষয়-বস্তু যেমন সুসম্বদ্ধ আকারে পরিণত হইয়াছে, তেমনি colour ও mystic perfume বাদ পড়ে নাই, এবং যাহার মধ্যে 'soul of humanity'—বিশ্বমানবের হৃদয়-স্পন্দন—অনুভূত হইয়া থাকে, তাহাই Great Art, অতএব তাহাই শ্রেষ্ঠ ষ্টাইল।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ইহা যদি সত্য হয়, তবে এই গ্রন্থখানি অনেকাংশে সেই শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের পর্য্যায়ভুক্ত ; ইহাতেও Mind এবং Soul অর্থাৎ, জ্ঞান এবং প্রেম দুইই আছে। ইহার বিষয়বস্তুও এক অর্থে অতিশয় জটিল—ভারতের বিভিন্ন যুগের বিরাট বহুমুখী চিন্তাধারাকে একটি সুসম্বদ্ধ রূপে পরিণত করা হইয়াছে ; colour ও mystic perfume, অর্থাৎ, নেত্রসুখকর বর্ণমাধুরী (রূপ-রস) এবং অজানা জগতের পুষ্প-সৌরভ (অরূপ-রস) ইহাতেও আছে ; এবং সবচেয়ে বড় যাহা—সেই নিখিল মানব-প্রাণের চিরন্তন আকুতি ইহাতেও এক গভীর ছন্দে স্পন্দিত হইতেছে।

ক্ষেত্রমোহনের জীবন-কথা জানিবার উপায় নাই, আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দরের লিখিত ভূমিকায় যেটুকু জানিয়াছি তাহার অধিক জানিবার চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হই নাই। হয় ত' না জানিলেও ক্ষতি নাই—একটা কৌতূহলনিবৃত্তি বই ত' নয়। আরও কারণ, এই গ্রন্থেই তাঁহার ব্যক্তি-স্বরূপটি অতিশয় সুস্পষ্ট ও উজ্জ্বল হইয়া আছে। প্রথম-জীবনে তিনি কাব্য-নাটক-উপন্যাসের যাবতীয় রস আকণ্ঠ পান করিয়াছিলেন—এই গ্রন্থে তাহার প্রচুর প্রমাণ আছে ; শুধু তাহাই নয়, তিনি যে কত বড় জীবন-রস-রসিক ছিলেন, বাস্তব-অভিজ্ঞতাও যে কিরূপ ছিল, তাহার পরিচয়ও এই গ্রন্থে আছে। এই দুইটি কারণেই তিনি বেদান্তকেও এমন সখাসস্মিত-রূপে সম্ভাষণ করিতে পারিয়াছেন। পাঠক-পাঠিকাগণ আরও একটা বিষয় লক্ষ্য করিবেন, গ্রন্থকার যেন অতি পরিচিত প্রিয়জনের মত আমাদের সঙ্গে আলাপ করিতেছেন, এ যেন গ্রন্থপাঠ নয়, সেই আলাপ-শ্রবণ। এই অতিশয় ব্যক্তিগত ভঙ্গিটি এই গ্রন্থের একটা বড় সাহিত্যিক লক্ষণ।

তথাপি 'অভয়ের কথা' বেদান্ত-কথা হইয়াও এমন হৃদয়গ্রাহী হয়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কেন? তাহার কারণ, এই গ্রন্থের মূল প্রেরণা হইয়াছে তত্ত্বজ্ঞান নয়—প্রেম। গ্রন্থকার নিজে জ্ঞানমার্গী নহেন, তিনি প্রেমিক। যে-অমৃত তিনি নিজে আস্বাদন করিয়াছেন, যাহাতে তাঁহার প্রাণের তীব্র পিপাসা শান্ত হইয়াছে, তিনি অপরকেও তাহা পান করাইতে চান। একটা উচ্চ আসন হইতে মানুষকে জ্ঞান-বিতরণ করা নয়—এ যেন তাহাদিগকে বুকে জড়াইয়া, পায়ে ধরিয়া সেই রস পান করাইবার আকুল আকাঙ্ক্ষা; তিনি যেন নিজের সেই বেদনা অপরের মধ্যেও অনুভব করিয়াছেন। অতএব, এখানে শুধু রস নয়, সেই রস-পরিবেষণের ভঙ্গিটিও ইহার সাহিত্যিক ষ্টাইলকে সমৃদ্ধ করিয়াছে।

ইহার বিষয়ও—মানুষের সেই চিরন্তন জিজ্ঞাসা—যে-জিজ্ঞাসা হইতে বেদান্তের জন্ম হইয়াছে, যে-জিজ্ঞাসা মানুষমাত্রের হৃদয়-শোণিতে বাসা বাঁধিয়াছে। সেই এক জিজ্ঞাসার বশে মানুষ যেমন বেদান্ত রচনা করে, তেমনই, কাব্য-নাটক, চিত্র-সঙ্গীত, মূর্ত্তি-প্রতিমূর্ত্তি, স্তম্ভ ও দেউল—কত কি সৃষ্টি করিয়াছে! লেখক বেদান্ত-আলোচনায় মনুষ্যহৃদয়ের সেই মর্ম্মস্থলটির প্রতি প্রথম হইতেই লক্ষ্য রাখিয়াছেন। মানুষ যত বড় বীর হৌক, যত বড় জ্ঞানী ও নাস্তিক হৌক, তাহার প্রাণের সেই একটি ক্রন্দনকে সে রুদ্ধ করিতে পারে, স্তব্ধ করিতে পারে না। সেই যে দুঃখ, সেই দুঃখ হইতে অব্যাহতি-লাভের কত চেষ্টা ও কত পরাজয়—সুখ-লাভের জন্য কত কৌশল, শক্তি ও প্রতিভার কত প্রাণান্ত প্রয়াস! তবু সে যে ক্ষণিক বিস্মৃতি-সুখ মাত্র, সে সুখ আত্মপ্রবঞ্চনার সুখ, এমন কি সে একপ্রকার নেশা, ইহা কোন্ মানুষ অস্বীকার করিবে? পৃথিবী বৃদ্ধ হইয়াছে, মানুষের বিদ্যা ও অভিজ্ঞতার অন্ত নাই; তবু ঐ নেশার ঘোর একটু কাটিলে মানুষ এক দণ্ড বাঁচে না। এক বিদেশী কবি সেই যে বলিয়াছেন, "Be drunk, always drunk and with anything—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

money, wine, women, poetry : কিন্তু দেখিও, যেন একবারও চোখ খুলিয়া জিজ্ঞাসা করিতে না হয়—কয়টা বাজিল ?" ইহাই সত্য—সুখী হইবার ইহাই একমাত্র উপায়। গ্রন্থকারও যেন তাহা বুঝিয়াছেন, সেই নেশার বস্তুই তিনিও খুঁজিয়াছেন। সুখ তিনিও চান, কিন্তু সুখের মূল্য যেমন বেশী, তেমনই তাহা যে দুঃখেরই ছদ্মরূপ! ঐ দুঃখনিবৃত্তির জন্যই মানুষ আদিকাল হইতে চেষ্টিত আছে, ইহাই মানুষের চিরন্তন ব্যবসায়। তাই আড়াই হাজার বা দুই হাজার বৎসর আগেও যেমন, আজিও তেমনই —মানুষ সেই এক বাণী শুনিয়া বিহ্বল হইয়া পড়ে, তার চেয়ে বড় আশ্বাস যে আর নাই! সত্য হোক, মিথ্যা হোক, এমন মধুর কথা কি আর আছে ?—"Come unto me, all ye that labour and are heavy-laden, and I will give you rest."

আহা, এমন কথা কি সত্য ? গ্রন্থকারও তাহাই জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। তিনিও আমাদের সকলের হইয়া সেই এক কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন—সুখই চাই, কিন্তু আছে কি ? কেহ তাহা দিতে পারে ? যদি না পারে, তবে কোন তত্ত্বকথায় আমার প্রয়োজন নাই। ভারতবর্ষে এই তত্ত্বকথার চূড়ান্ত হইয়া গেছে, তিনি সেই কথার প্রায় সবগুলি একে একে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, এবং আমাদিগকেও দেখাইয়াছেন। তাহাতে দেখা গেল, শেষ পর্য্যন্ত 'সুখ' বলিয়া কোন বস্তুরই সন্ধান মেলে না, বড়জোর দুঃখনিবৃত্তিই হইতে পারে ; বেদান্তও তাহার অধিক কিছুর আশ্বাস দেয় না। সাক্ষাৎ সুখ বলিয়া কিছুই নাই।

পাঠক-পাঠিকাগণ, এক্ষণে বুঝিতে পারিবেন, এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি কি কারণে সাহিত্যহিসাবেও এমন উপাদেয় হইয়াছে। ইহা ত' তত্ত্বের জন্যই তত্ত্বালোচনা নয়—ইহাতে মানবাত্মার সেই জিজ্ঞাসা রহিয়াছে, যে জিজ্ঞাসা পিপাসারই নামান্তর ; সেই পিপাসা ও পানীয় দুই-ই তাহার চাই।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(৪)

এইবার গ্রন্থখানির মধ্যে একটু প্রবেশ করিব। প্রথম ভাগের নাম 'অভয়ের কথা,' ইহাই অদ্বৈত-বেদান্তের ব্যাখ্যা। এই প্রসঙ্গে গ্রন্থকার নিজেই একস্থানে লিখিয়াছেন—

"ভারত ছাড়া অন্য কোন দেশে ইহার চর্চ্চা হইয়াছে বলিয়া আমার জানা নাই। যাঁহারা সংস্কৃত পড়িতে নারাজ, তাঁহাদের আমার এই অসংস্কৃত সংবাদ অগত্যাই গ্রহণ করিতে হইবে। জিজ্ঞাসার তৃপ্তি না হয়, পাঠক-পাঠিকাকে নূতন পৃথক উদ্যমে সংস্কৃত গ্রন্থাদি হইতে রহস্য বুঝিয়া লইতে হইবে।" (পৃঃ ১৬১)

গ্রন্থকার অতি সত্য কথা বলিয়াছেন। যাঁহারা রীতিমত শাস্ত্রাধ্যয়ন করিতে চান, এ গ্রন্থ তাঁহাদের জন্য নহে; মূল বা মূলের অনুবাদে যে জ্ঞানলাভ হইবে তাহার পরিমাণ ও অভিপ্রায় স্বতন্ত্র, সে অধ্যবসায় বা ততখানি স্পৃহা যাঁহাদের নাই, তাঁহাদিগকে "আমার এই অসংস্কৃত সংবাদই অগত্যা গ্রহণ করিতে হইবে।" ইহার অর্থ আমি এই বুঝিব যে, বাংলা-ভাষায় আর কোন পুস্তক নাই যাহার সাহায্যে এই দুরূহ তত্ত্বকে সাধারণ-শিক্ষিত পাঠক এমন সুপাচ্যরূপে জঠরস্থ করিতে পারে। কথাটা কেহ অত্যুক্তি বলিয়া মনে করিবেন না, এমনই হইতে বাধ্য। আর কেহ ঠিক এইরূপ গ্রন্থ-রচনা করিতে পারিতেন না, কারণ, ইহা শুধু পণ্ডিতের কর্ম্ম নয়। ইহা একটি বিশিষ্ট মনের ভঙ্গি, একটা বিশিষ্ট কাল্‌চার, এবং সর্ব্বোপরি একটা এমন ব্যক্তিত্বের অপেক্ষা রাখে—যে-সকলের যোগাযোগ সাহিত্যেও একবার বই দুইবার হয় না। সেই ব্যক্তিত্বের একটা বিশিষ্ট স্বাদ বা সৌরভ আছে, তাহা অনন্যসদৃশ, অনন্যসাধারণ। এই বেদান্ত-ব্যাখ্যা যে এমন রসরূপত্ব লাভ করিয়াছে তাহার কারণ, ইহার বক্তা একজন পরম বৈষ্ণব, অথচ বেদান্তের সেই বিশুদ্ধ, অতিশয় অ-বৈষ্ণব তত্ত্বটির প্রতিও তাঁহার শ্রদ্ধার অন্ত নাই। একজন বিশ্বাসী ও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভক্তিমান বৈষ্ণবের পক্ষে এইরূপ মুক্তপ্রাণে বেদান্তের ওকালতি করা অসম্ভব বলিলেই হয়। লেখক যে মাঝে মাঝে তাঁহার বৈষ্ণব-মনোভাব প্রকাশ করিয়া ফেলেন নাই এমন নহে, তথাপি তিনি সেই 'অদ্বয়-ব্রহ্ম'কে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করিয়া, তাঁহাকেও ভক্তি নিবেদন করিয়াছেন। 'অভয়ের কথা' শেষ করিয়া 'ঠাকুরাণীর কথা'র আরম্ভে তিনি এমন কথা বলিয়াছেন বটে যে—

" 'আমি'-নামধেয় সচ্চিদানন্দ অভয়-ব্রহ্মের ওকালতি করিয়াছি। ব্রহ্মমহাশয় নির্গুণ বলিয়া কিছুই পারিশ্রমিক দেন নাই, পারিতোষিক ত' দূরের কথা।"

রহস্যচ্ছলে হইলেও ইহার একটা শ্লেষ-অর্থ আছে, তাহা এই যে—অদ্বৈত-ব্রহ্মের উপাসনায় শেষ পর্য্যন্ত শূন্যই লাভ হইয়া থাকে—অথবা লাভালাভের কোন প্রশ্নই নাই। কোন বৈদান্তিক অবশ্য এমন কথা বলিবেন না, গ্রন্থকারও বৈদান্তিক হিসাবে এ কথা বলেন নাই।

এই যে মনোভঙ্গি, ইহা একান্তই ব্যক্তিগত; এই রস-রসিকতাও পণ্ডিতসাধারণের আয়ত্ত নহে। সেই ব্যক্তিত্বের যে আর একটি দুর্লভ সম্পদ ইহাতে যুক্ত হইয়াছে, তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি—লেখক কাব্যরস-জ্ঞানেও প্রবীণ। একাধারে এতগুলি গুণ দুর্লভ বলিয়াই এই গ্রন্থ এমন অসাধারণত্ব লাভ করিয়াছে।

(৫)

এইবার 'অভয়ের কথা'র সাহিত্যিক সৌষ্ঠব, তাহার ভাষা ও রচনা-ভঙ্গির কথা বলিব। প্রথমে ভাষার কথাই বলি। সকল মৌলিক রচনায় যেমন, ইহাতেও তেমনই, ভাষার একটি নিজস্ব রূপ ও ভঙ্গি আপনা হইতে ফুটিয়া উঠিয়াছে। ইহার আরও কারণ আছে; এত বড় পণ্ডিত ও সাহিত্যরসিক হইয়াও গ্রন্থকার পূর্ব্বে আর কখনও লেখনী ধারণ করেন নাই। তাঁহার রসনায় ভাব চিন্তা ও রসের উপযোগী শব্দরাশি ভিড়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিয়া আছে, কিন্তু তিনি তাহাদিগকে কখনও রচনায় ব্যবহার করেন নাই, তাই তাঁহার ভাষায় এক প্রকার অনভ্যস্ত-পটুতা প্রকাশ পাইয়াছে, গুণের সহিত দোষও ঘটিয়াছে। লেখক নিজেও সে বিষয়ে পূর্ণ-সচেতন, নিজেই বলিয়াছেন—

"হিতৈষী পুরোহিত তোতলা হইলে হিতাকাঙ্ক্ষী যজমানের বিপদ, অধিকন্তু যজমান যদি বধির হয় তবে ত' ব্যাপারটা প্রহসনমাত্রে প র্যবসিত হয়।...লেখক কিন্তু একটু তোতলা, শব্দাভিধান তাহার অনায়ত্ত। এইমাত্র ভরসা যে, বর্ত্তমানকালের পাঠক-পাঠিকাগুলি শ্রদ্ধাবান ও শিক্ষিত। বধির যজমানের সংখ্যা অনেক কমিয়াছে। এক্ষণে যজমানগণ তোতলার কথার ত্রুটি নিজ নিজ শিক্ষার বলে পূরণ করিয়া লয়—'পার্ব্বতীসুত লম্বোদর' শুনিয়া 'পাক দিয়া সুতা লম্বা' করিতে প্রবৃত্ত হয় না।" [পৃঃ ৩০]

উপরি-উদ্ধৃত বাক্যে আমরা লেখকের যে বাক্‌পটুতা ও রসিকতার পরিচয় পাই, তাহা সত্ত্বেও ঐ বিনয় মিথ্যা নহে। তথাপি আমি পরে কয়েকটি নমুনা উদ্ধৃত করিব, তাহাতে দেখা যাইবে যে, অনভ্যাসের বাধা সত্ত্বেও ভাষার যে সৌন্দর্য্য, যে একটি অভিনব ষ্টাইল—এই রচনাকে বৈশিষ্ট্য দান করিয়াছে, তাহা সত্যই বিস্ময়কর। ভাষার ঐ বৈশিষ্ট্য আরও এক কারণে ঘটিয়াছে; বিষয়টির গৌরব এবং তাহার ভাব-মণ্ডল অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য, লেখক অতিপ্রসিদ্ধ সংস্কৃত কবি-ভাষার প্রচুর ব্যবহার করিয়াছেন, তাহাই এই রচনার যথার্থ ষ্টাইল বলিয়া বড়ই উপভোগ্য হইয়াছে। শিক্ষিত বাঙালী পাঠকের পক্ষে এই ভাষা একরূপ সংস্কৃতি-লাভের সহায় হইবে। গ্রন্থকার তাহা জানেন, তাই গ্রন্থারম্ভেই ইহার ভাষার পরিচয় নিজেই দিয়াছেন, যথা—

"বাগ্‌দেবীর একটি চরণতল অর্থযুক্ত শব্দের উপর, অভিধানের উপর প্রতিষ্ঠিত। সরস্বতীর প্রাচীন বরপুত্রগুলি তত্তৎশব্দে অধিক শক্তিযোজনা করিয়া নানা দৃষ্টান্ত রচনা করিয়া গিয়াছেন। আমরা উত্তরাধিকারসূত্রে উক্ত মূল্যবান শব্দ ও দৃষ্টান্তগুলি পাইয়াছি। ইহা আমাদের কম সৌভাগ্য নহে। অতিশয় জটিল বেদান্ত-কথা সেই দৃষ্টান্তগুলির সাহায্যে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অপেক্ষাকৃত সুগম হইয়াছে। কিন্তু ইহাও দ্রষ্টব্য যে, অনেক সময়ে মনের ভাব শব্দ সাহায্যে প্রকাশ করা দুরূহ। কিন্তু ভাষা নিজের দুর্ব্বলতা জানিয়াও...সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভাবগুলিকে অস্ফুটশব্দের সাহায্যে শ্রোতৃবর্গের গোচর করিবার চেষ্টা করে, ও সময়ে সময়ে কৃতকার্য্যও হয়।...বাগদেবীর দ্বিতীয় চরণকমল—এই ঈষৎ-স্পষ্ট কুহুরব, গদ-ভাষণ, ও অলিগুঞ্জনে সুপ্রতিষ্ঠিত। [পৃঃ ২-৩]

—এ উক্তির যাথার্থ্য গ্রন্থকার নিজেও সপ্রমাণ করিয়াছেন। আমি এইবার কিছু কিছু উদ্ধৃত করিব।

(১) শিবের গলে সর্প—নিকটে সর্পভুক্ ময়ুর; মস্তকে গঙ্গা—ললাটে প্রজ্বলিত বহ্নি; জীবনস্বরূপস্থ শুভ্র রজত-কান্তি—কণ্ঠে মরণ-চিহ্ন বিষ-নীলিমা। খাদ্য বলদসহ খাদক সিংহ; বোকা লক্ষ্মী, সেয়ানী সরস্বতী; ধনপতি কুবের ভৃত্য, অথচ দিগ্বসন; দগ্ধ মদন, অথচ ঔরস-পুত্র কার্ত্তিকেয়; অন্নপূর্ণা গৃহিণী, উপজীবিকা ভিক্ষা। [পৃঃ ৯৭]

(২) কঠিন পাষাণেও চিৎ আছে; পাষাণ হইতে অপূর্ব্ব সুন্দরী অহল্যা, ও স্তম্ভ হইতে মহারাজ নরসিংহ আপনাদিগকে ব্যক্ত করিয়াছিলেন। এখনও পটে পাষাণে অঙ্কিত নর-নারীর নীরব-মুখর মূর্ত্তি আমাদের সঙ্গে যেন কথা কহিয়াই নানা বিচিত্র ভাব জাগাইয়া পাগল করিয়া তোলে।

(৩) ঈশ্বরের রসাস্বাদ উদ্দেশে, ইচ্ছাশক্তি নানা নট-নটীরূপে আপনাকে বিবর্ত্তিত করিয়া ঈশ্বরসমক্ষে নানা কৌতুককর বিচিত্র লীলা প্রকট করে। কখনও প্রত্নতত্ত্ববিদ্ সাজিয়া, নিজে স্বল্পায়ুঃ হইয়াও, দণ্ড, পল, বৎসর বা শতাব্দীকে তুচ্ছ করিয়া, সময়ের বৃহৎ মাপকাঠি সাহসপূর্ব্বক প্রস্তুত করে—ভূপৃষ্ঠের স্তরনির্ম্মাণ-দীর্ঘকালকে পরিমাণদণ্ড লইয়া দীর্ঘায়ুঃ ব্রহ্মাণ্ডের বয়ঃক্রম স্থির করিবার উদ্যম করে।...কখন বা সূচীছিদ্রে সংখ্যাতীত প্রাণীর বিদ্যমানতা প্রতিপন্ন করিয়া বিস্ময়রসের অবতারণা করে। কোথায় বা অলস আলাদিন সাজিয়া নিরতিশয় অনলসে আশ্চর্য্য-দীপানুসন্ধানে জীবন কাটাইয়া দেয়। কোথায় বা সর্ব্বধ্বংসকারী মহাবল অগ্নিকে ক্ষুদ্র শীতল দীপশলাকা-কৌটায় নিরাপদে বাঁধিয়া রাখে।...অভিনয়ে ঈশ্বরের সুখই হয়, দুঃখ হয় না; দুঃখ অভিনয়ের বলিয়া রসপোষক, সুতরাং রসরূপই। [পৃঃ ১৪২]

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(৪) কৃষ্ণ জাগিয়া উঠিয়া পার্শ্বে দেখিলেন পীতবসন; সোনার পীতবসন অঙ্গে জড়াইতে গিয়া দেখেন, তাহা বসন নহে—তাহা শ্রীরাধা, হলাদিনী ভালবাসা-ঠাকুরাণী।...

"ঠাকুরাণী বলেন যে, পরাণ-বঁধুয়া তুমি, তোমাকে আমি ভালবাসি।...আমি নন্দ-মহারাজ হইয়া তোমার জন্য হাটবাজার করিব, এবং যশোদারাণী হইয়া তোমার লালন-পালন ও শাসন করিব।...ধেনু হইয়া তোমার সাথে ফিরিব, বনে ঘন-দুগ্ধ তোমাকে পান করাইব; বংশী হইয়া তোমার সাধের রাধা-নাম গাহিব; তোমাকে আমার নয়নতারা করিয়া রাখিব; আমি তোমার কণ্ঠলগ্না হইয়া তোমার বনমালা হইব, কদম্বতরু হইয়া গ্রীষ্মে সুশীতল ছায়ার মধ্যে তোমাকে রাখিব; মলয়পবন হইয়া, যমুনার জল হইয়া তোমাকে আলিঙ্গন করিব; অঙ্গ-পরিমলে তোমাকে উন্মত্ত করিবার জন্য নাভিতে কস্তুরী ধারণ করিব।...নানা ঋতুর বৈচিত্র্য স্বীকার করিব; লতায় পুষ্প, পুষ্পে মধু, মধুলুব্ধ অলি, লতাবিতান—লতাবিতানে আমাদের সুখশয্যা, শারদচন্দ্র, রাসস্থলী, মরালের নৃত্য, কোকিলের সঙ্গীতাদি—কলাবিদ্যা সকলই হইব; তুমি সকল রকম রসের মধ্যে কোনটাতেই বঞ্চিত হইবে না।" [পৃঃ ২১৭, ২২০]

আর দুইটি মাত্র উদ্ধৃত করিয়া এই পরিচয় শেষ করিব—একটিতে রসিকতা ও অপরটিতে প্রগাঢ় কাব্যরসজ্ঞতার পরিচয় পাওয়া যাইবে।—

(১) যদ্যপি রাম-মহাশয় যৎপরোনাস্তি শ্রমে, সমুদ্রবন্ধনাদি অলৌকিক অসাধারণ উদ্যোগে, পুনরায় সীতাকে উদ্ধার করিয়াছিলেন, তথাপি প্রজারঞ্জনাদি নিম্নাধিকারের বিধিবাধ্য থাকায়, সীতাদেবীকে আয়ত্ত রাখিতে পারেন নাই। তিনি এখনও জন্মস্থানেই নিহিতা আছেন। রামজী স্বর্ণ-সীতাকে আসলের প্রতিনিধি স্বীকার করিয়া, সন্দেশ ফেলিয়া ঠোঙ্গা চাটিয়া, হাঁদারাম-নামে অদ্যাবধি পরিচিত হইয়া আসিতেছেন। [পৃঃ ৭৫]

(২) আমার জীবন-স্বরূপ আত্মা স্বপ্রচার করিয়া জগৎ হইয়াছেন। এই জগৎকে আমি ভালবাসিব—আমাকে আমার মত, পিতাকে পুত্রের মত, সন্তানকে মাতার মত, পঞ্চমখণ্ডের তৃতীয় পরিচ্ছেদে অমরনাথকে লবঙ্গলতার মত, এবং বলিতে কি, হয়তো ষোড়শ পরিচ্ছেদে উপেনকে ইন্দিরার মত; হয় তো বা আরও বেশি। ভালবাসাটা সর্ব্বনেশে জিনিষ; ইহার সীমা নাই, তৃপ্তি নাই। [পৃঃ ১২২]

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গ্রন্থের ভাষা, ভাব ও রচনাভঙ্গির পরিচয়ে ইহার অধিক আবশ্যক নাই। কেবল কয়েকটি বিষয়ে পাঠক-পাঠিকাগণকে পূর্ব্ব হইতেই সাবধান করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য মনে করি। প্রথমতঃ, মনে রাখিতে হইবে যে, ইহার যে বিষয়—তাহার মূলে আছে একটি সুপ্রাচীন ও সুপ্রতিষ্ঠিত চিন্তাধারা ; সেই চিন্তাধারা একটি বিশিষ্ট ভাষা ও বাক্‌পদ্ধতির সহিত দৃঢ় সম্পর্কিত হইয়া আছে। এজন্য গ্রন্থকারকে, যতটুকু অত্যাবশ্যক, সেই ভাষার সাহায্য লইতে হইয়াছে। গ্রন্থকার সেই ভাষাকে যতদূর সম্ভব লঘু করিয়া, তাহার বিশিষ্ট শব্দ ও বাক্যগুলিকে যেরূপ নিষ্ঠার সহিত এই গ্রন্থে রক্ষা করিয়াছেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে সেগুলিকে আমাদের সংস্কারে ধরাইয়া দিবার জন্য যে পরিশ্রম করিয়াছেন, তজ্জন্য তিনি ধন্যবাদার্হ। ঐ ভাষার সহিত বাংলাভাষার যোগস্থাপন না হওয়ায়, ঐ চিন্তাও এতদিন আমাদের সাহিত্যিক সংস্কারের বহির্ভূত ছিল। পাঠকগণের সুবিধার জন্য আমি গ্রন্থশেষে এই রূপ পারিভাষিক শব্দের একটি তালিকা সন্নিবিষ্ট করিয়াছি। দ্বিতীয়তঃ, যেখানে গ্রন্থকার ঐ দার্শনিক চিন্তাগুলিকে আমাদের বোধগম্য করিবার দিকেই বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়াছেন, সেখানে তিনি ভাষার সাহিত্যিক সৌষ্ঠব রক্ষা করিতে পারেন নাই ; তাহা সম্ভবও নয়। বরং বিষয়টিকে ভাল করিয়া বুঝাইবার জন্য তিনি যে উৎকৃষ্ট রীতি অবলম্বন করিয়াছেন, তাহাই অতিশয় হিতকর হইয়াছে। তিনি একই শব্দের পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ এবং পর্য্যায়-শব্দের প্রচুর ব্যবহার করিয়াছেন। গ্রন্থকার নিজেই সে সম্বন্ধে কৈফিয়ৎ দিয়াছেন, যথা—

"কথাটি প্রতিপাদন জন্য হয় তো কোনও একই যুক্তির পুনরুল্লেখ হইবে, তাহাতে পাঠক-পাঠিকার অরুচি, বিদ্বেষ হওয়া উচিত নহে। বখেয়া-সেলাই সেলাইএর পুনঃপুনঃ পুনরুল্লেখ মাত্র হইয়াও নিন্দ্য নহে, বরং অধিক দৃঢ় ও নিরাপদ। একই হাতুড়ীর পুনঃপুনঃ আঘাতে প্রেক-শলাকা সুপ্রবিষ্ট হয়।"

[পৃঃ ৩]

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আবার, বাক্যগুলিকে অর্থ-গাঢ় করিবার জন্য যেমন দীর্ঘ, তেমনই, ভাবের দিক দিয়া সংক্ষিপ্ত করিয়াছেন ; তাহাতে আমাদের একটু মনোযোগের প্রয়োজন হইবে মাত্র। ঐরূপ দীর্ঘ-বাক্য হয়ত আরও সরল হইতে পারিত ; হয় নাই তাহার কারণ দুইটি, এক—গ্রন্থকার ঐ রীতিই উপযুক্ত মনে করেন ; দুই—বাক্যগঠন ও শব্দযোজনায় অনভ্যাসের অপটুতা। কিন্তু এ রচনার ষ্টাইল এমনই যে, পাঠকের তাহাতে বিশেষ বাধা ঘটিবে না, শীঘ্রই অভ্যাস হইয়া যাইবে।

(৬)

সর্ব্বশেষে এই গ্রন্থপাঠের ফলশ্রুতি সম্বন্ধে কিছু বলিয়া এই পরিচয় শেষ করিব। গ্রন্থখানিতে যে তত্ত্বের প্রতিপাদন করা হইয়াছে তাহার সমালোচনা করি এমন স্পর্দ্ধা আমার নাই। আমি সাধারণ পাঠক-পাঠিকারই একজন। সেই সাধারণ মানব-মনের যে জিজ্ঞাসা ও আকুতি, তাহাই এই গ্রন্থের প্রতি আমাকে অতি গভীরভাবে আকৃষ্ট করিয়াছে। আমরা গ্রন্থকারের মত পণ্ডিত নহি, কিম্বা তাঁহার মত কোন আধ্যাত্মিক প্রত্যয় বা ধর্ম্মোপলব্ধির অধিকারীও নহি। গ্রন্থকার তাহা জানেন। তিনিও আমাদিগকে কোন শাস্ত্র-মতে বিশ্বাসী হইতে বলেন নাই ; সেই উদারতা—খাঁটি হিন্দুত্বের যাহা লক্ষণ—তাহা যদি গ্রন্থকারের না থাকিত তবে তিনিও বেদান্ত-আলোচনার অধিকারী হইতে পারিতেন না। তিনি আমাদিগকে কেবল ভাবিতে বলিয়াছেন, জিজ্ঞাসা করিতে বলিয়াছেন, এবং ইহাই আশা করিয়াছেন যে, এইরূপ আলোচনা-শ্রবণে, আর কিছু না হইলেও, আমাদের চিত্তের মলিনতা দূর হইবে। হইবারই কথা ; কারণ এই গ্রন্থের যাহা প্রতিপাদ্য বিষয় তাহার মত মহিমা যে আর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কিছুরই নাই। আমি তাহার কিছু কিছু নিদর্শন এখানে উদ্ধৃত করা আবশ্যক মনে করি। যথা—

(১) The earliest of these philosophical treatises, the *Upanishads,* I believe, will always maintain a place in the literature of the world among the astounding productions of the human mind in any country." —*Max Muller.*

(২) "The *Upanishads* possess a significance reaching far beyond their time and country, nay, we claim for them an inestimable value for the whole race of mankind." —*Paul Deussen.*

(৩) "From every sentence deep, original and sublime thoughts arise and the whole is pervaded by a high and holy and earnest spirit."—*Schopenhauer.*

(৪) "On the tree of Indian wisdom there is no fairer flower than the *Upanishads* and no fairer fruit than the Vedanta Philosophy...... The great *Upanishads* are the deep still mountain tarns, fed from the pure water of the everlasting snows, lit by clear sunshine, or by night mirroring the high serenity of the stars."—*Charles Johnston.*

কিন্তু গ্রন্থকার অতিশয় নম্রতা সহকারে কেবল ইহাই দাবী করিয়াছেন যে, তাঁহার এই বেদান্ত-ব্যাখ্যা পাঠ করিয়া আমাদের অন্ততঃ চিত্তশুদ্ধি হইবে। এটুকুও যে তিনি আশা করিয়াছেন, তজ্জন্য আমরা তাঁহার নিকটে কৃতজ্ঞ; কারণ আমাদের একালের শিক্ষা-দীক্ষা ও মনোভাব তাঁহার অজ্ঞাত ছিল না; আমরা শুধুই নাস্তিক নই—আমরা অশিক্ষিত, এবং আমাদের হৃদয়বৃত্তিও অতিশয় দুর্ব্বল।

তথাপি তারাস্তৃত নিশীথ-আকাশের সুন্দর-গম্ভীর মহিমা আমাদের চিত্তকে যেমন শান্ত ও নির্ম্মল করে—অনন্তের সেই জ্যোতির্ম্ময় বিস্তার-দর্শনে আমরা যেমন অন্তরে একটি মহিমা বোধ করি—এই গ্রন্থের বিষয়টিকে চিন্তা করিয়া—আত্মার বিরাটত্বকে এইরূপ প্রদক্ষিণ করিয়া—আমাদের চিত্তের কিঞ্চিৎ সমুন্নতি অসম্ভব নয়। আমরা যদি কোন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জ্ঞানলাভ্ নাও করি—আমাদের বিশ্বাস বা আস্তিক্য বুদ্ধি যদি দৃঢ়তর নাও হয়, তথাপি এই গ্রন্থপাঠের ফলে আমাদের মনের স্বাস্থ্য যে কিছু বৃদ্ধি পাইবে, একটা বায়ু-পরিবর্ত্তনের মত ফললাভও যে হইবে, আশা করি, পাঠক-পাঠিকাগণ সে বিষয়ে আমার সহিত একমত হইবেন।

তৎসত্ত্বেও যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন, আমার মত পাঠক ইহার ঐ তত্ত্বালোচনা হইতেও কি কোন উপকার পায় নাই? তাহার উত্তরে আমি এস্থলে বিস্তারিত ভাবে কিছু বলিব না—সে সমালোচনার স্থান এ নহে। আমি জানি, আজিকার দিনে তত্ত্বের কোন পৃথক মূল্য নাই; কোন চিন্তা কোন সত্যই এখন ব্যক্তি বা দীক্ষিত-শিষ্যের উপাদেয় হইলেই চলিবে না; পাণ্ডিত্যের কথা স্বতন্ত্র। কেবল ইহাই বলিব যে, প্রথম যৌবনে এই গ্রন্থের সহিত যখন আমার পরিচয় হয় তখন ইহার মধ্যে আমি যে এক নূতন চিন্তা ও ভাবের জগৎ উদ্‌ঘাটিত হইতে দেখি, আমার ভাব-জীবনে তাহা চিরদিন আধিপত্য করিয়াছে। ঐ তত্ত্ব যেমনই হৌক, উহা গৌণ-ভাবেও আমার চিন্তাকে কোন একটা দিকে চালিত করিয়া থাকিবে—আমার নিজস্ব ভাব-চিন্তাকে বাধাহীন ও স্বচ্ছন্দ করিয়া থাকিবে। সকল উৎকৃষ্ট গ্রন্থের—বিশেষতঃ সাহিত্য-গ্রন্থের ইহাই প্রধান কাজ; এইজন্যই তাহাকে 'Literature of Knowledge' না বলিয়া 'Literature of Power' বলাই সঙ্গত। 'অভয়ের কথা' আমার নিকটে মুখ্যতঃ ঐরূপ সাহিত্য-গ্রন্থই বটে, উহার ভাষা এবং রচনাভঙ্গিও আমাকে অল্প মুগ্ধ করে নাই—সেদিক দিয়াও উহার নিকটে আমি ঋণী। যৌবনে ইহার অধিক প্রয়োজন ছিল না, আজ বৃদ্ধ হইয়াছি, তাই তত্ত্বের দিকটাও বড় হইয়া উঠিয়াছে। 'অভয়ের কথা' বা অদ্বয়-বেদান্তের শেষ সিদ্ধান্তে গ্রন্থ-কারও যাহা পান নাই, আমিও তাহা পাই নাই—কিন্তু অন্য কারণে। এইবার সেই কথাই বলিব।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(৭)

গ্রন্থকার যাহার নাম দিয়াছেন 'অভয়', তাহা সেই বেদান্তের 'আত্মা' বা 'ব্রহ্মপদ'—জীবের মুক্তি বা স্বরূপে পুনরবস্থিতি। এই 'আত্মা'কে লাভ করিলে আর কোন ভয় থাকে না, উহাই প্রকৃত অভয়ের অবস্থা। মানুষ যে অভয় হইতে পারে না, তাহার কারণ, সে একটা মিথ্যা-সুখের আকাঙ্ক্ষা করে, ঐ সুখ দুঃখেরই অপর পিঠ মাত্র; তবু মানুষ দুঃখটাকে কৌশলে ত্যাগ করিয়া সুখটাকেই পাইতে চায়; যতই তাহা অসম্ভব হউক না কেন, কিছুতেই বিশ্বাস করে না যে, সুখ একটা মরীচিকা। ঐ দুঃখ-ভয় থাকিবেই; একটু জ্ঞান হইলেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, সুখও নয়, দুঃখও নয়,—আসল সমস্যা, ঐ সুখ-দুঃখের গোলোকধাঁধাটি পার হওয়া; সুখ পাওয়া নয়, অভয় হইতে পারা। ঐ অভয় অবস্থাটি সুখ নয়, আনন্দের অবস্থা—সুখ তাহার তুলনায় অতি-তুচ্ছ, অতিশয় হেয়। সেটি যে কি বস্তু তাহা বাক্যের দ্বারা বুঝানো যায় না; উহা 'বুঝিতে' হইলে 'পাইতে' হয়; যে পাইয়াছে সেই বুঝে—যেমন মৃত্যু কি তাহা যে মরিয়াছে সেই জানে; যাহার মৃত্যু এখনও হয় নাই, সে জানে না, জানিতে পারে না। গ্রন্থকার এই তত্ত্বটি অতি উত্তমরূপে আমাদিগকে বুঝাইয়া দিয়াছেন। সুখ-সাধনের নানা পন্থার দোষ এবং অসম্পূর্ণতা দেখাইয়া তিনি অবশেষে দুঃখনিবৃত্তির বৈদান্তিক সাধনাও আমাদিগকে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন।

তাহাতে আমরা দেখিতে পাই যে, বেদান্তের সেই পরম-অভয়কে পাইতে হইলে এত বড় শক্তি চাই, যাহা দ্বারা শুধুই দেহটাকে বশীভূত করা নয়—দেহসংস্কারই বর্জ্জন করা যায়। বলহীন হইলে সেই আত্মাকে লাভ করা যাইবে না। আধ্যাত্মিক সাধনামাত্রেরই সম্বন্ধে বেদান্তের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই কথাটাই সার-সত্য—'নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ'। আত্মাকে আত্মার দ্বারাই উদ্ধার করিতে হইবে—আর কেহ উদ্ধার করিবে না; কারণ, ঐ আত্মা ভিন্ন আর কেহ ত' নাই। এই অদ্বৈতের যত প্রকার রকম-ফেরই কর—শুদ্ধাদ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত, বা দ্বৈতাদ্বৈত—কথা সেই একই; বেদান্ত যাহা স্পষ্ট করিয়া বলে, অন্যান্য আখড়াধারীরা তাহাই ঘুরাইয়া, একটু রঙ অথবা রস তাহাতে যোগ করিয়া, মানুষকে আরও সহজ পথের আশ্বাস দেয়। একটু ভিতরে দৃষ্টি করিলেই দেখা যাইবে, 'আমি' ছাড়া আর কেহ নাই—'আমি'টাকেই ঘুরাইয়া 'তুমি' করিতে হয়। জ্ঞানই হৌক আর প্রেমই হৌক, নির্গুণ ব্রহ্মই হৌক আর সগুণ ভগবানই হৌক—'এক'-এর সমাধিই হৌক, আর 'দুই'-এর রস-লীলাই হৌক—মূলে এক বই দুই নাই; অর্থাৎ সবই ঐ 'আমি'-টার উপরে নির্ভর করে। মানুষ যেমন পাপে-পুণ্যে, ভোগে-ত্যাগে, সব-কিছুতেই স্বার্থপর না হইয়া পারে না—সবই সেই স্ব-অর্থে; সেই বন্ধন যেমন তাহার নিজেরই বন্ধন, আর কাহারও নয়;—তেমনই মুক্তি তাহার একান্ত নিজেরই, আর কাহারও নয়, তাহাতেও সে অনন্য-সহায়। সেখানেও তাহাকে 'স্বার্থপর' হইতে হইবে। যে স্বার্থপরতাকে আমরা ঘৃণা করি, তাহা স্থূল; তাহাই যখন সূক্ষ্মতা প্রাপ্ত হয়, তখন তাহাই মুক্তি-লাভের উপায়। ইহাই বড় রহস্য। বেদান্ত এই তত্ত্বটিকে একেবারে মূল-পর্য্যন্ত দৃঢ় করিয়া ধরিয়াছে। ইহাই পরম তত্ত্ব, আর সকল তত্ত্বই ঐ তত্ত্বের সুলভ বা জনগণ-বিনোদন সংস্করণ মাত্র।

ঐ সঙ্গে যে আর একটি কথা ঐ বেদান্তের হেথা-হোথা উঁকি দেয়, এবং তাহাতেই একরূপ দ্বৈত-উপাসনা—ভক্তি, কৃপাবাদ প্রভৃতির উদ্ভব হইয়াছে, তাহাও মূলে সেই একই তত্ত্ব। ঐ যে "যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ"—'আত্মা যাহাকে নিজে বরণ করেন সেই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আত্মাকে লাভ করে'—উহার এমন অর্থ করিতে হইবে না যে, এক আত্মাকে আর একটা বড় কোন আত্মা বরণ করেন, বা কৃপা করেন; শুধু ইহাই বুঝিতে হইবে যে, সেই একই আত্মার, সেই একই 'আমি'র 'বলহীন' অবস্থাটা যে কখন ঘুচিয়া যাইবে—কখন সেই আত্মার পূর্ণস্ফূর্ত্তি হইবে—তাহার কিছুই ঠিক নাই; সেই সময়টি না আসিলে হাজার সাধ্য-সাধনা কর না কেন, বলহীনতা ত্যাগ করিয়া সেই আত্মাকে—তোমার সেই পূর্ণস্বরূপকে—লাভ করিতে পারিবে না। একথা আরও ভয়ানক। বেদান্তী বলেন, ইহার জন্য তপশ্চরণও যেমন করিতে হইবে, তেমনই সেই সময়টির জন্য অপেক্ষাও করিতে হইবে। বৈষ্ণব বলেন, ইহার জন্য প্রাণপণে কাঁদিতে হইবে—সে কান্না সত্যকার কান্না হওয়া চাই। সে কান্নাও এক প্রকার শক্তির কান্না, তাহাতেও আত্মাকে একরূপ বলিষ্ঠ হইতে হইবে। অতএব সারকথা এই যে, দুঃখনিবৃত্তি, বা লীলারসের আস্বাদনে পরম-সুখলাভ—কোনটাই আত্মশক্তি হীনের সাধ্য নয়; অর্থাৎ, আর কেহ তোমাকে উদ্ধার করিবে না, নিজেকে নিজেই একটা এমন শক্তির সাহায্যে উদ্ধার করিতে হইবে, যে—শক্তি সাধারণ মানুষের আয়ত্ত নয়, বরং সাধারণ মানবীয় সংস্কারের বিপরীত। সেই সংস্কারকে—যাহাকে প্রবৃত্তি বলে, সেই প্রবৃত্তিকে—নিবৃত্তিমুখী করিতে হইবে; অর্থাৎ যে খোঁড়া তাহাকে, তাহার খঞ্জতা মোচন করিবার জন্য, দৌড়-অভ্যাস করিতে হইবে—পা-খানা না থাকিলেও, ভুলিতে হইবে যে তাহা নাই।

আমার এই কথাগুলি ভক্তের কথা নয়, জ্ঞানীর কথাও নয়; আমি সাধারণ মানুষ, কোটী মানুষেরই একজন; যে-মানুষ অতি দুর্ব্বল, অতি-অসহায়, যে-মানুষের বাস্তব-সত্তার নাম humanity—যে-মানুষ এই পৃথিবীতে চিরদিন দুঃখভোগ করিয়াছে, করিতেছে ও করিবে, আমি তাহাই। যে সৌভাগ্যবান কয়েকজন মাঝে মাঝে এই জগৎ ও জীবনকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কদলী-প্রদর্শন করিয়া, ঐ অভয় বা ঐ লীলারস, দু'য়ের একটাতে আরোহণ করে, আমি তাহাদের সমকক্ষ নহি। ভক্ত ও বৈদান্তিক উভয়েই বলিবেন —'আরে! মুক্তি ত' সকলেরই হইবে, সকলেই সেই রস আস্বাদন করিয়া ধন্য হইবে; একজন্মে না হউক শতজন্মেও ত' হইবে!' কি মধুর সান্ত্বনা! ততদিন ঐ মানুষজাতি—ঐ 'Humanity'—আর্ত্তনাদ করিতে থাকুক, তোমার তাহাতে কি? যাহার যেমন কর্ম্ম সে ত' তাহাই ভোগ করিবে; বিশাল মানবগোষ্ঠী একত্রে যে কর্ম্মজাল বয়ন করিয়াছে, তাহার সমষ্টিগত বন্ধন-মোচন হইবে না; মুক্তি একারই হয়, প্রত্যেকে নিজের ভাবনা ভাবিবে।

বেদান্ত ইহার বড় চমৎকার উত্তর দিয়াছে; সে বলে, 'এক'ই ত' আছে, 'তুমি' মাত্রেই ত' 'আমি'; আমি ছাড়া ত' কেহ নাই! তোমার মুক্তিই ত' সকলের মুক্তি। আরও বলে, মুক্তিলাভ ত' 'প্রাপ্ত-প্রাপ্তি'; সেই আমি ত' কখনও বদ্ধ হয় নাই, 'বদ্ধ হইয়াছি' এই সংস্কারটাই একটা মহাভ্রম। যাহারা এতখানি যাইতে প্রস্তুত নয়, তাহারা ফল-লাভের আশা না করিয়া, সর্ব্বপ্রকার হিতানুষ্ঠান করিতে বলে; শেষ পর্য্যন্ত ঐ বহুর—ঐ মানবকুলের—হিত হউক বা না হউক, কেবল হিতসাধনের উদ্দেশ্যে কর্ম্ম করিয়া গেলেই তোমার কর্ত্তব্য শেষ হইল; অর্থাৎ ঐ পর-হিতৈষণার দ্বারা তোমার নিজেরই চিত্তশুদ্ধি বা আত্মার কল্যাণ হইবে, তাহাই ত' পরম পুরুষার্থ। সেই স্বার্থপরতারই কি চমৎকার শোধন-মন্ত্র!

(৮)

আমার প্রাণ ইহাতে তৃপ্ত হয় নাই। তার কারণ বোধ হয় এই যে, আমি একালের মানুষ, আমি মানুষকে—মানুষের দেহবদ্ধ জীবনটাকে, জীবনেরই দিক দিয়া না দেখিয়া, দেহবর্জ্জিত কোন অধ্যাত্ম-তত্ত্বের দিক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দিয়া দেখিতে পারি না ; একালের মানুষের পক্ষে তাহা সম্ভব নয়। আবার জীবনকে স্বীকার করিয়া, তাহার অন্তর্গত নানা দ্বন্দ্ব-সংশয় ও সমস্যার সমাধানমূলক আর একটা কোন তত্ত্বকে—ব্যক্তির মস্তিষ্কপ্রসূত একটা নূতনতর পেটেণ্ট-আবিষ্কারকেও—কিছুমাত্র আমি শ্রদ্ধা করি না, সেও মানুষকে আর এক প্রকার প্রবঞ্চনা। ঐরূপ কোন 'সত্য'-আবিষ্কারের দ্বারা আবিষ্কারকের আত্মাভিমান বা আত্মপ্রসাদ বৃদ্ধি পায় মাত্র—ঐরূপ 'সত্যে'র প্রচারক যাহারা তাহারা ও মানুষকে, মানুষের জীবনকে, একটা তত্ত্বের অধীন করে। জীবনের তত্ত্ব জীবনের মধ্যেই আছে, তাহাকে পৃথক করিয়া বাক্যগোচর করা যায় না। যাহারা জীবনের সেই বাস্তব-রূপ প্রাণের ভিতরে প্রত্যক্ষ করিয়াছে তাহারা কেবল স্তম্ভিত হইয়াছে। যে তাহা হয় নাই, সে জীবনকে দেখে নাই, অথবা সে সাধারণ মানুষ নয়—যে-সাধারণ-মানুষকেই আমি জীবনের মূল-রহস্যের পূর্ণ-প্রতীক বা বিগ্রহ বলিয়া বিশ্বাস করি।

তাহা হইলে, সেই সাধারণ মানুষের উপায় কি? মানুষ, মানুষ বলিয়াই দুর্ব্বল ; এই দুর্ব্বলতাই তাহার মনুষ্যত্বের নিদান। ঐ মুক্তিই যদি পরম-পুরুষার্থ হয়, তবে আত্মবলে সেই মানুষ মুক্তির অধিকারী হইতে পারে না ; অতএব দুঃখনিবৃত্তির কোন আশাই নাই। আখড়ায় আখড়ায় কত কাল ধরিয়া কত ঘণ্টাই বাজিয়াছে, তাহা শুনিয়া যাহাদের মুক্তি হইয়াছে এবং এখনও হইতে পারে বা হইবে, আমি তাহাদের জন্য আদৌ চিন্তিত নহি। ঐ ঘণ্টা যাহারা শুনিতে পায় না, বা শুনিতে চায় না, তাহাদের উপায় কি? শুনিতে না চাওয়াই ত স্বাভাবিক।

(৯)

মানুষ যে কত দুর্ব্বল, কত অসহায় তাহা মানুষ ত' জানে। পৃথিবীতে আজিও যেমন, চিরদিনই তেমনি, মানুষ যূপবদ্ধ পশুর মত, কখনো সরবে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কখনো নীরবে আর্ত্তনাদ করিয়াছে ও করিতেছে। মানুষের এই দুর্ব্বলতা ও বিমূঢ়তা—শুধুই রিপুপারবশ্য নয়—স্নেহ-প্রেম-প্রীতির নিষ্ফল কাতরতা, ক্ষুধা ও ব্যাধি, জরা ও মৃত্যুর নিত্য-নির্য্যাতনের কোন প্রতিকার আছে? মানুষ কি আদিকাল হইতে সেই একই দুঃখ বিভিন্ন প্রকারে ভোগ করিতেছে না? এবং যুগের পর যুগে, নূতন নূতন আলেয়ার পশ্চাতে ছুটিতেছে না? কোন ধর্ম্ম, কোন তত্ত্ব, কোন গুরু, কোন অবতার তাহার সেই দুঃখ দূর করিতে পারিয়াছে? মানুষ আপনার পথেই চিরদিন চলিয়াছে ও চলিবে; মরীচিকা বা আলেয়া তাহাকে দিকভ্রান্ত করিবে; পিপাসার বারি মিলিবে না; অন্ধকারে সে পথ খুঁজিবে কিন্তু পাইবে না। তপ্ত-ইক্ষু-চর্ব্বণের মত ঐ জ্বালাই তাহার সুখকর হইবে; গণ্ডবাহী অশ্রুধারাই তাহার শুষ্ক ওষ্ঠে পানীয় সিঞ্চন করিবে; নিজবক্ষে নিজেই আমূল ছুরিকাবিদ্ধ করিয়া সে বেদনার হাহা-স্বরে হাসিয়া উঠিবে। জগৎকে যদি নাট্যশালার সহিত উপমিত করা হয়, তবে এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে যে, সেই নাট্যশালার এক অংশে কয়েকজন রস-চতুর দর্শক বসিয়া সেই নাট্যরস উপভোগ করিবে, বাকি অগণিত মানব রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করিতে থাকিবে; সে অভিনয় অভিনেতার পক্ষে মর্ম্মান্তিক। কিন্তু কবি-মনীষিগণের, শক্তিমান মহাপুরুষগণের পক্ষে তাহাই অমৃতসমান। বেদান্তও রস, সেও একরূপ নেশা; কেবল সে নেশা কিছু উগ্র ও নীরস; বৈষ্ণবের সাধনতত্ত্বও একটা বড় নেশা—সে নেশা বড় তরল, বড় মধুর। শেষ পর্য্যন্ত ঐ নেশা ছাড়া আর গত্যন্তর নাই—"Be drunk, always drunk, and with anything"—উহাই সার কথা। গ্রন্থকার 'ঠাকুরাণীর কথা'য় সেই নেশাকেই আরও গাঢ় করিয়া লইয়াছেন। কিন্তু এমন নেশার উপকরণও যেমন সুলভ নয়, তেমনই, নেশায় বেহুঁশ হইবার সামর্থ্যও সকলের নাই। ঘুরিয়া ফিরিয়া সেই এক কথা—শক্তি; এবং

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাহা আর কাহারও নয়, তোমার নিজের। বেদান্ত বড় সত্যবাদী, এমন নির্ভীক-নির্ম্মম সত্য আর কেহ বলে নাই।

তাই বলিয়াছি, এ-সকল তত্ত্ব, তত্ত্বহিসাবে অতিশয় উচ্চ এবং মহান্ হইলেও, মানুষ-আমাকে আশ্বস্ত করে না। মানুষকে উদ্ধার করিতে পারে—প্রেম; সেই প্রেমের নাম অপার কারুণ্য, ইহাই বিশ্বাস করি; কিন্তু তাহা পৃথিবীতে এখনও অবতীর্ণ হয় নাই। সে-প্রেম "Come unto me" বলিবে না, আপনি নিকটে আসিয়া বুকে তুলিয়া লইবে; সে কৃপা কেবল অহৈতুকী হইলে চলিবে না—তাহার কোন পাত্রাপাত্র-ভেদ থাকিবে না, না ডাকিতে আসিবে, না চাহিতে দিবে। যে-প্রেম-সকলের জন্য কাঁদে, কিন্তু সকলকে উদ্ধার করিতে পারে না—সে প্রেম আমরা দেখিয়াছি, সেই প্রেমের মহিমা কীর্ত্তন করিলেই মানুষের দুঃখ ঘুচিবে না। খৃষ্ট বা চৈতন্যের সেই প্রেম আমরা জানি, কিন্তু তাহাতে মানব-সাধারণের কি উপকার হইয়াছে? সেই প্রেমের বিরাটত্ব স্বীকার করি, কিন্তু সে প্রেম ত' জগতের এই বিরাট দুঃখের ভার তুলিতে পারে নাই, আমরা কেবল সেই প্রেমের মহিমা চিন্তা করিয়া বিস্মিত হই মাত্র। মানুষমাত্রেরই তাহাতে কোন উপকার হইয়াছে কি? আমি নিখিল মানবগোষ্ঠীর কথাই বলিতেছি। জন্মজন্মান্তরের কথা, কর্ম্মফলের কথা—এখানে তুলিয়া লাভ নাই; তাহাতে প্রত্যক্ষ-বাস্তবের মীমাংসা হয় না। আমি মানুষের প্রত্যক্ষ নিয়তির কথাই বলিতেছি। এযুগে তাহাই মানুষকে চাপিয়া ধরিয়াছে, মানুষ আরও দুর্ব্বল আরও অসহায় হইয়া পড়িয়াছে। আজ মানুষের কোন শক্তিই আর অবশিষ্ট নাই; জ্ঞান বা প্রেম, কোনটারই দাবী তাহার নিকটে আর চলিবে না। ভগবানকে ডাকো, আত্মাকে উদ্বুদ্ধ করো, প্রেমের দ্বারা অপ্রেমকে, অহিংসার দ্বারা হিংসাকে জয় করো—আজিকার মানবকে একথা যে বলে, সে হয়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অ-মানুষ, নয় অতিমানুষ ; অ-মানুষ এই অর্থে যে, সে হৃদয়হীন পিশাচ ; অতিমানুষ এই অর্থে যে, সে দেহসংস্কার বা মানবীয় সংস্কার অতিক্রম করিয়াছে। যে মনুষ্যত্ব—যে দুর্ব্বলতা মানুষের নিয়তি, আমি সেই মনুষ্যত্বকেই সর্ব্বাগ্রে স্বীকার করি। মানুষের সেই মনুষ্যত্ব সত্ত্বেও তাহার দুঃখনিবৃত্তির উপায় কি ? আর কোন উপায় দেখি না—সেই অপার কারুণ্য, সেই সমর্থ ও সর্ব্বনিরপেক্ষ প্রেম ছাড়া। সে প্রেম পৃথিবীতে আজিও অবতীর্ণ হয় নাই—ব্যক্তির পক্ষে হইলেও, মানবজাতির পক্ষে হয় নাই।

এখানে সাহিত্য হইতে একটা দৃষ্টান্ত দিব। ঠিক এই ভাবনা ভাবিয়াছিলেন এক রুশ-সাহিত্যিক ; মানুষের দুঃখকে এমন শ্রদ্ধা, এমন পূজা—এবং সেই দুঃখের হেতু ও তাহার নিবারণ-চিন্তা এমন আর কোন ভাবুক, কবি বা মনীষী এ যুগে করেন নাই ; তার কারণ, মানুষকে এমন চক্ষে আর কেহ দেখেন নাই। ইনি সেই বিশ্ববিশ্রুত সাহিত্যিক ফেডর ডষ্টয়-এফ্‌স্কি (Fedor Dostoieffsky)। মনুষ্যজীবন ও মনুষ্যভাগ্যের গভীরতম তলদেশে ইনি দৃষ্টিপাত করিয়াছিলেন—সে দৃষ্টিই অন্যরূপ। একজন ইংরেজ সমালোচকের মতে, ইহার মূলে ছিল 'loyalty to humanity'—মানুষহিসাবে মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা ; কিছুতেই কোন উচ্চ ধর্ম্ম-তত্ত্ব বা আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার দ্বারা মানুষের সেই দুঃখকে নস্যাৎ বা তাহার নিবারণ সুসাধ্য বলিয়া বিশ্বাস না করা। তিনি মনুষ্যজীবনের বাস্তবকে মানিয়াছিলেন, এবং মানুষের সর্ব্ববিধ পাপকে যেমন স্বীকার করিয়াছিলেন—তেমনই সেই পাপের যাতনাকেই পাপ অপেক্ষা বড় করিয়া দেখিয়াছিলেন। মানুষের আত্মা বড় বলিয়াই, ঐ পাপ ও তাহার শাস্তিকে ঘৃণা করা দূরে থাক, করুণার পাদ্যার্ঘ্য দিয়া তিনি তাহার অর্চ্চনা করিয়াছেন ; তাঁহার চক্ষে, সুখ-লালসা সত্ত্বেও কোন পাপীই সুখী নয়—যে যত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বড় পাপী, তাহার দুঃখ তত গভীর; সেই গভীর দুঃখের ভাষা নাই, তাই সে নিজেও তাহা বোঝে না। ডষ্টয়এফ্‌স্কি এই পাপ ও শাস্তির কোন ব্যাখ্যা করিতে পারেন নাই—কেবল ইহাই বিশ্বাস করিয়াছিলেন যে, ঐ পাপে পাপীর দুঃখই আছে, সুখ নাই; মানুষের যদি শক্তি থাকিত তবে এ পাপ সে করিত না। পাপকে এইভাবে স্বীকার করা এবং তাহার জন্য মানুষকে দায়ী না করা, এবং উহার মূলে কোন ঐশ্বরিক বিধানের তাৎপর্য্য আবিষ্কার করিয়া নিশ্চিন্ত না হওয়া—ইহাই সেই 'loyalty to humanity'। তিনি ইহার একমাত্র যে প্রতিকার কল্পনা করিয়াছেন, তাহা ঐ কারুণ্য—সেও মানবীয়; মানুষের ভিতরেই তেমন প্রেমের উদ্ভব হইতে পারে; সে ব্যথার ব্যথী মানুষই হইতে পারে, কারণ, বিষও যাহার—বিষঘ্ন ঔষধও তাহার মধ্যেই থাকিবে। এই প্রেমের একটি মূর্ত্তি তিনি তাঁহার Idiot-নামক উপন্যাসে গড়িয়া লইয়াছিলেন—তাহার নাম Prince Muishkin। আর দুইটি চরিত্র Nastasia ও Rogojin—যথাক্রমে মানুষের জীবন ও মানুষের পাপ বা উদগ্র কামনার প্রতীক। Prince Muishkin অপার কারুণ্যের বিগ্রহই বটে, কিন্তু তাহাতেও কিছু হইল না; খৃষ্টের অপার করুণাও এমনই ব্যর্থ হইয়াছিল। এই উপন্যাসে ডষ্টয়এফ্‌স্কির ভাবনা ও ভাবুকতা চরমে উঠিয়াছে; তিনি তাঁহার সমগ্র কল্পনাশক্তি, ভাবুকতা ও সহানুভূতিকে ভ্রূমধ্যবিন্দুতে একাগ্র করিয়াও ইহার অধিক কোন আশ্বাস পান নাই। মানুষের নিয়তি এমনই কঠিন। তথাপি ঐ যে কারুণ্যের মূর্ত্তি তিনি কল্পনা করিয়াছিলেন, উহার অন্তর্গত তত্ত্বটা সত্য বলিয়া মনে হয়। কেবল উহা মানবীয় বলিয়াই শক্তিহীন। ঐ কারুণ্যের সহিত যদি অনন্ত শক্তি যুক্ত হয়, তবেই মানুষের দুঃখ ঘুচিতে পারে—কিন্তু কারুণ্যের সেই শক্তি, বা শক্তির সেই কারুণ্য কোথায়? এ পর্য্যন্ত ত' তাহা পৃথিবীতে দেখা দেয়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নাই। হয়ত' উহা কোনকালে সম্ভব নয়—অন্ততঃ যতদিন সৃষ্টি থাকিবে।

আমার নিজের কথা এইখানেই শেষ করিলাম। অবশেষে কবির ভাষায় বলি—

জানি না কেন এ সব, কোন্ ফলাফল
আছে এই বিশ্বব্যাপী কর্ম্মশৃঙ্খলার,—
জানি না কি হবে পরে, সবি অন্ধকার
আদি-অন্ত এ সংসারে; নিখিল দুঃখের
অন্ত আছে কি না আছে, সুখ-বুভুক্ষের
মিটে কি না চির-আশা—পণ্ডিতের দ্বারে
চাহি না এ জনম-রহস্য জানিবারে।
চাহি না ছিঁড়িতে একা বিশ্বব্যাপী ডোর,
লক্ষকোটি প্রাণী সাথে এক গতি মোর।

এই গ্রন্থের বিষয়বস্তু সম্বন্ধে আমার নিজের কথা উহাই; কিন্তু গ্রন্থ ও গ্রন্থকার সম্বন্ধে পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছি, তাহাও আমি বিস্মৃত হই নাই, পাঠক-পাঠিকাগণও যেন বিস্মৃত না হন।

* * * *

এই গ্রন্থ জ্ঞানীর জ্ঞান বা ভক্তের ভক্তির যেটুকু যেমনই বৃদ্ধি করুক, সাধারণ পাঠকও যে ইহা পাঠ করিয়া উপকৃত হইবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। গ্রন্থকারও বেশি কিছু আশা করেন না, কেবল এইটুকু মাত্র করেন যে, ইহার দ্বারা আমাদের চিত্তশুদ্ধি হইবে। সে অধিকার তাঁহার আছে। তত্ত্বহিসাবে গ্রন্থের বিষয়বস্তুর মূল্য যেমনই হৌক, উহার দ্বারা দুঃখনিবৃত্তি বা মুক্তিলাভ না হৌক, এই গ্রন্থের একটা নিজস্ব গৌরব আছে। মানুষের চিন্তা ও কল্পনা যাহার উর্দ্ধে এ পর্য্যন্ত উঠিতে পারে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নাই—জগতের শ্রেষ্ঠ মনীষিগণ তাহা স্বীকার করিয়াছেন—গ্রন্থকার সেই সুদূর ও দুরধিগম্যকে এই গ্রন্থের বাতায়ন-পথে আমাদের একেবারে সম্মুখে আনিয়া দিয়াছেন। উহার মধ্য দিয়া আমরা মানব-মানসের সেই উত্তুঙ্গ শিখর—অরুণালোকরঞ্জিত কাঞ্চনজঙ্ঘাকে দেখিতে পাই; অথবা আরও দুরধিগম্য সেই স্বর্ণকমলশোভিত মানস-সরোবরকে প্রত্যক্ষ করি—যাহার সন্নিহিত আকাশমার্গে, ধ্রুবতারাকে বেষ্টন করিয়া সপ্তর্ষি-মণ্ডল বিচরণ করিতেছে। সে দৃশ্য দর্শন করিয়া আমাদের দৃষ্টির প্রসার হয়, হৃদয় বিস্ফারিত হয়, হয় ত বা অমৃতের পিপাসাও জাগে। এত লাঞ্ছনা ও নৈরাশ্যের মধ্যে, মানুষ আমরা, ক্ষণিকের জন্যও অনুভব করি যে, যাহা দেখিতেছি তাহাই সব নয়, সৃষ্টির নেপথ্যে বৃহত্তর, বিরাটতর কিছু আছে, এবং মানুষই তাহার সংবাদ পায়। এ দৃশ্য ঠিক এমন করিয়া বাঙালীকে কেহ দেখাইতে পারেন নাই; যে পরলোকগত মহাত্মা নিজে এমন করিয়া দেখিয়াছিলেন, এবং অতি গভীর প্রেম ও হিতৈষণার বশে, আমাদিগকেও সেই দৃষ্টির অধিকারী করিতে চাহিয়াছিলেন, তাঁহার উদ্দেশে বারবার প্রণাম করি।

মহালয়া, ১৩৫৪ **শ্রীমোহিতলাল মজুমদার**

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা
ভূমিকা	৵—৷৵৹
গ্রন্থ-পরিচয়	৷৵—২৵৹
অভয়ের কথা	১—১৭৬
ঠাকুরাণীর কথা	১৭৯—২২৯
পাঠ-সঙ্গিনী টীকা	২৩৩—২৮০
গল্প-উপমা-দৃষ্টান্ত	২৭৬—২৭৮
পারিভাষিক শব্দ	২৭৮—২৭৯
ভাষা ও শব্দযোজনা	২৮০
উদ্ধৃত বচন	২৮০
নির্দ্দেশিকা	২৮১—২৮৪

ভ্রম-সংশোধন

পৃষ্ঠা	পংক্তি	আছে	হইবে
৫০	৯	যোগাযোগে	যোগেযাগে
৫৬	৪	পান ভোজাদি	পান-ভোজনাদি
৭০	১৬	অম্বীকার	অঙ্গীকার
১৩৪	১৯	সুখাব্যাপ্তির	সুখাবাপ্তির
২৪০	২১	রোগভবং	রোগভয়ং
২৪৪	৪	‘উর্দ্ধবা’	‘উর্দ্ধ’ বা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

[illegible]
[illegible]

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

PRESENTED

No.
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS

কথারম্ভ

"আপন খেল আপ কর দেখে, খেল সং সেজে আপহি একে"

প্রসঙ্গটী বৈদান্তিক। অত্র পুরুষকার দেবতা। জিদ্ করিয়া হঠপূর্ব্বক আলোচনা করিলে ইহার মর্ম্ম বুঝা যায়। ভক্তির আলোচনা কিন্তু ভগবৎ-প্রেরণা ভিন্ন হয় না। তত্র দৈব-দেবতা। এই দেবতার দেশী নাম কৃপা, বিলাতি নাম Grace। ভালবাসা হয় ত হয়; ইহা কোনও উপায় বা অনুষ্ঠান দ্বারা হয় না। আমরা মনে করি যে, কিছু রূপ গুণ বা কৃতজ্ঞতা ইহার মূল্য, তাহা নহে। ইহা সহজ। কৃত্রিম উপায় বা পুরুষকার-প্রয়োগ বা কৃচ্ছ্র তপস্যা অত্র বন্ধ্য-প্রসব। পরোক্ষদর্শী তটস্থা লক্ষ্মীদেবী কঠোর তপশ্চরণেও ব্রজগোপার মত গোবিন্দে প্রীতিমতী হইতে পারেন নাই। বালক সুন্দর হউক বা কুৎসিত হউক, তাহার প্রতি জননীর স্নেহ যথা সহজ, কোনও উপদেপ অনুষ্ঠানের অপেক্ষা রাখে না—তদ্বৎ ভগবানের প্রতি প্রীতি সহজ। ভক্তির রহস্য দুরবগাহ। বোধ হয় বেদান্তই ভক্তির ভিত্তি হইবে। ভিত্তিটা মজবুত হইলে তদুপরি বৃহৎ অট্টালিকার মত মনোহর ভক্তি-মন্দির নিরাপদে বিরাজমান হইতে পারে। বদন সুন্দর হইবে, তবে ত হাসি মধুর হইবে। সুকোমল পুষ্পে সদ্‌গন্ধের মত, যৌবনে লাবণ্যের মত, তৃপ্তিতে রোমাঞ্চের মত, স্থির-সমুদ্রে লহরীর নৃত্যের মত, বেদান্তাশ্রয়ে ভক্তির জাগরণ হয়, শুনা আছে। আমরা বর্ত্তমান প্রস্তাবে বেদান্তের তাৎপর্য্য অনুসন্ধান করিব। বেদান্তের শুভ জ্যোতিঃ অন্ধকে চক্ষুদান করে। প্রাপ্তচক্ষু দূর হইতে অভয়কে দেখিতে পায়। Moses এমনই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Promised Land দেখিয়াছিলেন। ইহা পরোক্ষ-দর্শন ; কাঁচা দেখা। পরে পাকা দেখা হয়।

গ্রন্থরচনা দ্বারা শব্দসাহায্যে মনের ভাব প্রকাশ করিতে হয়। বাগ্‌দেবীর একটি চরণতল এই অর্থযুক্ত শব্দের উপর, অভিধানের উপর, প্রতিষ্ঠিত। অভিধানগত শব্দগুলির শক্তি অপরিসীম। সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম মনের ভাব ব্যক্ত করিবার সামর্থ্য তাহাদের প্রচুর পরিমাণেই আছে। সরস্বতীর প্রাচীন বরপুত্রগুলি তত্তৎ শব্দে অধিক শক্তি যোজনা করিয়া নানা দৃষ্টান্ত রচনা করিয়া গিয়াছেন। আমরা উত্তরাধিকার সূত্রে উক্ত মূল্যবান্ শব্দ ও দৃষ্টান্তগুলি পাইয়াছি। ইহা আমাদের কম সৌভাগ্য নহে। অতিশয় জটিল বেদান্ত-কথা সেই দৃষ্টান্তগুলির সাহায্যে অপেক্ষাকৃত সুগম হইয়াছে। শুনিয়া থাকিবে, গাজীপুরের সর্দ্দার প্রত্যহ দেড়মণ মাংস আহার করিত। প্রথমে দেড়মণ মাংসের চারি সের জগসুপ তৈয়ার হইত। পরে সেই চারিসেরে সর্দ্দারের একার উপযুক্ত অন্নব্যঞ্জন পাক হইলে সর্দ্দার প্রত্যহ তাহা ভোজন করিত। আমরা যে সকল দৃষ্টান্ত পাইয়াছি, তাহারা দেড়মণ মাংস-সারবৎ গুরু বস্তু। এই প্রবন্ধে যথাসময়ে দৃষ্টান্তগুলির প্রয়োগ করা হইবে। কিন্তু ইহাও দ্রষ্টব্য যে, অনেক সময়ে মনের ভাব শব্দ-সাহায্যে প্রকাশ করা দুরূহ। মনে মনে যূথিকা ও মালতীর সুগন্ধের পার্থক্য উপলব্ধি করিয়াও তাহা বাক্যে প্রকাশ করা যায় না। কিন্তু ভাষা নিজের দুর্ব্বলতা জানিয়াও, বালক যথা রাঙ্গা কাপড়কে 'আঙা' কাপড় বলিয়া নির্দ্দেশ করিবার সমূহ চেষ্টা করে, এবং অঙ্গুলি প্রদর্শনাদি অভিনয়-সাহায্যে ত্রুটি সমাধানে যত্ন করে, তদ্বৎ—কোনও ক্রমে মানস-প্রত্যক্ষ সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভাবগুলিকে অস্ফুট শব্দেরই সাহায্যে শ্রোতৃবর্গের গোচর করিবার চেষ্টা করে, ও সময়ে সময়ে কৃতকার্য্যও হয়। কোকিল নিজ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চিত্তের ব্যাকুল বেদনানন্দ অল্পাক্ষর কুহুরবে, ও প্রণয়ীগণ অল্পাবয়ব আভিধানিক-অর্থশূন্য গদ্‌গদ্ কণ্ঠে,—স্বপ্নের মত, তরল ছায়ার মত, অনিশ্চিত অস্থির উল্লাস-বস্তুকে—যেন কথঞ্চিৎ ঘনীভূত করিয়াই আমাদের বুদ্ধির গোচর করিয়া তুলে। ইহাও লক্ষ্য করিবার যোগ্য যে, অল্পাক্ষর হইলেও ভ্রমর-গুঞ্জনাদি অসন্দিগ্ধ বটে। বাগ্‌দেবীর দ্বিতীয় চরণকমল এই ঈষৎস্পষ্ট কুহুরব, গদভাষণ, অলিগুঞ্জনে সুপ্রতিষ্ঠিত। উভয় পদেই আমাদের সমান আদর করিতে হইবে। কখনও বা আভিধানিক শব্দ দ্বারা, কখনও বা অল্পাক্ষর ইঙ্গিত দ্বারা, এই প্রস্তাবের প্রতিপাদ্য বস্তুকে সমর্পণের চেষ্টা করা যাইবে। উদ্‌রান্নের জন্য উদয়াস্ত পরিশ্রম করিতে হয় বলিয়া আমাদের তত্ত্বচিন্তা করিবার সামর্থ্য থাকে না, মস্তিষ্কের একটা জড়িমা স্থায়িত্ব প্রাপ্ত হয়। যদ্যপি গুরুদেব কোনও কল্যাণকর মন্ত্র উপদেশ করেন, তথাপি আমাদের বুদ্ধির জড়তাবশতঃ আমরা তাহার মর্ম্ম গ্রহণ করিতেই পারি না, জপ অনুষ্ঠান করা ত দূরের কথা। যাহাই হউক, আমরা অভয়ের কথা যথাসাধ্য আলোচনা করিব। অভয়ের কথাটির পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করিয়া উত্তম পরোক্ষানুভূতি হইলে পরে তবে অপরোক্ষ জ্ঞান হইবে। নচেৎ নহে। যত কিছু বিচার তর্ক যুক্তি—প্রাচীন বা নবীন—তাহা পরোক্ষানুভূতির জন্য। কথাটি প্রতিপাদন করিবার জন্য হয় ত, কোন একই যুক্তির পুনরুল্লেখ হইবে; তাহাতে পাঠক পঠিকার অরুচি বিদ্বেষ হওয়া উচিত নহে।

বখেয়া সেলাই সেলাইএর পুনঃ পুনঃ পুনরুল্লেখ মাত্র হইয়াও নিন্দ্য নহে, বরং অধিক দৃঢ় ও নিরাপদ। একই হাতুড়ির পুনঃ পুনঃ আঘাতে প্রেকশলাকা সুপ্রবিষ্ট হয়।

বেদান্তের কথাটি অতি ক্ষুদ্র, কিন্তু ইহার প্রতিপাদনটি বৃহদবয়ব। আমরা যথাসাধ্য অল্প কলেবরে বেদান্তালোচনা করিব; তাহাতে হয় ত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এক নিঃশ্বাসে সাতকাণ্ড রামায়ণ বলার মত হইবে—অনেক কথা বলিতে বাকী থাকিয়া যাইবে। তথাপি আশা আছে, অস্থিকঙ্কালখানা সমগ্র দিতে পারিব। পাঠক-পাঠিকাগণ নিজ নিজ বুদ্ধি রুচি অনুসারে সেই অধিষ্ঠান-কঙ্কালে গঠন, বর্ণ, লালিত্য, যৌবন দিয়া সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিয়া লইবেন। বিষয়টির একটা নিজ মহিমা আছে; আমাদের অপর্য্যাপ্ত আলোচনায় কোনও ত্রুটি থাকিলেও বিষয়ের নিজ মহিমাই বিষয়কে মহিমান্বিত করিয়া রাখিবে।

বিষয়টি, আত্মা সৎ, চিৎ, আনন্দ, রস, কেবল, স্বাস্থ্য, অভয় ইত্যাদি—নানা নামে অভিহিত। সাবধান! উক্ত নানা নামে নানা পৃথক বস্তু বুঝিবে না। বুঝাইবার প্রণালীর নানাত্ব বশতঃই বোদ্ধব্য একই বস্তুর নানা নামকরণ হইয়া থাকে। রামকে বুঝাইবার জন্য নাম দেওয়া যায়—সীতাপতি, রঘুবর, দশরথাত্মজ, রাবণারি। রাম কিন্তু একই বস্তু। দৃষ্টান্তটি একটু স্থূল হইল। সীতাপতি, রঘুবর প্রভৃতি শব্দগুলি রামের বিশেষণ। বিশেষণের দুইটি শক্তি—ব্যাবর্ত্তকত্ব ও সমর্পকত্ব। সীতাপতি শব্দে রামকে অন্য রাম হইতে পৃথক নির্দ্দেশ করা হয়; সীতাপতি পরশু-রাম নহে, বোকারাম নহে। এবং সীতাপতি শব্দ আসল রামকে সমর্পণও করে। কিন্তু আত্মা, সৎ, চেতন, সামান্য, সমান, অদ্বয়, অভয়াদি পর্য্যায়-শব্দ। ইহারা পরস্পর কেহ বিশেষ্য, কেহ বিশেষণ নহে। প্রত্যেকেই স্বয়ংসিদ্ধ। তবে কথা কহিতে গেলে কখনও বা বলিতে হয় সদাত্মা, অহং সৎ, অহং ব্রহ্ম ইত্যাদি। ইহাতে এমন বুঝিতে হইবে না যে, সৎ শব্দ আত্মার বিশেষণ এবং আত্মাকে সমর্পণ করে, ও অন্য কোন একটা অসদাত্মা হইতে পৃথক নির্দ্দেশও করে। আত্মাও যাহা, সৎও তাহাই—একই বস্তু। সৎ আত্মা হওয়ায়—বটে আত্মাকে সমর্পণ করে, সুতরাং সৎ-শব্দটা আত্মার বিশেষণ হব; কিন্তু বিশেষণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নহে। যদি বিশেষণ হইত, তবে অন্য কোন রকমারি আত্মা হইতে সমর্পিত আত্মাটির পার্থক্যও দেখাইয়া দিত। 'বুড়াশিব' বাক্যে বুড়াশব্দটি ঠিক বিশুদ্ধ—অর্থাৎ সমর্পকত্ব ও ব্যাবর্ত্তকত্ব-শক্তিসম্পন্ন—বিশেষণ নহে। যাহা আছে, তাহা বুড়াশিবই। অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, এমন ছোকরা শিব নাই যে, বুড়া শব্দ সেই নবীন শিব হইতে বুড়াশিবকে পৃথক স্থাপিত করিতে পারে। মাংসাশী ব্যাঘ্র শুনিয়া আমরা নিরামিষভোজী বৈষ্ণব ব্যাঘ্র অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হইব না।

আমরা এই প্রবন্ধে 'অভয়' লোকটিকে বুঝিবার জন্য নানা প্রকারে যত্ন করিব ও প্রকারভেদে ভিন্ন ভিন্ন নামে অভয়কেই বুঝাইব।

অভয় লোকটার সর্ব্বাপেক্ষা সুপরিচিত নাম 'আমি'। ব্যাকরণ মিথ্যা বলে নাই। আমিটা সর্ব্বনাম। সকল নামের এই আমিতে প্রবেশ হয়—যথা সকল নদী সমুদ্রে প্রবেশ করে—নিজ নিজ নাম ত্যাগ করিয়াই সমুদ্রে প্রবেশ করে। যে কোনও ব্যক্তিকে "কে তুমি?" এই প্রশ্ন করিলে সে প্রত্যুত্তরে বলিয়া থাকে যে "আমি"।

এই "আমি" শব্দটার প্রয়োগবাহুল্য রুচিসঙ্গত নহে। ব্যবহার-জগতে এই নিরীহ পরমানন্দ 'আমি' শব্দের সঙ্গে অহংকার শব্দের তাৎপর্য্য যোজিত হইয়া 'আমি' শব্দটাকে অত্যন্ত গর্হিত ও নিন্দনীয় করিয়া তুলিয়াছে। বেদান্তের 'আমি'টাতে গর্ব্ব অহংকারের ছায়ামাত্র নাই। শৈশবে যে সকলের প্রিয় আমি, যৌবনে সেই নিষ্কলঙ্ক আমিতেই অবুদ্ধিবশতঃ মদগর্ব্ব আরোপিত হয়—আমিকে সকলের অপ্রিয় করিয়া তুলে, কিন্তু বস্তুতঃ নিষ্কলঙ্ক 'আমি'কে কলঙ্কিত করিতে পারে না। স্ফটিক জবা-সন্নিধানে লাল হইয়াও লাল হয় না। যাহাই হউক, শ্রুতিকটুতাদোষ পরিহারের চেষ্টা করিব। 'আমি'-শব্দের উল্লেখ করিবার স্থলে মধ্যে মধ্যে, আত্মা, সৎ, রসাদি শব্দ ব্যবহার করিব—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাহা হইলে পাঠক-পাঠিকার গ্রন্থকারের উপর বিদ্বেষ হইবে না এবং গ্রন্থের উপরেও কৃপাদৃষ্টি হইতে পারিবে।

অবশ্য কথাটা আর গোপন রহিল না যে, ইহা আত্মারই প্রসঙ্গ; আমিরই প্রসঙ্গ। আমি বলি যে, আমি ক্ষুদ্র নহি, ক্ষুদ্র হইব কেন? আমি মন্ত্রবলে বিরাট-পুরুষকে বাধ্য করিয়া নিজ সন্নিধানে আকর্ষণ করিতে পারি ও তাহাকে হৃদ্‌গত বা কবলীকৃত করিতে পারি; বিশ্বনিয়ন্তা কেহ যদি থাকে, তবে তাহারও নিয়ন্তা আমি। এরূপ কথা বলিলে কিছুমাত্র গর্ব্ব প্রকাশ করা হয় না। যদি এখন না পার, পরে বুঝিতে পারিবে যে ইহাতে গর্ব্ব নাই। "তুমি কে গা" জিজ্ঞাসা করিলে যদি জ্ঞান-গঙ্গা বলেন যে, আমি দ্রবীভূত পরমতত্ত্ব, আমার বসতির জন্য শিব মস্তক প্রদান করিয়াছেন, তাহা হইলে দম্ভপ্রকাশ হইবে না; শিবের বুকের উপর থাকিতে পাইয়া উমা যদি বলেন যে, আমি শিব-নিয়ন্তা, তবে বটে উমা গরবিনী; ইহা সত্য কথার সরল উল্লেখ মাত্র। তোমরা পাঠক পাঠিকা যে কেহ আছ;—তোমরাও ত আপনা আপনি প্রত্যেকে নিজে নিজে আমি আমি আমি বলিয়া থাক, বুঝিয়া থাক—শুনিতে পাই। পার যদি, তোমরাও যে কেহ আপনাকে উল্লেখ করিয়া বলিতে পার যে, আমিই আছি, এবং তাহাই যার যাহা কিছু আছে তাহাতে আছে। ইহাতে আমাদের পরস্পর কিছু বিবাদ নাই।

জড়শব্দে দৃশ্যমাত্রকে বুঝায়; দ্রষ্টাটার নাম আত্মা, সাক্ষী। দৃশ্য বলিলে চক্ষুর গ্রাহ্য মাত্র বুঝায় না, যাহা বোধগম্য তাহাই দৃশ্য; গন্ধও দৃশ্য, সঙ্গীতও দৃশ্য, দেশকালও দৃশ্য।

শ্যাম বলে, আমি দ্রষ্টা, যদু রাম গাছ পাথর আমির বা আমার দৃশ্য। যদু কেহ থাকে যদি, তবে যদুও বলিতে পারে আমিই দ্রষ্টা, তুমি শ্যাম

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রভৃতি সকলে আমার দৃশ্য। কলহ ত্যাগ করিয়া বেদান্তের 'আমি'টাকে 'আত্মা'টাকে বুঝিয়া লও। ইহা ব্যবহারিক অহংকারী আমি নহে। বেদান্তের 'আমি'টা জীবনের জীবন-সর্ব্বস্ব স্বরূপ, নিঃশ্রেয়স। ব্যবহার-জগতে 'আমি' শব্দে দেহটাকে লইয়া, এবং গ্রন্থকর্ত্তা বা পণ্ডিত বা অন্য কিছু উপাধিসহ, আমিকে বুঝি। কিন্তু কখনও বা ভুলিয়া সত্য কথাও বলি। যখন বলি যে, আমার দেহ, আমার দেহ ভাল নাই, আমার মন, আমার মন বড় ব্যাকুল হইয়াছে,—তখন আমি একটা কিম্ভূতবস্তু, এবং দেহটা মনটা—আমির ঘটী বাটী লাঠী জামার মত—আমি হইতে বিলক্ষণ পৃথক্ একটা অন্যতম সম্পত্তিমাত্র, ইহা বলা হইয়া যায়। এই সত্য কথা যদি ব্যবহারকালে ভূয়োভূয়ঃ অপ্রমত্ত থাকিয়া বলা যায়, ইষ্টমন্ত্র হিসাবে জপ করা যায়—সঙ্গে সঙ্গে উক্ত সত্য কথাটা আরও সত্যতর করিয়া বুঝিয়া লওয়া যায়, তবে নিয়তিশয় লাভবান হওয়া যায়—নৈরাকাঙ্ক্ষ্য হয়; প্রার্থনার বিষয় আর কিছু থাকে না।

দর্শনশাস্ত্রের আলোচনাতে সত্বর নেশা হয় না। একটু বিলম্বে হয়। কিন্তু হইবেই হইবে। বর বা কন্যা বিবাহের দিনে উপবাস স্বীকার করে; ক্ষুধার কষ্ট বোধ করিয়াও করে না। বধূলাভের বা বরলাভের আশা তাহাকে উৎসাহিত করিয়া রাখে। পাঠক পাঠিকাকেও আপাতকঠোর দার্শনিক প্রবন্ধকে ধৈর্য্য সহকারে পড়িতে হইবে,—কিঞ্চিৎমাত্র; পরে প্রিয় বঁধূর সহ আনন্দ-মিলন হইবে নিশ্চয়।

অনেকগুলি পারিভাষিক শব্দ আছে। তাহাদের ব্যবহার করিতে হইলে প্রসঙ্গটি academic হইয়া পড়ে। তাহাদের ব্যবহার এই প্রস্তাবে প্রায় পরিবর্জ্জিত হইবে। অথচ কয়েকটির উল্লেখ অপরিহার্য্য। তাহাদের অর্থ সকলের নির্দ্দোষরূপে জানা নাই। পূর্ব্ব হইতেই তাহাদের অর্থ কিছু বিশদ করিয়া লইব। অধিকরণ, সূত্র, ব্যাবহারিক,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রাতিভাসিক, অঙ্গাঙ্গী শেষশেষী, দৃষ্টিসৃষ্টি, সমাধি, প্রকৃতি, প্রধান, নিমিত্তোপাদান, বিবর্ত্ত, নির্ব্বাণ, স্বাস্থ্য, নির্ব্বিকল্প, নেতি, অনুগতি, সামান্য, সমান ইত্যাদি শব্দের প্রচার কম। আমরা নেতি, পরোক্ষাপরোক্ষ, অনুগতি ও সমান এই চারিটী শব্দের অর্থ শোধন করিয়া লইব। তাহা হইলে ভবিষ্যতে উক্ত শব্দগুলির সাহায্যে প্রস্তাবটির কলেবর লঘু করিয়া লওয়া যাইবে। নচেৎ প্রতি উল্লেখে উক্ত শব্দগুলির অর্থ ব্যক্ত করিবার জন্য বৃথা সময়ক্ষেপ করিতে হইবে।

'নেতি' একটি প্রমাণবিশেষ। দৃশ্য বিষয়ের অস্তিত্ব সম্বন্ধে চক্ষু কর্ণাদি মোটা প্রমাণ; মন বুদ্ধি তদ্বিষয়ে সূক্ষ্মতর অনুমানাদি প্রমাণ সমর্পণ করে। অনুমানাদির মতই একটি অন্যতম প্রমাণ 'নেতি'। নেতির বিলাতী নাম Proof by Exhaustion। ধর, একখণ্ড বস্ত্র অপর একখণ্ড বস্ত্রের সমান নহে এবং অধিক নহে, ইহাই জানা আছে। সমান নিষেধ ও অধিক নিষেধ অর্থাৎ, সমান নেতি, অধিক নেতি হওয়ায় ইহা প্রমাণ হইয়া গেল যে, তবে প্রথম বস্ত্রখণ্ডটি দ্বিতীয় খণ্ডাপেক্ষা ন্যূন। নিশ্চয় ন্যূন। এই নিশ্চয়তা নেতিমুখেই পাওয়া গেল। পরোক্ষাপরোক্ষ :— পরোক্ষ জ্ঞানটি অসম্পূর্ণ, ন্যূন, কাঁচা জ্ঞান; বহুমূল্য হইলেও মহামূল্য নহে। অপরোক্ষ জ্ঞানটি সাক্ষাৎকার, পাকা, বস্তুতন্ত্র জ্ঞান, realization. ইহা মহামূল্য। আমার একটি ছুয়ানী পড়িয়া গিয়াছে, আমি রাস্তার এদিকে ওদিকে খুঁজিতেছি। একজন পথিক বলিল যে, ওহে তোমার ছুয়ানী হারায় নাই! পথিক জানিত না যে আমার কি হারাইয়াছে; যখন সে ছুয়ানীর উল্লেখ করিল, তখন সে অবশ্য তাহা দেখিয়াছে। কিন্তু আমার পরোক্ষ জ্ঞান হইল যে ছুয়ানীটী নিকটেই আছে; বেশ নিশ্চয় জ্ঞান। কিন্তু সুনিশ্চয় নহে। যখন ছুয়ানী দেখাইয়া দিল, তখন তৎসম্বন্ধে পাকা সুনিশ্চয় অপরোক্ষ জ্ঞান হইল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অনেকবারের বরযাত্রীর বিবাহ সম্বন্ধে পরোক্ষ জ্ঞান মাত্র হয়। বরযাত্রীটি বালক হইলে, তাহার নিজের বিবাহ হইলেও বিবাহ সম্বন্ধে পরোক্ষজ্ঞান মাত্র হয়। যৌবনে অপরোক্ষ জ্ঞান হয়।

স্বপ্নের পরোক্ষ জ্ঞানই হয়। অপরোক্ষ জ্ঞান এ যাবৎ কাহারও হয় নাই, স্বপ্নকালেই স্বপ্নকে স্বপ্ন বলিয়া কেহ অপরোক্ষ করে নাই। স্বপ্নকালে আমরা স্বপ্নকে জাগ্রত বলিয়াই বুঝি, স্বপ্ন বলিয়া বুঝি না।

বন্ধ্যার পালিত-পুত্রের প্রতি স্নেহ পুত্রস্নেহের মত বটে; পরোক্ষ কিন্তু; অপরোক্ষ নহে।

ভুক্তভোগী ভিন্ন প্রসববেদনা কাহারও অপরোক্ষ নহে।

উন্মত্ততার জ্ঞান, মৃত্যুর জ্ঞান—পরোক্ষ। অপরোক্ষ করা হয়ত অসম্ভব।

বিপত্নীকের অবস্থা, যাহার পত্নীবিয়োগ কদাপি হয় নাই, তাহার পক্ষে পরোক্ষ মাত্র। তবে কোনও হতভাগ্যের অপরোক্ষ হওয়া ঘটিতে পারে।

অনেক সময়ে স্ত্রীলোকে কুপিতা হইয়া "শালা" বলিয়া গালি দেয়। শালা শব্দার্থ স্ত্রীলোকের পরোক্ষভাবে জানা থাকিতে পারে, অপরোক্ষ ভাবে জানা থাকে না।

প্রায়শঃ অনুগতি, অনুপ্রবেশ, অনুবৃত্তি অন্বয় ইত্যাদি শব্দে উপসর্গ "অনু"টি সমাপিকা ক্রিয়ার পূর্ব্বকালিক অসমাপিকা ক্রিয়ার অপেক্ষা রাখে। যথা, গৃহস্বামী গৃহনির্ম্মাণ করিয়া তত্র অনুপ্রবেশ করিল। অগ্রগামী প্রভু গমন করিলে ভৃত্য অনুগমন করিল। কিন্তু উপাদান কারণের যখন কার্য্যে অনুগতি, অনুপ্রবেশ, অন্বয় হয়, তখন পূর্ব্বোত্তর কালনিরপেক্ষ যুগপৎই অনুগতি ঘটিয়া থাকে।

মাটী, ঘট শরাবের উপাদান কারণ। ঘটাদি কার্য্য। ঘট তৈয়ার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইয়া গেলে শেষে মাটী ঘটে যাইয়া অনুপ্রবেশ করিল, এমনটা হয় না। ঘট তৈয়ারীর সঙ্গে সঙ্গেই মাটী ঘটে অনুপ্রবিষ্ট থাকিয়া যায়।

লৌকিক দৃষ্টান্তেরও অভাব নাই। ক্ত্বাচ্ প্রত্যয় থাকিলেই পূর্ব্বোত্তর-কালের কথা হইবে এমন নহে। 'মুখং ব্যাদায় স্বপিতি' ইহা বলিলে এমন বুঝায় না যে, লোকটা অগ্রে হাঁ করিল, পরে ঘুমাইল।

সমান ঃ—বহুব্যক্তির সমষ্টির নাম রাশি, সমান, সামান্য, জাতি। এক একটি রাশি বা সামান্যকে ব্যক্তি ধরিয়া লইয়া তদ্রূপ রাশিগুলির সমষ্টি লইলে একটি বৃহত্তর রাশি বা সমান বস্তু হয়। বৃহত্তর রাশি বা সামান্য, ক্ষুদ্রতর রাশিতে এবং ক্ষুদ্রতর রাশিগত ক্ষুদ্রতম ব্যক্তিতে অনুগত থাকে।

রাম শ্যাম যদু আদি ব্যক্তির সমষ্টির নাম মনুষ্যজাতি,—সামান্য। ধবলী শ্যামলী প্রভৃতি গো-ব্যক্তির সমষ্টির নাম গো-সামান্য বা গো-জাতি।

মনুষ্যজাতি, গোজাতি, গজজাতি, কচ্ছপজাতি প্রভৃতি জাতিগুলিকে ব্যক্তি ধরিয়া তাহাদের সমষ্টি লইলে নাম হয়—প্রাণি-সামান্য ; এই প্রাণি-সামান্য একটা খুব বড় রাশি। ইহা অর্থাৎ প্রাণিত্ব প্রতি ক্ষুদ্র অংশে—মনুষ্যে গোতে গজে কচ্ছপে—অনুগত বিদ্যমান বর্ত্তমান পাওয়া যায়। এবং মনুষ্যজাতিটি নিজাংশ ব্যক্তি রাম শ্যাম যদুতে অনুগত হওয়ায় বৃহত্তর সমান প্রাণিত্বটি মনুষ্যত্বে থাকিয়া সুতরাং মনুষ্যত্বের সঙ্গে রামে শ্যামে যদুতে অনুগত হয়।

নানা গুল্ম-বৃক্ষ-লতাদির সমষ্টি তদ্বৎ পাওয়া যায়—উদ্ভিদ্-সামান্য। ক্ষয়োদয়রহিত প্রস্তর সুবর্ণাদি লইয়া একটা জাতি বা সামান্য লওয়া যাইতে পারে।

উক্ত বড় বড় জাতিগুলিকে—প্রাণী, উদ্ভিদ্ প্রস্তরাদিকে লইয়া একটা আরও বড় রাশি বা সামান্য "অবয়বী" নামে লইতে পার ; তাহা প্রাণিত্বে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অনুগত থাকিয়া প্রাণিত্ব সঙ্গে মনুষ্যত্বে ও মনুষ্যত্ব সঙ্গে রামে অনুগত দৃষ্ট হয়।

অবয়বী দ্রব্য-সামান্যের প্রতিযোগী "নিরবয়বী" সামান্য আছে। নিরবয়বী দ্রব্য সামান্য তদংশ সুখরাশিতে, ক্রোধরাশিতে, কামরাশিতে অনুগত আছে, এবং সুখাদি রাশির ক্ষুদ্রাংশে নিদ্রা-সুখ ভোজন-সুখাদি ব্যক্তিতে নিরবয়বী দ্রব্য-সামান্যকে অনুগত দেখিতে পাওয়া যায়।

অবয়বী দ্রব্য, নিরবয়বী দ্রব্য—উভয় সামান্য একত্রে লইয়া একটি সামান্য পাওয়া যায়, তাহার নাম সৎ-সামান্য, চরম-সামান্য, বৃহত্তম সামান্য।

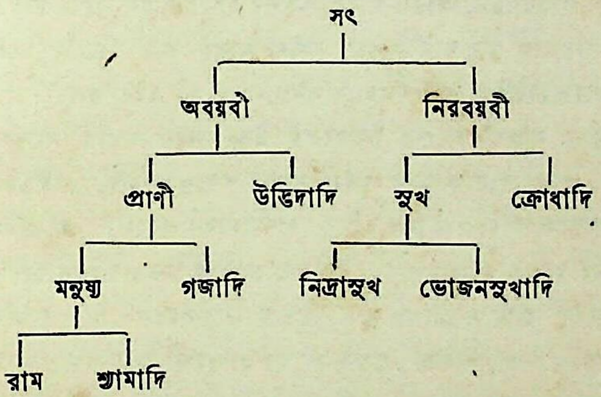

ছোট ছোট সামান্য রাশির বিলাতী নাম Genus। যে কোন রাশির ক্ষুদ্রাংশগুলির নাম Species। যে বিশেষ লইয়া কোন রাশিকে ক্ষুদ্রাংশে বিভাগ করা যায় তাহার নাম Differentia। বৃহত্তম রাশির নাম, highest genus—চরম সামান্য।

এই চরম সামান্যটিই এই প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য। বিলাতী ন্যায়গ্রন্থে ইহার সুবিচার মীমাংসা নাই। আমরা সেই মীমাংসাকে নির্দ্দোষ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পূর্ণাবয়ব করিবার চেষ্টা করিব। এই চরম সমান সৎটীর বহুবিধ নাম আছে, যথা—আত্মা, ভূমা, অদ্বন্দ্বিত, স্বরূপ, সচ্চিদ্রস, অদ্বয়, স্বাস্থ্য, অভয়, কেবল। Whole, Absolute, Non-relative, Being, Consciousness, Beatitude, One, Health, Beauty, Self। কত শত মেধাবী পণ্ডিত ইহার আলোচনা করিবার জন্য সংযত সমাহিত হইয়া কঠোর তপস্যার্জ্জিত বলে বলীয়ান্ হইয়া এই সমান সৎকে বুঝিবার জন্য প্রয়াস পাইয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। সকলেই কিন্তু ভয়ে ভীত হইয়া অর্দ্ধপথে বা সন্নিধানে পঁহুছিয়া, স্তব্ধ হইয়া ভূমা বস্তু হইতে ন্যূন বস্তুতে আট্‌কাইয়া পড়িয়াছেন, আরও অধিক অগ্রসর হইতে সাহস করেন নাই। পণ্ডিতগণ নিজেকে ক্ষুদ্র মনে করিয়া সাধনা আরম্ভ করিয়াছিলেন; এই আরম্ভ-সময়ের মৌলিক আদিম দোষে সমগ্র সাধনা দুষ্ট হইয়াছিল।

যে-কোন সাহসী পণ্ডিত নিজেকেই উক্ত ভূমার অত্যন্ত সমতুল্য ভূমাই বটে, এরূপ পরোক্ষ জ্ঞান লইয়া সাধনা আরম্ভ করিবে, সেই চরম সৎকে অপরোক্ষ করিবে ও সিদ্ধ হইবে, পূর্ণমনোরথ হইবে। আমাদের সকল জ্ঞানই দ্বন্দ্বিত, relative। উচ্চতার জ্ঞানসহ নিম্নতার জ্ঞান উদিত থাকে; সুখের জ্ঞান ও দুঃখের জ্ঞান উভয়ে নিত্যসহচর; নিদ্রা-জ্ঞান ও জাগরণ-জ্ঞানের নিত্য সাহিত্য; পুরুষ-জ্ঞানের প্রতিদ্বন্দ্বী নারী-জ্ঞান; মিলন ও বিরহ উভয়ে একটি দ্বন্দ্ব। নিম্নাধিকারের শেষ কথা এই যে, সকল জ্ঞানই দ্বন্দ্বিত। অদ্বন্দ্বিত absolute জ্ঞান হয় না। কিন্তু উচ্চাধিকারের ইহাই শেষ কথা নহে। উক্ত সমান সৎটির, চরম-সামান্যটির জ্ঞান অদ্বন্দ্বিত, absolute। কেহই সৎএর প্রতিদ্বন্দ্বী কোনও অসৎ বস্তুর চিন্তা করিতে পারিবে না। যদি পারে তবে অসৎ বস্তু তৎক্ষণাৎ চিন্তার বিষয়রূপ কিঞ্চিৎ, অর্থাৎ সৎ, অর্থাৎ বিদ্যমান, হইয়া পড়িবে, এবং প্রতিদ্বন্দ্বিত্ব ত্যাগ করিয়া চরম সৎকে নমস্কার করিয়া চরম সৎ-ভুক্ত হইয়া যাইবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যে যেখানে যত পণ্ডিত আছ, এই অদ্বন্দ্বিত absolute সমান সৎকে আরাধনা কর, ইহার বিচার কর, ইহার তত্ত্ব নির্ণয় কর, ইহার স্বরূপাবধারণ কর, যদি পার। ইহাই আত্মা, ইহাই আমি নিষ্কলঙ্ক অপাপবিদ্ধ পরমপ্রেমাস্পদ।

মনে করিও না যে, প্রবন্ধ এইখানেই শেষ হইল! যখন সদ্বস্তুর প্রতিদ্বন্দ্বীরূপ কিছুমাত্র অসৎ বস্তু নাই, থাকিতে পারে না, তখন সমান সৎটি absolute হইল ত বটে, সুতরাং আমাদের অনুসন্ধানের যোগ্য কিছু আর বাকী রহিল না—এমনটা মনে করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া যাইও না। ইহা অদ্বন্দ্বিত সমান সৎ-বিষয়ে পরোক্ষ-জ্ঞান মাত্র। কর ত দেখি ইহার অপরোক্ষানুভূতি,—পারিবে না। দেখিবে সমূহ ব্যাঘাত, ব্যামোহ। সমান সৎকে বিষয়ীভূত করিতে গেলেই—ইদংরূপে দর্শনের, চিন্তার প্রয়াস করিলেই—বুঝিতে পারিবে যে, একটা না একটা সমান সৎ-এর বিশেষরূপতা, অল্পতা, ন্যূনতা, খণ্ডাকারতা, আশ্রয় করিতে বাধ্য হইয়া পড়িবে। ভূমাকে, সমানকে পাইবে না; বিশেষকে পাইবে, ও বিশেষের সঙ্গে অস্তিত্বকে—সমানরূপে নহে, বিশেষরূপেই, বুঝিতে বাধ্য হইবে। ঘট অস্তি, দ্বিচন্দ্র অস্তি, প্রতিবিম্ব অস্তি, অশ্বডিম্ব অস্তি, সুখ অস্তি। সমান অস্তিত্ব বিশেষ্য। ইহা ঘট দ্বিচন্দ্র প্রতিবিম্ব অশ্বডিম্ব সুখ-বিশেষণে বিশিষ্ট, উপাধিতে উপহিত, ক্ষুণ্ণ, ক্ষুদ্র, অল্প হইয়া দৃষ্টিগোচর বা বুদ্ধিগোচর হয়। সমান সৎটি—কোনও বিশেষ ঘটাদিদ্বারা অস্পৃষ্টটী, নির্বিকল্পটী, অদ্বন্দ্বিতটী—বুদ্ধির গোচর হইয়াও হয় না। স্বপ্নের বস্তুকে যথা ফটোগ্রাফিত করিয়া বাঁধিয়া রাখা যায় না, তেলমাখা চোরকে যথা ধৃত করিয়া রাখা যায় না। যে-কেহ এক জীব এই সমান সতের তত্ত্ব সম্যক বুঝিতে পারিবে, সে মুক্ত হইবে; ও অন্য যাবতীয় ব্যক্তি যে যেখানে আছে, সকলেই সেই এক জীবের সঙ্গেই—পৃথক পরিশ্রম না

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিয়াই—মুক্ত হইয়া যাইবে। এ রহস্য প্রবন্ধের শেষ পর্য্যন্ত ধৈর্য্য সহকারে পাঠ করিলে এবং পুনঃ পুনঃ পাঠ করিলে হৃদয়ঙ্গম হইতে পারিবে।

বিশেষাকারগুলি, উপাধিগুলি, বিশেষণগুলি—সমান অস্তিত্বের প্রতিযোগী বা প্রতিদ্বন্দ্বী নহে। ইহারা প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া সমান সৎকে সদ্বন্দ্বিত, relative, করিতে অসমর্থ। অসৎ একটা কিছু পাইলে সৎ প্রতিদ্বন্দ্বী পাওয়া যাইতে পারিত বটে, কিন্তু বিশেষাকারগুলি যথা ঘটটা—অস্তি-হিসাবে অস্তিত্ব সহ বর্ত্তমান, সদনুগত—অসৎ নহে; সুতরাং সমান সতের প্রতিদ্বন্দ্বী নহে, সদ্বিলাসমাত্র। অলমতি বিস্তরেণ।

যথা-অবসরে এই প্রসঙ্গমধ্যে সমান সৎ-কথার ভূয়োভূয়ঃ অনুশীলন হইবে। সেই কথার জন্যই ত এই প্রবন্ধ রচিত হইয়াছে। বিশেষগুলির মধ্যে অন্যোন্য-বিরোধ, অপ্রতিদ্বন্দ্বিত্ব থাকে থাকুক। ঘটে শরাবে ব্যাবর্ত্তকত্ব আছে বটে; ঘট শরাব নহে, শরাব ঘট নহে, কিন্তু ঘট শরাব উভয়ে মিলিয়া, স্বাভাবিক নিজ নিজ প্রতিযোগিত্ব ত্যাগ করিয়া এক মূল বস্তু মাটীর প্রতিপাদন করে, সাক্ষ্য দেয়, মাটীকে সমর্পণ করে। তদ্বৎ,—যাহা কিছু জগতে আছে এবং যাহা আমরা আছে বলিয়া কল্পনা করিতে পারি, যথা দশমুণ্ড রাবণ বা কচ্ছপীর দুগ্ধ,—তাহারা পরস্পর-বিরোধ ব্যাবর্ত্তকত্ব ত্যাগ করিয়া, সকলে সমযোগে, অনুগত সমান সৎ এর, বিদ্যমানতার—অদ্বন্দ্বিত অস্তিত্ব বস্তুর, আত্মার, আমির, অহংএর, প্রণবের, ওঁকারের—পরিচয় দিবার জন্য, সমান সতের পরিচয়ে পরিচিত হইবার জন্য, তন্মহিমার মঙ্গল-গীতি গাহিবার জন্য, প্রয়োজন হইলে তাহার প্রীত্যর্থে আত্মোৎসর্গ করিবার জন্য, তদনুমতি প্রতীক্ষায় করজোড়ে অবহিত হইয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে। বেদান্তে নরনারী নাই। সকলেই তোমরা সমান সতের, মহারাজ আত্মার বিজয়-দুন্দুভি স্কন্ধে লও; বিজয়-আরতি যাহাতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অঙ্গহীন না হয়, এমন ভাবে সমাহিত সংযতচিত্তে মহারাজের বিজয়-ঘোষণা কর। ইহাই মঙ্গল, ইহাই কল্যাণ।

প্রবন্ধে 'অভয়ে'র কথা হইতেছে। 'অভয়' শব্দের অর্থটিকে অল্পবিস্তর দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝিয়া লওয়া নিতান্ত অনাবশ্যক নহে।

গোবিন্দের কখনও কোন ব্যাধি হয় নাই। তাহাকে প্রশ্ন করা গেল "তুমি কেমন আছ"? গোবিন্দ বুঝিল না; বলিল "কেমন থাকা কি"? গোবিন্দ সুস্থ। স্বাস্থ্যকে গোবিন্দ ইদংরূপে, দৃশ্যরূপে, বিষয়রূপে গ্রহণ করিতে পারে না। স্বাস্থ্যাতিরিক্ত কোন অবস্থা তাহা দ্বারা কালগত হয় না। স্বাস্থ্যটি অভয়, যেহেতু স্বাস্থ্যাতিরিক্ত কোন অবস্থা গোবিন্দের হইতে পারে, গোবিন্দের এমন কোনও ভয় হয় না।

জন্মান্ধের যেমন বর্ণ কি, বর্ণ বৈচিত্র্য কেমন জিনিষ, তাহা জানিবার ইচ্ছারই উদয় হয় না; তদ্বৎ, অভয় স্বস্থ গোবিন্দের ব্যাধি কি বস্তু, তাহার যন্ত্রণাবৈচিত্র্য, বা আরোগ্য কি বস্তু, তাহার মনে এমন কোন কল্পনা ও বিতর্ক উদয় হয় না।

শ্যামের দন্তশূল হইয়াছে। "তুমি কেমন আছ" জিজ্ঞাসা করিলে শ্যাম বলে "বড় দুঃখে আছি"। শ্যাম দুঃখ-বস্তুকে ইদংরূপে গ্রহণ করিয়াছে। পূর্ব্বে যে তাহার স্বাস্থ্য ছিল, সেই স্বাস্থ্যের আভাস শ্যাম পায়; আভাস মাত্র, অনুমান মাত্র। এখন, তাহার স্বাস্থ্যচ্যুতি হইয়াছে; দুঃখের সহিত পরিচয় হইয়াছে। আসল অভয়স্বাস্থ্য সময়ে দুঃখ-পরিচয় ছিল না। অভয়-স্বাস্থ্য কালে দন্তশূল যে কি বস্তু, তাহার কল্পনা অনুমান কিছুই হইত না।

কানাইএর দন্তশূল হইয়াছিল। আরাম হইয়াছে। তুমি কেমন আছ, জিজ্ঞাসা করিলে কানাই বলে, "বড় সুখে আছি"। কানাই সুস্থ, স্বস্থ নহে। কানাই দুঃখ ও সুখ উভয়েরই পরিচয় পাইয়াছে; এবং

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দন্তশূল হইবার পূর্ব্বে যে একটা অভয় অবস্থা ছিল, যখন দন্তশূল কি বস্তু বুঝিত না, দন্তশূল ভবিষ্যতে হইতে পারে, এমন ভয়ই হইত না, সেই অভয় অবস্থার আভাস পায়। এখন কানাই সুখী; কিন্তু তাহার সুখ সভয় সবিকল্প। ভয় আছে যে, ভবিষ্যতে আবার দন্তশূল, কি অন্য কোনও ব্যাধি হইতে পারে, এবং সুখের অবস্থার প্রতিদ্বন্দ্বী দুঃখের অবস্থা যে কি, তাহাও তাহার মনে অনুভূত হয়। আসল অদ্বন্দ্বিত অভয়-স্বাস্থ্য পুনঃ-প্রাপ্তির ভরসা নাই, ইহা কানাই মনে করে। কানাই ভাবে যে, আমি স্বস্থ হইব, এবং তখন পরিচিত সুখ দুঃখ সহসা সম্পূর্ণরূপে অপরিচিত হইয়া যাইবে, স্মৃতি হইতে লুপ্ত হইবে এবং আমার সুখ দুঃখ সম্বন্ধে জ্ঞান তিরোহিত হইয়া স্বাস্থ্য হইতে ভবিষ্যতে দুঃখে কি সুখে পতন হইবার দুশ্চিন্তা মনে উদয়ই হইবে না—স্বাস্থ্যচ্যুতির ভয়ই জাগিবে না, এমনটা আমার পক্ষে আর ঘটিবেই না।

গোবিন্দ স্বস্থ। সুখদুঃখ-দ্বন্দ্বাতীত "আনন্দে"র অবস্থা তাহার। গোবিন্দ নিজের অবস্থাকে ইদংরূপে বুঝে না এবং নিজের অবস্থার আভাস পায় না।

দুঃখী কানাই "সুখী" হইয়াছে; স্বাস্থ্যের আভাস পাইয়াছে। কিন্তু আসল অভয়-স্বাস্থ্যের পুনঃপ্রাপ্তির আশা নাই বুঝিয়াছে।

গোবিন্দের কোন আকাঙ্ক্ষা বা ইষ্ট নাই। কানাইয়ের আকাঙ্ক্ষা আছে, ইষ্ট আছে। কানাই এই প্রার্থনা করে যে, আর যেন ভবিষ্যতে দুঃখ কোনমতে না হয়—ধারাবাহিক সুখই হউক। যখন আর অভয়-স্বাস্থ্য পাওয়া যাইবে না, তখন মন্দের ভাল অর্থাৎ অভয় সুখ যাহাতে পাওয়া যায়, সেই কৌশলের সন্ধান করিতে হইবে; উপায়টি পাইলে তাহার অনুষ্ঠান করিতে হইবে; অনুষ্ঠানের ফলে অভয়-সুখ পাওয়া যাইবে, যেন ভবিষ্যতে আর সুখ হইতে চ্যুতির ভয় দুঃখপ্রাপ্তির ভয়, না থাকে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জগতের প্রায় সকল সাধকই কানাইএর মত। নানা প্রকারের সাধনা অবলম্বন করিয়া নানা সাধক অভয়-সুখ অনুসন্ধান করিতেছে।

কদাচিৎ অভয় স্বাস্থ্যের দুই একটি উপাসক দেখা যায়। সক্রেটিস, বুদ্ধ, যীশু গোরার মত মহাপুরুষগণ সহস্র সহস্র বৎসরান্তে অতি বিরলরূপে জগতে দেখা দেন। নানা-পন্থী সর্দ্দারগণ নানা আখড়া, টোল, মন্দির, মঠ, সম্প্রদায় স্থাপন করিয়া, অভয়-সুখপ্রার্থী কানাইয়ের মত অন্ধ নানা ব্যক্তিকে নানা পথ প্রদর্শন করিতেছে।

ভগবান শঙ্করাচার্য্যের মত আচার্য্য কখন কখন অবতীর্ণ হইয়া অভয়-সুখটি যে অশ্বডিম্ব তাহা বুঝাইয়া দেন। একটি সাধু দরিদ্রা পুত্রশোকাতুরা সরলা জননীকে দেখিয়া বলে যে, অশ্বডিম্ব পাইলে সে মৃতপুত্রকে পুনর্জীবিত করিয়া দিতে পারে। জননীর মনে সন্দেহ হইল না যে, অশ্বডিম্ব অসম্ভব। যথা হংসডিম্ব তথাই অশ্বডিম্ব—বুঝিয়া, ক্রেতা রূপনগরের হাটে অশ্বডিম্ব ক্রয় করিতে গিয়া দেখিল যে, রূপনগরে অশ্বডিম্ব নাই। তখন বুঝিল যে, অশ্বডিম্ব হয় না, ছেলেও বাঁচিবে না, শোক করা বৃথা। আচার্য্য কানাইকে বলিল, অভয়-সুখ হয় না; সুখভোগকালেই ভবিষ্যতে সুখের চ্যুতিভয় আছেই, থাকিবেই—নিত্যসহচর। কায়ার সঙ্গে যথা ছায়া থাকে। কানাই অবুঝ ছেলে নহে; কানাই বলে, তাহা কতকটা আমি বুঝি, কিন্তু করি কি? অভয়-স্বাস্থ্য পাইবার উপায় ত নাই। কাজেই সুখ বস্তুটাকে লম্বা করিয়া, দীর্ঘ করিয়া, অচ্ছিদ্র অনবচ্ছিন্ন করিয়া লইতে চাহিতেছি যে, দুঃখ যেন সুখের ধারার মধ্যে প্রবেশলাভ না করে।

আচার্য্য বলেন, অভয়-স্বাস্থ্য যাহা তোমার ছিল, যাহা হইতে চ্যুত হইয়াছ, তাহার আভাস ত তোমার জানা আছে। সেই আভাস অবলম্বন করিয়া, আভাসকে সূত্রবৎ ধরিয়া গোলকধাঁধার ভিতরেই আসল পথ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আবিষ্কার করিয়া পুনরায় স্বস্থ হইতে পারিবে। দেখ, দর্পণগত প্রতিবিম্ব আভাসমাত্র ; কিন্তু তাহাই অবলম্বন করিয়া আসল বিম্বমুখের যথেষ্ট পরিচয় পাইয়া থাকি।

কানাই বলে, ঠাকুর আভাসটা অতি অল্প ; তাহার দ্বারা যে কার্য্য সুসম্পন্ন হইবে, এমন আশা হয় না।

আচার্য্য বলেন যে, আচ্ছা, আমি তোমাকে অধিক আভাস দিব ; এত অধিক যে তাহাতে তোমার ভরসা হইবে যে, পুনরায় অভয়-স্বাস্থ্য পাওয়া যাইতে পারে বটে। শুন, বুঝ ; সচরাচর ব্যাধি-বিনির্মুক্ত ব্যক্তির—সুস্থের—ব্যাধিযন্ত্রণা স্মরণপথে জাগরূক থাকে, অত্যন্ত বিস্মৃত হয় না। সুতরাং সুস্থ হইলেও ভবিষ্যতে পাছে পুনরায় ব্যাধি হয়, এই ভয় চিরসহচর থাকিয়া যায় এবং অভয়-স্বাস্থ্য-প্রাপ্তির আশার প্রায় মূলোচ্ছেদই হয় বটে। কিন্তু হে প্রিয় শিষ্য, তুমি উন্মাদ দেখিয়াছ ? সে কখনও কি জানি কি ভয়ে ভীত হইয়া পলায়ন করে, কখনও নিজবক্ষে দারুণ চপেটাঘাত করে। উন্মাদ আরোগ্য-লাভ করিলে কিন্তু উন্মত্তাবস্থার যাবতীয় শারীরিক মানসিক যন্ত্রণার কথা বা সুখের কথা সমস্ত অত্যন্ত বিস্মৃত হইয়া যায়। সুতরাং তাহাকে, সুস্থ না বলিয়া স্বস্থই বলিতে হইবে। তুমি কানাই এখন উন্মাদ, আমার উপদেশ-ঔষধ সেবন কর। তুমি পুনরায় স্বস্থ হইবে, অভয়-পদ পাইবে।

পাঠক পাঠিকা ! উক্ত **উন্মত্তারোগ্যের** দৃষ্টান্তের মত দৃষ্টান্ত জগতে খুব বেশী নাই। এই দৃষ্টান্তটিকে আদর করিবে, ইহা তোমাদের আদর পাইবার যোগ্য।

শিষ্য কানাই স্বাস্থ্য-প্রাপ্তির বেশ আশা আছে বুঝিল, চমৎকৃত হইল। কিন্তু ব্যাঘ্র একবার মানুষের রুধির পান করিলে নরশোণিতে লোভী হইয়া পড়ে। শিষ্য স্রক্চন্দনবনিতাভোগ-সুখের পরিচয় পাইয়াছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সে কিম্ভূত স্থির অচঞ্চল সামান্য নির্ব্বিকল্প অভয়-স্বাস্থ্য আর চায় না ; চঞ্চল সুখই চায়, এবং দুঃখবর্জ্জিত নিরাপদ সুখ যদ্যপি অশ্বডিম্ববৎ অসম্ভব, তথাপি কোন কৌশলে যদি তাহাকে সুসম্ভব করা যায়, তাহারই চেষ্টা করিতে উৎসাহ রাখে, সুতরাং তাহার গুরুবাক্যে শ্রদ্ধা থাকিলেও রুচি নাই। আচার্য্য ব্যাপারটা বুঝিতে পারিলেন যে, শিষ্যকে ভোগাপবর্গ-পথেই উদ্ধার করিতে হইবে। শিষ্য নানা সুখ ভোগ করিতে থাকুক, এবং উপস্থিত নিম্নাধিকারের অনুষ্ঠান কিঞ্চিত করিতে থাকুক্। যখন নিষ্কণ্টকে ভোগ অসম্ভব বুঝিবে, এবং যখন ভোগবিষয়ে অল্পবিস্তর নিস্পৃহ হইবে, তখন তাহার অভয়-স্বাস্থ্যে রুচি হইবে, অভয় স্বাস্থ্যপ্রাপ্তির উপায় শ্রবণ ও তাহার অনুষ্ঠান করিবে।

আচার্য্যের সহিত শিষ্যের যে নিগূঢ় সম্বন্ধ আছে, তাহা শিষ্য আপাততঃ জানে না, পরে জানিবে ; পাঠক-পাঠিকারও এখন জানিয়া কাজ নাই। দুরন্ত অবাধ্য শিষ্যকে আচার্য্য ত্যাগ করিতে পারেন না ; আচার্য্য ছদ্মবেশে নানা আখড়ায়, মন্দিরে নানা-পন্থী সাজিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। **গুরু এক ; গুরু নানা হয় না।** একই গুরু নানা বেশে শিষ্যের যথা-অধিকার উপদেশ দিবার জন্য নানাস্থানে আড্ডা করিয়া থাকেন। অভয়-সুখপ্রার্থী শিষ্য যথাক্রমে সেই আড্ডায় যাইয়া নানা রোচক ভয়ানক অর্দ্ধসত্য অর্দ্ধমিথ্যা উপদেশ উত্তম বলিয়া গ্রহণ করে, কিন্তু অনুষ্ঠান করিতে করিতে সেই সকল উপদেশ কদলী-গর্ভবৎ অসার বুঝিয়া ক্রমে উচ্চাধিকার লাভ করিয়া, মার্জ্জিত-বুদ্ধি হইয়া, সূক্ষ্মদর্শী হইয়া, উত্তরোত্তর গভীর সারগর্ভ উপদেশ অঙ্গীকার পূর্ব্বক ত্যাগ করিয়া, চরমে অভয়-স্বাস্থ্যই যে অভয়, অন্য কিছু অভয় নাই, তাহা বুঝে, এবং তাহারই অপরোক্ষানুভূতির জন্য উৎকণ্ঠিত হয়।

প্রসঙ্গাগত কথা একটা বলিয়া রাখি। ভক্ত অভয়-স্বাস্থ্যের পূরা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অনুমোদন করে না। ভক্তের যাহা অভিপ্রায় তাহার আলোচনার উপযুক্ত অবসর এখনও উপস্থিত হয় নাই।

রোচক ভয়ানক কথা অর্দ্ধসত্য অর্দ্ধমিথ্যা হইলেও মহদুপকার সাধন করে। জননী, জলমগ্নের শ্বাসপ্রশ্বাস-প্রণালীর ব্যাঘাত হেতু মৃত্যু-বিচার অবোধ শিশুকে বুঝাইতে চেষ্টা না করিয়া, জলে জুজু আছে, এই ভয় প্রদর্শন করে, বালক সরোবর-তীরে জুজুর ভয়ে গমন করে না। বাঁচিয়া যায়। সে বয়স হইলে মাতার মিথ্যাকথাকে পরম উপকারী বুঝে, ও মিথ্যাবাদিনী বলিয়া হিতৈষিণী জননীর প্রতি তাহার শ্রদ্ধার লাঘব না হইয়া বরং ভক্তি অধিক পরিপুষ্ট হয়।

চিকিৎসক বালককে মিঠাই দিবার লোভ দেখাইয়া তিক্ত নিম্ব পান করায়, মিঠাই দেয় না। বালক প্রবীণ হইয়া সেই চিকিৎসকের প্রতি তাহার মিথ্যাকথার জন্য বিদ্বেষবুদ্ধি রাখে না, বরং তাহাকে পরম হিতকারীই বুঝে।

গুরুমহাশয় বালকদের প্রতি অনাবশ্যক অধিক ভয়ানক পরিমাণে বেত্রচালন করে। কিন্তু বালকগণ বড় হইয়া গুরুমহাশয়কে তজ্জন্য যম-মন্দিরে পাঠাইবার ষড়যন্ত্র করে না।

তদ্বৎ, স্বর্গসুখের প্রলোভন দেখাইয়া ও নরকাদির ভয় দেখাইয়া, পুরোহিতগণ আমাদের স্বাভাবিক দুর্দ্দান্ত, অকল্যাণকর প্রতিকূল প্রবৃত্তিগুলিকে সংযমিত করিবার জন্য ব্যয়সাধ্য যজ্ঞাদি কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া আমাদের সমাজধর্ম্ম, পরোপকার-প্রবৃত্তি, দানশীলতা, অর্থে মমতাত্যাগাদি শুভ প্রবৃত্তিগুলির উদ্বোধন ও অভ্যাস সম্পাদন করেন।

গুরু শিষ্যকে ধ্রুব দেখাইবার জন্য, ধ্রুবেতর—ধ্রুব-সন্নিহিত—বড় বড় তারাগুলিকে আদৌ ধ্রুব-উল্লেখে উপদেশ করেন। অবশ্য উপদেশ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মিথ্যাই বটে, কিন্তু ফলপর্য্যবসায়ী,—যথা, রাক্ষস খড়ের হইলেও পক্ষিগণকে ভয় দেখাইয়া ক্ষেত্রের ফসল রক্ষা করিয়া সুফলদান করে। ক্রমে—তাহা নহে, তাহা নহে,—এইরূপ গুরু নিজেই স্বীকার করিয়া স্থূল তারাগুলির সাহায্যে চরমে সূক্ষ্ম ধ্রুব নির্দ্দেশ করিয়া দিয়া শিষ্যকে চরিতার্থ করেন। চরিতার্থ শিষ্যও মিথ্যাবাদী গুরুকে পরম সত্যবাদী মানিয়া পরম সমাদরে নমস্কার করিয়া থাকে। অন্ধবৎ অনধিকারী শিশু-শিষ্যকে আচার্য্য হাত ধরিয়া ধীরে ধীরে সঙ্গে লইয়া যখন সচ্চিদ্রস-বস্তু দেখিবার সামর্থ্য দিয়া, শিষ্যের চক্ষু ফুটাইয়া আত্মাকে দেখাইয়া দেন, বুঝাইয়া দেন, তখন শিষ্য অবাক্ বিস্মিত হইয়া যায়। তখন বুঝিতে পারে যে, অভয়-শব্দ ও দুঃখ-প্রতিদ্বন্দ্বী সুখ-শব্দ, এই দুই "অভয়" ও "সুখ"-শব্দের ধাতুতে পরস্পর নিরতিশয় বিরোধ আছে। অভয়-সুখটি Square Circle-বৎ অসম্ভব। অভয়ই স্বাস্থ্য। সুখ অভয় হয় না। অভয়-স্বাস্থ্যই ইষ্ট। সুখের চেয়ে সোয়াস্তি ভাল।

অভয় স্বাস্থ্যের কথা বড় উল্টা কথা, আশ্চর্য্য কথা। তাহাতে হঠাৎ বিশ্বাস স্থাপন করা কঠিন। একবিন্দু জলে সমগ্র সমুদ্রের প্রবেশ করার মত কথা। এক জীবে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের প্রবেশ; এক জীবের মুক্তিতে যাবতীয় প্রাণীর—এবং তাহাদের দাঁড়াইবার স্থল বিশাল হইতে সুবিশাল জগতেরও—মুক্তি। সম্পূর্ণরূপে অলঙ্কার-বর্জ্জিত হইলে তবে অত্যন্ত নগ্ন শিবই সুন্দর হয়। শিষ্যই নাবালক মহারাজকুমার, গুরু তাহার অভিভাবক মাত্র। পাপ ত পাপই, পুণ্য ও পাপ দুইই ত্যজ্য। ক্ষুদ্র একটুকরা অগ্নি পৃথিবীর যাবতীয় বৃহৎ কাষ্ঠভারকে নিঃশেষে হজম করিতে সামর্থ্য রাখে।

আইস পাঠকপাঠিকা, আমরা শিষ্যের অভয়-সুখান্বেষণে নানা স্থানে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নানা গুরুর নিকট গমন-সময়ে তাহার সঙ্গে সঙ্গে থাকিব, এবং নানা গুরু-সকাশে কনিষ্ঠ মধ্যম উত্তম অধিকারের উপযোগী নানা বিচার-প্রসঙ্গ শুনিয়া লইব।

অধিকার ঃ—একটা না একটা অধিকার আমরা প্রত্যেকে পৃথক-রূপে অবশ হইয়া, অজ্ঞাতসারে পাইয়া থাকি। সেই অধিকারের উৎকর্ষ-বিধান কোন একই ব্যক্তি নিজ জীবনকালেই, অথবা পুরুষানুক্রমে নানা বিধিনিষেধানুষ্ঠানে, নানাশিক্ষা অভ্যাস সংযমে, সম্পাদন করিয়া লয়। একই জীবনে বা পুরুষপরম্পরায় দুর্বিনীত বালকই ক্রমে উদার বৃদ্ধ হয়। যে সমাজে যে পরিবারে আমরা জন্মলাভ করি, তথাকার পারিপার্শ্বিক ঘটনাবলী আমাদের অজ্ঞাতসারে শিশুকাল হইতে কতকগুলি সংস্কার জন্মাইয়া দেয়। আমরা সুতরাং সবাই কোন না কোন সংস্কার-কিঙ্কর। **সংস্কার-কৈঙ্কর্য্যই অধিকার**। ভিন্ন ভিন্ন মানুষের পৃথক পৃথক অধিকার। সকলেই যেন নেশা করিয়া জগতে আসিয়াছে। স্বাধীনভাবে নিরপেক্ষরূপে সাদা চক্ষে বস্তু-বিচার করা যেন আমাদের আর সাধ্যায়ত্ত নহে। বস্তু-বিচার করিতে গেলেই পূর্ব্বসংস্কার-বশতঃ বিষয়বিশেষে আদর, পক্ষপাত বা বিদ্বেষ হইয়া পড়ে, ও ভ্রমপ্রমাদশূন্য মীমাংসায় উপনীত হইতে আমরা পারি না। অধিকন্তু, যাবজ্জীবন নেশার জন্য মদিরারূপ বিলাসের সামগ্রী প্রচুর পরিমাণে যোগান পাইতেছি। এবং নেশা ছুটিবার পূর্ব্বেই কে যেন আমাদিগকে যমের জিম্মা করিয়া দিতেছে। যে আমাদের লইয়া এইরূপে নির্দ্দয়ভাবে খেলা করিতেছে, তাহাকে ঠিক ধরিতে না পারিয়া আমরা হতভাগিনী প্রকৃতিকেই দোষী করিতেছি। হয় ত সে নিরপরাধিনী। যাহাই হউক, তাহার খেলাটি তাহার খেলা বটে, কিন্তু আমাদের মরণ।

বৈষ্ণব-সন্তানের সংস্কার এই যে, পশুহিংসা পাপ। নিকট প্রতিবেশী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শাক্তের বংশধরের পশুবলিতে উৎসাহ এবং অবশ্য-কর্ত্তব্য বলিয়া বোধ। আমাদের বৃদ্ধ প্রপিতামহগণ সতীদাহে, বা বংশের প্রথম পুত্রকে সমুদ্রে ভাসাইয়া দিতে, কুণ্ঠিত হইতেন না। তিন চারি পুরুষেই আমরা বিপরীত-সংস্কারের কিঙ্কর হইয়া পড়িয়াছি, সতীদাহাদি লোমহর্ষণ ঘটনার প্রসঙ্গ হইলে শিহরিয়া উঠি।

এতটা সংস্কার-পারবশ্যের ভিতরেও কিন্তু একটা **ধাতুগত স্বাধীনতা** আমাদের আছে, যাহা **প্রকৃতির বিরোধী**। যদি তাহার উদ্বোধন অধিক মাত্রায় হয়, তবে আমরা বিদ্রোহী হই, এবং প্রকৃতিদত্ত মোহ-মদিরা আর পান করিতে অসম্মত হই—বিলাস-সামগ্রী অনায়াসলভ্য হইলেও সংযমী হই, এবং সংযমাভ্যাসে যতই কৃতকার্য্য হই, ততই বলসঞ্চয় হইতে থাকে; এবং পুরুষপরম্পরায় প্রাপ্ত ও শিশুকাল হইতে অর্জ্জিত সংস্কারগুলির দোষগুণ-বিচারপূর্ব্বক তাহার উচ্ছেদে বা রক্ষণে শক্ত হই। এরূপ একটিও বীর জন্মগ্রহণ করিলে প্রকৃতি তাহাকে পরম শত্রু বিবেচনা করে, ও সমাজদ্বারে পীড়ন করিয়া হউক, অর্দ্ধেক রাজত্ব ও এক রাজকন্যার লোভ দেখাইয়া হউক, সেই স্বাধীনচেতা বীরের যত্ন উদ্যম বিফল করিতে চেষ্টা করে; এমন কি মহাবীর প্রহ্লাদ-যীশুর মত লোককে গলা টিপিয়া, লবণ খাওয়াইয়া, বা বিষপ্রয়োগে, বা নির্লজ্জ নির্দ্দয়ভাবে প্রকাশ্যে ক্রুশে বিদ্ধ করিয়া, মারিয়া ফেলিতে চেষ্টা করে। এ যাবৎ ঘটিয়াছে প্রকৃতির জয়। যে সকল বীর জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, সকলকেই প্রকৃতির সহ সংগ্রামে পরাজিত হইয়া প্রাণপাত করিতে হইয়াছে। প্রশ্ন এই যে, একটা দুইটা বীরকে প্রকৃতির এত ভয় কেন? তাহারা যদিই সুন্দরী প্রকৃতির অপাঙ্গভঙ্গিতে মুগ্ধ না হইয়া, মোহিনীর স্বহস্তদত্ত সুরাসার আদরের সহিত গ্রহণ নাই করে, নাই করিল। তাহারা বনে চলিয়া যায়, যাউক। বক্রী শতকোটী মানুষ ত প্রকৃতির

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ক্রীড়নক থাকিবে; প্রকৃতির লীলাখেলায় ত ব্যাঘাত হইবে না। তাহা নহে। প্রকৃতির ভয়ের কারণ আরও নিগূঢ়। একটা বীর তৈয়ার হইলেই প্রকৃতির সর্ব্বনাশ, দ্বিতীয় বীরের অপেক্ষা নাই। একটা তৈয়ার বীর প্রকৃতিকে ছাড়িয়া দূরে বনে যাইবে না, প্রকৃতিকে খুন করিয়া ফেলিবে। বীরের মনে দয়া ক্রোধ নাই; প্রকৃতি নানা জীবকে মুগ্ধ করিয়া তাহাদের হানি করিতেছে, অতএব জীবের উপর করুণা করিয়া, জীবের শত্রু প্রকৃতির উপর কোপ করিয়া, প্রকৃতিকে শাসন করিবার প্রবৃত্তি বীরের থাকিবে, এমন কোন কথাই নাই। দয়া ক্রোধ ত বন্ধন-সংস্কার, প্রকৃতির পারবশ্য; দয়া ক্রোধ থাকিলে পরিপক্ক বীর হওয়া যায় না। বীর অচঞ্চল, স্থির হইবে। সে দয়ালু বা কোপন-স্বভাব নহে—দয়া বা ক্রোধকে বীর নিজ লক্ষ্য ভ্রষ্ট করিতে দেয় না। বীর অপ্রমত্ত হইয়া, নিজ মুক্তিকে, নিজ গরজেই নিরঙ্কুশ করিতে চায়। সে অন্য জীবের ভাবনা ভাবে না। **পূর্ব্বের বীরগণ পরের ভাবনা ভাবিয়াছিল বলিয়া পরিপক্ক বীর-পদবী পায় নাই, অকৃতকার্য্য হইয়াছিল;** নিজের মুক্তিও পায় নাই, অপরের উপকারও করিতে পারে নাই।

আসল বীর নিজ কার্য্য-উদ্ধারকল্পে অন্য কোন দ্বিতীয় চিন্তাকে তাহার মনে প্রবেশ করিতে দেয় না, পাছে নিজ কার্য্যে অল্পমাত্র অমনোযোগ হয়। আসল বীরের **নিজ মুক্তি হইলেই আপনা-আপনি অপর সকল বদ্ধ জীবের মুক্তি অবশ্যম্ভাবী।** ব্যাপারটা এই যে,—পাকা বীর ভাবে যে, বটে আমি বর্ত্তমানকালে অতীতের মত প্রকৃতিতে অনুরক্ত নহি, আমি "অসঙ্গ" পুরুষ, কিন্তু প্রকৃতি যদি মোহিনী মূর্ত্তিতে সমক্ষে দণ্ডায়মান রহিল, তবে ত ভবিষ্যতে পুনরায় পূর্ব্ববৎ কোনও কারণে—তাহাতে আমার মুগ্ধ হইবার সম্ভাবনারূপ ভয় থাকিয়া যায়। আবার ত আমি স্রক্‌চন্দনবনিতাদি প্রকৃতির কোনও বিশেষ রূপের অধীন হইয়া পড়িতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পারি। সুতরাং যদি পারি, তবে প্রকৃতির সম্যক, অত্যন্ত, নিরতিশয় উচ্ছেদ করিব। তবে ত সভয়-মুক্তির পরিবর্ত্তে অভয় নিরঙ্কুশ মুক্তি পাইব, অল্প অপেক্ষা ভূমা প্রাপ্তি হইবে। যদি বল—তুমি ক্ষুদ্র, তুমি ত তুমি, কেহই এতাবৎ, বলবান্ প্রকৃতিকে যমালয়ের অতিথি করা দূরে থাকুক—কিঞ্চিন্মাত্র জখম করিতেও পারে নাই। বীর-সাধক বলে, কথাটা ঠিক নহে। এ পর্য্যন্ত কেহই মুক্ত হয় নাই; সকলেরই কিছু না কিছু কশুর ছিল। তাহারা বটে ক্ষুদ্র দুর্ব্বল ছিল। আমি কেন ক্ষুদ্র দুর্ব্বল হইব, বা হইবে? আমি সাধনবলে বিশাল হইতে সুবিশাল বিরাট বস্তুকে হৃদয়-পিঞ্জরে বদ্ধ করিতে পারি, বা পারে। আমি প্রকৃতিকে মারিয়া ফেলিব। সে আর আমাকে ভবিষ্যতে মুগ্ধ, অধীন করিবার জন্য জীবিত থাকিবে না, "বাধিত" হইয়া যাইবে। সে মরিলে অন্যান্য শত সহস্র জীব, যাহারা কেহ বা আছে, সকলেই মুক্ত হইয়া যাইবে; আমার নিজ গরজে আমার দ্বারা প্রকৃতির বধ ঘটিলে—তাহাদিগকে মুগ্ধ, অধীন করিবার জন্য প্রকৃতির অভাব হইলে—তাহারা সুতরাং মুক্ত হইবে সন্দেহ নাই। প্রকৃতি নিজ প্রাণভয়ে ভীত হইয়া, সৃষ্টির আদিমকাল হইতে—কখন হাস্যবদনে কণ্ঠলগ্না হইয়া, কখন বা ক্রুশের অথবা অগ্নিজ্বালার ভয় দেখাইয়া—আমার পীড়ন ও সর্ব্বনাশ-চেষ্টা করিয়া আসিতেছে। কিন্তু সে 'আমি'র হস্তেই মরিবে। বটে, শত ভ্রাতা ও সহস্র দিব্যাস্ত্র—বহু-মহারথী-সুরক্ষিত দুর্য্যোধন-প্রকৃতির দেহ বজ্রসার-কঠিন। কিন্তু সেও জানে, আমিও জানে, তাহার উরুদেশে রন্ধ্র আছে—ভীমপুরুষ যখন তত্র বিষম গদাঘাত করিবে, তখন ভীম নিজে এবং যে যেখানে আছে, কি পাণ্ডব-পক্ষীয় কি কুরুপক্ষীয়, কি উদাসীন—সকলেই অভয় নিরঙ্কুশ মুক্তিপদ লাভ করিবে। দুর্য্যোধন-প্রকৃতি মরিবার পরে ভবিষ্যতে কাহাকেও অধীন করিতে আসিবে না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেখ কর্ণধার পরিশ্রম করিয়া নদীর পরপারে যায়, সঙ্গে সঙ্গে অলস অপরিশ্রমী আরোহী বাবুগণ এবং জড় নৌকাখানাও নদীর পরপারে যায়; কর্ণধারের সঙ্গে যুগপৎ একই সময়ে মুক্ত হইয়া যায়; একা কর্ণধারের পরিশ্রমের ফল সকলে সমানরূপে পাইয়া থাকে।

একখানি প্রিস্‌ম্ (Prism) মুক্ত হইলে—গোচর হইতে সরিয়া গেলে—সাতটি প্রত্যক্ষ বর্ণ ও বহু অপ্রত্যক্ষ বর্ণ মুক্ত হইয়া শুদ্ধ শুভ্র হইয়া যায়। একা কৃষ্ণ দ্রৌপদীর অন্ন-ভোজনে তৃপ্ত হওয়ায়, দুর্ব্বাসার ও সহস্র শিষ্যের আপনা-আপনি ক্ষুন্নিবৃত্তি হইয়াছিল।

একখণ্ড দেশালাইএর ক্ষুদ্র কাষ্ঠিকাবদ্ধ অগ্নি মুক্ত প্রকট হইলে ঘোর অন্ধকারের অধীন বৃহৎ গৃহমধ্যস্থ বহু সামগ্রী মুক্ত প্রকট হয়।

একা রাজা অপ্রমত্ত, মুক্ত থাকিলেই লক্ষাধিক প্রজা স-দস্যু-দুর্ভিক্ষাদি পীড়ন-বন্ধন হইতে মুক্ত হয়। স্বপ্নভঙ্গও একটি উত্তম দৃষ্টান্ত।

এতাবৎ প্রকৃতিই জয়লাভ করিয়া আসিয়াছে। বহু সাধক তাহা দ্বারা বিনষ্ট হইয়াছে।

এক্ষণে আইস,—নারী হও, পুরুষ হও, আমি হই, তুমি হও,—মুক্ত ভীম হইতে চেষ্টা কর; মুক্ত চক্ষুদ্বারে প্রকৃতি-দুর্য্যোধনের রক্তরুটি লক্ষ্য কর ও তত্র বিষম জ্ঞানগদাঘাত কর, এবং স্ব-পর-কল্যাণকারী হও।

একের মুক্তিতে সকলের মুক্তি শুনিয়া পাঠক-পাঠিকা স্তম্ভিত, পশ্চাৎপদ হইও না। একের মুক্তিতে বহুর মুক্তিবিষয়ে বিশ্বাস অতিশয় পুরাতন; নূতন নহে। প্রবাদ আছে, বংশে একটি সুপুত্র জন্মিলে সপ্তপুরুষ উদ্ধার পায়; এক ভগীরথ জ্ঞানগঙ্গা দ্বারা সগরবংশ অর্থাৎ সকল বংশ উদ্ধারের যত্ন করিয়াছিল। রাবণ লোকটা স্বর্গের সোপান নিজে স্বকীয় শ্রমে রচনা করিয়া সকলেরই জন্য স্বর্গকে সুগম সুলভ করিতে চাহিয়াছিল। বোধ হয় কুমারিলভট্ট-কৃত তন্ত্রবার্ত্তিকে লিখিত আছে যে,

p. 238 - Let all the evils resulting from the sin of this iron age fall upon me and let the world be redeemed.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বুদ্ধ মহাশয় একদিন সকলকে আহ্বান করিয়া বলিয়াছিলেন যে, যে কেহ পাপী হও আর পুণ্যকৃৎ হও, আমাতে নিমজ্জিত হইলেই মুক্ত হইয়া যাইবে। গোরার শিষ্য বাসুদেব প্রার্থনা করিয়াছিল যে, সকল পাপীর সকল পাপ তাহার স্কন্ধে অর্পিত হউক, সে তাহা ভোগ করিয়া শোধ দিবে, এবং ইতোমধ্যে সকল জগৎবাসী মুক্ত হউক।

শ্রীমান্ গয়াসুর জীবের কষ্ট দেখিয়া নিজ শরীর স্বর্গ পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত করিয়াছিলেন এবং নির্ব্বিশেষে অনুমতি দিয়াছিলেন যে, যে কেহ ইচ্ছা কর, সেই বর্দ্ধিত কলেবরের উপর দিয়া স্বর্গে যাইতে পার।

মহাপুরুষ যীশু মহাশ্মশানে সকলের পাপ নিজে লইয়া আত্মাহুতি দিয়া যাবতীয় জীবের মুক্তিসাধন করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। তিনি পুনঃ পুনঃ বলিয়াছিলেন, "Come unto me and I will give you rest"।

এইস্থলে সাধারণতঃ মনুষ্যের একটি অনবধানতা দৃষ্ট হয়। যীশু-কথিত Me ও I-শব্দে আত্মা বুঝায়, কিন্তু তাঁহার শিষ্যগণ হস্তপদাদিবিশিষ্ট সৌম্য-সুন্দর যীশুদেহকে বুঝিয়াছিল। শিষ্যগণ নিজ নিজ আত্মাকে না বুঝিয়া বক্তাকে বুঝিয়াছিল। কথাটা বুঝিতে এই আদিম ভ্রম হইয়াছিল। সেই ভ্রমবশতঃই ঠিক মীমাংসাটি গোড়া হইতেই অগোচর থাকিয়া গিয়াছে।

অজপা সকল মানুষের ভিতরেই 'হংস' বা 'সোঽহং' বলিয়া দিতেছে। মানুষ শুনিয়াও শুনিতে পায় না। আপনাকে, আত্মাকে বুঝে না। এই না-বুঝার বিপ্রতিপত্তিটিই মানুষের আপদ হইয়াছে।

ঈশ্বর-গীতায় অর্জ্জুন বারম্বার শুনিল যে—

"মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাস্তরন্তি তে।"

"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোচয়িষ্যামি মা শুচ।"

"বেদান্তকৃৎ বেদবিদেব চাহং।"

"উত্তম"-পুরুষ ক্ষরাক্ষর-অতীত। অর্জ্জুন মাম্-শব্দে, অহং-শব্দে নিজ আত্মাকে না বুঝিয়া বক্তা কৃষ্ণকে বুঝিয়াছিলেন।

ব্যাকরণ গ্রন্থে 'উত্তম পুরুষ' অর্থে যে অহং-তত্ত্বকে নির্দ্দেশ করে, অর্জ্জুন সেই অহং-তত্ত্বকে না বুঝিয়া, কৃষ্ণকে বেশ ভাল একজন উত্তম গুণবান্ ব্যক্তি বুঝিয়াছিলেন।

মুসলমান-সন্ন্যাসী সুফি পরমহংসগণ আল্লা ও আল্লার রসুল উভয়কেই আত্মা অদ্বয় বলিয়া জানেন; সাধারণে তাহা ধরিতে পারে না।

কৌষিতকী গ্রন্থে ইন্দ্র প্রতর্দ্দনকে বলিলেন, 'মামেব বিজানীহীতি'। প্রতর্দ্দনের ভ্রম হইল। সে বক্তা ইন্দ্রকে বুঝিতে চেষ্টা করিল। স্ব-স্বরূপাত্মাকে, অহংতত্ত্বকে বুঝিতে হইবে—তাহা বুঝিল না।

ব্যাপারটি একেবারে উল্টা। কোথায় ক্ষুদ্র আমি, কোথায় বিশাল জগৎ। বেদান্ত বলে, ক্ষুদ্র আমিটা ক্ষুদ্র নহে, সেইটাই বিশাল; বিশাল জগৎটাই ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র—আত্মার একটা ক্ষুদ্র তুচ্ছ বিলাসমাত্র। এরূপ কথা শুনিয়া যীশু-শিষ্য বা অর্জ্জুন বা প্রতর্দ্দনের বা অন্য কাহারও ব্যামোহ হইবে, তাহা বিচিত্র নহে। "আমরা ক্ষুদ্র"—এই সংস্কার খুব প্রবল; তাই আমরা আপনাদিগকে ক্ষুদ্র বালকই মনে করি, এবং উক্ত হিত-মহোপদেশ শুনিলে নিজ বালকত্ব-সংস্কারবশে তাহার অর্থ অবধারণ করিতে পারি না। গুরুমহাশয় পাঠশালে বলিলেন, 'my head' অর্থে 'আমার মাথা'। শিশু-শিষ্য বাটীতে গিয়া পিতৃসমক্ষে আবৃত্তি করিতে লাগিল যে, 'my head' মানে 'মাষ্টারের মাথা'। করুণাময় পিতা বলিয়া দিলেন যে, তাহা নহে—'my head' মানে 'আমার মাথা'। বালক পরদিন বিদ্যালয়ে আবৃত্তি করিল—'my head' মানে 'বাবার মাথা'। গুরুমহাশয় তর্জ্জন-গর্জ্জন সহ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বলিয়া দিল তাহা নহে, 'my head' মানে 'আমার মাথা'। ভীত বালক বলিল যে, তবে 'my head' মানে বাড়ীতে বাবার মাথা, পাঠশালায় মাষ্টারের মাথা। এরূপ বোধবিপর্য্যয়ের কোনও প্রতীকার নাই। যথাসময়ে বালকত্ব ঘুচিবার পরে 'অহং'-শব্দের কিরূপ প্রয়োগে বক্তাকে না বুঝিয়া নিজ আত্মাকে বুঝিতে হইবে, সহজেই তাহা বুঝা যাইবে।

এই যে একের অভয় নিরঙ্কুশ মুক্তি-স্বাস্থ্যে অপর সকলের মুক্তি হয়, তদ্বিষয়ে কয়েকটি স্থূল দৃষ্টান্ত মাত্র দেওয়া হইল। দৃষ্টান্তগুলি—রোচক ভয়ানক অর্দ্ধসত্য অর্দ্ধমিথ্যা—শ্রেণীভুক্ত। ক্রমে কথাটার অর্থ আরও অধিক শোধন করা হইবে। তখন একটা ভাল পরোক্ষ জ্ঞান হইবে। পরে সেই পরোক্ষকে অপরোক্ষানুভূতিতে পর্য্যবসিত করিতে হইবে। তাহা বড় কঠিন। তুলা শুনিতে নরম বটে, কিন্তু ধুনিতে লবেজান। কিন্তু অপরোক্ষ করিতে পারিলে লাভও অপরিসীম—গণ্ডার-মারা ও ভাণ্ডার-জয়ের মত। তখন আর অধিক প্রার্থনীয় কিছু থাকিবে না।

অতঃপর শিষ্যের নানা গুরু-সকাশে গমন, ও নানা উপদেশ—গ্রহণ পূর্ব্বক ত্যাগ-পরিপাটীর—কৌতুককর গল্পাদি লিপিবদ্ধ করা হইবে। গুরুজনসহ সবিনয় তর্ক-বিচার দ্বারা শিষ্যের অধিকার-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরও অধিকার বৃদ্ধি পাইবে; আমরাও বিশিষ্ট লাভবান্ হইব।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

২

পর-মত-পরীক্ষা

"বক্তুরেব হি তজ্জাড্যংশ্রোতা যত্র ন বুধ্যতে"

কথাটা সর্ব্বতোভাবে সত্য না হউক, সর্ব্বতোভাবে মিথ্যাও নহে। কখনও বা শ্রোতার বুদ্ধিমান্দ্য, কখনও বা বক্তার। উভয়ই ব্যবহার-জগতে পাওয়া যায়। বক্তার অধিকার-তারতম্যে, গুরুতর বিষয়বিশেষে, আদর থাকিলেও দখল থাকে না। দখল থাকিলেও হয়ত মনের ভাব প্রকাশ করিবার উপযুক্ত শব্দের অনাটন হয়। হিতৈষী পুরোহিত তোত্লা হইলে হিতাকাঙ্ক্ষী যজমানের বিপদ। যজমানের শ্রদ্ধা থাকিলেও শ্রাদ্ধ সুসম্পন্ন হয় না; অধিকন্তু যদি যজমান বধির হয়, তবে ত ব্যাপারটা প্রহসনমাত্রেই পর্য্যবসিত হয়।

লেখক অভয়-বিষয়ে, অপরোক্ষানুভূতি দূরে রহুক, সুন্দর পরোক্ষজ্ঞানেরও বড়াই করে না। তবে কিঞ্চিৎ অল্পপরিমাণ পরোক্ষজ্ঞান আছে, এবং সেই জ্ঞান অল্প হইলেও, বিষয়টি নিজ গৌরববশতঃ প্রচার-যোগ্য, ইহা লেখক বিবেচনা করে। লেখক কিন্তু একটু তোত্লা, শব্দাভিধান তাহার অনায়ত্ত। এই মাত্র ভরসা যে, বর্ত্তমান কালের পাঠক-পাঠিকাগুলি শ্রদ্ধাবান্ ও শিক্ষিত। বধির যজমানের সংখ্যা অনেক কমিয়াছে। এক্ষণে যজমানগণ, তোত্লার কথার ত্রুটী, নিজ নিজ শিক্ষার বলে পূরণ করিয়া লয়; 'পার্ব্বতীসুতলম্বোদর' শুনিয়া 'পাক দিয়া সূতা লম্বা' করিতে প্রবৃত্ত হয় না। যীশু বার বার বলিয়াছেন যে, যদি কর্ণ থাকে তবে শুনিতে পাইবে, চক্ষু থাকে দেখিতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পাইবে। যীশুর শ্রোতৃবর্গের ভিতরে সকলের চক্ষুকর্ণ ছিল না। এক্ষণে শিক্ষাবিস্তারের ফলে চোখ-কাণওয়ালা মানুষ দুর্ল্লভ নহে। অভয়ের কথা যদি গুছাইয়া বলিতে পারি, তাহা হইলে যোগ্য শ্রোতার বোধ হয় অভাব হইবে না। হয় ত আমি আমার ঠাকুরকে, ধৌত-পটাম্বর, বিচিত্র মুকুট, মূল্যবান নূপুরাদি-সজ্জায় এবং ললিত ভাষায় সাজাইয়া, পাঠক-পাঠিকার নিকট সমুপস্থাপিত করিতে পারিব না। নাই পারিলাম। ঠাকুর আমার শান্ত, সমান, সুন্দর। তাহাতে অলঙ্কার দিয়া তাঁহার নিজ সহজ শোভাকে অধিক করা যায় না। ঠাকুরটির নিরলঙ্কার সহজ সৌন্দর্য্য ভাষার কারুকার্য্যের বড় অপেক্ষা রাখে না। আমি ঠাকুরকে দেখাইবার চেষ্টা করিব, তোমাদেরও তাঁহাকে দেখিবার জন্য চেষ্টা করিতে হইবে।

এখন প্রকৃত বিষয়ের অনুসরণ করা যাউক।

অভয়-সুখপ্রার্থী শিষ্য ইষ্টপ্রাপ্তির উপায় জিজ্ঞাসা লইয়া নানা-পন্থি-গুরু-সকাশে ক্রমে ক্রমে যাইবে। আমরাও তাহার সঙ্গে সঙ্গে যাইব, এইরূপ কথা আছে। আইস, যাই।

শ্রমজীবী-সম্প্রদায় :—কিয়ার হার্ডি (**Keir Hardy**) শিষ্যকে বলিলেন যে, উদর-ভরণই পুরুষার্থ। ইহাকে অভয় করিতে হইলে প্রচুর অন্ন সংগ্রহ করিতে হইবে। ক্ষুধার বাড়া শত্রু নাই। ইহাকে জয় করার পরামর্শই জগতে উত্তম।

চক্রগৃহ :—চার্ব্বাক শিষ্যকে ডাকিয়া লইলেন; বলিলেন যে, বটে অন্ন তুচ্ছ নহে, কিন্তু অন্ন উত্তম নহে। কৎলুখাঁর বন্দী জগৎসিংহই উত্তম। কেবল গ্রাসাচ্ছাদনে দুঃখনিবৃত্তি হয় বটে, সাক্ষাৎ-সুখ হয় না। গ্রাসাচ্ছাদন স্বাদু ও সুকোমল হওয়া চাই, এবং তৎসঙ্গে স্রক্‌চন্দন-বনিতাদিও চাই। সংক্ষেপে বলিতে হইলে, পঞ্চ-মকারই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উত্তম, মৃত্যুই মোক্ষ ; তৎপূর্ব্বে যত পার সুখভোগ করিয়া লও। নীতির প্রতিপালন নিজের জন্য নহে ; পরকে উপদেশ দিবার জন্য নীতির উল্লেখ করিবে। ঋণ করিয়াও ঘৃত পান করিবে। ঋণশোধ পার ত করিবে, না পার মহাজনকে তমাদি-আইনের কূট সাহায্যে বঞ্চিত করিতে চেষ্টা করিবে। সমাজে যাহা পাপ বলিয়া খ্যাত, গৃহীত—কিন্তু যাহা সুখপ্রদ, তাহার আচরণ করিও। সাবধানে করিও, গোপনে করিও, এবং যাহাতে নিরাপদে সুখলাভ হয় তজ্জন্য নানা কৌশল অবলম্বন করিও। টলষ্টয় তাঁহার Resurrection-এ লিখিয়াছেন যে, পরস্ত্রী-হরণকারী বলিয়া অভিযুক্ত কোনও এক ব্যক্তি সত্যই অপরাধী কিনা স্থির করিতে না পারিয়া জুরীগণ বিলম্ব করিতেছিল। বিচারকের একটি নিমন্ত্রণরক্ষার সময় উত্তীর্ণপ্রায় হইলে, বিচারক জুরীদিগকে সত্বর হইতে আদেশ দেন। জুরীরা তাড়াতাড়ি আসামীকে অপরাধী সাব্যস্ত করিল। বিচারক তাহার কঠিন পরিশ্রমসহ দীর্ঘ কারাবাস ব্যবস্থা করিয়া অবিলম্বে এজলাস ত্যাগ করিয়া নিমন্ত্রণরক্ষা করিতে যাইলেন। একটি সুপরিচিতা পরনারী বিচারক মহাশয়কে সেইদিন নির্দ্দিষ্ট সময়ে সঙ্কেত-স্থলে অভিসার করিবার নিমন্ত্রণ করিয়াছিল। চার্ব্বাকের মতে বিচারক পাপী নহে ; বিচারক যদি নির্বুদ্ধিতাবশতঃ ধরা পড়িয়া নিজে আসামী-শ্রেণীভুক্ত হয়, তবেই সে পাপী হইবে, নচেৎ নহে। বোকামীই পাপ ; যেন তেন প্রকারে সুখভোগ নিরাপদে হইলে, তাহা পাপ নহে।

শিষ্যের হৃদয় চার্ব্বাকের কথায় গুরু গুরু করিতে লাগিল। শিষ্য নীতির মর্য্যাদা-লঙ্ঘন-সংস্কার সম্পূর্ণ অর্জ্জন করে নাই। পরলোক অপ্রত্যক্ষ বলিয়া যে অবাস্তবিক, তাহা বলিতে তাহার সাহস হয় না। প্রবাসী স্বামী অপ্রত্যক্ষ ; কিন্তু তাহার হস্তাক্ষরলিপিদৃষ্টে ভার্য্যা জীবিত স্বামীর অস্তিত্বে অসন্দিহান থাকে, এবং সিন্দুর-শঙ্খ মোচন করে না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্বামীর হস্তাক্ষর-লিপির মত পরলোক-স্বামীর অল্পবিস্তর সংবাদ সকল মনুষ্যই মধ্যে মধ্যে হৃদয়গোচরে পাইয়া থাকে। সুতরাং চার্ব্বাকের অনুমোদিত সুখ অভয় হইল না—পরলোকের ভয়যুক্ত হইল। অধিকন্তু, ইহলোকেও উক্তরূপ সুখ ভয়বিদ্ধ। ঘৃতপানের জন্য ঋণই বা প্রত্যহ পাওয়া যায় কোথায়? ভোগ-সামগ্রী যদি নীতিপূর্ব্বক বা অনীতিপূর্ব্বক আহরণই করা যায়, তাহাতেও তৃপ্তিই বা কিরূপে হইতে পারে? ইন্দ্রিয়বর্গের ভোগ দিবার সামর্থ্য অত্যন্ত সীমাবদ্ধ হওয়ায় নিরতিশয় ভোগ-সম্ভাবনা নাই। প্রত্যহ ঘৃতান্ন যোগান হইলেও উদরাময়ের ভয় আছে। নটীর নৃত্য-বিলাস উত্তম বোধ হইলেও নিদ্রা বলপূর্ব্বক লম্পটের চক্ষু অন্ধ করিয়া দেয়। শিষ্য চার্ব্বাক-সঙ্গ ত্যাগ করিয়া উপস্থিত হইল—যন্ত্রাগারে।

যন্ত্রাগার ঃ—তত্রস্থিত বৈজ্ঞানিক সরল, সাহসী, স্পর্দ্ধাশূন্য। বৈজ্ঞানিক বলিল, ধারাবাহিক অভয়-সুখ আমিও খুঁজিতেছি। আমিই পাই নাই; হে শিষ্য, তোমাকে দিব কি? যদি পাই তবে আমি জগতের সকলকেই তাহা দিব। আমার বিশ্বাস, প্রকৃতিগত একটা অদ্বিতীয়, অলঙ্ঘ্য নিয়ম আছে। তাহার আবিষ্কার করিতে পারিলে আমরা প্রকৃতিকে সম্পূর্ণ অধীন করিব এবং তাহাতে আমাদের ভবিষ্যতে দুঃখলেশ-সম্ভাবনা-রহিত ধারাবাহিক অভয় সুখ হইবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, সে নিয়মটির উদ্দেশ এতাবৎ পাওয়া যায় নাই। হাজার বৎসর ধরিয়া যাহা যাহা অভ্রান্ত বলিয়া বুঝিতেছিলাম, এক মুহূর্ত্তের একটি ব্যভিচার-দৃষ্টে তাহা মিথ্যা হইয়া পড়িতেছে। কখন কখন মনে হয়, বুঝি অলঙ্ঘ্য, অদ্বিতীয়, নিয়ম কিছু নাই, হয় ত নিয়মের অভাবই প্রকৃতির অদ্বিতীয় নিয়ম। যথা, স্বপ্নসময়ে ব্যাপারগুলি বেশ নিয়ত বলিয়াই বোধ হয়—নিয়মের ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয় না, কিন্তু স্বপ্নভঙ্গে নিয়মাভাব বুঝা যায়। হয় ত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

একদিন এমন আসিবে যে, তখন জগৎ-ব্যাপারে নিয়মের অভাব দেখিলে বিস্মিত হইতে হইবে না।

কতকগুলি ক্ষুদ্র খুচরা অপ্রধান নিয়ম পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু দেখিতেছি, তাহাতে বিশেষ সুফল কিছু হয় নাই। বরং স্থলবিশেষে হিতে বিপরীত হইয়াছে।

যবক্ষার, গন্ধক, অঙ্গারের যেরূপ সংযোগে ঘনীভূত শক্তিমান বারুদ পাওয়া যায়, তাহা আবিষ্কার করিয়াছি। অবশ্য তাহাতে বড় বড় পাহাড় ভগ্ন করিয়া চলিবার পথ প্রশস্ত ও সুগম করিয়া জগতের উপকার করিয়াছি বটে, কিন্তু শতকোটীর অপেক্ষা অধিক লোকেরও হত্যা সম্পাদন করিয়াছি।

বস্ত্রবয়নের নিয়মটি পাইয়া প্রচার করায় বহু বৃদ্ধ তন্তুবায় হঠাৎ নিরন্ন হইয়া পড়িয়াছে। তাহাদের নূতন জীবিকা কিছু দিতে পারি নাই।

পশুলোমের সহ তাপের সম্বন্ধ বুঝিয়া লইয়া বহু কম্বল প্রস্তুত করিয়াছি। সব কম্বল বিক্রয় হইতেছে। যত কম্বল বাড়িতেছে. ততই শীত বাড়িতেছে। পূর্ব্বে শীত সহ্য করিবার সামর্থ্য বেশী ছিল, তাহা কমাইয়া দিয়া যে ভালই করিয়াছি, এমন কথা নিশ্চয় করিয়া বলিতে সাহস হয় না।

নয়ন-তারার সহ আলোক-তরঙ্গের সম্বন্ধ-রহস্য উদ্ঘাটিত করিয়া বাজারে চসমা পাঠাইয়াছি। চসমার খরিদ্দারের সংখ্যা-বাহুল্যে মনে হয় যে, চক্ষুষ্মান্ লোককেও হয় ত অন্ধ করিয়া ফেলিতেছি। মন্দান্ধকে অন্ধতর করিতেছি।

পূর্ব্বকালে মানুষের দুগ্ধ মানুষেই খাইত; গোরুর দুগ্ধ গোরুতে খাইত। দেখিলাম একটি নিয়ম যে, বালক মাতৃস্তন্য পান করিলে জননীর শরীর দুর্ব্বল হয়; ঘাস-বস্তুকে, গাভীর উদরস্থ করিয়া, কৌশলে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দুগ্ধ প্রস্তুত করা যায়, ও সেই দুগ্ধ জননীর স্তন্যের উত্তম প্রতিনিধি। ইহা একটি বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার। ইহাতে প্রতিকার হয় নাই। দেখা যায় যে, জননীগণ পূর্ব্বে সন্তানগণকে স্তন্যদান করিয়াও সংসারে যতটা পরিশ্রম করিয়া স্ব-পর-কল্যাণকারিণী ছিলেন, বর্ত্তমানকালে তদপেক্ষা অল্প শ্রম করিতে হইলেও তাঁহারা মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়েন। অধিকন্তু, গোবৎস-গুলি বৈজ্ঞানিক দ্বারা স্বাধিকার হইতে বঞ্চিত হইয়াছে।

নিরাবরণ ভট্টাচার্য্যের অসভ্যতা অপেক্ষাকৃত ভাল ছিল। উপর্য্যুপরি তিনটা জামা পরিধান করিয়া বৈশাখের দিবা-দ্বিপ্রহরে তড়িৎ-পাখার বায়ু-সেবন-বিধান-রূপ বৈজ্ঞানিক সভ্যতাকে ঠিক সুব্যবস্থা বলা যায় না।

যাহা হউক, একটা কথা অকপটে স্বীকার আমরা করিব যে, প্রত্যক্ষকে সম্পূর্ণ অবিশ্বাস করিতে শিখাইয়া বৈজ্ঞানিক জগতের যত উপকার করিতেছে, এত উপকার আর কেহ করে নাই। এ বিষয়ে বৈজ্ঞানিক অপেক্ষা আর কেহ আমাদের অধিক কৃতজ্ঞতাভাজন নহে। বৈজ্ঞানিক প্রত্যক্ষটিকে লইয়া যন্ত্রাগারে পরীক্ষা করে। প্রায়ই বৈজ্ঞানিকের জেরায় প্রত্যক্ষের সাক্ষ্য টেকে না। ইহাতে বৈজ্ঞানিকের অপেক্ষা বৈদান্তিকের লাভ বেশী হইয়াছে। পুরাতন গুরুমহাশয় বলিতেন—পৃথিবী ঘুরে না, ঘুরিলে মাথা ঘুরিত; আমরা তাহাই বেদ-বাক্যের মত, নিঃসংশয়ে বিশ্বাস করিতাম। গ্যালিলিও বলিলেন, পৃথিবী ঘোরে! গ্যালিলিও সেই কথায় সনাতন ধর্ম্মবিশ্বাসের উচ্ছেদ-চেষ্টা করিল বলিয়া মূর্খ স্বার্থপর রাজশক্তি গ্যালিলিওকে কারাগারে নিক্ষেপ করিল। কিন্তু পৃথিবীকে স্থির রাখিতে পারিল না, পৃথিবী ঘুরিতেই থাকিল। বৈজ্ঞানিকের জয় হইল। আমাদের উপকার হইল; পৃথিবীর প্রত্যক্ষ স্থৈর্য্য যে মিথ্যা, তাহা প্রমাণ হইল। আমাদের অনুসন্ধিৎসা সহসা জাগিয়া উঠিল; আমরা বৈজ্ঞানিকের পদতলে বসিয়া আরও কত-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শত প্রত্যক্ষ অথচ ভ্রান্ত জ্ঞানগুলি বৈজ্ঞানিকের শ্রীমুখ-বচন-প্রমাণে শোধন করিয়া লইলাম। সূর্য্যালোক প্রত্যক্ষ শুভ্র হইলেও তাহা যে শুভ্র নহে—নীললোহিতাদি বহুবর্ণের সমবায় মাত্র, তাহা জানা গিয়াছে। লাল স্ফটিক লাল জবাচ্ছায়ায় লাল হইয়াও লাল হয় নাই ; জবাই নিজে লাল নহে ; সূর্য্যকিরণগত লালকে জবা নিজস্ব না করিয়া লালকে পরিত্যাগই করে। পৃথিবী দেখিতে সমতল, কিন্তু সমতল নহে ; তাহা বর্ত্তুলাকার। চন্দ্রের ব্যাস প্রত্যক্ষদর্শনে বিতস্তিপরিমাণ, কিন্তু তাহা আসলে বহুযোজনবিস্তৃত। বালকে দর্পণগত প্রতিবিম্বকে সত্য বস্তু বলিয়া প্রত্যক্ষ করিয়া আদর করে, কিন্তু তাহা আদরযোগ্য নহে ; অভিনয়ের বা খড়ের রাক্ষস প্রত্যক্ষ করিলে বালকে ভীত হয়। কিন্তু বৈজ্ঞানিক তাহাকে ভীষণ বুঝে না, প্রত্যক্ষ ভীষণকে নিরপরাধ শান্তই বুঝে। সিংহচর্ম্মাবৃত হইলেও গর্দ্দভকে বৈজ্ঞানিক ধরিয়া ফেলে ; প্রত্যক্ষাদৃষ্ট শূন্য-স্থলীতে অণুবীক্ষণাদি যন্ত্রসাহায্যে বহু বস্তুর সমাবেশ দেখাইয়া দেয়। প্রত্যক্ষদৃষ্ট স্থির দীপশিখাটি যে স্থির বস্তু নহে, অসংখ্য শিখার দ্রুতপ্রবাহ—তাহা বুঝাইয়া দেয়। আমরা প্রত্যক্ষ দেখি যে, মানুষের মস্তকটি পায়ের উপর স্থাপিত, কিন্তু বৈজ্ঞানিক বলিয়া দেয় মস্তিষ্ক-গৃহীত মানুষটি ঊর্দ্ধপদ, অবাক্-শিরঃ। প্রকাণ্ড দীর্ঘ বাঁশ যে তুচ্ছ তৃণ, তাহা বৈজ্ঞানিক প্রমাণ করিয়াছে। এতদ্বিধ নানা দৃষ্টান্ত উদাহৃত করিয়া দেখান যাইতে পারে যে, আজীবন প্রতিপালিত প্রত্যক্ষ-প্রমাণসিদ্ধ সংস্কারগুলি বৈজ্ঞানিকের পরীক্ষায় অসিদ্ধ হইয়াছে।

বৈজ্ঞানিকের উপদেশ এই যে, প্রত্যক্ষকেই লও। কিন্তু তাহাকে অবিশ্বাস কর। যন্ত্রাগারে মূষা বা নিকষে পরীক্ষা করিয়া প্রত্যক্ষকে শোধিত করিয়া গ্রহণ কর। প্রায়শঃ যন্ত্রাগারের পরীক্ষায় প্রত্যক্ষের বিপরীতটিরই সত্যত্ব প্রতিপাদিত হইয়া পড়ে। তাহাতে আমাদের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সাহস এত বাড়িয়াছে যে, সত্যানুসন্ধানকালে কোনও বস্তু প্রত্যক্ষ করিয়া, তাহার বিপরীতটিকেই বিনাপরীক্ষায় সত্য—ও প্রত্যক্ষীকৃত বস্তুটিই মিথ্যা, ইহা স্বীকার করিতে কুণ্ঠা হয় না। চন্দ্রের জ্যোৎস্না চন্দ্রের নিজস্ব নহে, তাহা সূর্য্যেরই; ইহা বুঝিবার পরে সূর্য্যের দীপ্তি যে সূর্য্যের নিজস্ব নহে অপর কাহারও হইবে, ইহা সহজেই, কোন বিবাদ না করিয়া, স্বীকার করিতে প্রবৃত্তি আমাদের হয়। শ্রুতি যখন বলে যে, আত্মাকে দেখাইবার জন্য সূর্য্যরূপ মশালের প্রয়োজন হয় না ; ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকা ন বিদ্যুতাগ্নিঃ ; বরং সূর্য্যাদি সেই আত্মার নিকট হইতে কর্জ্জ করিয়া জ্যোতিঃ পাইয়াই নিজেরা ক্ষুদ্র জ্যোতিষ্ক হইয়াছে, তখন কথাটার ভিতরে যে কোন সার নাই, এমন বিবেচনা হয় না। যাহা হউক, আমরা বিনাবিচারে প্রত্যক্ষকে ফাঁসি দিব না ; অথচ বিনাবিচারেও ছাড়িয়া দিব না। ঈশ্বর-গীতায় লেখা আছে আমরা বড় অবোধ, যাহা দেখি তাহাই বিশ্বাস করি ; 'অতস্মিন্ তৎবুদ্ধি' করি ; সুতরাং আমরা যাহাকে দিবা বলি তাহা কিন্তু নিশাই ; এবং সেই নিশাতে আমরা যাহা প্রত্যক্ষ করিয়া সত্য বুঝি, তাহা ভ্রমদর্শনই। কিন্তু নিশা বৈজ্ঞানিকের কাছে বস্তু গোপন করিতে পারে না। নিশাকালেও বৈজ্ঞানিক বস্তুর যাথাতথ্য নিশ্চয় করিয়া লয় বলিয়া আমাদের নিশাকালও বৈজ্ঞানিকের নিকট দিবার মত। বচনটি এই যে, "যা নিশা সর্ব্বভূতানাং তস্যাং জাগর্ত্তি সংযমী"। বস্তুর স্বরূপের অগ্রহণ হয় অন্ধকারে এবং অন্যথা-গ্রহণ হয় মন্দান্ধকারে ; যথা, রজ্জুসর্পদর্শন সময়ে কি অন্ধকার কি মন্দান্ধকার উভয়ই, সত্যসম্বন্ধে—নিশাই। বুদ্ধিমান্দ্যই অন্ধকার নিশা, এবং মন্দান্ধকারও গীতোক্ত নিশা।

বৈজ্ঞানিক শিষ্যকে **প্রকৃতির অলঙ্ঘ্য নিয়মটি** দিতে অসমর্থ হইল, নিজেই তাহা আবিষ্কার করিতে পারে নাই। সুতরাং প্রকৃতিকে সম্পূর্ণ বশীভূত করিয়া তাহাকে আমাদের সুখসাধনে নিয়োগ করার সন্ধান

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বৈজ্ঞানিকের নিকট পাওয়া গেল না। কিন্তু প্রত্যক্ষকে অবিশ্বাস করাই কল্যাণকর, এই বৈজ্ঞানিক উপদেশকে শিষ্য দৃঢ় কবচ বলিয়া গ্রহণ করিল। তাহাতে ঘটিল এই যে, ভ্রম মহাশয়কে, এই দৃঢ় রক্ষাকবচসন্নদ্ধ শিষ্যকে বিদ্ধ ও পাতিত করিবার আশা ত্যাগ করিতে হইল।

যজ্ঞশালা :—শিষ্য বৈজ্ঞানিককে সবিনয় নমস্কারপূর্ব্বক যন্ত্রাগার হইতে যজ্ঞশালায় জৈমিনীর নিকট উপস্থিত হইল। জৈমিনীর উপদেশ এই যে, অভয় সুখ ইহজগতে পাইবে না। পরলোকে পাইতে পার। যদি কর্ম্মের উপাসনা যথোচিত প্রকারে কর, তবে স্বর্গ ও তত্র কাম্য-প্রাপ্তি হইবে। দুইটি মত প্রচলিত আছে। একটি এই যে, স্বকর্ম্ম-ফলভুক্ পুমান্; অপরটি এই যে, হৃষীকেশ মানুষের হৃদয়ে থাকিয়া মানুষকে অবশভাবে কর্ম্ম করিতে বাধ্য করেন, কর্ম্মে সু বা কু কিছু নাই; মানুষ কর্ম্মের জন্য দায়ী নহে। মানুষ যন্ত্রবৎ। তাহার স্বাধীন ইচ্ছাবশে নিজকৃত কর্ম্ম কিছু নাই। যন্ত্রে অধিষ্ঠান করিয়া ঈশ্বর যন্ত্রকে যথেচ্ছ চালনা করেন। ঈশ্বর নিজ লীলা পোষণের জন্য নানা মানুষযন্ত্রকে নানা বিচিত্র কর্ম্ম করিতে বাধ্য করেন। বিচিত্র কর্ম্মগুলি ভাল বা মন্দ নহে। জগৎটি একটি সুবৃহৎ অভিনয়লীলা মাত্র। তত্র কর্ম্মগুলি ও কর্ম্মকর্ত্তা-গুলিও অভিনয়ের মাত্র। অভিনয়ের পরপীড়ন ব্যাপার, অভিনয়ের রাবণ, দুঃশাসন কুক্কুরাদি দ্বারা সংঘটিত হয়, এবং অভিনয়ের বানর, ভীম, মুদ্গরাদি দ্বারা শাসনক্রিয়া সম্পাদিত হয়। জৈমিনীর মতে এই দ্বিতীয় মতটি অসার, বাতিল ও নামঞ্জুর। এবং প্রথম মতটি, অর্থাৎ **কর্ম্মই ভোগায়তন দেহ-দাতা এবং ভোগদাতা**, এই মতটিই সমীচীন। জৈমিনীর অজ্ঞাত ছিল না যে, "কর্ম্মফল"-মতে একটি বিশেষ দোষ আছে; তাহার নাম অন্যোন্যাশ্রয়, অনবস্থা বা অন্ধ-পরম্পরা। কর্ম্ম, ভোগায়তন ভবিষ্যৎ দেহ-দাতা হইলে, বর্ত্তমান দেহ কোথা হইতে আসিল,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই প্রশ্নের উত্তরে স্বীকার করিতে হয় যে, তাহা অতীত কর্ম্মের ফল-স্বরূপ পাওয়া গিয়াছে। পুনঃ প্রশ্ন উঠে যে, অতীত কর্ম্ম করিবার জন্য যে একটি দেহ ছিল, তাহার হেতু কি? এইরূপে পূর্ব্বে কর্ম্ম উত্তরকালে ফলরূপ দেহ, কিম্বা পূর্ব্বকালে দেহ, উত্তরকালে সেই দেহদ্বারা কর্ম্ম সম্পাদিত হয়, ইহার ব্যবস্থিত মীমাংসা পাওয়া যায় না; অনবস্থা-দোষটির পরিহার হয় না। বীজাঙ্কুর দৃষ্টান্তে, বীজ ও বৃক্ষের কোন্‌টি হেতু, কোন্‌টি ফল—অগ্রে বীজ পরে বৃক্ষ, কিম্বা অগ্রে বৃক্ষ পরে বীজের জন্ম—তাহার সুনির্দ্দেশ হয় না। সুতরাং "কর্ম্মদেহ" ব্যাপারের হিসাবনিকাশ করিবার জন্য, তুল্য-দোষদুষ্ট বীজাঙ্কুর-দৃষ্টান্তের গ্রহণে, শঙ্কাপ্রশ্নের জটিলতা পরিষ্কৃত হয় না, গোলযোগ যথাপূর্ব্ব থাকিয়া যায়। একটি অন্ধকে অপর একটি অন্ধ পথ দেখাইতে পারে না।

জৈমিনী কিন্তু, উক্ত দ্বিতীয় মতে নিজ অপরিতোষ বশতঃ, অগত্যা এই প্রথমোক্ত অনবস্থা-দোষদুষ্ট "কর্ম্মফল"-মতকেই নিজে আশ্রয় করিয়াছেন ও অপরকে আশ্রয় করিতে উপদেশ দিয়াছেন। আমরা এই "কর্ম্মফল"-মতটি নির্দ্দোষভাবে প্রতিপাদিত না হইলে গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত। কিন্তু ইহা আমাদের স্বীকার করিতে হইবে যে, জৈমিনীর উক্ত দ্বিতীয় মতে অপরিতোষের যথেষ্ট হেতু ছিল, এবং তাহা আমরা নিজে নিজেই স্পষ্টই বুঝিতে পারি; এবং আমরাও উক্ত দ্বিতীয় মতটিকে হঠাৎ গ্রহণ করিতে সাহস করি না। কর্ম্মে সু, কু, পুণ্য, পাপ, নাই, কেমন করিয়া বলিব? আমাদের মনের গোচরে একটা না একটা কর্ম্মে পাপ-পুণ্যভেদ, পদে বিদ্ধ কণ্টকের মত, সাক্ষাৎ বর্ত্তমান রহিয়াছে। একই কর্ম্মে হয় ত আমার পুণ্যবোধ, যথা শাক্তের পশু বলিতে; সেই কর্ম্মেই হয় ত তোমার পাপবোধ, যথা বৈষ্ণবের পশু-হিংসায়। বিষয়ে ভিন্নতা থাকে থাকুক, কিন্তু কি শাক্ত কি বৈষ্ণব, প্রত্যেকেরই পাপপুণ্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বোধ আছে। একেবারে পাপত্ব, পুণ্যত্ব মোটেই নাই, মানুষ নিজে কোনও কর্ম্মের জন্য দায়ী নহে, সমস্ত জগৎ-ব্যবহারই ঈশ্বরের লীলা মাত্র, অভিনয়ের পাপপুণ্যবৎ নির্দ্দোষ,—ইহা যখন মনের গোচর নহে, তখন সুতরাং এই মত গ্রহণ করা আমাদের মত অমুক্ত সাধকের পক্ষে অসাধ্য। তাই কর্ম্মফল-মতটি শুদ্ধনির্দ্দোষ না হইলেও, অনবস্থা-দোষ-দুষ্ট হইলেও, জৈমিনী অগত্যা গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু শিষ্য লোকটা নৈয়ায়িক বৈজ্ঞানিকের কৃপাপাত্র, তর্ক-কলহ-নিপুণ; সে অনবস্থা-দোষ বা অন্য কিছু দোষ-লেশযুক্ত মত স্বীকার করিবে না; অভয়-সুখ-প্রাপ্তির নির্দ্দোষ উপায় যজ্ঞশালায় না পাইলে জৈমিনীকে ত্যাগ করিয়া অন্যত্র সন্ধান করিবে। আপাততঃ জৈমিনীর নিকটে যাহা বস্তু আছে, শিষ্য তাহার বিলক্ষণ আলোচনা বিচার করিবে। জৈমিনীর কথা এই যে, ঠাকুর মরে না, ঠাকুরের কলেবর বদল হয়। মানুষের দেহ-মন্দিরে আত্মা-ঠাকুর আছে। দেহের পতন হইলেও আত্মা মরে না, বাঁচিয়া থাকিয়াই পরলোকে যায়, ও তত্র নরক-দুঃখ বা স্বর্গসুখ ভোগ করিবার জন্য কোনও একটা দেহ আশ্রয় করে। প্রয়োজনমত বাসাবাটী ত্যাগ করিয়া অন্য বাসগৃহে প্রবেশ করার মত, আত্মার কর্ম্মফলরূপ ভোগায়তন নূতন দেহ-প্রবেশ ঘটিয়া থাকে। জৈমিনী বলেন যে, তুমি সাবধানে মদুপদিষ্ট কর্ম্ম, অঙ্গহীন না হয়, এমনভাবে অনুষ্ঠান কর; তুমি পরে স্বর্গে দেব-দেহ পাইয়া অভয়-সুখভোগ করিও। গুটীপোকা যথা না মরিয়াই পূর্ব্বদেহ বর্জ্জনপূর্ব্বক অত্যন্ত বিলক্ষণ প্রজাপতি-দেহ স্বীকার করে, মানুষ যথা না মরিয়াই জাগ্রত দেহ বিসর্জ্জন পূর্ব্বক স্বাপ্নিক নূতন দেহ আশ্রয় করে—তদ্বৎ, যাজ্ঞিক তুমি না মরিয়াই, ঐহিক দেহ ত্যাগ ও দেবদেহ আশ্রয় করিয়া, বিনা বিঘ্নে যৎপরোনাস্তি স্বর্গসুখ ভোগ করিতে পারিবে। যজ্ঞই কর্ম্ম,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কর্ম্মেই ভোগায়তন দেহ ও কর্ম্মেই স্বর্গফল-ভোগ। ফলদাতা কর্ম্মের সম্যক অনুষ্ঠান কর। একটা কথা বলিব, তাহাতে উপহাস করিও না। **কর্ম্ম, অনুষ্ঠান-কারীকে যে ফল দেয় তাহা বাধ্য হইয়া দেয়।** কর্ম্ম কর্ম্মীর উপর সুতরাং ঠিক সদয় নহে। কর্ম্ম অঙ্গহীন ভাবে অনুষ্ঠিত হইলে, সেই ছলে, কর্ম্ম ফল দেয় না। সুতরাং কর্ম্মী অপ্রমত্ত থাকিয়া ঠিক নিয়মমত কর্ম্ম করুক, কোনও যেন ত্রুটী না থাকে। মন্ত্রের উচ্চারণে দোষই সর্ব্বপ্রধান ত্রুটী। 'ইন্দ্রশত্রু'-শব্দের উচ্চারণ-ভেদে দুইটি অর্থ হয়। ইন্দ্র যাহার শত্রু—সেই বৃত্রই, 'ইন্দ্র-শত্রু'-শব্দের লক্ষ্য হইতে পারে। এবং ইন্দ্রই শত্রু, সেই ইন্দ্রই—'ইন্দ্রশত্রু'-শব্দের লক্ষ্য হইতে পারে। বৃত্র-মহাশয় যজ্ঞাগ্নিতে "ইন্দ্রশত্রু হত হউক" এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া পূর্ণাহুতি দিয়াছিল। তাহার ইচ্ছা ছিল ইন্দ্রের মৃত্যু হয়, কিন্তু বৃত্রের উচ্চারণ-দোষে—মন্ত্রগত ইন্দ্রশত্রু-শব্দ বৃত্রকেই বুঝাইয়াছিল এবং বৃত্র নিজেই হত হইয়াছিল ; ইন্দ্র মরে নাই।

এই বিষয়ে লৌকিক দৃষ্টান্তও আছে। "রাম একটা ঘোড়া দাও" এই মন্ত্র এক ব্যক্তি দীর্ঘকাল জপ করিয়াছিল। লোকটার উচ্চারণে দোষ ছিল। একদা এক সিপাহীর প্রিয় অশ্ব মরিয়া যায়। সে নিকটে জাপককে দেখিয়া বলপূর্ব্বক তাহার স্কন্ধে মৃত ঘোড়াটি চাপাইয়া দেয়। এবং অশ্বটির কবরস্থান পর্য্যন্ত জাপক সেই মৃত ঘোড়াটি বহন করিয়া লইয়া যায়। বহনকালে জাপক ভাবিয়াছিল যে, রাম উল্টা বুঝিয়াছে—জাপক চড়িবার ঘোড়া চাহিয়াছিল, রাম বহিবার জন্য ঘোড়া দিল। জৈমিনী বলেন—রাম দোষী নহে, রাম উদাসীন ; রাম ভাবগ্রাহী হইয়া ঝঞ্ঝাট স্বীকার করিতে রাজী নহে। যত দোষ ঐ জাপকের উচ্চারণের ; চড়িবার জন্য যে ঘোড়া—তাহার উচ্চারণ উদাত্ত, এবং বহিবার জন্য—অনুদাত্ত ; জাপক অনুদাত্ত জপ করিয়াছিল, দোষ তাহারই।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হে শিষ্য, তুমি কিছুদিন ধরিয়া উচ্চারণ দোরস্ত কর। শিষ্য সুতার্কিক। শিষ্য জেরা করিয়া জৈমিনীকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। বলিল যে, এই লোকেই হস্তামলকবৎ অভয়-সুখের বিধান ত পাওয়া গেলই না, অধিকন্তু, আয়াসবহুল ব্যাকরণ-পাঠ, উপবাস, কায়ক্লেশাদিসাধ্য ব্রতধারণাদি দুঃখের—বেশ বন্দোবস্ত পাওয়া গেল। ধ্রুব-ত্যাগ ও অধ্রুব উপাসনা-পদ্ধতি—অর্থাৎ, ধ্রুব ঐহিক সুখবর্জ্জন ও অনিশ্চিত অপ্রত্যক্ষ স্বর্গসুখের আশার আরাধনা-প্রণালী শিষ্যের পরিতোষজনক হইল না।

অপিচ স্বর্গসুখ অভয় নহে—সভয়ই। স্বর্গভোগ ক্ষয়িষ্ণু, এবং ভোগকালেই স্বর্গে মর্য্যাদার তারতম্য আছে। রাজা ইন্দ্র, প্রজা বরুণ আছে। সুধা, পারিজাত, ঐরাবতাদি তত্র সুলভ হইলেও, নিরঙ্কুশ-সুলভ নহে। ইন্দ্ররাজ যখন উর্ব্বশী ঐরাবতাদি ভোগ করিতে থাকেন, তখন বরুণাদি অধীনগণ কামী হইয়াও অতৃপ্তাবস্থায় অবসর প্রতীক্ষা করিতে বাধ্য হয়। স্বর্গে অশ্বিনী নামে বৈদ্য আছে, তবেই স্বর্গে রোগ আছে। রোগভয়, ভয়ই ; স্বর্গ সুখকে অভয় হইতে দেয় না। স্বর্গে অপরাধ-নামে ইন্দ্ররাজেরও শাসনকর্ত্তা বর্ত্তমান—অপরাধী নহুষাদির মত, ইন্দ্রত্ব হইতে পতন হয়। স্বর্গসুখ অভয় নহে, তাহা সভয়ই—বুঝিয়া শিষ্য যজ্ঞশালা ত্যাগ করিল।

পর্ব্বত-গুহা :—বলিষ্ঠকায়, সুস্থ, অল্পে-তুষ্ট, একান্তবাসী, হাস্যবদন জনৈক উদাসীন শিষ্যকে বলিল, পলায়নই অভয়-সুখপ্রাপ্তির অদ্বিতীয় উপায়। পিতামাতা, ভাই, বন্ধু প্রভৃতির সঙ্গলিপ্সা আমারও ছিল, ও তাহাদিগকে আদর করিয়া, ও তাহাদিগের নিকটে আদর পাইয়া সুখী হইব, বড় আশা ছিল। কিন্তু আমার, ও আমার ন্যায় সকলেরই, আশা ভঙ্গ হইয়াছে। তথাপি লোকে এখনও লোকালয়ে, স্বার্থপূর্ণ কুটুম্ব

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রতিবাসিগণের নিকটে থাকিয়া, কৌশলে সুখ পাইবার চেষ্টা করিয়া, বৃথাই অমূল্য জীবন অতিবাহিত করিতেছে। জগতে সুখলেশ নাই। দুঃখই মধ্যে মধ্যে সুখরূপ ধারণ করিয়া, কণ্ঠলগ্না সুন্দরীর মত, কপট মায়া বিস্তার করে; পরে সেই ক্ষণিক সুখের অবসান হয়। মানুষ পুনরায় সেইরূপ সুখের পুনঃপ্রাপ্তির জন্য যত্ন করে। প্রায়ই পায় না। কদাচিৎ পায়। সুখের কাদাচিৎকতা ও দুঃখে পর্য্যবসান সুনিশ্চিতই; কিন্তু মানুষ তথাপি সংসারে উন্মত্তবৎ লিপ্ত। সংসারটা দদ্রুর মত, অনবরত চুলকাইতে হয়। বটে চুলকাইয়া কিছু সুখ হয়। সেই কিম্ভূত অধম সুখে মগ্ন থাকা বুদ্ধির পরিচায়ক নহে। শিষ্য, তুমি সংসার হইতে পলাইয়া অরণ্যে আইস। তোমার অভয়-সুখ হইবে। তুমি সংসার-লিপ্ত গুরুর নিকট, "গার্হস্থ্যই কর্ত্তব্য" "জনক রাজার মত নির্লিপ্ত ভাবে সংসার করাই মুক্তির পথ"—এরূপ উপদেশ গ্রহণ করিও না। একদা একটি হাঁপকাশ-রোগীকে চিকিৎসা করিবার জন্য আহূত চিকিৎসক রোগীর দ্বারদেশে আসিয়া বসিয়া পড়িল ও বলিল যে, কিঞ্চিৎ বিলম্ব কর, আমি বাটীর ভিতরে রোগীকে দেখিতে যাইবার পূর্ব্বে একটু বিশ্রাম করিয়া লইব; আমার হাঁপকাশ বৃদ্ধি পাইয়াছে। রোগীর অভিভাবক বুদ্ধিমান ছিল, বলিল—তুমি নিজের হাঁপকাশ আরাম করিতে পার নাই, তুমি রোগীর উপকার করিবার সাহস কি হিসাবে কর। তুমি ফিরিয়া যাও; তোমার দ্বারা রোগীর চিকিৎসা করাইব না। সংসারী গুরু হাঁপকাশযুক্ত চিকিৎসকের মত, হাঁপকাশযুক্ত সংসারীর কোনও উপকারে লাগিতে পারে না। শিষ্য, তুমি সংসারকে হঠপূর্ব্বক ছাড়িয়া পর্ব্বত-গুহাতে আসিয়া বসবাস কর। দেখ—নিদ্রার পূর্ব্বকালেই শয্যার তদ্বির; নিদ্রিত হইলে, শয্যা দুগ্ধফেননিভ, কি কঠিন দারুখণ্ড, কি কঠিনতর পাষাণ—তাহার কোন বিচার থাকে না। ক্ষুন্নিবৃত্তি ঘৃতান্নেও হয়, অন্ন ভাজা-ছোলাতেও হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

খাদ্যের তারতম্য আছে, কিন্তু ফলে, অর্থাৎ ক্ষুন্নিবৃত্তিতে তারতম্য নাই। তুমি ফলবিষয়ে লক্ষ্য রাখ, অল্পে তুষ্ট হইতে অভ্যাস কর। গুহাতে বিলাস-সামগ্রী মিলিবে না বটে, কিন্তু ক্ষুন্নিবৃত্তি ও নিদ্রা বিশ্রামাদির জন্য, অযত্নসিদ্ধ সুমিষ্ট-ফল-সমৃদ্ধ আরণ্য বৃক্ষগণ হইতে আহার্য্য-ফল, দুঃস্বপ্নরহিত গাঢ়নিদ্রার জন্য গুহামধ্যে শীতল শিলাতট মিলিবে। ভবিষ্যতে শিশুর জগতে আগমন-প্রতীক্ষায়, জননী যথা, সর্ব্বস্ব হইতে বক্ষে দুগ্ধ-কলস ধারণ করিয়া থাকেন, তথা সন্ন্যাসীর জন্য বনদেবী বৃক্ষে ফল, নদীতে পানীয়, ও বৃক্ষতলে শয্যা পূর্ব্ব হইতে প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন। উক্ত উদাসীনের অভিপ্রায় যে, মানুষ বাসনা ত্যাগ করুক। বাসনা-তৃপ্তির জন্য বস্তুসংগ্রহ-চেষ্টায় দুঃখ ; চেষ্টা বৃথা হইলে, বস্তু না পাইলে দুঃখ —পাইলে কথঞ্চিৎ সুখ ; কিন্তু ভয় যে, পাছে বস্তু ভবিষ্যতে পরহস্তগত হয় ; এবং প্রাপ্তবস্তু-ভোগের পরে তাহাতে তুষ্টি হইয়া গেলে, পুনরায় ইতর কোনও বস্তু-প্রাপ্তির বাসনার উদয়, ও তজ্জন্য নানা ঝঞ্ঝাট্ ও দুঃখ হয়। শিষ্য বলে যে, যদি বহু কষ্টে সাংসারিক বস্তুতে বাসনা ত্যাগ করাই যায়, তবে দুঃখের অধিকার হইতে মুক্ত হওয়া যাইতে পারে বটে, কিন্তু সাক্ষাৎ সুখের বস্তু কিছু মিলিল কৈ ? উদাসীন বলে—মিলিবে, তাহা ভূমা ; কিন্তু তাহা যাহার মিলিয়াছে সেই জানে, সে তাহা অপরের বোধগম্য করিতে পারে না ; যথা, যুবা, চেষ্টা করিয়াও, বালককে বিবাহের মর্ম্ম বুঝাইতে পারে না। শিষ্য বলে যে, যে বুঝাইতে পারিবে অভয়-সুখটি কি বস্তু, তাহাকেই আমার আবশ্যক। যে উদাসীন তাহা পারে না, তাহাকে আমার আবশ্যক নাই। শিষ্য উদাসীনের বাসনা-ত্যাগটির গুরুত্ব ঠিক উপলব্ধি করিতে পারিল না ; বৈরাগ্যই যে অভয়, তাহা বুঝিল না। তাহার জিদ্ হইয়াছে যে, অভয়-সুখ বুঝিয়া লইতে হইবে এবং তাহা পাইতেই হইবে। সে পর্ব্বতগুহা হইতে উদ্যান-বাটিকাতে যাইল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উদ্যান-বাটিকা :—তত্র বসন্ত-বাবু সুখে সমাসীন। বসন্ত নিজে কবি ও মন্ত্রণাকুশল। বসন্ত জগৎ হইতে পলায়ন করিতে চাহে না; পলায়ন করা অনাবশ্যক বুঝে। সে নিজে যে অভয়-সুখ ভোগ করে, সেই অভয়-সুখ আশ্রিতজনকে দান করিতে প্রস্তুত আছে। কোকিল বসন্তের অনুগত; আশ্রিত সহচর। শিষ্য যদি কোকিলের মত বসন্তের শরণ লয়, শিষ্যও অভয়-সুখে সুখী হইতে পারে। ভাড়াটিয়া বাটী ত্যাগ করিবার সময়, মনুষ্য যথা—নিজ শয্যা, বাসনাদি সম্পত্তি সঙ্গে লইয়াই নূতন ভাড়াটিয়া বাটীতে বাস করে, তদ্বৎ-চঞ্চল বসন্তবাবু, প্রতি বৎসর দুই-দুই মাস এক স্থলে বাস করিয়া, পরে অন্য স্থলে যাইয়া দুই-দুই মাস অবস্থান-ক্রমে, নিরক্ষ-বৃত্তের উত্তর-দক্ষিণ প্রদেশ যাতায়াত করে; ও যেখানে যে সময়ে অবস্থান করে, তখন সেই স্থলে তাহার উদ্যান-বাটিকা সঙ্গেই লইয়া যায়। সুতরাং সদাই ফুল ফুটিয়া থাকে, মলয় পবন, শীতল সুগন্ধ বহমান থাকে; নিত্য-সহচর কোকিল কুহুস্বরে বসন্তের কর্ণের তৃপ্তি-সাধন করে, ও কোকিল নিজেও বসন্তের নিত্য-সাহিত্যে উল্লাসিত থাকে; মধুমত্ত অলিগুঞ্জনের সঙ্গীত-লোভে সুন্দর ও সুন্দরী দেবদেবীগণ, প্রকট অপ্রকট থাকিয়া, বসন্তের শোভিত উদ্যানকে সুশোভিত করিয়া রাখে। শিষ্য যদি চতুর হয়, জগৎ হইতে পলায়ন না করিয়া, যথাসময়ে বাসস্থান পরিবর্ত্তন করিয়া, কোকিলের মত—যে স্থলে যে সময়ে বসন্ত, সেই সময়ে সেই স্থলে বাসা লউক। মোটা ভাত মোটা আচ্ছাদনে তুষ্ট থাকিয়া, বসন্তের নিত্যসহচর হইয়া—নিরবচ্ছিন্ন ফুলের হাসি, চাঁদের আলো, মলয় পবনের কোমল পরশ, তরুবরালিঙ্গিতা সুকুমারী লতিকার স্নেহ ইত্যাদি রস অনুভব করতঃ—শিষ্য, কোকিলের মত, ধারাবাহিক সুখভোগী হইতে পারে। তাহা হইলে শিষ্যকে আর ঘর্ম্মাক্ত গ্রীষ্ম, ভিজা বরষা বা কন্থাবরণ শীতাদি অমঙ্গলের সহ দেখা-সাক্ষাৎ প্রযুক্ত দুঃখভোগ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিতে হইবে না। শিষ্যের মনে হইল, আহা বেশ! যদি জরা-মরণ না থাকিত, তাহা হইলে আমি কবি কোকিলের মত বাসা পরিবর্ত্তন করিয়া, প্রিয় বসন্তের নিত্য সহচর হইয়া, নিরবচ্ছিন্ন অভয়-সুখ ভোগ করিতাম। কিন্তু হায়, জরা-মরণ শরীরকে দুর্ব্বল করিয়া ফেলিবে। আমি বৃদ্ধ হইলে, জগতের বসন্ত-শোভিত স্থানগুলি পর্য্যটন করিতে অশক্ত হইব; বুঝি এই কুৎসিত নির্দ্দয় জরা-মরণ-ব্যাধি হইতে পরিত্রাণের জন্যই আমাকে বৈদ্যরাজ বৈদান্তিকের নিকট শেষে যাইতে হইবে। আপাততঃ দেখা যাউক, কপিলদেব কি বলেন।

কপিলাশ্রম:—তত্র সকলেই বলে, আমরা **বহু অসঙ্গ পুরুষগণ, চেতনবর্গ। প্রকৃতি একা, জড়।** প্রকৃতি একা হইয়াও নানারূপে আমাদের সম্মুখে দণ্ডায়মান তত্তৎ নানা আকারে বৈচিত্র্য আছে, কিন্তু ভাল-মন্দ নাই। একই বস্তুকে কেহ সুন্দর, কেহ কুৎসিত দেখিয়া অনুরাগ বা দ্বেষ করে; কেহ বা সেই বস্তুকে দেখিয়া উদাসীন থাকে। এই ভাল, মন্দ, ঔদাসীন্যের সাক্ষাৎ হেতু জড়া প্রকৃতির নানা সংস্থানে নাই; আছে চেতন পুরুষে। আমাদের যে ভাল-মন্দ-বোধ হয়, অবশ্য তাহা প্রকৃতির নানাকার স্পর্শেই—দেখিয়াই—হয়। এই হিসাবে আমাদের রাগ-দ্বেষের সাক্ষাৎ হেতুত্ব প্রকৃতিতে নাই বটে, কিন্তু প্রকৃতির কিঞ্চিৎ অপেক্ষা আছে। প্রকৃতি সন্নিধানে দণ্ডায়মান থাকিয়া নানাকার গ্রহণ না করিলে আমাদের তত্তৎ নানাকারে রাগদ্বেষের উৎপত্তি হইত না। আইস, আমরা প্রাকৃতিক নানা সংস্থানে রাগদ্বেষ ত্যাগ করি, তাহা হইলে, প্রকৃতি দণ্ডায়মানা থাকিয়াও, বিষহীন উরগের মত, আমাদিগকে জ্বালা-যন্ত্রণা দিতে অসমর্থ হইবে। আমাদিগের উপর এই উপদ্রব করিবার ক্ষমতা নাশ করিতে হইলে প্রকৃতির শোধন আবশ্যক নহে। আমাদের নিজেরই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভ্রম-দোষ, লালসা-দোষ, সংশোধন করা প্রয়োজন। তাহা হইলেই, অর্থাৎ পুরুষ নিজ নিজ **অসঙ্গতা** বিবেকপূর্ব্বক বুঝিয়া লইলেই—আধ্যাত্মিক, আধি-ভৌতিক ও আধিদৈবিক, এই ত্রিতাপের অত্যন্ত উচ্ছেদ হইবে, এবং সেই **অত্যন্ত দুঃখনিবৃত্তিই পরম পুরুষার্থ**। যে বিবেক-দ্বারে পুরুষের অসঙ্গতা প্রতিপাদিত হয়, তাহার উপার্জ্জন কোনও কঠিন অনুষ্ঠানের অপেক্ষা রাখে না; যৎকিঞ্চিৎ বাক্যব্যয়েই কার্য্য সমাধা হয়। কোনও শ্রম নাই—সমাহিতচিত্তে ব্যাপারটি বুঝিয়া লইলেই হয়।

এক সময়ে প্রকৃতির নানাকার ছিল না। সুষুপ্তির মত প্রকৃতি একাকার ছিল—অব্যক্ত, অর্থাৎ ঈষদ্ব্যক্ত মাত্র ছিল। আমরা চেতন পুরুষগুলি নিকটেই ছিলাম। আমাদের পরস্পর সান্নিধ্য-বশতঃ প্রকৃতির ক্ষোভ হইয়াছিল—চুম্বক-সন্নিধানে যথা লৌহ চঞ্চল হয়, চন্দ্র-সমীপে যথা সাগর তরঙ্গায়িত হয়, অগ্নির নিকটে যথা ঘৃত তরল হয়। ক্ষোভ হইলে সমানাকার প্রকৃতির নানা বিষমাকার দেখা গেল; এবং আমরা যে বহু চেতন স্বচ্ছ পুরুষ-স্ফটিক নিকটে ছিলাম, সেই আমাদের কাহারও উপর—প্রকৃতির নানাকারগত অন্যতম জবার লাল ছায়া—কাহারও উপর অপরাজিতার নীল ছায়া—কাহারও উপর চম্পকের পীত ছায়া পড়িল। আমরা অসঙ্গ পুরুষ বটে, এবং নীল-লোহিতাদি ছায়া বাস্তবিক হইলেও, ছায়াসহ আমাদের "সম্বন্ধ" অতাত্ত্বিক বুঝিতেছিলাম; এমন সময়ে কি জানি কোন কারণে—'স্বপ্রবিষ্ট ইব' ছায়া দেখিতে দেখিতে—ভ্রম হইয়া পড়িল, এবং "ইব"টি ভুলিয়া সত্য ছায়া-সম্বন্ধের অভিমান ঘটিল; পরের গচ্ছিত টাকা যথা অনেকদিন নিকটে থাকিলে তাহাতে মমতা হয় ও প্রত্যর্পণে অনিচ্ছা জন্মলাভ করে; যথা পালিত-পুত্রে স্নেহ অতর্কিত-ভাবে সংজাত হয়। আমরা ভ্রমে আমাদিগকে সত্যই ক্রুদ্ধ-লাল, ভীত-নীল, প্রণয়রুগ্ন-পীত বুঝিয়া, নানা ব্যবহার করিতে আরম্ভ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিলাম, এবং দুঃখের ও দুঃখানুবিদ্ধ—অর্থাৎ দুঃখপরিণামী—সুখের ভোক্তা হইয়া, প্রকৃতির অধীন-'ইব' হইয়া পড়িলাম। এই যে আমাদের বন্ধন, এই যে প্রকৃতির সহ মমত্বাদি-সম্বন্ধ স্থাপন, ইহা তাত্ত্বিক নহে ; ইহা 'ইব' মাত্র, আভিমানিক মাত্র। এই ব্যাপারটি যে ব্যক্তি গুরুমুখে অপরোক্ষভাবে শুনিয়া, বুঝিয়া, অপরোক্ষ করিতে পারিবে, সে নিজেকে সদা শুভ্র, মুক্ত, শুদ্ধ, স্ফটিক, অসঙ্গ পুরুষ বুঝিয়া মুক্ত হইবে। যাহার এই বিবেক অপরোক্ষভাবে না হইবে, সে নিজ-স্বীকৃত ভ্রমে ভ্রান্ত হইয়া আপনাকে 'বহু' বুঝিবে ও বদ্ধ থাকিবে। সে জবা অপরাজিতার ছায়া-স্পর্শকে সত্য বুঝিতে থাকিবে, ও রাগ-দ্বেষ, অবিদ্যা, অস্মিতা ও মৃত্যুর অভিনিবেশ-রূপ পঞ্চক্লেশক্লিষ্ট হইয়া, ত্রিতাপতপ্ত জীবনযাত্রা দুঃখে নির্ব্বাহ করিতে থাকিবে। শিষ্য, তুমি আপনাকে, 'প্রকৃতি' হইতে বিবিক্ত, পৃথক্, অসঙ্গ 'পুরুষ' বুঝিয়া, মুক্ত হইয়া যাও। শিষ্য আপত্তি করে যে, কপিলের সাংখ্যমতে দুঃখনিবৃত্তি হইবার সম্ভাবনা থাকিলেও সাক্ষাৎ সুখপ্রাপ্তির কোন বন্দোবস্ত নাই ; কিন্তু সাক্ষাৎ অভয়-সুখই ত ইষ্ট ; দুঃখ পরিহার মাত্র ইষ্ট নহে। ঔদাসীন্যের ও অসঙ্গতার অধিক—ধারাবাহিক সুখ চাই। অধিকন্তু, পরিহার ও নিরতিশয় হইতেছে না। ভয় থাকিয়া যাইতেছে। সেই প্রকৃতি দণ্ডায়মানা ও পুরুষ সন্নিহিত থাকিবে। বিবেকের পরে, মুক্ত হইবার পরে, যে—পুনরায় পূর্ব্ববৎ কোনও কারণে পুরুষের প্রকৃতি-সঙ্গ, প্রকৃতির অংশবিশেষে মমতানুরাগ ও অংশবিশেষে দ্বেষবুদ্ধি ভবিষ্যতে হইবে না, হইতে পারিবে না—তাহার জামিন কি আছে? ভবিষ্যতে সত্য না হউক, ভ্রমেও যদি উক্ত প্রকৃতি-সঙ্গ হয়, তবে ভ্রম হইলেও, দুঃখভোগটা ত সত্যই ঘটিয়া যাইবে ; বন্ধনটা মিথ্যা হইবে না।

. . . .

কপিল-মহাশয় ভরসা দেন যে, বদ্ধ পুরুষ নিজের অসঙ্গতা পাকা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বুঝিয়া লইলে, প্রকৃতি **ভর্জ্জিতবীজবৎ** পড়িয়া থাকিবে, তাহাতে আর অঙ্কুরোদ্গম হইবে না, আর সে মুক্ত পুরুষকে লুব্ধ মুগ্ধ করিতে পারিবে না।

কিন্তু হায় কপিল! বরষার দিনে কি কখন ছোলাভাজা খাইয়া সুখ পাও নাই? যেদিন বরষা হইবে সেইদিন বন্ধনমুক্ত পুরুষকে প্রকৃতি 'ভাজা'-আকারেই মজাইবে। তাহার প্রতিবিধান ত কিছুই কর নাই?

সমাধি-মন্দির ঃ—শিষ্যের কপিল-মতে অরুচি। কপিলাশ্রম ত্যাগ করিয়া সে ইষ্টানুসন্ধানে চলিল। "অভয় সুখ দেলায় দে রাম"—শিষ্যের এই চীৎকৃত টহলে পতঞ্জলির সমাধিভঙ্গ হইল। মুনি, শ্বাসকে নাসাভ্যন্তরচারী, দৃষ্টিকে ভ্রূমধ্যে স্থিরা ও মেরুদণ্ডকে জ্যামিতির সরল রেখার মত ধারণ করিয়া নিশ্চিন্তাবস্থায় ছিলেন। সহসা শিষ্যকে দেখিয়া বলিলেন, ক্ষণবিলম্বে প্রয়োজন নাই—যদি অভয় সুখ পাইতে চাও বাবাজি, তবে আমার কথা শ্রবণ ও পালন কর, শীঘ্র চক্ষু মুদ্রিত কর, গাঢ় নিদ্রা স্বীকার কর, তাহা হইলে কপিলের প্রকৃতি দণ্ডায়মানা থাকা-না-থাকা উভয় সমান হইবে। তোমার সমাধি হইলে প্রকৃতি তোমার গোচর হইতে পারিবে না এবং সুকোমল ছায়াদ্বারে পরশ-বিভোল করিতে অসমর্থা হইবে। শিষ্য বলে, ঠাকুর, তোমার দশা স্বচক্ষে দেখিলাম; আমার চিৎকারে তোমার মত ওস্তাদের সমাধি ভাঙ্গিল ও দণ্ডায়মানা কাপিল প্রকৃতির সহ পুনঃ পরিচয় ঘটিয়া গেল। সুতরাং আমার মত অপক্ক শিষ্যের, সমাধিস্থ হইয়া চিরকাল নিরাপদে অবস্থান করার, কোনও ভরসা নাই। চলিলাম।

বিরাট-পূজা ঃ—অত্র রামানুজ পুরোহিত, শিষ্য যজমান। 'আমি'-শব্দে সচরাচর দেহ-সম্বলিত ব্যবহারিক "আমিকে" বুঝায়। কিন্তু আমি যখন বলি "আমার দেহ"—তখন আমার দেহটাকে সহজেই আমার সম্পত্তি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঘটীবাটী গৃহছত্রাদির অন্যতম বুঝি। উক্ত দেহ-সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী "আমি"টাকে কিন্তু তত সহজে বুঝি না; স্বত্বাধিকারী বলিয়া বুঝি বটে, কিন্তু সম্পত্তিগুলিকে, যথা—দীর্ঘ বা ক্ষুদ্রাবয়বী, কঠিন বা কোমল, নূতন বা পুরাতনাদি গুণসাহায্যে, গুণসহযোগে—বেশ ভাল করিয়া বিষয়রূপে, ইদংরূপে, ইন্দ্রিয়গোচররূপে গ্রহণ করি, তথা—স্বত্বাধিকারী "আমি"কে স্বত্বাধিকারী-গুণযুক্ত এবং সম্পত্তিগুলির দ্রষ্টা বলিয়া যোগেযাগে মাত্র বুঝি। 'আমি'টার অবয়ব নাই, ইহা ইন্দ্রিয় নহে এবং ইন্দ্রিয়গোচর নহে; ইন্দ্রিয়গুলি ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য যাবতীয় বস্তুগুলি ইহারই গোচর। ইহাও লক্ষ্য করিতে হইবে যে, **আমিটাকে যে যোগাযোগে বুঝি সে আমিই বুঝি বা বুঝে, অপর কেহ নহে।** যে-কেহ আপনাকে "আমি" বলে, সে হয় সাবধানে বলে বা অসাবধানে বলে। যখন বলি আমার দেহ, তখন আমিটা ও আমার দেহটা—দুইটাকে পৃথক বস্তুরূপে উল্লেখ করা হয়। আমিটা স্বত্বাধিকারী, এবং আমার দেহটা—আমার ছত্র টুপি লাঠিইর মত—একটা অন্যতম সম্পত্তি। আমিটা—নিরবয়ব, ভাবরূপ, নিরাকার, সাক্ষী; আমার দেহটা—সাবয়ব, ভাবরূপ, সাকার, সাক্ষ্য। অসাবধানে 'আমি' শব্দ উচ্চারিত হইলে, উক্ত উভয় **সাক্ষী-সাক্ষ্য, মিলিতভাবে একটা ব্যাবহারিক আমিকে** বুঝায়। রামানুজের মতটি পরিষ্কার করিয়া বলিবার সময়, "ব্যাবহারিক আমি" অথবা "ব্যাবহারিক আত্মা" শব্দে, সাবয়ব দেহসহ—দেহের সাক্ষী নিরবয়ব স্বত্বাধিকারী—আত্মাকে একযোগে মিলিতভাবে বুঝিব। এবং 'আমি' শব্দে বা 'আত্মা' শব্দে, শুদ্ধ, কেবল, নিরবয়ব, সাবয়ব দেহ হইতে পৃথক, সাবয়ব দেহের সাক্ষী—স্বত্বাধিকারীকে বুঝিব।

একাধিক নিরবয়ব বস্তুর উল্লেখ সময়ে, যদ্যপি অবয়ব-রাহিত্য বশতঃ, ক্ষুদ্র-বৃহৎ-বিশেষণের প্রয়োগ অযৌক্তিক, তথাপি প্রয়োজন হইলে,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বোধ-সুগমতার জন্য একটি নিরবয়বকে—ক্ষুদ্র, অপর একটিকে বা—বৃহৎ বলা হইবে।

আমার দেহ বলিলে, আমি ও দেহ এই দুই পৃথক বস্তু বুঝায়। আমার আত্মা বলিলে কিন্তু দুইটি পৃথক্ বস্তু বুঝাইবে না। যথা 'রাহুর শির' বলিলে একই বস্তু বুঝায়, কারণ রাহুর সমগ্র অবয়বটি একটি শির-মাত্র ; যথা শিলা-পুত্রের শরীর বলিলে একই বস্তু বুঝায়, সমগ্র নোড়াটাই নোড়ার শরীর,—তদ্বৎ, আমার আত্মা অর্থে একই "আমি" বুঝায়। অত্র ষষ্ঠী-বিভক্তি দ্বিতীয় বস্তুকে সমর্পণ করিতে কুণ্ঠা প্রাপ্ত হয়।

গোটাকয়েক ব্যাবহারিক কৃমি, কীট ও শতকোটী ব্যাবহারিক রক্তবীজ আমার দেহটার ভিতরে বসবাস করিতেছে। তাহারা প্রত্যেকে নিজে নিজে "আমি" "আমি" বলিয়া বুঝে ও ব্যবহার করে। কখন কোনও এক খাদ্যখণ্ডে দুইটি কৃমির লোভ হইলে তাহারা পরস্পরে বিবাদ করে। রক্তবীজগুলি নির্দ্দিষ্ট উপায়ে সঙ্গত হইয়া বংশ বৃদ্ধি করে ; তাহাদের বাসাবাটী-রূপ আমার দেহে ব্রণ ক্ষত হইলে বুদ্ধিপূর্ব্বক দলবদ্ধ হইয়া ক্ষত-স্থলের সংস্কার, মেরামৎ করে ; বসন্তাদি শত্রু-কীট বাসাতে প্রবেশ করিলে তৎসহ প্রণালীপূর্ব্বক যুদ্ধ করে ; এবং তাহারা অন্যোন্য-পৃথক "আমি" "আমি" "আমি" এইরূপ বুঝে। অত্যন্ত বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে, শতকোটী রক্তবীজগণ, যাহারা শতকোটী পরস্পর-নিরপেক্ষ ব্যাবহারিক "আমির" সমূহ—তাহাদিগকে ও তাহাদের বাসাটী আমার দেহটাকে—অবলম্বন করিয়া, একত্রীভূত একটা সম্পত্তি ধরিয়া লইয়া, সেই সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী একটা ভাব-রূপ, নিরবয়ব, সাক্ষী "আমি"-শব্দের, "আমি"-ভাবের উদয় হয়। এই উদিত আশ্চর্য্য নিরবয়ব আমিটা, আত্মাটা, শতকোটী স্বাধীন রক্তবীজ "আমি"-বৃন্দের—"আত্মা" বৃন্দের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তুলনায়, একটা পৃথক স্বাধীন আত্মা। ইহা বৃহৎ-নিরবয়ব; রক্তবীজাত্মাগুলি ক্ষুদ্র-নিরবয়ব। 'ক্ষুদ্র'গুলি পরস্পর পৃথক, এবং উক্ত 'বৃহৎ' হইতেও পৃথক্ অস্তিত্ববান্; এবং যেন ক্ষুদ্রগুলি বৃহৎটিকে আশ্রয় করিয়াই আছে।

তদ্বৎ—ব্যাবহারিক আমি, ব্যাবহারিক রাম, ব্যাবহারিক শ্যাম ইত্যাদি ব্যষ্টি-জীবগণ উক্ত ব্যাবহারিক রক্তবীজের মত। ব্যাবহারিক আমরা—আমি, রাম, শ্যামাদি—যে বৃহৎ জগৎ-বাসাবাটীতে অবস্থান করিয়া, ব্যবহার সম্পন্ন করিতেছি সেই বৃহৎ বাসাটী, যাহার নাম বিরাট দেহ—এবং তত্রগত বাসিন্দা ব্যাবহারিক আমরা, এই উভয়ে—বাসা ও বাসিন্দাগণকে—একযোগে লইলে যে বস্তু হয়, সেই বস্তুকে যে নিরবয়ব আত্মা "আমার দেহ" এরূপ কথা বলিতে পারে—তাহারই নাম বিরাট পুরুষ, ঈশ্বর, সমষ্টি আত্মা, বিরাড়াত্মা। এই বৃহত্তম নিরবয়ব পরমাত্মার তুলনায়, ব্যাবহারিক ব্যষ্টি-জীবগণের দেহ-খোলস-বিনির্মুক্ত, দেহাতিরিক্ত, নিরবয়ব জীবাত্মাগুলি—ক্ষুদ্র নিরবয়ব আত্মা।

জীবের দেহাভিমান থাকিলেই দেহ-কারাগারে বদ্ধ জীব পাওয়া গেল। দেহ পৃথক, ও আত্মা পৃথক—ইহা যে ব্যাবহারিক জীব অপরোক্ষ করিবে সে নিজে ক্ষুদ্র-নিরবয়বাত্মা; এবং সে বৃহৎ-নিরবয়ব পরমাত্মাতে—যথা ক্ষুদ্র তরঙ্গ বৃহৎ সমুদ্রে—তদ্বৎ সংলগ্ন ও তৎসহ সমান—সত্তাকে বুঝিবে, দেখিবে। যে জীব উক্তরূপ অপরোক্ষ করিবে সে যথাসময়ে—ক্ষুদ্র তরঙ্গের বৃহৎ সমুদ্রে অবগাহন, তিরোভাবের মত—পরমাত্মাতে প্রবেশ পূর্ব্বক, অবগাহন পূর্ব্বক মুক্ত হইবে। যে জীব উক্তরূপ অপরোক্ষ করিবে না, সে বদ্ধই থাকিয়া যাইবে। বৃহৎ পরমাত্মায় ক্ষুদ্র জীবাত্মার অবগাহনটি পরমানন্দের, অত্যন্ত সুখের; সে সুখের উপমা—দৃষ্টান্ত জগতে নাই। বৃহদারণ্যক ইহার ইঙ্গিতমাত্র দিয়াছেন। নর-নারীর পবিত্র, নিবিড় স্নেহ-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আলিঙ্গনেও আত্মায় আত্মা মিলিত হইতে পারে না ; চন্দনলেপ বা কণ্ঠহার অবতরণেও, নির্দ্দয় দেহ ব্যবধান থাকিয়া সুখের মিলনে বিঘ্ন উৎপাদন করে। নিরবয়ব জীব-পরম-মিলনে বিঘ্নলেশ নাই। বুঝিয়া লও যে, জীব-পরমের দুর্লভ অথচ নির্ব্বিঘ্ন মিলনে কত সুখ !

শিষ্যের আপত্তি এই যে, ক্ষুদ্র জীবাত্মা—লহরীর মত—কেহ পরমাত্মা-সমুদ্রে মিলাইয়া গেল, কেহ গেল না, বদ্ধ রহিল ; কিন্তু যে জীবাত্মা মুক্ত হইল, সে যে নূতন লহরীরূপে সমুদ্রাত্মাতে পুনরুদিত হইয়া পুনরায় বদ্ধ হইবে না, তাহার সুনিশ্চিত ব্যবস্থা রামানুজ দেন নাই। রামানুজের মুক্তি অভয় নহে, সভয়ই। **সুষুপ্তের মত—মুক্তের পুনরুত্থান-ভয়** থাকিয়া যাইতেছে।

বুদ্ধ :—দেখা যাউক, অশীতিবর্ষের বৃদ্ধ প্রামাণিক বুদ্ধ-মহাশয় কি বলেন। রামানুজের প্রস্তাবিত বৃহত্তম নিরবয়ব সমষ্টি-পরমাত্মা এবং তাহার বৃহত্তম প্রকাণ্ড অবয়বী ব্রহ্মাণ্ড-শরীর—উভয়ে একযোগে নিরতিশয় বৃহৎ পদার্থ হইল। ক্ষুদ্রাংশগুলি—ব্যষ্টি ক্ষুদ্র নিরবয়ব জীবাত্মা ও সেই ক্ষুদ্রাত্মার অবয়বী ক্ষুদ্র জীবশরীর, এবং ক্ষুদ্র নদী পর্ব্বতাদির অধিষ্ঠাতা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নিরবয়ব দেবদেবী ও সেই দেবদেবীর অবয়বী নদী-শরীর, পর্ব্বত-শরীর, বৃক্ষ-শরীর ইত্যাদি। বুদ্ধ বলেন, উক্ত ব্যষ্টি পৃথক পৃথক ক্ষুদ্রাংশগুলির কথা দূরে থাকুক, যাবতীয় ক্ষুদ্রাংশগুলির সমষ্টি, বৃহত্তম, নিরবয়ব পরমাত্মা—এবং সেই পরমাত্মার বৃহত্তম অবয়বী ব্রহ্মাণ্ড-শরীর—একত্রীকৃত হইয়া যাহা হয়, তাহা আমার মুঠার ভিতরে ; তাহা আমার দৃশ্য, আমার সম্পত্তিবৎ, আমার হস্তামলকবৎ, আমার চিন্তার বিষয়ীভূত, আমার আলোচনার বিষয় মাত্র। সমগ্রটা আমার 'দৃশ্য' হওয়ায়, 'গ্রাহ্য' হওয়ায়—নিরবয়ব পরমাত্মাটী আমার দৃশ্যৈকদেশ-মাত্র হইতেছে ; এবং সাবয়ব ব্রহ্মাণ্ড-শরীরটি আমার দৃশ্যের অপর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বক্রী দেশ হইতেছে। বৈরাজ নিরবয়ব প্রকাণ্ডতম আত্মা ও বৈরাজ সাবয়ব প্রকাণ্ডতম দেহ—উভয়ে একযোগে আমার পূরা দৃশ্য।

বুদ্ধ লোকটা অতি সাহসী। তাহার মতে "আমি"ই বড়; পরমাত্মা ও পরমাত্মার শরীর একত্র হইয়াও "আমি"র দৃশ্য—"আমি" অপেক্ষা সুতরাং মর্য্যাদায় হীন, অল্প, ন্যূন। আমার অধিক—কিছু নাই। আমিটা, আত্মাটা অসমোর্দ্ধ। আমি ভূমা।

বুদ্ধ মিথ্যা বলেন নাই। রামানুজের ঠাকুরও ঠিক তাহাই বলিয়াছেন। একদা নারদ ভগবানকে জিজ্ঞাসা করেন যে, বৃহত্তর বস্তুটি কি? ভগবান্ বলেন যে, শ্রবণ কর। দেখ, পৃথিবী একটা বড় বস্তু; তাহার বেষ্টন-পরিখা সমুদ্র। সমুদ্র পৃথিবী অপেক্ষা বড়। অগস্ত্য এক গণ্ডুষে সমুদ্র পান করিয়াছিল, সুতরাং অগস্ত্য সাগর অপেক্ষা বড়। সেই অগস্ত্য বৃহদাকাশে একটি ক্ষুদ্র নক্ষত্র মাত্র। এমন বৃহদাকাশ "আমার" প্রতি লোমকূপে বর্ত্তমান! এত বড় আমি ভগবান্—বিশাল হইতে সুবিশাল হইয়াও—হে নারদ, তোমার হৃদয়ের এক কোণে অবস্থিত। সুতরাং নারদ তুমিই বৃহত্তম। নারদ, তোমার শক্তি অপরিসীম, মন্ত্রবলে তুমি প্রকাণ্ড দেহসমেত প্রকাণ্ড বিরাট-পুরুষকে কবলীকৃত করিতেছ।

বুদ্ধ রামানুজের পরমাত্মাকে খণ্ডন করিবার জন্য, "আত্মা"-রূপ মহাস্ত্রের—অহং-ব্রহ্মরূপ "ব্রহ্মাস্ত্রের",—সাহায্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। পরে, কণ্টক দ্বারা কণ্টক উদ্ধারের পরে, উভয় কণ্টক তুচ্ছবোধে ত্যাগ করার মত, এই "আমি" রূপ মহামন্ত্রের ত্যাগ, উচ্ছেদ, সর্ব্বনাশ করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। কিন্তু বুদ্ধ বৃদ্ধ ও জীর্ণ; আত্মা নিত্যনূতন, যুবা। যুবার সহিত সংগ্রামে বৃদ্ধ জয়লাভ করিতে পারে নাই। বুদ্ধ যে প্রণালীতে আত্মার সর্ব্বনাশ করিবার জন্য আত্মার সহ যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহার বিবরণ নিম্নে লিপিবদ্ধ করা গেল। বুদ্ধের বুদ্ধিতে দুঃখবস্তু

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বুল-ডগের মত কামড়াইয়া ধরিয়াছিল। বুল-ডগ কামড়াইয়া ধরিলে তাহার প্রভু ছাড়িয়া দিতে বলিলেও ছাড়ে না, এবং বুল-ডগের মাথাটা কাটিয়া লইলেও মৃত বুল-ডগের মৃত মাথা কামড় ছাড়ে না, তদবস্থই থাকে। বুদ্ধ-মতে জগতে দুঃখ ত আছেই; যাহা কিছু সুখ আছে তাহা ক্ষণস্থায়ী, দুঃখ-পরিণামী, দুঃখানুবিদ্ধ—সুতরাং সেরূপ সুখও দুঃখরাশি-ভুক্ত। যথা—কথঞ্চিৎ সুখদ বস্তুর প্রাপ্তিতেও ভয়; পাছে সুপুত্রটি মরিয়া যায়, মনোহর ফুলটি ঝরিয়া যায়, সুন্দর যৌবনকে জরামরণ অপদস্থ করে। এই দুঃখের দুশ্চিন্তা বুদ্ধের মেজাজ ভাল থাকিতে দেয় নাই। তিনি দুঃখের উচ্ছেদ করিতে অসমর্থ হইয়া দুঃখের ভোক্তাকে—আমিটাকে—হত্যা করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। অভিপ্রায় যে, রোগীর মৃত্যু হইলে রোগ—আক্রমণ করিবার পাত্র না পাইয়া—আপনা-আপনি বাধ্য হইয়া নির্ম্মূল হইবে। একটা শূন্যমাত্র থাকিবে। বুদ্ধ যদি সন্ধান পাইতেন যে, শয়তান, অর্থাৎ দুঃখবস্তু কিছু-একটা বিদ্যমান নাই—শয়তানের জন্মস্থান নাই বলিয়া তাহার জন্মই হয় নাই—তাহা হইলে, আত্মার সর্ব্বনাশ, নির্ব্বাণ করিবার জন্য উদ্যম করিতেন না। বরং আত্মাকে বাঁচাইয়া রাখিয়া সুখের ভোক্তা করিবার চেষ্টা করিতেন। আত্মাই পরানন্দ, পরম প্রেমাস্পদ; বুদ্ধ তাহার প্রতি প্রীতিবশতই, তাহার উদ্ধার করিতে না পারিয়াই—তাহাকে দুঃখের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি দিবার জন্যই, তাহাকে নির্ব্বাপিত—হত করিবার যত্ন করিয়াছিলেন। আত্মা নির্ব্বাপিত হইতে রাজী হয় নাই। বুদ্ধ আত্ম-নির্ব্বাণে সচেষ্ট থাকা-কালেই মরিয়াছেন; আত্মা এখনও বাঁচিয়া আছে।

আমাদের দুঃখ—সাক্ষাৎ, ব্যাবহারিক কণ্টক, ক্ষুধা ব্যাধি হইতে ঘটে; কখনও প্রাতিভাসিক কিছু বা ভ্রম হইতেও দুঃখ হয়; ভ্রমটি ভ্রম হইলেও দুঃখভোগটা সত্যই বটে। মন্দান্ধকারে হিতৈষী পিতাকে দস্যু, বোধ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইলে, হৃৎকম্প—পলায়নকালে ভূপতিত হইলে আঘাত, আঘাতহেতু দীর্ঘকাল স্থায়ী ক্ষতাদি—সত্য সত্যই পীড়াদায়ক। কোন পথিককে মন্দালোকে 'ঘোষজা' মনে করিয়া, তাহাকে গৃহে আনয়নপূর্ব্বক উত্তম পানভোজাদি দ্বারা সমাদরে তাহার সৎকার করার পরে, যদি নিজ ভ্রম বুঝিয়া তাহাকে বলা যায় যে, ওহে তুমি ত 'ঘোষজা' নহ—তাহাতে কোনও লাভ বা প্রতিকার নাই; উক্ত পানভোজনাদি-সংগ্রহে, দুঃখে-অর্জ্জিত অর্থের অযথা ব্যয় ত পূর্ব্বেই হইয়াছে। সমগ্র ব্যবহারিক ও প্রাতিভাসিক প্রকৃতিজ দুঃখ, এবং দুঃখভোক্তা—রোগ, রোগী দুইএরই—যাহাতে উচ্ছেদ হয়, এমন যুক্তিকৌশল আবিষ্কার করিতে বুদ্ধ যত্নবান হইয়াছিলেন। ক্ষুৎপীড়া দূর করিবার জন্য অন্ন-সংগ্রহের চেষ্টা না করিয়া, উদরের উচ্ছেদ কামনা করিয়াছিলেন। সত্য যে কি বস্তু, বুদ্ধ তাহার আবিষ্কারে মনোযোগ করেন নাই। সত্যবস্তুর নির্ণয় করা তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল না।

যথাপ্রাপ্ত পূর্ব্বসঞ্জাত সংস্কারকৈংকর্য্য বশতঃ তাঁহার বুদ্ধিতে দোষলেশ ছিল। তাহাই তিনি, দুঃখ যে আছে এবং আত্মার দুঃখভোক্তৃত্ব আছে, ইহাই সত্য বলিয়া, যথোচিত পরীক্ষা না করিয়াই, ধরিয়া লইয়াছিলেন! এবং তাহা স্বীকার করিবার পরে, সুতরাং দুঃখ ও ভোক্তা-আত্মার উচ্ছেদ করিবার প্রক্রিয়া-পদ্ধতি আবিষ্কারের জন্য চিন্তাশক্তির প্রবল প্রয়োগ করিয়াছিলেন। দেশ, বহির্দ্দেশ, অন্তর্দ্দেশ; কাল, অতীত-কাল, বর্ত্তমান-কাল, ভবিষ্যৎ-কাল; দেশেকালে অবস্থিত ঘট, পট, দ্বিচন্দ্র, প্রতিবিম্বাদি বস্তু; কালে বিদ্যমান সুখ, দুঃখ, ক্রোধ, পিতাপুত্রাদি সম্বন্ধ প্রভৃতি বস্তু—অর্থাৎ প্রকৃতির সকল বিশিষ্টাকারগুলি—বুদ্ধের মতে ভিন্ন ভিন্ন বিজ্ঞান মাত্র, স্বপ্নদৃশ্যবৎ। বহির্দ্দেশ যে একটা কিছু আছে, ঘট কিছু আছে,—এবং বহির্দ্দেশে ঘট আছে বলিয়াই যে আমার ভিতরে বহির্দ্দেশ-বিজ্ঞান ও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বহির্দ্দেশস্থ ঘট-বিজ্ঞান হইতেছে, তাহা নহে। বহির্দ্দেশ কিছু তত্ত্বতঃ নাই, বহির্দ্দেশে বাস্তবিক ঘটও কিছু নাই।

'আলনস্কারের মনোরাজ্যবৎ, স্বপ্নদৃশ্যবৎ—বহির্দ্দেশ বা বহির্দ্দেশস্থ ঘটাদি-হেতু-নিরপেক্ষই, স্বয়ংসিদ্ধই—ঘটবিজ্ঞান, বহির্দ্দেশ-বিজ্ঞান, ঘটের বহির্দ্দেশে-অবস্থান-বিজ্ঞান—আমার ভিতরেই বা আমাতেই আছে! দর্পণের পশ্চাতে দেশ দেখা যায় ও তত্রাবস্থিত প্রতিবিম্ব দেখা যায়। কিন্তু উক্ত দেশ ও উক্ত প্রতিবিম্ব-বস্তু বাস্তবিক নাই; তাহাদের প্রতীতিমাত্র, বিজ্ঞানমাত্রই আছে। ক্ষুদ্র এক রাত্রিতেই, স্বপ্নে, বহুবর্ষব্যাপী অতীতাদিকাল ও সেই দীর্ঘকালেই কোনও বালকের ক্রমে যৌবন, বার্দ্ধক্যপ্রাপ্তি দেখা যায়। কিন্তু উক্ত দীর্ঘকাল বাস্তবিক নাই; কাল ও কালদৈর্ঘ্যের প্রতীতিমাত্র, বিজ্ঞানমাত্রই আছে। জাগ্রৎ সময়ে কোনও বিষয়ে গাঢ় মনোনিবেশবশতঃ দীর্ঘকাল অতিবাহিত হইলেও অল্পকাল বলিয়া প্রতীতি হয়। এই অল্পকালের "অল্পতা" বাস্তবিক নহে; অল্পকালের **প্রতীতিমাত্র, বিজ্ঞানমাত্রই** আছে। এইরূপ যুক্তিতে পাওয়া গেল যে, বেশ কঠিন বদ্ধ, সুস্থির জগৎ কিছু নাই; আছে কেবল **নানা বিজ্ঞান ও তাহার ধারা।** একটি একটি করিয়া অনেকগুলি বিজ্ঞানের দ্রুত উদয়—তরল অস্থির জলের প্রবাহের মত। তাহাদের ধারা বা পারম্পর্য্যের নাম—নদী-নামের মত—অহং-ধারা, অহং-বিজ্ঞান, আত্মা, আমি। ধারা-বিজ্ঞানটা স্বয়ংসিদ্ধ নহে; ইহা সাপেক্ষিক বিজ্ঞান ও খুচরা বিজ্ঞানগুলির অপেক্ষা রাখে; পরে-পরে বহু বিজ্ঞান না থাকিলে ধারা থাকিত না; ধারাবিজ্ঞানটি, খুচরা বিজ্ঞানগুলিরই ধারা বলিয়া, খুচরা বিজ্ঞানগুলির অপেক্ষা রাখিয়াই উদিত হয়। ধারাবিজ্ঞানটিও একটি বিজ্ঞান, অথচ খুচরা স্বয়ংসিদ্ধ বিজ্ঞান হইতে কিঞ্চিৎ ভিন্নরূপও বটে। নানাপুষ্প-লোপ-সহ মালার লোপ অপরিহার্য্য-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভাবে হয়। পুষ্পগুলির লয়ের পূর্ব্ব-পর্য্যন্ত মাল্য থাকে; মালাটি আ-পুষ্পলয় বর্ত্তমান থাকে। পরে থাকে না। তদ্বৎ, খুচরা বহু বিজ্ঞানগুলির সম্যক লয়ের পূর্ব্ব-পর্য্যন্ত অহং-বিজ্ঞান থাকে। অহংটি আ-লয়-বিজ্ঞান বর্ত্তমান থাকে। পরে থাকে না। দীপশিখাটি বহুতর শিখার দ্রুত প্রবাহ; বহুতর শিখাগুলির উচ্ছেদে তাহাদের দ্রুতপ্রবাহের উচ্ছেদ—অর্থাৎ দীপ-নির্ব্বাণ—অবশ্যম্ভাবী। স্বয়ংসিদ্ধ বিজ্ঞানগুলির উচ্ছেদে সাপেক্ষিক অহং-বিজ্ঞান সুতরাং উচ্ছেদ প্রাপ্ত হয়।

এইবার বুঝিয়া লও বুদ্ধের প্রক্রিয়া—কাল বা বহির্দ্দেশ, ও তত্রাবস্থিত প্রকৃতি—কোন কিছু নাই। আছে বহু বিজ্ঞান ও তাহাদের পারম্পর্য্য। লাগাও দৃঢ় ধ্যান; ধ্যানং নির্বিষয়ং মনঃ; কোন বিজ্ঞানের উদয় না হয়—এমন দৃঢ় ধ্যান কর। বিজ্ঞান-মাত্রের উদয়-রাহিত্যে, খুচরা বিজ্ঞানের সাপেক্ষিক অহং-বিজ্ঞানও লুপ্ত নির্ব্বাপিত হইবে। সুতরাং অহং বেচারা দুঃখভোগ সহ্য করিতে আর বর্ত্তমান থাকিবে না। রহিবে না দুঃখ, রহিবে না দুঃখভোক্তা অহং-বিজ্ঞান, রহিবে না দুঃখদাতা খুচরা বিজ্ঞান; রহিবে শূন্য। শূন্যই তত্ত্ব। কম্বলের লোম-বাছাবৎ, নেতিমুখে, বুদ্ধের জন্য কিছুই অবশিষ্ট থাকে নাই।

শিষ্য বলিল, হা হতোঽস্মি। ভাল লোকের কাছে বটে আসিয়াছিলাম। বুদ্ধ আমার সকল দুঃখ দূর করিল, কিন্তু একটা মহৎ দুঃখ আমার জন্য নূতন সৃষ্টি করিল। সেই মহৎ দুঃখটি এই যে, তবে কি আমি আর নাই? আমি কি না-থাকিয়াই আছি! বুদ্ধ, তুমি গয়াতে নির্ব্বাণ পাইয়াছ, গয়াতে পিণ্ড-দেহ সমর্পণ করিয়াছ; আমারও উদ্ধার-কল্পে বোধ হয় গয়াতেই পিণ্ডদান ব্যবস্থা করিতে চাও।

বেদান্তঃ—ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য শিষ্যকে প্রবোধ দেন। বলেন যে, বুদ্ধদেব বুদ্ধগয়ার মঠে স্বোপার্জ্জিত সম্পত্তি রক্ষা করিয়া আমার হস্তে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাহার ভারার্পণ করিয়া গিয়াছেন। তিনি, বায়াত্তর বৎসর বয়ঃক্রম হইবার পূর্ব্বে, রামানুজের হস্ত হইতে অহং-তত্ত্বকে উদ্ধার করিয়াছিলেন; এবং পরে কিছু শূন্য-পদার্থও অর্জ্জন করিয়াছিলেন, প্রবাদ আছে। বুদ্ধার্জ্জিত সম্পত্তি আমার আয়ত্তাধীন হইবার পরে, আমি খাতাপত্র দলিলাদি হিসাব করিয়া "অহং"-বস্তুটিকে পাইয়াছি; শূন্য-পদার্থ কিছু আমার হস্তগত হয় নাই। বোধ হয়, বস্তুটা শূন্য বলিয়াই পাওয়া যায় নাই। "আমার জিহ্বা নাই" বলিলে যথা জিহ্বা থাকাই সাব্যস্ত হইয়া পড়ে, তদ্বৎ "আমি নাই" বলিলে "আমি"র থাকাটাই সিদ্ধ হইয়া যায়। আত্মাটা মহামহিম পরমবস্তু হইলেও ইহার ক্ষমতার সীমা আছে; আত্মা আত্মহত্যা করিতে অক্ষম, আত্মাকে 'নিষেধ করিতে' যে উদ্যম করিবে, সে ত নিজে আত্মা থাকিয়া যাইয়া অনিষিদ্ধ অশক্যনিষেধ হইয়া পড়িবে। "আমি আছি" এই জ্ঞান—চক্ষুরাদি সকল প্রমাণ-নিরপেক্ষ, অপ্রমেয়, স্বয়ংসিদ্ধ। বরং 'বন্ধ্যাপুত্র'—অর্থাৎ ভবিষ্যৎ কাল—চিন্তার বিষয় হইতে পারে, কিন্তু "আমি নাই" এরূপ একটা জ্ঞানের জন্মলাভ হইতেই পারে না; নিপুণ হইলেও নট যথা নিজস্কন্ধে আরোহণ করিতে অক্ষম, সূর্য্য সর্ব্বদা গতিশীল হইয়াও অন্ধকারে যাইতে পারে না, পুরুষ যথা মহাযোগী হইলেও নিজ-পত্নীকে বিধবা দেখিতে পারে না,—তদ্বৎ আত্মা নিজসত্তা অস্বীকার করিতে পারে না, এবং অথচ আপনাকে—বিষয়রূপে, ইদং-রূপে—গ্রহণ করিতেও পারে না। এই দুই না-পারাটি—ক্ষমতার সীমা-নির্দ্দেশটি—চরমবস্তুর মহিমাকে লঘু করে না, হীন করে না; বরং চরমবস্তুর অপলাপ করা অসম্ভব বুঝাইয়া, ইহা—চরমবস্তুর চরমত্বের পোষক, সাধক ও অলংকার-স্বরূপই। আমরা এইবার ভাল করিয়া বেদান্ত আলোচনা করিব।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৬

সদ্ব্যাপ্তি

দ্বিতীয় প্রস্তাবে বলা হইয়াছে যে, আত্মা আপনাকে অস্বীকার করিতে পারে না—"আমি নাই" বলা চলে না ; "আমি নাই" বলিলেও বক্তা-'আমি'র লোপ সিদ্ধ হয় না। শব্দের জ্ঞাপকত্ব আছে, কারকত্ব নাই। যাহা নাই তাহা সৃষ্টি করিবার শক্তি, বা যাহা আছে তাহার অপলাপ করিবার সামর্থ্য, শব্দের নাই। শব্দ অস্তি-আত্মার নিষেধ করিতে পারে না, জ্ঞাপন করিতে পারে। বুদ্ধ বলিয়াছেন বটে যে, আত্মার উচ্ছেদ শব্দ-উপদেশ দ্বারা করা যায় ; কিন্তু যে-বস্তুর তিনি উচ্ছেদ করিতে যত্নবান হইয়াছিলেন এবং বিচার দ্বারা যাহার উচ্ছেদ করিতে সমর্থও হইয়াছিলেন—তাহা বিম্ব নহে, তাহা প্রতিবিম্ব মাত্র ; I নহে me মাত্র ; তাহা দ্রষ্টা নহে, তাহা দৃশ্য মাত্র ; নির্ব্বাপণ-যোগ্য বৌদ্ধ আত্মাটি—আত্মা নহে, আত্মার নকল মাত্র।

বুদ্ধ বলেন যে, পৃথক পৃথক বিজ্ঞানগুলি নানাবিধ পুষ্পের মত, এবং সেই বিজ্ঞানগুলির ধারা-বিজ্ঞানটি—বৌদ্ধ-অহংটি—মালার মত। পুষ্পগুলি ছিন্নবিছিন্ন করিলে যথা তৎসঙ্গে মালার অভাব আপনা-আপনি হইয়া যায়, তদ্বৎ নানা বিজ্ঞানগুলির অভাব সম্পাদন করিতে পারিলে, সেই বিজ্ঞানগুলির ধারাটিও অপরিহার্য্যরূপে অভাবরূপ, অর্থাৎ নির্ব্বাপিত, হইয়া যায়। বুদ্ধের এ কথাটা সত্য কথা। আইস, আমরা এই বিজ্ঞান-ধারাটার স্বরূপ বুঝিয়া লইব। ইহা আত্মা নহে, ইহা আত্মার নকল।

বুদ্ধ, বুদ্ধ কেন সকলেই, বিচারসময়ে লঘু-কল্পনাই স্বীকার করেন এবং কল্পনা-গৌরবকে দোষ বলিয়া ত্যাগ করেন। সহজে নাসিকা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রদর্শন সিদ্ধ হইলে, মস্তকের পশ্চাৎদেশ দিয়া হস্ত ঘুরাইয়া নাসা প্রদর্শন করা অনাবশ্যক ; পদ-সাহায্যে পলায়ন সম্ভব হইলে জানু-সাহায্যে, অর্থাৎ হামাগুড়ি দিয়া পলায়ন করিবার প্রথা নাই।

বহির্দ্দেশ আছে, তত্র ঘটবস্তু আছে, তদবলম্বনে একটা মানসিক ঘটচ্ছবি হয় এবং সেই ঘটচ্ছবিটিই ঘটবিজ্ঞান—এরূপ বলিলে কল্পনা-গৌরব হয়। কোনও একটা বহির্দ্দেশ ও তত্রাবস্থিত ঘটবস্তুর কোনও অপেক্ষা না রাখিয়াই, ঘটবিজ্ঞান হইতে পারে এবং হয়ও ; তাহাই লঘুকল্পনা এবং বুদ্ধের অনুমোদিত। বুদ্ধমতে, বিজ্ঞানগুলি স্বপ্নদৃশ্যবৎ—আলনস্কারের মনোরাজ্যবৎ ; তাহারা আপনাদিগকে ব্যক্ত করিবার জন্য স্বাতিরিক্ত প্রাকৃতিক কোনও বহির্বস্তুর অপেক্ষা করে না।

বিদেশে পুত্র মরিয়াছে। লোকমুখে পিতা শুনিলেন যে, পুত্র সুস্থ আছে। পিতার সুস্থ-পুত্র-বিজ্ঞান হইল। অত্র বহিস্থ সুস্থ-পুত্র বাস্তবিক নাই ; অথচ সুস্থ-পুত্র-বিজ্ঞান আছে।

দর্পণের পশ্চাতে দেশ ও প্রতিবিম্ব—বস্তুরূপ কিছু নাই ; দ্বিচন্দ্র বাস্তবিকই নাই, অথচ দেশ-বিজ্ঞান প্রতিবিম্ব-বিজ্ঞান দ্বিচন্দ্র-বিজ্ঞান আছে।

স্বপ্নে দীর্ঘকাল নাই, অথচ এক ক্ষুদ্র রাত্রিতেই স্বপ্নমধ্যে বহু-বর্ষ-দীর্ঘ কালের বিজ্ঞান হয়।

বেদান্ত, বুদ্ধের লঘু-কল্পনা মান্য করে। অথচ বেদান্ত বলে যে, বিজ্ঞানের উদয়—বহির্বস্তুর অপেক্ষা না রাখিলেও—যে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও সর্ব্বনিরপেক্ষ, তাহা নহে। বিজ্ঞানগুলি এবং তাহাদের ধারাটি, বৌদ্ধ অহংটি—উভয়েই সাক্ষ্য, এবং সুতরাং সাক্ষীর অপেক্ষা রাখে।

বিজ্ঞানের অপর পারিভাষিক নাম **প্রত্যয়**। আমরা কয়েকটি খুচরা প্রত্যয়কে ও তাহাদের সমষ্টিতে অনুগত ধারাটিকে লইয়া পরীক্ষা করিব।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"শ্যাম সুন্দর," "পর্ব্বত উচ্চ", "আমি দীন", "তুমি রোগী", "যদু চিকিৎসক" ইত্যাদি প্রত্যয়গুলি—খুচরা প্রত্যয়। ইহাদিগকে পরে-পরে সাজাইলে তাহাদের পরস্পর একটা সম্বন্ধ পাওয়া যায় ; তাহাদের নাম ধারা-প্রত্যয়, অহং-প্রত্যয়। **আমি দেখি**—শ্যাম সুন্দর ; **আমি দেখি**—পর্ব্বত উচ্চ ; **আমি দেখি**—আমি দীন ; **আমি দেখি**—তুমি রোগী ; **আমি দেখি**—যদু চিকিৎসক। এই যে প্রতি খুচরা প্রত্যয়ে সর্ব্বত্র-অনুগত "আমির দেখা"-প্রত্যয়—ইহার নাম **অহং-প্রত্যয়** ; প্রত্যেক খুচরা প্রত্যয়ে ইহার সাহচর্য্য, অর্থাৎ অবিনাভাব পাওয়া যায়। খুচরা প্রত্যয়গুলিও যেমন প্রত্যয়,—খুচরা-সাপেক্ষ ও তৎসমষ্টিতে অবশ্যানুগত, নিত্যসহচর, অহং-প্রত্যয়টিও তেমনই একটি প্রত্যয়। বুদ্ধ ও বেদান্ত উভয়েই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেন যে, খুচরা প্রত্যয়গুলির বাধ হইলে, সুতরাং "আমির দেখা"-রূপ যে একটা ধারা-প্রত্যয়, অহংপ্রত্যয়—তাহাও বাধিত হইবে। এবং হয়ও তাহাই। সুষুপ্তি-মরণ-মূর্চ্ছা-সমাধিতে খুচরা প্রত্যয়গুলি, ও অহং-প্রত্যয়-নামক তাহাদের লম্বা ধারা-প্রত্যয়—উভয়ই যুগপৎ লুপ্ত হয়।

এই অহং-প্রত্যয়ের বিলাতী নাম 'me', এবং গীতাদি শাস্ত্রে—সপ্তম, ত্রয়োদশ ও পঞ্চদশ অধ্যায়ে—জীব, ক্ষেত্রজ্ঞ, বা পুরুষ। [অত্র মনে রাখিতে হইবে যে, এই পুরুষ-নামের নামী—যাহা দৃশ্য, তাহা গীতার পঞ্চদশে উক্ত ও কঠোক্ত দ্রষ্টা-পুরুষ হইতে ভিন্ন ও ন্যূন]।

কিন্তু কি খুচরা প্রত্যয়গুলি, কি তত্রানুগত নিত্য সহচর অহং-প্রত্যয়টি —ইহারা যে-সাক্ষী অবলম্বনে, যে-সাক্ষীর অপেক্ষায় দণ্ডায়মান হয়, সেই সাক্ষীটিই, সেই প্রত্যয়টিই—আত্মা, "I"। বুদ্ধ এই "I" আত্মাকে তাঁহার হিসাবে লইতে ভুলিয়াছিলেন। সাক্ষ্য অহং-প্রত্যয় প্রতিবিম্ববৎ ; তাহার উচ্ছেদেও, অর্থাৎ me র উচ্ছেদেও—সাক্ষী, বিম্ব, আত্মা, I, অক্ষতিগ্রস্ত হইয়াই থাকিয়া যায়। সুষুপ্তি হইতে সেই অক্ষতিগ্রস্ত, নিরমল, সমান

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আত্মা পুনরায় খুচরা-প্রত্যয়কে ও অহং-প্রত্যয়কে ইদংরূপে দেখিবার জন্য, নিজে সাক্ষী-উপাধি স্বেচ্ছায় অবলম্বন করিয়া, কিঞ্চিৎ বিশিষ্ট হয়; পুনরায় কি খুচরা-প্রত্যয় কি অহং-প্রত্যয় উভয় দৃশ্যকে পরিবর্জ্জন করিয়া—সুতরাং সাক্ষী-নামও ত্যাগ করিয়া—সমান, অবশিষ্ট, সুষুপ্ত ও স্বরূপাবস্থিত হয়। বুদ্ধ অহং-প্রত্যয়রূপ দৃশ্যটির লোপের জন্য কৌশল আবিষ্কার করিয়াছেন; তাহা এই যে, দৃঢ় ধ্যানে খুচরা-প্রত্যয়ের উদয়রাহিত্যে—খুচরাগুলিতে অনুগত, নানা পুষ্পে অনুগত এক মালার মত, অহং-প্রত্যয়ের নাশ অবশ্যম্ভাবী। বেদান্ত বলে, অহং-প্রত্যয়ও একটি দৃশ্য মাত্র; তাহা মরিলেও আত্মা মরে না। দৃশ্য-লোপে দ্রষ্টা-নাম লুপ্ত হইলেও, দ্রষ্টা-নামের নামী পুরুষটির লোপ হয় না।

টিকি কাটিয়া দিলে বটে টিকিদারকে পাওয়া যায় না; কিন্তু মানুষটা বিনা-টিকি মৌজুদ থাকে।

বুদ্ধের পুষ্পমালা-দৃষ্টান্ত তুচ্ছ করিয়া—তাহাই বেদান্ত দৃষ্টান্ত দেন যে, **শিখা নষ্টে শিখী নষ্ট, কিন্তু পুরুষ অনষ্ট।**

অত্র খুচরা-প্রত্যয় ও অহং-প্রত্যয়—উভয়ে একযোগে সমগ্র দৃশ্যবর্গ—টিকির মত; এই টিকি আত্মা হইতে দূর করিলে আত্মার যে দ্রষ্টৃত্ব-নাম বা উপাধি তাহাও দূরীভূত হইয়া যায়, কিন্তু চরম আত্মা তথাপি—অক্ষুণ্ণ, অনষ্ট পুরুষের মতই থাকে। ইহাকে বুদ্ধ হত্যা করিতে পারেন নাই; তিনি দর্পণ ভাঙ্গিয়া প্রতিবিম্বের হানি করিয়াছেন; বিম্ব ঠিকই আছে। তিনি টিকি কাটিয়া, 'টিকিদার' এই উপাধি লোপ করিয়াছেন বটে, কিন্তু মানুষটার ক্ষতি করিতে পারেন নাই। যখন সুষুপ্তিতে, না আছে খুচরা-প্রত্যয়, না আছে অহং-প্রত্যয়—তখনও, এবং যখন স্বপ্নজাগরে খুচরা-প্রত্যয় আছে, অহং-প্রত্যয়ও আছে, তখনও—আত্মা সদা বর্ত্তমান। সুষুপ্তিসময়ে, আত্মাতে সাক্ষিত্ব-উপাধি নাই; স্বপ্ন-জাগরে, আত্মাতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সাক্ষিত্ব-উপাধি আছে। বুদ্ধহত অহং-প্রত্যয় আত্মা নহে; বুদ্ধ নিজে এবং বুদ্ধ-হত অহং-প্রত্যয়—আত্মার সাময়িক, নিজ বিলাসগত, কাদাচিৎক অস্থায়ী, দৃশ্য মাত্র। সুযুপ্ত আত্মা, অথবা আরও খোলসা বলিতে হইলে, স্বপ্ন-জাগর-সুষুপ্তি এই তিন অবস্থা যিনি পর্য্যায়ক্রমে স্বেচ্ছায় স্বীকার করেন এবং স্বেচ্ছায় ত্যাগ করেন—সেই চতুর্থ, অর্থাৎ পারিভাষিক তুরীয় আত্মা—অপাপপুণ্যবিদ্ধ, অসমোর্দ্ধ, অভয়। তাহার মৃত্যু ঘটে না; তাহাতেই বরং বুদ্ধ-অবুদ্ধ সকলেই, জলে বরফের মত, আকাশে খণ্ডমেঘের মত, অবশে মরিয়া মিলাইয়া যায়।

এই আত্মা কখনও বা উপহিত—যথা, অহং পিতা, অহং দুঃখী, অহং বুদ্ধ যন্ত্র দ্রষ্টা, অহং অন্নভোক্তা, ইত্যাদি—কখনও বা নিরুপহিত, সুযুপ্ত। অথচ উভয় কালেই, উপাধি দ্বারা—এবং উপাধির অভাব দ্বারা—অসংস্পৃষ্ট, নিত্যশুদ্ধ—স্ফটিকবৎ; নীল, লোহিত বা শুভ্র সকল অবস্থাতেই স্ফটিক স্ফটিকই। এই আত্মা উপস্থিত অবস্থার দ্রষ্টা—দৃশ্য নহে। সুযুপ্তাদি নিরুপহিত অবস্থায় দ্রষ্টৃত্ব-উপাধিও পরিবর্জ্জনপূর্ব্বক নিরুপহিতই—দৃশ্য নহে। ইহা কদাপি দৃশ্য নহে। **ইহা যে "কদাপি দৃশ্য নহে" ইহা আত্মার একটি লক্ষণ**; ইহা দ্বারা অদৃশ্য, দ্রষ্টা, আত্মাটিকে কথঞ্চিৎ বুঝা যায়।

এই কথঞ্চিৎ বুঝাতে—ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসার, আত্মপরিচয়-প্রাপ্তি-প্রয়াসে—তৃপ্তি হয় না। সেই জন্যই গ্রন্থবাহুল্য; সেই জন্যই অন্যান্য লক্ষণের অবতারণা! লক্ষণগুলি দুই রাশিতে বিভক্ত। প্রথম, স্বরূপ লক্ষণ—সৎ চিৎ আনন্দ, এবং দ্বিতীয়—তটস্থ লক্ষণ—জগৎ-জন্ম-স্থিতি-লয়াধিপত্যাদি। উক্ত উভয়বিধ লক্ষণ, কখনও পৃথকরূপে কখনও বা একযোগে, আত্ম-বস্তুকে সমর্পণ করে; দেখাইয়া দেয় না—ইদংরূপে. "দেখাইয়া" দিতে পারে না—"বুঝাইয়া" দেয়; যথা, রাহুকে সাক্ষাৎ দেখাইয়া দেওয়া যায় না,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গ্রস্তচন্দ্র-লক্ষণে বুঝান যায়—চন্দ্রগ্রহণ হইলে বলা যায় যে, যে চন্দ্রকে গ্রাস করিয়াছে সেইটাই রাহু, বুঝিয়া লও। এই কথাটার সঙ্কেত ৭।৯০ 'পঞ্চদশী'তে পাইবেন—**আত্মাতে ফলব্যাপ্তি নাই, বৃত্তিব্যাপ্তি আছে**। জীব ব্রহ্মকে বিষয় করে না। কিন্তু জীবের মনের—"অহং-ব্রহ্ম" রূপ একটা বৃত্তি, আকার, অবস্থা, পরিণতি, হইতে পারে।

যুগযুগান্তর হইতে আত্মার কথা আলোচিত হইতেছে। কিছুতেই ইহাকে ইদং-রূপে, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যরূপে, কর্ম্মকারকরূপে, গ্রহণ করা যাইতেছে না। যে গ্রহণকর্ত্তা সেই যে আত্মা। বিশুদ্ধ কর্ত্তৃকারক আপনাকে বিশুদ্ধ কর্ম্মকারক-রূপে পরিণত করিতে পারিতেছেন না; চেষ্টাও ছাড়িতেছেন না। বিম্ব নিজেকে ইতর-বিম্ব করিতে পারিতেছে না, কিন্তু দর্পণ সংগ্রহ করিয়া, তত্র গর্ভাধানদ্বারা প্রতিবিম্ব সৃষ্টি করিয়া তৎসাহায্যে আপনাকে বুঝিতে চেষ্টা করিতেছে। "আমি নাই" এরূপ প্রত্যয়ও হয় না, অথবা আমিটা যে কি, তাহাও ঠিক গ্রহণ হইতেছে না; অর্থাৎ, সমস্যা এই যে, আত্মাটা সদা প্রকট হইয়াও মহাগুপ্ত; আত্মাটা নিজ পরিচয়ের যে-চেষ্টা সহস্রাধিক যুগ ধরিয়া করিয়া আসিতেছে ও অকৃতকার্য্য হইতেছে—ইহা বোধ হয় তাহার লীলাবিনোদ, ও বড় সুখেরই লীলাবিনোদ। আমরাও দেখিয়াছি যে, যখন যাহা পাই না, তখন তাহার প্রাপ্তিচেষ্টাতে সুখ আছে, এবং যখন তাহা পাই, তখন প্রায় তাহাতে আর আদর থাকে না। তাহাই বোধ হয়, আত্মা ইচ্ছা করিয়াই এ যাবৎ স্ব-পরিচয়-প্রাপ্তির পথে যত্নপূর্ব্বক নানা কণ্টক নানা বিঘ্ন রক্ষা করিয়াছে। সেই নানা কণ্টক বিঘ্ন ভ্রমের ভিতর দিয়া, তবে সত্যে—নিজ পরিচয়ে—উপস্থিত হইয়া, আত্মতৃপ্ত আত্মা একটা যেন নূতন চরিতার্থতারূপ তৃপ্তিলাভ করে।

কেহ কেহ বলেন, আত্মাটি অবাঙ্‌মনসগোচর। কিন্তু আমি আত্মা তাহাদের কথা শুনিব কেন? আমি "আমির" সংবাদ জানি, কি জানি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

না—তাহা অপরের বলিবার কোন অধিকার নাই। আমি মুখোস পরি, বা নরনারী না হইয়াও নরনারীত্ব স্বীকার করিয়া রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করি—অপর লোকেরা "আমিকে" চিনিতে পারুক আর নাই পারুক—আমি আপনার স্বীকৃত সহস্র আবরণের ভিতরেও নিজ নিরাবরণ স্বরূপকে জানি নিশ্চয়। অভয় আত্মার ইতিহাস—সৃষ্টির আদিম কাল হইতে, আত্মা স্বয়ং জগৎ-খাতায় স্বহস্তে লিখিয়া রাখিয়াছে ; অপরে তাহা পড়িতে না পারিলেও আত্মা নিজে তাহা পড়িতে পারে। তোমাদের আন্ধ্য তোমাদের থাকুক, আত্মা অন্ধ নহে।

স্ফটিক যথা—রক্তজবার বা নীল অপরাজিতার ছায়ায় সত্য সত্য লাল বা নীল হয় না, সদাই শুভ্র থাকে, তদ্বৎ—যদ্যপি দেহে মমত্ব, পুত্রে পিতৃত্ব, কামে কৈঙ্কর্য্যাদি সম্বন্ধ আত্মাতে জড়িত থাকিয়া, উপাধি-বিনির্মুক্ত শুদ্ধ আত্মাকে দুর্লভপ্রায় করিয়া রাখিয়াছে, তথাপি আত্মা সদা-মুক্তই আছে। ব্যাপারটা বড় আশ্চর্য্য। কি "কুহকই" আত্মা জানে ! জাগর হইতে স্বপ্নে, স্বপ্ন হইতে সুষুপ্তিতে, স্বপ্ন হইতে জাগরে—নিয়ত পুনঃ পুনঃ যাতায়াত করিবার কালে, জাগর-কালের দুশ্ছেদ্য সম্বন্ধ-বন্ধন ও দোষগুণগুলি অনায়াসে, অবলীলাক্রমে, ত্যাগ করিয়া স্বপ্নে যায়, এবং স্বপ্নকালের দুশ্ছেদ্য বন্ধনগুলি অনায়াসে ত্যাগ করিয়া জাগরে আইসে ; সকল বন্ধন-নির্ম্মুক্ত হইয়া সুষুপ্তিতে উলঙ্গ চলিয়া যায়। এতবড় Miracle, অঘটন-ঘটনা আর নাই। অন্য যাবতীয় Miracle—দুই একটা অন্ধের চক্ষুদান, দু-চারিটা মৃতদেহে জীবনসঞ্চার, শতযোজন-লম্ফ, গোবর্দ্ধন-ধারণ, কৌশল্যাদি বন্ধ্যাতে যজ্ঞমন্ত্রমাত্রবলে সন্তানোৎপত্তি—ইহারা জাগর-স্বপ্ন-সুষুপ্তি-বিচরণে আত্মার লেপরাহিত্যরূপ বৃহৎ Miracle-এর—অঘটন-ঘটন-পটুতার—তুচ্ছ ক্ষুদ্রাংশ মাত্র।

পুরাতন পঞ্চাশৎ বৎসরের জীর্ণদেহে আমার এত গাঢ় প্রীতি যে,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমি বলি "আমার" বয়ঃক্রম পঞ্চাশৎ বর্ষ। কিন্তু বয়স আমার ত নহে, তাহা দেহেরই ; নিরবয়ব আত্মার বয়স-বিশেষণ নাই ; ইহা কাল ব্যাপিয়া, কাল অতিক্রম করিয়া কালেরও স্রষ্টা—ইহা অস্তি। দেহে কণ্টক বিদ্ধ হইলে "আমি"তে কণ্টকবেধ হয় না, অথচ দেহে মমত্ব বশতঃ আমি বলি যে, আমি কণ্টক-বিদ্ধ। স্ত্রীপুত্রেই বা প্রীতি কত! কেহ যদি বলে, সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হও, তবে সংসারে আমার পক্ষপাতবশতঃ সংসারের শত্রু সেরূপ উপদেষ্টাকে প্রহার করিতে যাই।

কিন্তু হায়, এত যে প্রীতি—ক্ষণবিলম্ব না করিয়াই, নিতান্ত নির্দ্দয়ের মত, প্রিয় দেহ ও সংসার সহ, তাহা ত্যাগ করিয়া—আমি সহসা স্বপ্নে চলিয়া যাই ; তত্র আমি সুস্থকায়, মধ্যবয়স, ঘনকুঞ্চিত-কৃষ্ণকেশ, ঈষদরুণায়ত-লোচন, লাবণ্যময়ী-যুবতী-দেহের দেহী ; তত্রদেহে প্রীতিমতী, হাস্যপরিহাসাদি রসালাপ-বিনোদিনী ; পুষ্প-বাটিকা-বিহারিণী, গরবিনী। আবার তত সুন্দর দেহে তত প্রীতি-আদরও, নিতান্ত অরসিক অস্থিরমতির মত অকস্মাৎ সম্যক ত্যাগ করিয়া, দেহমাত্র-শূন্য বিদেহ-সুষুপ্তি স্বীকার করি। এই যে জাগরাদি বিচরণকালে আত্মার দ্বারা দৃঢ় দুশ্ছেদ্য উপাধি-স্বীকার, এবং অথচ তত্তৎ অবলীলাক্রমে ত্যাগ, এবং সুতরাং আসলে সদামুক্ত থাকা—ইহা সকলেই জানেন। কিন্তু ব্যাপারটি কাহারও দ্বারা এ পর্য্যন্ত অপরোক্ষীকৃত হয় নাই।

আইস, আমরা আবার আত্মার অঘটনঘটনপটুতার আলোচনা দ্বারা আত্মার পূজা করিব।

আমি জাগরে মনে করি যে, আমি ক্ষুদ্র, অল্পশক্তি, দীন-হীন। শিব গড়িতে গেলে বানর হইয়া পড়ে। মরা বাঁচাইতে পারি না। অন্ধকে চক্ষু দিতে পারি না। প্রিয়পুত্রের ব্যাধি আরাম করিতে পারি না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিধবাকে স্বামী দিতে পারি না। বিপত্নীককে যজ্ঞসাধন ভার্য্যা দিতে পারি না। কিন্তু আমার স্বপ্ন আমিই ত স্বয়ং নিজে সৃষ্টি করি; অপর কেহ করে না। স্বপ্ন সৃষ্টি করিবার আমার যে শক্তি—তাহা যে অপরিসীম তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। তত্র শিব গড়িতে ঠিক শিবই হয়; চন্দ্র, সূর্য্য, বাঘ, হাতী, পাহাড়, পর্ব্বত—এক রাত্রির স্বল্পসময়ে বহুবর্ষ-ব্যাপী দীর্ঘতা—ক্ষুদ্র গৃহাবকাশে বিস্তৃত প্রান্তর জনপদ—আমি স্বপ্নে, বিনা আয়াসেই, প্রস্তুত করি। কোথায় লাগে দুচারটির চক্ষুদান, এক আধটা গোবর্দ্ধন-ধারণ; স্বপ্নে কটাক্ষমাত্রে কত শত-সহস্র জীব-জন্তুর সৃজন-সংহার করি। অথচ স্বপ্নকালে, ঠিক জাগর-কালেরই মত, আমি আমিকে ক্ষুদ্র, স্বপ্নৈকদেশ, স্বল্পশক্তি, দীন হীন মনে করি। দেখ, আমিই আমিকে ক্ষুদ্র মনে করি, অথচ হিসাবে বুঝি যে, আমিই স্বপ্নস্রষ্টা, অপরিসীম শক্তিমান। স্বপ্নে আমারই অনুমতিতে বিশাল স্বপ্ন বর্ত্তমান। আমিই অল্প, আবার আমিই ত ভূমা। আমার অনুমতি নাই বলিয়া সুষুপ্তিতে কেহ থাকিতে পায় না, সকলেই সংহৃত হয়; তখন আমি সর্ব্বগ্রাস করিয়া থাকি। জাগরটাও একটা স্বপ্নতুল্য কিছু; স্বপ্নই। আমি মহামৎস্যবৎ জগৎ-নদীর কখন জাগর-কূল দেখি, কখনও স্বপ্ন-কূল দেখি; কখনও বা অকূল সুষুপ্তি-সমুদ্রে প্রত্যাবর্ত্তন করি—যত্র জগৎ-নদী, নাম-রূপ ত্যাগ করিয়াই অস্তগত। জাগর-দর্শন কালে জাগর-অভিমানী আমি, আমিকে ক্ষুদ্র, হীন মনে করি; স্বপ্নদর্শনকালে উক্ত জাগর-অভিমান সহজেই ত্যাগ করিয়া স্বপ্নে নূতন একটা জাগরাভিমান লইয়া তত্র আমিকে ক্ষুদ্র হীন মনে করি; কিন্তু ভূমা আমি ত ক্ষুদ্র, দীন, হীন, নহে। ফটিক যথা সহজেই জবা-সন্নিধানে লাল হয়, ও জবা-তিরস্কারে ও অপরাজিতা-পুরস্কারে, সহজেই লাল ত্যাগপূর্ব্বক সহজেই নীল হয়—অথচ স্ফটিক লালও হয় না, নীলও হয় না; তদ্বৎ,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমি জাগর-স্বপ্ন-সুষুপ্তিতে সদাই শুভ্র, মুক্ত। বন্ধন কদাপি বাস্তবিক নাই বলিয়া মোক্ষটি প্রাপ্ত-প্রাপ্তি—কর্ণে কলম বা গ্রীবাস্থ গ্রৈবেয়ক-প্রাপ্তিবৎ; এবং মোক্ষটি পরিহৃত-পরিহারও বটে—রজ্জুর সর্পাবরণ-নিষেধবৎ। স্বপ্নস্রষ্টাও আমি, জাগর-স্রষ্টাও আমি। আমি কেও-কেটা নহে—এক, অদ্বিতীয়, অসীম শক্তিমান, নিত্যমুক্ত। আমি লীলা-ন্যায়ে জগৎ সংহার করি সুষুপ্তিতে; এবং লীলা-ন্যায়েই জগৎসৃষ্টি করিয়া **দেখি,** অথবা **দৃষ্টিদ্বারেই সৃষ্টি করি**। জগৎসৃষ্টি করিবার জন্য কোনও নিয়মের বশীভূত আমি নহি, নিয়মই আমার বশীভূত, অর্থাৎ অনিয়মই আমার নিয়ম; আমার ইচ্ছাই নিয়ম। আমার ইচ্ছাতেই বৃক্ষচ্যুত ফল পড়ে; আমার ইচ্ছা হইলেই বৃক্ষচ্যুত ফল উড়িবে, পড়িবে না। আমিই তার-যোগে সংবাদ পাঠাই; আমিই মানুষ হইয়া জলে ডুবিয়া মরি, আমিই মৎস্য হইয়া জলে ডুবিয়া বাঁচি; আমি সূর্য্য হইয়া অন্ধকারগত বস্তু প্রকট করি, আমিই সূর্য্য হইয়া প্রকট নক্ষত্রাদিকে গোপন করি; আমিই হত্যা করিয়া ফাঁসী যাই, আমিই জল্লাদ হইয়া হত্যা করিয়া বেতন-পুরস্কার লই; আমিই নর হইয়া নারীকে ভোগ করি, আমিই নারী হইয়া নরকে ভোগ করি; আমিই মানুষ হইয়া মিঠাই ভোগ করি, আমি মিঠাই হইয়া মানুষকে ভোগ করি না।

কথাটা বলিতে সহজ হইল, কিন্তু আমির স্বরূপটা পরোক্ষ করিয়াও অপরোক্ষ করা বাকী থাকিল। ভরসা রাখিতে হইবে যে, "শনৈঃ কন্থা শনৈঃ পন্থা শনৈঃ পর্ব্বতলঙ্ঘনম্"।

যতক্ষণ না অপরোক্ষ হইবে ততক্ষণ গ্রন্থকারও থাকিবে, গ্রন্থপাঠকও থাকিবে। অনাদি অতীত কাল হইতে আত্মার কথা রচিত পঠিত হইয়া আসিতেছে। যে কেহ আত্মাকে অপরোক্ষ করিলেই, তৎক্ষণাৎ পঞ্চমাঙ্কের অপেক্ষা না রাখিয়াই যবনিকা পড়িয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যাইবে ; স্বপ্নে যে ভবিষ্যৎ পঞ্চমাঙ্কের জন্য বৃহৎ আয়োজন সযতনে করা হইয়াছে, স্বপ্ন ভঙ্গ হইয়া তাহা সকলই ফোক্কা হইয়া যাইবে। সূর্য্যোদয়ে পূর্ব্বদিক ধার্য্য হইলেও, যথা—তত্র উত্তরদিক্-ভ্রম কিয়ৎকাল থাকায় দিঙ্মোহে পরম বিস্ময়রসের আবির্ভাব হয়, তদ্বৎ, আত্মা অপরোক্ষীকৃত হইলেও পরিদৃশ্যমান নানা জীবজন্তুর সমষ্টি জগৎ যে আত্মাতেই অবস্থিত, আত্মা হইতে অপৃথক—এই বোধ, এবং জগৎটা যে আত্মা হইতে পৃথক ও নানা দোষদুষ্ট—এই ঈষদভ্রান্ত বোধ, এই উভয় বোধ যুগপৎ আত্মাকে কিয়ৎকাল বিস্ময়রস ভোগ করাইবে। পরে আত্মা শান্ত হইয়া অভয় হইবে।

যে সকল লক্ষণে আত্মপরিচয় হয়, তাহারা হয় **স্বরূপ-লক্ষণ**—সচ্চিদ্রস, না হয় **তটস্থ লক্ষণ**—জগজ্জন্মস্থিতিলয়াদি।

ইহা বৈদান্তিকের ও ভক্তের উভয়েরই সমানুমোদিত। কিন্তু অত্র ঘোর বৈদান্তিক ও ঘোর ভক্ত, পরস্পর বিবাদ করিয়া সঙ্গ ত্যাগ করে। বিবাদ তটস্থ লক্ষণ লইয়া।

ভক্ত, জগতের সৃষ্টি ও জগৎসৃষ্টির হেতুরূপা শক্তিকে বাস্তবিক বলিয়া অস্বীকার করে ; বৈদান্তিক জগৎসৃষ্টির জন্য আত্মাতে, আত্মাতিরিক্ত শক্তির অস্তিত্ব স্বীকার করে না ; আপত্তি করে যে, যদি অদ্বয় আত্মাতে সৃষ্টিশক্তিরূপ প্রচ্ছন্ন-দ্বৈত কিছু থাকে, তাহা হইলে আত্মা কখনই অভয় হইতে পারে না। যদি ভ্রান্ত বদ্ধ জীব, গুরুকৃপায় ও বহু পরিশ্রমে নিজ সাধনবলে জগদুচ্ছেদ পূর্ব্বক জগদ্বন্ধন হইতে ত্রাণ পাইয়া মুক্ত হয়, তথাপি পূর্ব্ববৎ কোন কারণে আত্মাবস্থিত সৃষ্টিশক্তি চঞ্চলা হইয়া ভবিষ্যতে জগন্নির্ম্মাণ করিলে, বদ্ধ জীবকে পুনরায় কৃচ্ছ্রসাধ্য অনুষ্ঠান করিয়া পুনরায় মুক্ত হইতে হইবে, এবং অথচ ভয় থাকিয়া যাইবে যে, পাছে আবার এবং বারম্বার জগৎ সৃষ্টি হইয়া জীবকে মুগ্ধ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বদ্ধ, করে। সুতরাং জীবের আর অভয় হওয়া হয় না। ভক্তের অভিপ্রায় এস্থানে উদ্‌ঘাটন করিব না। বৈদান্তিকের কথা বলিব। কথাটি অতি সূক্ষ্ম; কথাটি উপস্থিত না বলিলেও চলিত। কিন্তু যখন প্রসঙ্গগত পাওয়া গিয়াছে, তখন এই মহা-নিগূঢ় কথার ইতিহাস সম্বন্ধে কিছু ইঙ্গিত মাত্র করিব, ও করিয়া সরিয়া পড়িব; ও ক্রমে ক্রমে ধীরে ধীরে বেদান্তকে কনিষ্ঠাধিকার হইতে আরম্ভ করিয়া সুখপাঠ্য করিবার যত্ন করিব। সরিয়া পড়িবার কারণ এই যে, ঘোর উচ্চাধিকারের কথা গঙ্গাপ্রপাতের মত, গঙ্গাধর ব্যতীত আমাদের মত ক্ষুদ্রগণের ইহার বেগ সহ্য করিবার ক্ষমতা নাই। ঘোর উচ্চাধিকারের কথা এই যে, **মোটেই জগৎসৃষ্টি হয় নাই।** জগৎসৃষ্টি কথাটি কাল্পনিক "আরোপ"। এই জগৎসৃষ্টি যদি হইত তবে যাহাকে এই জগতের স্রষ্টা বলা যাইতে পারিত—সেইই অভয় আত্মা। এইরূপে পাকে প্রকারে জগৎসৃষ্টি অস্বীকার করার পারিভাষিক নাম **"আরোপাপবাদ"**। এই আরোপাপবাদ-ন্যায়ে অভয় আত্মা সমর্পিত হইলে, জীব চরিতার্থ হইয়া যায়। তখন সৃষ্টিবিষয়ে কোনও বিতর্ক—কেন হইল, কে করিল, কিরূপে করিল ইত্যাদি প্রকারের প্রশ্ন আর উত্থাপিত হইবার প্রয়োজন থাকে না। উক্ত আরোপাপবাদ-ন্যায়ের প্রয়োগটি একটা কণ্টক-প্রয়োগের মত; এতদ্দ্বারা জগৎ-কণ্টক উদ্ধৃত হইলে উভয় কণ্টকই পরিত্যক্ত হয়। স্বস্থ, অলয় আত্মা থাকিয়া যায়।

বেদান্ত ইহার বহু এবং মনোহর উদাহরণ সংগ্রহ করিয়াছে। রাম শ্যামকে বলিল যে, যে বাটীতে কাক বসিয়া আছে, তাহাই আমার বাটী। শ্যাম রামের কাক-মার্কা বাড়ী চিনিল। পরে কাক উড়িয়া গেল; তখন রামের বাটী শ্যামের পরিচিতই রহিল। কাকটি তটস্থ লক্ষণ; কাক-লক্ষণে বাটীর পরিচয় হইবার পরে, বাটীর স্বরূপ লক্ষণ,—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দ্বিতল, লাল-রং-দেওয়া ইত্যাদি—শ্যামের দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল। তটস্থ কাক-লক্ষণের অভাব হইলেও শ্যাম স্বরূপ-লক্ষণ দ্বারাই বাটী চিনিতে পারিল।

তদ্বৎ, আচার্য্য শিষ্যকে বলিল যে, এই তটস্থ জগতের স্রষ্টাই আত্মা। শিষ্য আত্মাকে তটস্থ লক্ষণে জানিবার সময়ে, আত্মার আমিত্ব, সচ্চিদ্রসত্ব, স্বরূপ-লক্ষণও দেখিয়া লইল। আচার্য্য পরে বলিবেন যে, অদ্যাপি এই জগৎ-সৃষ্টি হয়ই নাই, জগৎ-কাক উড়িয়া যাইবে; কিন্তু শিষ্য আত্মাকে তথাপি স্বরূপ-লক্ষণেই চিনিতে পারিবে।

তামাসা দেখিবে যে, বড় বড় পরম-পণ্ডিত, ঋষিগণ জগৎসৃষ্টি-বিষয়ে, যাহার যেমন ইচ্ছা, এক একটা পরস্পর-বিভিন্ন প্রণালী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। কেহ বলেন, আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে তেজ, তেজ হইতে রস, রস হইতে ক্ষিতির জন্ম; পরে নানা অনুপাতে তাহাদের মিশ্রণ হইতে বিচিত্র জগৎ পাওয়া যায়। কেহ বা বলেন, তেজ হইতে রস, রস হইতে অন্নরূপ ক্ষিতি, এবং তাহাদের পরস্পর মিলনে জগৎসৃষ্টি হইয়াছে। কাহারও মতে—জগৎটা স্বপ্নারম্ভের মত; হঠাৎ যুগপৎ প্রাপ্ত নানাবস্তু, তাঁহাদের অবকাশদাতা আকাশ, বস্তুর নবীনত্ব-প্রাচীনত্ব হিসাবে অতীতাদি কাল ইত্যাদির সমষ্টি, এবং পরে তাহাদের নানা ক্রমে ব্যবহার। তাঁহারা সৃষ্টির ভিন্ন ভিন্ন ক্রম নির্দ্দেশ করিয়া ঠিকই করিয়াছেন। তাৎপর্য্য সৃষ্টিতে নহে; স্রষ্টৃত্ব ও সৃষ্টিরূপ তটস্থ লক্ষণে আত্মার পরিচয়লাভেই তাৎপর্য্য। সকলে একবাক্যে একই সৃষ্টিক্রম নির্দ্দেশ করিলে, ঋষিবাক্যে শ্রদ্ধাবান্ পাঠকের সৃষ্টিটাকে সত্য বলিয়া ভ্রম হইতে পারিত। তাহা হইলে পাঠকের অনিষ্ট হইত।

সৃষ্টিটা বারুদের হস্তী। যেমন বারুদের তুবড়ী, হাউইকে আমরা ভাল বলি—যদি অগ্নিযোগে তাহা উত্তমরূপে পুড়িয়া যায়; তদ্বৎ, বারুদের হাতী-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাজীর কর্ণ-লাঙ্গুলাদি অঙ্গের যথাবিন্যাসে ও নির্ম্মাণকৌশলে মনোযোগ যত্ন আবশ্যক নাই। বারুদ-বর্ত্তিতে অগ্নি সংযোগ করিলে যদি সুন্দররূপে হাতী-বাজী পুড়িয়া যায়, তবেই বলা যায় যে হাতী-বাজী ভাল বটে।

অর্থাৎ, সৃষ্টির প্রক্রিয়া সুসংলগ্ন করিয়া বর্ণনার প্রয়োজন নাই। জগৎটা বারুদের হাতী, ইহাকে সহজে, সুন্দররূপে নিঃশেষে উড়াইয়া দিতে হইবে। কিন্তু সাধক, হাতী পুড়িয়া যাইবার পূর্ব্বেই, বাজীকর আত্মাকে চিনিয়া লউক; সৃষ্টি ও স্রষ্টৃত্বোপাধিলয়েও—শিখানষ্টে শিখীনষ্ট অথচ অনষ্ট পুরুষবৎ—আত্মাকে অবশিষ্ট পাওয়া যাইবে।

জগৎটা খোদার খাসী। ইহার কিছুদিন লালন পালন কর। খোদার দেখা পাইলেই, খোদার প্রীত্যর্থে উহাকে উৎসর্গ করিয়া, ভবিষ্যতে খাসী-পালনের দায়মুক্ত হইবে। স্মরণ রাখিও যে, বর্ত্তমানে পালনের তাৎপর্য্য নিজভোগে নহে। ইহা খোদার, ইহা উচ্ছিষ্ট না হয়।

লোকে বলে, ভাত চড়িয়াছে, 'পচত্যোদনং,'; বলে, 'দেবদত্তো গ্রামং গচ্ছতি'; ভাতটি ভবিষ্যৎ, গ্রাম-গমনও ভবিষ্যৎ—অথচ প্রয়োগ বর্ত্তমান। বর্ত্তমানে যদি পাকস্থালী ভগ্ন হয়, তবে চাউলের ভাতরূপ ভবিষ্যৎ পরিণাম হইবে না। বর্ত্তমান পথিমধ্যস্থ দেবদত্ত যদি মরিয়া যায়, তবে ভবিষ্যৎ গ্রাম-গমনটি ঘটিবেই না। তদ্বৎ, সৃষ্টি-ব্যাপারটি ভবিষ্যৎ, অথচ প্রয়োজনবশতঃ ইহার বর্ত্তমানে-উল্লেখ হয়; প্রয়োজন-সিদ্ধি হইলে, অর্থাৎ ভবিষ্যৎ সৃষ্টির স্রষ্টা যিনি হইলেও হইতে পারিতেন, এমন আত্মা প্রতিপাদিত হইলে, সৃষ্টিবিষয়ে পুনরালোচনা নিষ্প্রয়োজন বলিয়াই উত্থাপিত হয় না।

গ্রামে একটি বর্ষীয়সী বৃদ্ধা ছিল, তাহার নাম ছিল অভয়া; কিন্তু অল্পবয়স্করা তাহাকে নাম ধরিয়া আহ্বান করা রুচিসঙ্গত নহে বুঝিয়া তাহাকে 'গোপালের মা' বলিয়া ডাকিত। 'গোপালের মা' নামে উক্ত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বৃদ্ধাকেই সকলে চিনিতে পারিত। কিন্তু বৃদ্ধাটি বন্ধ্যা, তাহার গোপাল নামে বা অন্য কোন নামে কোন পুত্র বা কন্যা হয় নাই। জগৎটা গোপাল, অভয়া-বৃদ্ধাই অভয় আত্মা।

ঘোর উচ্চাধিকারী বলেন যে, সৃষ্টিশক্তি বলিয়া কিছু একটা বস্তু অভয় আত্মাকে সদ্বিতীয় করিয়া প্রচ্ছন্নরূপে বর্ত্তমান নাই। সৃষ্টিশক্তিটি ফলানুমেয়া, কার্য্যলিঙ্গৈকগম্যা। সৃষ্টিকে বাস্তবিক কার্য্য বলিয়া স্বীকার করিলে, তবে বটে শক্তি-কারণ অনুমিত হয়; সৃষ্টিকে পচত্যোদনং বৎ—ভবিষ্যৎ, কল্পিত, আরোপ, তটস্থমাত্র স্বীকার করিলে, শক্তির অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয় না, এবং পুনঃ পুনঃ সৃষ্টির এবং বন্ধনের ভয়যুক্ত অকিঞ্চিৎকর সভয় মুক্তিই যে চরম বস্তু, তাহাও স্বীকার করিতে হয় না।

বশিষ্ঠ জগৎকে "ভবিষ্যৎ" বুঝিবার চেষ্টা করিতেন। কিন্তু পারেন নাই। তিনি জগৎকে সাক্ষাৎ "বর্ত্তমান"- কল্পিত, মনোরাজ্যবৎ, মায়াময়, দ্বিচন্দ্রবৎ, প্রতিবিম্ববৎ, সুস্থির বৃক্ষের অস্থির ছায়াবৎ, স্বপ্নবৎ, কিঞ্চিৎ বুঝিতে হয়ত পারিয়াছিলেন। মত্তহস্তী-দর্শনে পলায়নপর বশিষ্ঠকে উপহাস করিয়া কেহ বলিয়াছিলেন যে, 'ঠাকুর, হাতি ত স্বপ্নের, তুমি পলাও কেন?' বশিষ্ঠ প্রত্যুত্তরে বলেন যে, 'হাতিও স্বপ্নের, আমার পলায়নও স্বপ্নের, তোমার ও তোমাদের উপহাসও স্বপ্নের'।

বশিষ্ঠের শিষ্য শ্রীরামজী। রামজী যতবার সৃষ্টির রহস্যের কথা উত্থাপন করেন, ততবার যোগী বশিষ্ঠ তাহার উত্তর না দিয়া, আখ্যায়িকা আরম্ভ করিয়া, আত্মার স্বরূপ লক্ষণ—ও আখ্যায়িকার মধ্যেই, সৃষ্টি যে ভবিষ্যৎ—তাহার অল্পবিস্তর উল্লেখ করিতেন। বহু আখ্যায়িকা শুনিয়া শ্রীরামের অধিকার বৃদ্ধি হইলে তিনি নিজেই, সৃষ্টি যে ভবিষ্যৎ তাহা কতকটা বুঝিতে পারিলেন। শ্রীরামের উক্ত প্রত্যয় সুদৃঢ়রূপে পরোক্ষ হইলে, তিনি একদিন গুরুসমীপে উপস্থিত হইয়া সেদিন আর সৃষ্টি-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিষয়ে প্রশ্ন করিলেন না। বশিষ্ঠ বলিলেন, রাম তুমি কৃতার্থ হইয়াছ; তোমার প্রশ্ন শান্ত হইয়াছে, দেখিতেছি। যাও, তুমি মুক্ত। কিন্তু হায়, শ্রীরামের অপরোক্ষানুভূতি হয় নাই, যদি হইত তবে ভবিষ্যৎ সৃষ্টিগত গ্রন্থ-লেখক বা গ্রন্থ-পাঠক ত বর্ত্তমানে পাওয়া যাইত না; তাহারা সকলেই শ্রীরামাপরোক্ষগত হইয়া মুক্ত হইত। তথাপি রামের উত্তম পরোক্ষ-জ্ঞান হইয়াছিল বলিয়া আমরা তাঁহাকে আদর করিয়া খাতির করিয়া, মুক্তরাম বলিয়া থাকি। বস্তুতঃ রাম মুক্ত হন নাই। মুক্তি-বস্তুও দুর্ল্লভ, রামের অধিকারেও ন্যূনতা ছিল। সীতা-সতীকে বহুকষ্টে কঠোর ধনুর্ভঙ্গপণে পরোক্ষরূপে লাভ করিয়াও রাম তাঁহাকে রক্ষা করিতে পারেন নাই। অপরোক্ষ হইবার পূর্ব্বেই, তাঁহার পিতৃসত্য-পালনাদি নিম্নাধিকারের সংস্কারবিধিপারবশ্যদোষে, মুক্তি-সীতা দশমুণ্ড অর্থাৎ দশেন্দ্রিয় রাবণাসুর দ্বারা হৃতা হয়েন।

যদ্যপি রাম-মহাশয় যৎপরোনাস্তি শ্রমে, সমুদ্রবন্ধনাদি অলৌকিক অসাধারণ উদ্যোগে, পুনরায় সীতাকে উদ্ধার করিয়াছিলেন, তথাপি প্রজারঞ্জনাদি নিম্নাধিকারের বিধিবাধ্য থাকায়, সীতাদেবীকে আয়ত্ত রাখিতে পারেন নাই। সীতা সতী। তিনি এখনও জন্মস্থানেই নিহিতা আছেন। রামজী নকল স্বর্ণ-সীতাকে আসলের প্রতিনিধি স্বীকার করিয়া, সন্দেশ ফেলিয়া, ঠোঙ্গা চাটিয়া, হাঁদারাম নামে অদ্যাবধি পরিচিত হইয়া আসিতেছেন।

যাহাই হউক, ঘোর উচ্চাধিকারের কথা স্থগিত থাকুক। আমরা মুক্ত-রাম নহি, আমরা হাঁদারামেরও অধম; কনিষ্ঠাধিকারের নিম্নতম স্তরে বা অধিকতর নিম্নেই আমরা অবস্থিত আছি। বশিষ্ঠের মত আচার্য্যও নাই, আমরা শ্রীরামের মত যোগ্য শিষ্যও নহি। আমরা সৃষ্টি স্বীকার করিব। এবং নানা রোচক, ভয়ানক, অর্দ্ধসত্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আলোচনার ভিতর দিয়া, কাঠের বিড়াল-সাহায্যে সত্য-ইন্দুর তাড়াইবার আশার মত, যথার্থ সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার আশা রাখিব। আচার্য্য যথার্থ সিদ্ধান্ত বলিলেও আমরা অনধিকারবশতঃ তাহার মর্ম্ম বুঝিতে পারি না; ছবি সুন্দর হইলে কি হয়, অন্ধ আমরা তাহা দেখিতে পাই না।

গুরু আমাদের চক্ষুর অজ্ঞান-তিমির নাশ করিয়া দিব্যদৃষ্টি দিবেন, তবে আমরা দেখিয়া কৃতার্থ হইব। গুরু যে সুতীক্ষ্ণ শলাকাদ্বারা নয়নাবরণ উন্মোচন করেন তাহার নাম "পাপত্যাগ, শুভ-সকাম অনুষ্ঠান, ক্রমে শুভ নিষ্কামাচরণ-অভ্যাস।" তবে চিত্তশুদ্ধি হইবে, তত্ত্বমস্যাদি মহাবাক্যশ্রবণান্তর তদর্থে মনন-সামর্থ্য অর্জ্জিত হইবে; তবে শোধিত শ্রুতিবাক্যের মর্ম্মে নিদিধ্যাসন হইবে, তবে পরে আত্মসাক্ষাৎকার হইবে।

বেদান্তের একটি নিন্দা আছে যে, বৈদান্তিক পাপপুণ্য মান্য করে না। চরমে পাপ ত পাপই বটে; ত্যজ্যই। পুণ্যও সুখভোগপ্রদ, সুতরাং চিত্তবিক্ষেপকর বলিয়া পাপ। পাপ-পুণ্য দুইই ত্যজ্য। কিন্তু আরম্ভমুখে পাপকে বৈদান্তিক যত ভয় করে তত আর কেহ করে না।

চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত এই বটে যে, যাহা-কিছু আত্মা হইতে কোন পৃথক বস্তুতে প্রবলরূপে চিত্তাকর্ষণ করে, তাহার নাম দেশে বা বিদেশে পাপ বা পুণ্য যাহাই হউক, তাহা পাপই। ইহাকে ভয় করিতে হয়।

প্রথমতঃ আমরা লৌকিক পাপ-পুণ্যের স্বরূপ বিচার করিব।

ধাতুগত পাপপুণ্য কিছুই নাই। যাহা একজনের পাপ বলিয়া বোধ হয় তাহাই অপরে উদাসীন ভাবে গ্রহণ করে, অথবা হয়ত পুণ্য বলিয়াই স্বীকার করে। তদ্বৎ, সমাজভেদেও একই ব্যাপার কোথাও পাপ, কোথাও বা পুণ্য, কোথাও বা উদাসীনরূপ বলিয়া স্বীকৃত হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শাক্ত মাংসাহার করে উদাসীন ভাবে; বৈষ্ণব তাহা পাপ মনে করে। মুস্কিল আরম্ভ হয়, যখন বৈষ্ণব মাংসভোজনকে পাপ বুঝে, অথচ মাংসভোজনে তাহার অত্যন্ত লোভ হয়। **অনিষ্ট জানিয়াও তত্রলোভই পাপ**। স্পার্টা সহরে চোরের পুরস্কার হইত, আথেন্সে তাহার নির্ব্বাসন হইত। অল্পকয়েক বৎসর পূর্ব্বে লোকে বহুবিবাহ করিতে বা সতীদাহ করিতে কুণ্ঠিত হইত না, এক্ষণে হয়। তিব্বতে দ্রৌপদী এখনও পদস্থ আছে; ত্রিবাঙ্কুরে আইন দ্বারা দ্রোপদীগণ অপদস্থ হইলে দুইতিন পুরুষেই তৎপ্রদেশে এক স্ত্রীর বহুস্বামীগ্রহণ পাপ বলিয়াই অনুভূত হইবে। সম্প্রদায়ভেদে খুল্লতাতকন্যা-বিবাহ পাপ বা পুণ্য। বিধবা-বিবাহ কোথাও নিন্দনীয়, কোথাও বা প্রস্তুতান্নের ন্যায় উপাদেয়। শ্যালীকে বিবাহ করার প্রস্তাব এদেশে সমাদরে গৃহীত হয়, কিন্তু তদ্বিষয়ে, বিলাতের পার্লামেণ্ট—বলবান্ হইয়াও ভীত ও পশ্চাৎপদ। অতিপূর্ব্বে মিশরাদি দেশে জনকনন্দিনী-বিবাহ চলিত ছিল। এখন সে প্রথা নাই। একই সূর্য্য কমলমণির প্রিয় ও পেচকের পাপ। একই গোবিন্দ রাধার নয়নতারা, কংসের চক্ষুশূল। লৌকিক পাপপুণ্যগুলি প্রায়ই, সমাজভেদে ও কালভেদে ও পাত্রভেদে, পুরুষানুক্রমে পালিত কৃত্রিম সংস্কারমাত্র। কিন্তু কৃত্রিম হইলেও পাপপুণ্য সংস্কারগুলি দৃঢ়, বলবান, ও আমাদের প্রভু। বিখ্যাত খৃষ্টীয় দশাজ্ঞাও ধাতুগত পাপপুণ্য দেখাইতে পারে না। একই ক্রিয়া দেশ-কাল-পাত্রভেদে পাপ বা পুণ্য বলিয়া পরিগণিত হয়। শাস্ত্রে বিচক্ষণগণ প্রতিপ্রসব স্বীকার করেন, অর্থাৎ নিষিদ্ধেরও পুনর্বিধান করেন; আপৎকালে অমেধ্য-ভোজন, পরম-পতিকে পাইলে পশুপতি-ত্যাগ, প্রবাসে বিহিত-শৌচাদি-ক্রিয়ার শিথিলতা—কর্ত্তব্য বলিয়াই নির্দ্ধারিত হয়।

কিন্তু ধাতুগত পাপপুণ্য নাই বা থাকিল। প্রত্যেক ব্যক্তিরই কোনও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

না কোন বিষয়ে পাপ-সংস্কার ত আছেই। তাহা অপরের পক্ষে পুণ্য বা উদাসীনরূপ হউক—কিন্তু যাহার পক্ষে পাপরূপ, তাহার সেই পাপ হইতে রক্ষা ত পাইতে হইবে। **পাপবোধটি এই যে, বিষয়বিশেষে অনিষ্টবোধ আছে অথচ তাহাতে প্রবল রুচি।** বিজ্ঞ প্রবীণ রোগীও কোন খাদ্যবস্তুকে কুপথ্য বলিয়া জানিয়াও তত্র রুচিমান হয়; প্রসব-বেদনা অসহ্য দুরন্ত জানিয়াও স্ত্রীলোকে পুত্রমুখ-দর্শন-লালসার বশবর্ত্তিনী হয়। মিষ্টান্নলোভী, অপমান-ভয় সত্ত্বেও, অনাহূত হইয়াও শ্রাদ্ধবাটীতে উপস্থিত হয়। পতঙ্গ হন্তারক দীপের জন্য পাগল হয়। জীব ভিন্ন ভিন্ন ইন্দ্রিয়দ্বারা সুখভোগ করিতে চায়; চক্ষুদ্বারা রূপ, শ্রুতিপথে সঙ্গীত, নাসায় গন্ধ, ত্বকে কোমল স্পর্শ, জিহ্বায় রস, এবং প্রিয়ালিঙ্গনে যুগপৎ পঞ্চেন্দ্রিয়সমর্পিত রসানুভব করিতে চাহে। এবং যখন বুঝেও যে, তত্তৎ সুখলাভপ্রয়াসে ভবিষ্যতে নিশ্চয়ই অনিষ্ট হইবে, তখনও তত্র প্রবল আকর্ষণ অনুভব করে। জুয়াখেলার ঝোঁক, মদ্যাদিতে পিপাসাও উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত। পাপ তত পাপ নহে; অনিষ্ট বুঝিয়াও প্রবল প্রবৃত্তির বশ্যতাই বলবান পাপ। বেদান্ত কেন, সকলেই এই প্রবৃত্তি-প্রাবল্যের বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত, এবং দৃঢ় সংযমাদি অভ্যাস করিতে বলেন। প্রথমতঃ তাহা কোন উৎকৃষ্ট বিষয়ের—পুণ্যের আচরণ দ্বারা করিতে হয়; পরে পুণ্যও যদি ক্ষুদ্রফল স্বর্গাদিতে ইষ্টবুদ্ধি জন্মাইয়া প্রবল প্রবৃত্তির উদ্বোধন করে, তবে পুণ্যেরও ত্যাগ অভ্যাস করিতে হয়। দেখ, দান-প্রবৃত্তি পুণ্য-প্রবৃত্তি ও উত্তম বটে, কিন্তু বলিরাজা অতিদানেই বদ্ধ হইয়াছিল। কবি বলিয়াছেন যে, 'গুণ হইয়া দোষ হইল বিদ্যার বিদ্যায়'। তবে মন্দের ভাল এই যে, যাহার যাহাতে অনিষ্টবোধ—অথচ তত্র প্রবল প্রবৃত্তি মনের গোচর হইবে, সে তাহার সম্বন্ধে সংযমী হইবার জন্য যদি কোন বিশিষ্ট কর্ম্মাভ্যাস উচিত বিবেচনা করে, তবে সে নিজ বোধ অনুসারে কোন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পুণ্য-কর্ম্মই নির্ব্বাচিত করিয়া লইবে। পুণ্যাভ্যাসের পরে, যখন বেদান্তা-নুরোধে, ঐহিক সম্মানাদি ও পারলৌকিক স্বর্গাদি ক্ষয়িষ্ণু ক্ষুদ্র অভ্যুদয় অপেক্ষা—নিঃশ্রেয়সকে অধিক ইষ্ট বুঝিয়া, সাধক পুণ্যকর্ম্মও ত্যাগ করিবে, তখন তাহার দ্বারা যদি হঠাৎ কোনও কর্ম্ম ঘটিয়াই যায়, তাহা পূর্ব্বাভ্যাস বশে, কোনও-কিছু পুণ্যকর্ম্মই হইবে; তাহা—অনভিনিবিষ্টচিত্তে, ঘুমাইয়া মশাতাড়নবৎ—ঘটিবে; পাপকর্ম্ম ঘটিবে না, যেহেতু পাপাভ্যাসও পুণ্যাভ্যাস দ্বারা পূর্ব্বেই বিতাড়িত হইয়াছে। দণ্ডাপসারণে চক্র কিছুকাল ঘুরিতে থাকে—যে মুখে ঘুরিতেছিল সেই মুখেই ঘুরে, অকস্মাৎ বিপরীত ঘুরে না। পুণ্যদণ্ডে ঘূর্ণায়মান দেহ পুণ্যাপসরণে কিয়ৎকাল, বাধিতানুবৃত্তি-ন্যায়ে, কিছু পুণ্যই করিবে; পাপ করিবে না।

অতএব কনিষ্ঠাধিকারে পাপ-ত্যাগ হইতে আরম্ভ করিয়া, অভ্যাস-দুর্ব্বল চিত্তকে বলবান ও সংযমী করিয়া, ক্রমে ক্রমে উচ্চাধিকার প্রাপ্ত হইয়া, পুণ্যও ত্যাগপূর্ব্বক কর্ম্মসন্ন্যাস কর। দিবানিশি অনুক্ষণ, একমাত্র আত্মার ভাবনা-উপাসনা, অবিরল অবিচ্ছিন্ন নদীপ্রবাহের মত করিতে রহ; তবে যদি অভয় আত্মার অপরোক্ষ-জ্ঞান হয়। চিত্তের বিক্ষেপমাত্র থাকিলে চলিবে না—কি পাপবিষয়ে, কি পুণ্যবিষয়ে; আত্মা পাইতে হইলে, অর্থাৎ "হইতে" হইলে—মনে রাখিতে হইবে যে, আত্মা বিশ্বকর্ম্মা নহে, দুষ্কর্ম্মীও নহে—আত্মা অকর্ম্মী। উচ্চাধিকারে কর্ত্তব্যকর্ম্ম কিছুই নাই; সকল কর্ত্তব্যের ত্যাগই তত্র কর্ত্তব্য। সেই ত্যাগও কর্ত্তব্যরূপ নহে; তাহা সহজ, চেষ্টারহিত, স্বাভাবিক—জননীর সন্তান-স্নেহের মত, অনভিনিবেশে আমাদের শ্বাস-প্রশ্বাসের মত, বেঙাচির ল্যাজ-পরিহারের মত।

কোনও কোনও কপট যোগী বলেন যে, বেদান্তে যখন প্রমাণ হইয়াছে যে, পাপ-পুণ্য কিছুই নাই, তখন আমরা সকলে যথেচ্ছাচারী হইতে পারি;

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাহাতে কোন দোষ নাই। ইহারা নিম্নাধিকারে থাকিয়া উচ্চাধিকারের লম্বা কথা কহে। ইহারা অসত্যবাদী, ইহাদিগকে চপেটাঘাত করিলে কোন দোষ নাই। ইহারা নিজে অমেধ্যভোজী, ঘোর কামী, স্বার্থবশতঃ পরদ্রোহে অকুণ্ঠিত ; কিন্তু কি তামাসারই কথা, ইহারাই ইচ্ছা করে না যে, নিজের স্ত্রী লম্পট হউক, বা পিতা চোর হউক, বা পুত্র মাতাল যথেচ্ছা-চারী হউক। খবরদার কপট যোগী! অকপট হও, স্বার্থবশতঃ ন্যায়ের মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিও না ; ব্যভিচারকে যদি দোষ বুঝ, তবে বুঝিও যে, নারীর ব্যভিচারও যেমন—পুরুষের ব্যভিচারও তেমনই—চিত্রগুপ্তের খাতায় তুল্যরূপে বিবেচিত হইবে। নারীর সতীত্ব আছে এবং নরের সতীত্ব বলিয়া কিছু নাই, এমন ভুল বুঝিও না। সামাজিক ব্যবস্থা চালাইবার সময় ন্যায়ের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া ব্যবস্থা দিবে। চিত্রগুপ্ত বড়ই শক্ত, সে সমাজের কোন খাতির রাখে না। কেহ পবিত্র থাক—ভালই, ব্যভিচার বা অন্যদোষ ঘটিতে দিও না। যদি ঘটিয়াই যায়, ভীত হইও না। নরনারী অকপটে পরস্পরের চিত্ত-দুর্ব্বলতা ক্ষমা করিবে। উন্নতির পথে অন্যোন্য সহায়তা করিবে ; অল্প দোষকে পদদলিত করিয়া অধিক দোষ করিতে বাধ্য করিবে না। ক্ষমা যদি করিতে পার, তবে ত নিজে যখন অপরাধী হইবে তখন ক্ষমা পাইবার অধিকারী হইবে। অপিচ, অনুতপ্ত দোষীকেই নিজ দিব্য-শীতল ক্রোড়ে লইবার জন্য কাঙ্গালের ঠাকুর পতিত-উদ্ধারণ গোবিন্দ আগুসার। Lost Sheep, Prodigal Son. জগাই-মাধাই-বৃত্তান্তই ত ভূরিদাতা জগদম্বার বরাভয়প্রদ, দক্ষ মুক্ত-হস্তের পরিচয় দান করে। যীশু-মহারাজ অসতী নরনারীকে "Sin no more" এই মহামন্ত্রে চট্ করিয়া সতী করিতে পারিতেন। যতদিন মনের গোচরে পাপ-বুদ্ধি থাকিবে ততদিন ইষ্টপ্রার্থী প্রত্যেক ব্যক্তিরই, অবনত মস্তকে নিজের কনিষ্ঠাধিকার অঙ্গীকার করিয়া,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সংযমাভ্যাসে অপ্রমত্ত, সাবহিত, থাকিতে হইবে। চিত্তবিক্ষেপ থাকিলে, আত্মেতর কোনও বিষয়ে বিন্দুমাত্র চিত্তের প্রবৃত্তি থাকিলে, গ্রন্থোদ্ধৃত উত্তম পরোক্ষ-জ্ঞানলাভেও ফল হইবে না—দুর্লভ অভয় আত্মার সাক্ষাৎকার, অর্থাৎ নিজস্বরূপ সম্বন্ধে অপরোক্ষানুভূতি—কিছুতেই হইবে না। **ভক্তের ইষ্ট ভগবান, বৈদান্তিকের ইষ্ট নিজ-স্বরূপ ;** কিন্তু কি ভক্ত, কি বৈদান্তিক, উভয়েরই জগতে ঔদাসীন্য সম্বন্ধে, ঐক্যমত আছে। গাছের পাড়া, তলার কুড়ান—দুইই চলিবে না ; কুক্কুটীর অর্দ্ধাংশ সুসিদ্ধ করিয়া খাইবে, অপরার্দ্ধ ডিম্ব প্রসব করিবার জন্য রাখিবে, তাহা হইবে না। স্রক্-চন্দন-বনিতা-ভোগও চলিবে অথচ অভয় হইবে. এরূপ আশা করিও না। Mammon ও God উভয়ের মন-রক্ষা করা চলে না। ভবিষ্যৎ ইষ্টের জন্য আপাততঃ মনোহর অনিষ্টকে সম্যক ত্যাগ করিতে হইবে।

কনিষ্ঠ হইতে উচ্চাধিকারের ক্রমপথের দৃষ্টান্ত দিব।

বালকে খড়্গচালনা-শিক্ষাকালে কাঠের তরবারি গ্রহণ করে ; পরে সুশিক্ষিত হইয়া আসল ক্ষুরধার খড়্গ চালনা করে। কনিষ্ঠের পক্ষে বেদান্ত খড়্গের সমান। পাপপুণ্য কিছুই নাই ধরিয়া জীবনযাত্রা আরম্ভ করিলে, কাঠের তলোয়ারের পরিবর্ত্তে আসল লইয়া ব্যবহার করা হইবে। শিক্ষানবীশ অপরিপক্ক সাধকের নিজ খড়্গাঘাতে নিজ শরীর ক্ষতবিক্ষত হইয়া যাইবে। মনে করিও না যে, তবে বুঝি পাকা হইয়া বৈদান্তিক পাপপুণ্য জ্ঞাতসারে আচরণ করে ; এবং নিপুণভাবে চালিত বলিয়া খড়্গ তাহাদিগকে স্পর্শ বা আঘাত করে না। তাহা নহে ; পাকা বৈদান্তিক কর্ম্মসন্ন্যাসী, সে পাপ কি পুণ্য কিছুই করে না। এই স্থলে একটা কথা বুঝিয়া লইতে হইবে। দৃষ্টান্ত দার্ষ্টান্তিক সহ চৌরস হয় না ; হইলে উভয়ে একই বস্তু হইত। দৃষ্টান্তের তাৎপর্য্য লইতে হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পৃথিবী কমলালেবুর মত বলিলে পৃথিবীকে অম্লরস বুঝিতে হইবে না। অন্ধকে যদি বলা যায়, দুগ্ধ বকের মত এবং বক কাস্তের মত—তবে স্পর্শ-পরিচিত কাস্তের মত হওয়ায় দুগ্ধ পাছে গলা কাটিয়া ফেলে, এই ভয়ে অন্ধ যদি দুগ্ধ না পান করে, তাহা হইলে বলিতে হইবে যে, অন্ধ দৃষ্টান্তের তাৎপর্য্য লইতে অন্ধ হইয়াছিল। তাৎপর্য্য লইতে পারে নাই এবং অমৃতসমান দুগ্ধপান হইতে সুতরাং বঞ্চিত হইয়াছিল।

অসহায় অথচ বুদ্ধিমান কোকিল-ডিম্বটা কাকের বাসা আশ্রয় করিয়া কাক-বক্ষতাপে ফুটিয়া উঠিয়া কোকিল হয়। তখন সে উড়িতে সমর্থ হইয়া, তবে কাকের বাসা ত্যাগ করে, ও নিজ কুহুরবে নিজে আনন্দে বিভোর হইয়া স্বাধীনভাবে অনন্ত গগনে বিচরণ করে। চতুর কনিষ্ঠাধিকারী এই রক্তমাংসগঠিত তুচ্ছ মানবদেহকে নিজ প্রয়োজনে, কাকের বাসার মত আদর করিয়া আশ্রয় করে, ও পাপত্যাগ, পুণ্যানুষ্ঠান, সাধুসঙ্গাদি উপায়ে ফুটিয়া উঠিয়া—অধিক অধিকার অর্জ্জন করিয়া, দেহাভিমান ত্যাগ করিয়া, ত্যক্ত-পাপপুণ্য, কর্ম্মমুক্ত, স্বাধীন হইয়া, সোঽহং-গীতে কলাবৎ হইয়া—উচ্চাধিকারের ঊর্দ্ধপদবীতে, স্বমহিমায়, স্বস্থানে, অভয় হইয়া স্বরূপাবস্থিত হয়।

শ্বাশুড়ী সংসারের শ্রমসাধ্য কর্ম্মগুলি করিবার জন্য বধূকে নিয়োগ করিতেন। বিধিনিষেধ-ভয়ে হউক, সহজে হউক, বধূ অনলস হইয়া কর্ম্মগুলি সম্পাদন করিতেন। একদিন শ্বাশুড়ী দেখিলেন যে কর্ম্মরতা বধূ অন্তঃসত্ত্বা; তৎক্ষণাৎ শ্বাশুড়ী বলিলেন, "বউ মা, তুমি আর কর্ম্ম করিও না, যদি হঠাৎ কিছু কর্ম্ম কর, দেখিও যেন হাল্কা কর্ম্ম হয়।" ক্ষুদ্র, স্বর্গাদি-ফলপ্রদ, বিধি-নিষেধ-বদ্ধ কর্ম্ম, গুরুতর অভিনিবেশসহ—অর্থাৎ "অহং করোমি" ভাবে—আর করিবে না; করিলে গর্ভস্থ পরোক্ষজ্ঞানরূপী শিশুর হানি হইবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্বাশুড়ী আচার্য্য বা অন্তর্য্যামী ; বধূ আদৌ কনিষ্ঠাধিকারী, পাপত্যাগী, পুণ্যকৃৎ বধূই পরে "অহমাত্মা" এই পরোক্ষজ্ঞানবান্ ও কর্ম্মসন্ন্যাসী।

যজ্ঞে-চিহ্নিত পবিত্রবৃষকে আর লাঙ্গল বহন করিতে হয় না।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কর্ম্মী শ্রীরাম পিতৃসত্যপালন, প্রজারঞ্জনাদি বিধিসংস্কার-কৈংকর্য্য ত্যাগ করিবার উপযুক্ত সময় উপস্থিত হইলেও ত্যাগ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন, ও আনন্দময়ী সীতা-সতীকে অপরোক্ষানুভব করিতে পারেন নাই। মাতৃ-স্তনের প্রতিনিধি বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠলেহনবৎ, আসল হারাইয়া নকল স্বর্ণসীতাকে বৃথা আশ্রয় করিয়াছিলেন।

পাপত্যাগ-অভ্যাসে দ্বিজত্ব হয় ; দ্বিজে প্রদত্ত হইলে তবে দীক্ষা ফলবতী হয়। কাম ক্রোধ ক্ষুধা নিদ্রাদি পাপ-জয়ের রহস্য বলিব। প্রথমতঃ কাম জাগিতেছে বটে, কিন্তু বলপূর্ব্বক তাহার ক্রিয়া হইতে দেওয়া হইতেছে না, এই অভ্যাস করিতে হয়। কিন্তু তখনও অজিত কাম সাক্ষাৎ বর্ত্তমান, যেহেতু মনকে আক্রমণ করিতেছে। তখন কামক্রিয়া বটে সংযমিত, নিরুদ্ধ—কিন্তু কামটি জিত নহে। কামের চিত্তবিক্ষেপকরত্বাদি গুরুতর দোষদর্শন-অভ্যাস-পাকে কামজয় হয়। তখন কামের কোন স্বগত নিদর্শন পাওয়া যায় না। যথা, পুরুষ—ভগিনী, কন্যা বা মাতাকে দেখিয়া সহজেই কামী হয় না, তদ্বৎ, তখন পুরুষ যাবতীয় নারীকে দেখিয়া কামী হয়ই না; যথা, নারী—ভ্রাতা, পুত্র, পিতাকে দেখিয়া সহজেই কামী হয় না ; তদ্বৎ, নারী তখন যাবতীয় পুরুষকে দেখিয়া সহজেই মোটেই কাম অনুভব করে না। যথা, দোকানে গো শূকরাদির মাংস দেখিয়া হিন্দুর তাহা ক্রয়পূর্ব্বক স্বাদ গ্রহণ করিবার ইচ্ছালেশ উদিত হয় না। ইহাই কাম-জয়। দ্বিজত্বটিও এই সঙ্গে বুঝিতে পারা যাইবে। বালক বালিকার কাম নাই, তাহাদের পক্ষে কামজয়ও নাই। বালক-বালিকার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যৌবন হইলে তাহারা কাম বুঝিতে পারে, এবং ভাগ্যবান সুজন হইলে তত্র রত থাকিবার কালেই সংযম অভ্যাস করে ; ক্রমে উচ্চাধিকারে কামজয় হইয়া যায় ; তখন মনে স্বার্থ-কাম জাগেই না। **ইহাই দ্বিজ হওয়া।** ইহা পুনরায় ঠিক বালক-বালিকা হওয়া নহে, বালক বালিকার "মত" হওয়া। তাহাদের দ্বিজত্ব-প্রাপ্তির পরে স্বগত কাম থাকে না, কিন্তু কাম কি বস্তু তাহা জানা থাকে, এবং অন্যান্য ব্যক্তিতে পরস্পর কামের উদ্ভব হইলে তাহা দেখিয়া চতুর দ্বিজ ব্যাপারটা বেশ বুঝিতে পারে। যীশু নাইকো-ডিমস্‌কে এইরূপ দ্বিজ হইতে বলিয়াছিলেন। গোস্বামী বলেন যে, এতটা ও এইরূপ কামজয়ী হইয়া, তবে রাধা-গোবিন্দের অলৌকিক প্রণয়-পবিত্র-নিকুঞ্জ-ভবনে নর্ম্মসখী ললিতাদির প্রবেশানুমতি-প্রাপ্তি ঘটিয়াছিল। 'মেয়ে হিজড়ে, পুরুষ খোজা' হইয়া তবে কর্ত্তাভজার ব্যবস্থাও দ্বিজত্বেরই কথা। লৌকিক পিতামাতা নিজে স্বগত-লোভী নহে, অথচ কামের বা কামমিশ্র প্রেমের বা বিশুদ্ধ প্রেমের তত্ত্ব, অল্প বা বিস্তর অবগত থাকিয়া, পুত্র-বধূর ব কন্যা-জামাতার গূঢ়-মিলনে পরমানন্দ অনুভব করেন। অলৌকিক বৃন্দাবন-বিলাসের কথা আর কি বলিব! তত্র জিতকামা, রাধাশ্যামেরও মান্যা, ললিতাদি প্রিয়সখীগণ দ্বারা—রাধা-গোবিন্দের লীলা-সহায়তা হইতে—ললিতাদির এবং রাধা-গোবিন্দেরও যে কি আনন্দ হইত, তাহা পরোক্ষচর্চ্চা করিতে করিতে যাবৎ না ললিতাদি ভগবতীর কৃপায় অপরোক্ষ হয়, তাবৎ বুঝিবার উপায় নাই।

উক্তরূপে ক্রোধাদি-জয় বুঝিবে। পূর্ব্বে যে সকল কারণে ক্রোধাদি হইত, সেই সেই কারণ বর্ত্তমান, অথচ যদি ক্রোধ হয়ই না এরূপ হয়, তবে বলা যায় যে, ক্রোধাদি জয় হইয়াছে। ইহাও দ্বিজত্ব। ক্রোধ হইতেছে, কিন্তু হঠপূর্ব্বক ক্রোধের ক্রিয়া হইতে দেওয়া হইতেছে না,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এরূপ হইলে ক্রোধ-জয় বলা যায় না। বটে তাহা সাধনাবস্থা, কিন্তু তাহা সিদ্ধাবস্থা নহে।

ক্ষুধার পীড়া চিত্তকে আত্মালোচনা হইতে প্রবল আকর্ষণ করে। যে "এক" ব্যক্তির দ্বারা আত্মা অপরোক্ষ হইলে সকল জীবের মুক্তি হইবে, তাহার ইতঃপূর্ব্বেই ক্ষুধা-জয় হইয়া যাইবে। আত্মসৃষ্ট জগৎ, আত্মার ইচ্ছাতেই, সেই "এক" ব্যক্তির অনুকূল ভৃত্যবৎ হইবেই। স্নেহময়ী জননী যথা, শিশুর দ্বারা ক্ষুধার কাতরতা অনুভূত হইবার—তাহার ক্রন্দন করিবার পূর্ব্বেই, শিশুকে স্তন্য দিয়া থাকেন, এবং সুতরাং ক্ষুধার যন্ত্রণা যে কি বস্তু তাহা শিশুকে অনুভবই করিতে হয় না; তদ্বৎ, সাধককে, জগৎগত ভ্রাতা, বন্ধু বা যে-কোনও সম্বন্ধী—যথাসময়ে, জঠরে জ্বালা উদয় হইবার পূর্ব্বেই—বরাবর কিছু খাওয়াইয়া যাইবে।

নিদ্রা-জয়টি উক্তরূপ আশ্চর্য্য কিছু। সাধকের সুষুপ্তি রহিত হইয়া যাইবে, এবং কি জাগরে, কি স্বপ্নে, তাহার যে-কোন দেহে অভিমান হউক, সাধক সেই দেহের দেহী হইয়া অনবরত আত্মার চর্চ্চাই করিতে থাকিবে। জাগরে স্ববশে আত্মচিন্তা, স্বপ্নে অবশে ইতর চিন্তা—এরূপ হইবে না।

প্রস্তাবাংশের নিষ্কর্ষ এই হইল যে, আমাদের উপস্থিত পাপপুণ্য-বোধ—ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির, ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে আছে; অর্থাৎ আমরা মন্দ জানিয়াও কোনও কোনও কর্ম্ম করিবার জন্য প্রবলরূপে আকৃষ্ট হই। আমাদের চিত্তের সেই দুর্ব্বলতা দৃঢ় সংযমাভ্যাসে দূর করিতে হইবে। ক্রমে চিত্ত বলবান, অবিক্ষিপ্ত ও শুদ্ধ হইবে। তখন যদি বুঝা যায় যে, পাপপুণ্য কিছু নাই, **আনন্দস্বরূপ আত্মা হইতে প্রাদুর্ভূত যে-কোনও বস্তু, সকলই রসরূপ**; কেহই সয়তান নহে, সবই রসের, চিনির, জমাট স্বরূপ—কি বাঘ, কি গোলাপ; তখন সুতরাং অবশে রসরূপ জগৎ হইতে,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমি, ভক্ত হইলে রসানুভব করিব, ও বৈদান্তিক হইলে স্বয়ং রসস্বরূপ হইব।

প্রসঙ্গাগত পাপপুণ্যের সংক্ষিপ্তালোচনা শেষ হইল। এক্ষণে আত্মার লক্ষণ চিন্তিত হইবে। একই অদ্বিতীয় স্বরূপ-লক্ষণের নানা নাম—আত্মা, সৎ, চিৎ, আনন্দ, ব্রহ্ম, অহং, ওঁ, বম্, প্রণব, সামান্য, কেবল, প্রত্যক্, স্বাস্থ্য, নির্বিশেষ, নির্গুণ, নির্বিকল্প, নিরুপাধি, মঙ্গল, রস, মধু, শিব, অভয় ইত্যাদি।

নানা তটস্থ লক্ষণগুলি, যথা—জগৎ-দ্রষ্টা অর্থাৎ "ঈশ্বর সাক্ষী"; এবং জগৎ-স্রষ্টা, পাতা, সংহর্ত্তা—অর্থাৎ "ঈশ্বর কর্ত্তা"।

আমরা বাল্যকাল হইতে শিক্ষা পাইয়াছি যে, আত্মা, সৎ, চিৎ ও আনন্দ—চারটি পৃথক বস্তু। তাহা ভুলিতে হইবে। বেদান্ত বলে—একই বস্তুর চারিটি নাম—আত্মা, সৎ, চিৎ, রস। একটি নামের উল্লেখে অপর-গুলিকে অভেদে বুঝিতে হইবে। চারিটি নামই একটি বস্তুর নিত্য সহচর ও সমর্পক।

আমি আছি; আমিই বুঝি যে, আমি আছি, এবং আমি যে বুঝিতেছি যে আমি আছি, ইহাই আনন্দ। অত্র দেখ, আমি "আত্মা" **আছি**, বলিয়া **"সৎ"**; এবং অহমস্মি **বুঝি** বলিয়া **"চিৎ"**; এবং আমির যে অভাব নাই, আমি যে মৃত নহি, আমি যে অসৎ নহি, "আমির" যে মৃত্যু নাই, **ইহাই** ত **"আনন্দ"**। গীতাদি শাস্ত্রে বারংবার বলা আছে যে, আত্মা—অজয়, অমর, অক্লেদ্য, অচ্ছেদ্যাদি। কিন্তু শ্রোতা বক্তা কেহই তাহা অপরোক্ষ করে নাই, সুতরাং সকলেরই মরণভয় আছে। আশা আছে, একদিন না একদিন "আমি"র ইহা অপরোক্ষ হইবেই যে, মৃত্যু বলিয়া সদ্‌প্রতিদ্বন্দ্বী কিছু নাই; থাকিতে পারে না। **এক একটি মৃত্যু এক একটি নিরীহ স্বপ্নভঙ্গ মাত্র।** স্বপ্নভঙ্গে, স্বপ্নগত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যাবতীয় শত্রুমিত্রাদি সম্বন্ধী ও উদাসীনগণের সহ স্থায়ীরূপে বিচ্ছেদ হয়; ইহাই মৃত্যু। স্বপ্নভঙ্গের পরে, মৃত্যুর পরে, অন্য একদল শত্রু-মিত্রাদি সম্বন্ধী ও উদাসীনগণের সহ বসবাস ও জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হয়। ইহা একটি নূতন স্বপ্ন, এই স্বপ্নভঙ্গের নাম আর একটি মৃত্যু; এই মৃত্যুতে এই স্বপ্নগত যাবতীয় জীবসহ স্থায়ীরূপে বিচ্ছেদ হইয়া যায়। অপর একটি স্বপ্নরাজ্য উপস্থিত পাওয়া যায়। কিন্তু এতগুলি মৃত্যুর ভিতরেও সেই "একই"—আমি, আত্মা—সদা-বর্ত্তমান; ইহা কি আনন্দের কথা নহে?

পাওয়া গেল—আত্মা, সৎ, চিৎ, রস—পর্য্যায়-শব্দ। আমাদের তথাপি বাল্যকালের শিক্ষা-সংস্কার-দোষে চারটি শব্দের পৃথক চারিটি অর্থেরই গ্রহণ হয়। সৎ-শব্দার্থটি অতি সহজেই উপলব্ধ হয়; বুঝিতে সহজ হইবে বলিয়াই ছান্দোগ্য সৎ শব্দের প্রতিপাদ্য সদাত্মার প্রসঙ্গ করিয়াছেন, আমরাও প্রথমে তাহাই করিব; পরে ক্রমে চিৎ, রস, শব্দার্থের আলোচনা করিব। কিন্তু বিলম্বে হউক ক্ষতি নাই, চারিটি শব্দই যে এক অভয় সামগ্রীর নাম তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতেই হইবে।

ছান্দোগ্য আত্মাকে 'সৎ' নামে, বৃহদারণ্যক 'আত্মা' নামে, তৈত্তিরীয় 'আনন্দ' নামে, প্রশ্ন 'ওঁ' নামে, মাণ্ডুক্য 'শিব' নামে, Jesus 'I' নামে, মহম্মদ 'খোদা' নামে, তন্ত্র 'কৈবল্য' নামে, তলবকার 'ব্রহ্ম' নামে, কঠ 'পুরুষ' নামে, ঐতরেয় 'প্রজ্ঞা' নামে, গীতা ও দেবীসূক্ত 'অহং' নামে, নির্দ্দেশ করিয়া আত্মার উপাসনা করিয়াছেন, অর্থাৎ সন্নিকটে দৃঢ়াসন করিয়াছেন। কিন্তু সত্য কথা বলিতে কি, কেহই তাদাত্ম্য স্থাপন করিতে পারেন নাই। যে কেহ পারিবেন তিনি নিজে মুক্ত হইবেন ও তৎসঙ্গে অন্য সকলেই মুক্ত হইবে। আমরা সমান সৎ হইতে অসমান—অর্থাৎ, নানা বিশেষাকার—সৃষ্টি মানিয়া লইয়াছি। সেই সৃষ্টির কোনও রকমের একটা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গল্প রচনা করিব ; গল্প শুনিলে অপুণ্যবানও পুণ্যবান হইবে। ইহা সাহস করিয়া বলিলাম। অভয়ের কথা লিখিতে যদি সাহস না হইবে, তবে আর হইবে কবে ? পাঠকপাঠিকা এই গল্পটিকে, এবং এই গল্পটিকেই, ভাষান্তরিত করিয়া, অন্যচ্ছন্দে বদ্ধ করিয়া, নিজ নিজ রুচিকর নানা রকমে সাজাইয়া, পুনঃ পুনঃ পাঠ করিবেন। পুনঃ পুনঃ পাঠের নাম জপ ; প্রাচীন মহামহোপাধ্যায় বেদব্যাস ব্রহ্মসূত্রে আফলোদয় জপ, অর্থাৎ অসকৃৎ আবৃত্তির উপদেশ করিয়াছেন।

নিমিত্ত-কারণ কুম্ভকার, উপাদান-কারণ মাটী সংগ্রহ করিয়া, ঘটকার্য্য উৎপাদন করে। কার্য্য-ঘটে, উপাদান-কারণ মাটীকে অবিকৃত অবস্থায়—কিন্তু একটা বিশেষ সংস্থানে, বিশেষ আকারে—ঘটাকারে পাওয়া যায়। কার্য্য-ঘটে কিন্তু নিমিত্ত-কারণ কুম্ভকারকে বর্ত্তমান পাওয়া যায় না।

ঊর্ণনাভ নিজেই আপনাকে সূত্ররূপে সংস্থিত করিয়া—অর্থাৎ নিজেই নিমিত্ত, নিজেই উপাদান হইয়া—জালরূপ কার্য্য তৈয়ার করে। কার্য্যে উপাদান-কারণ ত নিশ্চয়ই অনুগত, অন্বিত, অনুবর্ত্তিত, অনুপ্রবিষ্ট, নিত্যসহচর থাকিবেই। অত্র ঊর্ণনাভ উপাদান হওয়ায়, সে কার্য্য-জালে আছেই ; এবং নিজেই নিমিত্ত হওয়ায়, উপাদানসহ নিমিত্তরূপেও ঊর্ণনাভকে তৎকার্য্য জালে পাওয়া যায়।

জল যখন মেরুপ্রদেশস্থ বরফের উপাদান এবং নিমিত্ত উভয়ই, তখন নিমিত্ত-জল, উপাদান-জল সহ, কার্য্য-বরফে অবশ্যই উপস্থিত থাকে। [পাঠক-পাঠিকা স্থূল দৃষ্টান্তের মর্ম্ম মাত্র লইবেন।]

তদ্বৎ, অদ্বয় সমান সৎ, নিজে নিমিত্ত-কারণ ও নিজেই উপাদান-কারণ হইয়া, নানাকার জগৎ-কার্য্যরূপ ধারণ করিয়াছেন। এই নানা, বিশিষ্ট আকারগুলিতে উপাদান-সৎ ও উপাদান সঙ্গে নিমিত্ত-সৎকে অনুপ্রবিষ্ট

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পাওয়া যায়। এই সদনুগত নানাকারগুলির সমষ্টিই জগৎ; জগৎগত যাহা কিছু তাহা আমাদের হয় ইন্দ্রিয়গোচর, না হয় কল্পনাগোচর। ইন্দ্রিয়গোচর বা কল্পনাগোচর যাহা নহে, তাহার প্রসঙ্গই হইতে পারে না। যাহাদের প্রসঙ্গ হয় তাহারা, **ইন্দ্রিয়গোচরই হউক বা কল্পনা-গোচরই হউক তাহারা অস্তি,** অর্থাৎ সদনুগত, ও ইদংরূপে গ্রাহ্য, কোনও অন্যতম বিশেষাকার। অসৎ কিছু নাই, যেহেতু থাকিলেই অস্তিত্ববান অর্থাৎ সৎ বস্তু হইয়া যায়। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, সামান্য সৎটি অদ্বন্দ্বিত, Absolute; ইহার প্রতিদ্বন্দ্বী, Relative অসৎ কিছু নাই; যদি থাকিত তবে "থাকিয়াই" সৎ হইত ও প্রতিদ্বন্দ্বিত্ব ত্যাগ করিয়া সদ্ভুক্ত হইয়া সৎ-এর অদ্বন্দ্বিতত্ব বজায় ও জাহির করিয়াই দিত।

স্বপ্নারম্ভের মত, সদাত্মা নিজ নিমিত্তোপাদানে বিসৃষ্ট, বিসর্জ্জিত, নানাকার বিশিষ্ট জগৎ দেখিলেন। যুগপৎ-প্রস্তুত জগতের নানা বস্তু, তাহাদের অবকাশদাতা **দেশ**; বস্তুগুলির মধ্যে জীর্ণত্ব ও নবীনত্ব-সম্পাদক অতীতাদি **কাল; অবয়বী** ঘটাদি; **অনঙ্গ** কাম-শোকাদি; ও নানা জীবের পিতা-পুত্র-শত্রু-মিত্রাদি **সম্বন্ধ** পাওয়া গেল! সমগ্র জগৎটা— সন্নিমিত্ত, সদুপাদান, সমান অস্তিত্বের একটা বিশেষরূপ মাত্র, জগৎ-রূপ মাত্র। জগৎটা সৎ-প্রতিযোগী নহে; অসৎ নহে। যাহা কিছু প্রতিদ্বন্দ্বিত্ব, Relativity—তাহা জগতের নানা অংশাশ্রয়ে আছে। যিনি জগৎ-স্রষ্টা তিনি Absolute; তিনি Relativity অতিক্রম করিয়া, দ্বন্দ্বাতীত হইয়া বর্ত্তমান; তিনিই জগতের জন্মদাতা, তিনিই সৃষ্টজগৎগত, নানা জগদংশ, পরস্পর Relative দ্বন্দ্বগুলির সত্তাদাতা; সুতরাং তাহাদের জন্মেরও পৌর্ব্বকালিক, মহামহিম তিনি—স্বয়ংসিদ্ধ, স্বমহিম্নি প্রতিষ্ঠিত, কোনও কিছুর নিরপেক্ষ। এই নির্দ্দোষ, নিরতিশয় শুদ্ধ, সমান সৎ—কোটী কোটী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিরুদ্ধ বস্তুতে অনুপ্রবেশ করিয়া, বিরুদ্ধ বস্তুকে সত্তাদান করিয়া, তত্র তত্র সন্নিবিষ্ট থাকিয়াও, নিজ শুদ্ধতা ষোল-আনা, যৎপরোনাস্তি অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন। হাততালি—যথা, "বাহবা" ও "দুউ-ও" প্রত্যেকের উপাদান, অথচ অবিকৃত হাততালি মাত্র; দশন-বিকাশ—যথা নিরীহ হইয়াই, সুমধুর হাস্যে ও বিকট বিদ্বেষে অনুগত থাকে; মাটীর ঠাকুর ও মাটীর কুকুরে যথা মাটী নিরপরাধ মাটী মাত্র থাকে; যথা, সূর্য্যাবস্থিত জ্বালাকর—ও চন্দ্র-স্পৃষ্ট মনোহর—আলোক-রশ্মি আলোকরশ্মিই মাত্র; পারদ—যথা তাপমান যন্ত্রে বিশিষ্ট স্থানাবস্থিত হইয়া—জীবন্তের তপ্তশোণিতবৎ উষ্ণ, বা মৃত্যুর মত হতাশ-শীতল হইলেও, পারদ নিজে উদাসীনই।

তদ্বৎ, জগতে সর্ব্বত্র, কি ইন্দ্রিয়গোচর কি কল্পনাগোচর বস্তুতে, উপাদান শুদ্ধ সৎকে অনুগতহিসাবে পাওয়া যায়। যদি কখনও সংশয় হয়, তখন নিজেই বা আচার্য্য সাহায্যে, উপাদান—সমান, উদাসীন, বিশুদ্ধ, অবিকৃত সৎকে—তত্তৎ বিশেষাকারে অশংসয়িতরূপে অনুগত দেখিয়া লইতে হইবে।

মন্দান্ধকারে বা আমার ইন্দ্রিয়ের অপাটবে, যদি অনুগত উদাসীন রজ্জুকে না দেখিতে পাই, এবং তত্রস্থলে সর্প, পুষ্পমালা, বংশ, জলধারা, ভূচ্ছিদ্র বা অন্য কোনও সদৃশ বস্তুর উপলব্ধি হয়, তবে আলোক ত আছে, আচার্য্য ত আছে, বিচার-দৃষ্টি ত আছে—তৎসাহায্যে অনুগত রজ্জু নিশ্চয় দৃষ্ট হয়—হইবে।

চরম সৎটি চরম বিশেষ্য; ইহা কখনও বিশেষণ হয় না, বস্তু কখনও বিশেষ্য হয়, কখনও বিশেষণ হয়। তাহারা স্থলবিশেষে ক্ষুদ্র বিশেষ্যই হউক আর বিশেষণই হউক, কিন্তু চরমে তাহারা সকলেই চরম সমান সৎ-এর বিশেষণ।

ছোট ঘট, পুরাতন ঘট, ভাঙ্গা ঘট ইত্যাদি; অত্র ঘট বিশেষ্য;

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ছোটত্ব, পুরাতনত্ব, হীনাঙ্গত্ব, ঘটের বিশেষণ। দীর্ঘ পট, ছিন্ন পট ইত্যাদি ; অত্র পট বিশেষ্য ; দীর্ঘত্ব, ছিন্নত্ব পটের বিশেষণ।

ঘট অস্তি, পট অস্তি ইত্যাদি ; **অত্র অস্তিত্ব বিশেষ্য, চরম বিশেষ্য; ঘটত্ব ও পটত্ব অস্তিত্বের বিশেষণ।** সমান অস্তিত্বটি— ঘটাকারে, ঘট-বিশেষণে বিশিষ্ট, এবং পটাকারে পট-বিশেষণে বিশিষ্ট।

ছোটত্ব, পুরাতনত্ব, হীনাঙ্গত্ব. দীর্ঘত্ব, ছিন্নত্ব, ইহারাও প্রত্যেকে অস্তি, এবং প্রত্যেকে সমান অস্তিত্বের নানা ভিন্ন আকার। পুরাতনত্ব, হীনাঙ্গত্ব, দীর্ঘত্ব, ছিন্নত্ব প্রত্যেকেই সমান অস্তিত্বের বিশেষণ।

চরম বলবান বিশেষ্য সৎ-এর নিকট—ছোটত্বাদি বিশেষণের ত কথাই নাই—দুর্ব্বল বিশেষ্যগুলিও—অর্থাৎ পটাদিও সকলেই—নিজ নিজ পাগড়ী নামাইয়া স্পর্দ্ধা ত্যাগ করিয়া, ক্ষুদ্রবিশেষত্বরূপ মর্য্যাদা বর্জ্জন করিয়া চরম সৎ-এর বিশেষণত্ব স্বীকার করে।

বড় তামাসা হইয়াছে। সমান সৎটি স্বপ্রচার করিয়া সদ্বিলাসরূপ জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। আমরা ফাঁকি দিয়া, জগতের এবং জগতের প্রতি অংশের একটা না একটা বিশেষাকার বা উপাধির সহ, তত্র তত্র নিত্য-সহচর, নিত্যানুগত সৎ-কে ইদংরূপে দেখিতে পাইতেছি ; যথা মাটীর হস্তী-রথে মৃত্তান—তথাই ঘটে দ্বিচন্দ্রে প্রতিবিম্বে সত্তান। অবশ্য উপাধিটি সসীম হওয়ায়, আমরা ক্ষুদ্র উপাধি-সংলগ্ন সৎকে ক্ষুদ্ররূপে দেখি ; ভূমা-রূপে নহে। বিশিষ্ট, উপহিত সৎটি সাক্ষ্য-শ্রেণীতে আসিয়া পড়িয়াছে। কখনও আশা হয় যে, যদি হঠপূর্ব্বক সকল উপাধিগুলিকে ভুলিতে পারি, এবং তত্র তত্র অনুগত সৎ যদি পিণ্ডীকৃত, পুঞ্জীভূত হয়, তবে বুঝি বা, ভবিষ্যতে সমান সৎকেও দেখিতে পাইব। কিন্তু সে আশা বৃথা। যে-আমি দ্রষ্টা হইয়া সমান সৎকে দেখিতে আশা করি—সকল উপাধির সহ তদন্তর্গত অন্যতম "দ্রষ্টৃত্ব"-উপাধিরও লয়ে, যে-"আমি" নেতিমুখে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সমর্পিত হয়—সেই আমিই সমান সৎ; সুতরাং দেখিবার-সময় 'দ্রষ্টৃত্ব' না থাকায় দেখিতে পাইব না। বর্ত্তমানে বটে বুঝিতে পারি যে, অহংই অস্মিরূপ, অস্তিরূপ। সমান আমি, সমান আমিকে—সুষুপ্ত আমিকে দেখিতে পারি না; কর্ত্তৃকারক, নিজের কর্ত্তৃকারকত্ব বজায় রাখিয়া—বিশিষ্ট, উপহিত কর্ম্মকারক হইতে পারে না। উপাধিতে যে অনুগত সৎ দেখা যায় তাহা দর্পণগত প্রতিবিম্ব দেখার মত নকল বস্তু দেখা মাত্র। বৃক্ষ দেখা নহে, বৃক্ষের ছায়া দেখার মত। যাহাই হউক, আমরা গোটাকয়েক জগদংশে—অবিকৃত, নিষ্কলঙ্কিত সৎ-এর কৌতুককর অনুপ্রবেশ দেখিয়া লইব।

যাহা কিছু ইন্দ্রিয়গোচর বা কল্পনাগোচর আছে বলিয়া বোধ হয়, তাহাতেই—তাহা আছে বলিয়াই—সৎ (অনুগত হইয়াই) বর্ত্তমান; এবং আছে "বোধ" হয় বলিয়াই তত্র চিৎ বর্ত্তমান; এবং বোধ 'আমার'ই হয় বলিয়া আমি, আত্মা বর্ত্তমান। সৎটি ত অচেতন নহে; ইহা চিৎ। বস্তুর "থাকা" হইলেই তত্র অস্তিত্ব, ও থাকার বোধরূপ চিৎ, আমার বোধ-হিসাবে আত্মা—এই তিন, সচ্চিদাত্মা, অনুগত থাকিবেই।

পট একটি অবয়বী বস্তু; পট অস্তি, পটাবয়ব অস্তি, অবয়ব অস্তি। বটে, কোন না কোন বস্তু-আশ্রয়েই অবয়ব থাকে; অবয়ব আশ্রয়-বস্তু হইতে পৃথকরূপে ইন্দ্রিয়গোচর নহে; কিন্তু ইহা পৃথকরূপে কল্পনা-গোচর বটে, এবং সুতরাং ইহা অস্তি বটে—অসৎ নহে।

সুখ একটি নিরবয়বী। শোক অপর একটি নিরবয়বী। সুখ অস্তি, শোক অস্তি, নিরবয়বত্বও অস্তি।

অবয়ব-নিরবয়ব উভয়ে একটি দ্বন্দ্ব। দ্বন্দ্বটি অস্তি, দ্বন্দ্বাংশ অবয়ব অস্তি, দ্বন্দ্বাংশ নিরবয়বত্ব অস্তি।

জীবন ও মৃত্যু একটি দ্বন্দ্ব; অত্র দ্বন্দ্বটি ও দ্বন্দ্বাংশ দুইটিই প্রত্যেকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অস্তি। অস্তিত্বটি কিন্তু দ্বন্দ্ব অতিক্রম করিয়া—কোনও দ্বন্দ্বের কোনও অংশে অলিপ্ত, অদুষ্ট হইয়া—অস্তি; দ্বন্দ্বগুলির সৃষ্টির পৌর্ব্বকালিক অস্তিত্বটি, সমান সংটি—তৎকালে, এবং সৃষ্টির উত্তরকালেও—নির্দ্বন্দ্ব, অদ্বন্দ্বিত; জগতের দ্বন্দ্বগুলিতে থাকিয়াও দ্বন্দ্বগত বিরোধে অস্পৃষ্ট। ভাল অস্তি, মন্দ অস্তি। দুগ্ধ অস্তি, বিষ অস্তি। দুগ্ধের পুষ্টিকরত্ব অস্তি। বিষের মারকত্ব অস্তি। যথা মাটীর ঠাকুরে ও মাটীর কুকুরে মাটী মাটী মাত্র—ঠাকুরও নহে কুকুরও নহে, তদ্বৎ অস্তিত্ব দুগ্ধে থাকিয়া দুগ্ধও হয় নাই, দুগ্ধের পুষ্টিকরত্বে থাকিয়া পুষ্টিকরও হয় নাই; বিষে থাকিয়া বিষ হয় নাই, বিষের মারকত্বে মারক হয় নাই। দুগ্ধবিষাদি সহস্র সহস্র বিরুদ্ধ বস্তু প্রত্যেকেই—সদনুপ্রবিষ্ট বলিয়াই ত—আছে। ইহারা সকলেই সদাশ্রয়ে আছে, অথচ নিজ নিজ দোষগুণে সৎএর ক্ষতিবৃদ্ধি করে না। যথা, গাভীস্থ দুগ্ধ গাভীর পুষ্টি করে না; সর্পস্থ বিষ সর্পকে বধ করে না; তদ্বৎ, এক অদ্বিতীয় সমান সৎ-এর নানা বিরুদ্ধ বিশেষাকার—কি দুগ্ধ, কি বিষ—সদবলম্বনেই আছে, অথচ সৎকে পুষ্ট বা বিষাক্ত করে না। এবং সুষুপ্তিতে, দুগ্ধবিষাদি দুগ্ধাকার বিষাকার ত্যাগ করিয়া—যথা, ঠাকুরঘরে শুদ্ধাচারী ব্যক্তি অপবিত্র বস্ত্রাদি ত্যাগে উলঙ্গ হইয়া প্রবেশ করে—তথা, শুদ্ধ সমান সৎ-এ প্রবেশ করে; তত্র পুষ্টিকরত্ব মারকত্ব লইয়া যায় না। ঘটে দুটি বস্তু আছে; এক—'মাটী', অপর—পৃথুদরত্ব, জলাহরণ-সামর্থ্য ইত্যাদি 'ঘটত্ব'। ঘট ভাঙ্গিয়া যখন মাটীতে পৌছায়, তখন ঘটত্ব মাটীকে 'অপ্রাপ্য এব' তাহাতে নিবৃত্ত হয়। তদ্বৎ, আত্মার বিলাসরূপ দুগ্ধবিষাদির সমষ্টি এই জগৎ, আত্মাকে 'অপ্রাপ্য এব' আত্মাতে নিবৃত্ত, শান্ত হয়। তৈত্তিরীয়—'যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ'—শ্রুতিধৃত 'যতঃ' অর্থে এখানে 'যস্মিন', এবং 'নিবৃত্তি' অর্থে—অবগাহন, বাধ। অবয়ব, অবয়বী ঘট—নিরবয়ব, নিরবয়বী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সুখ—সবই অস্তি; ইহাদের জন্মদাতা—ইহাদের পৌর্ব্বকালিক অস্তিত্বটি—সমান; কিন্তু অবয়বী নহে, নিরবয়বীও নহে; সুখও নহে, দুঃখও নহে; ইহা বিকল্পনা-লেশশূন্য, নির্ব্বিকল্প, অভয়ানন্দ।

ভ্রমও অস্তি; কল্পনাও অস্তি; কল্পিত বস্তুও অস্তি; ইহারা ইদংরূপে বোধগোচর বলিয়া, অস্তিও বটে, চিৎও বটে; সদনুগত বটে, চিদনুগতও বটে। আমির গ্রাহ্য বলিয়া আত্মানুগতও বটে।

রজ্জু-সর্প দৃষ্ট হইলে বুঝিতে হইবে যে, সর্পই অস্তি; পরে রজ্জুদর্শনের সমকালে ও ভবিষ্যতে, সর্পরূপ ভ্রমটি—স্মৃতিরূপে ও অতীতকাল অবলম্বনে—অস্তি; অতীতকালও অস্তি। আশ্চর্য্য দেখ! যাহা "অতীত" তাহা যখন চিন্তার বিষয় হইল, তখনই তাহা বর্ত্তমান অস্তিরূপ হইল। তদ্বৎ, "ভবিষ্যৎ-"কাল, বন্ধ্যা-পুত্র—ভবিষ্যৎ হইয়াও, চিন্তাগোচর হওয়ামাত্র—বর্ত্তমান, ও অস্তিরূপই। ইহা এক অঘটন-ঘটনা, ও লক্ষ্য করিবার যোগ্য।

জবা-সান্নিধ্যে স্ফটিকলৌহিত্য অস্তি; প্রতিবিম্ব অস্তি; দ্বিচন্দ্র অস্তি; মনোরাজ্য অস্তি; স্বপ্ন—অতীতকালাশ্রয়ে স্মৃতিরূপে, বর্ত্তমানে বুদ্ধির গোচর—অস্তি বটে। দিঙ্মোহ অস্তি। অন্ধকার অস্তি; ইহাকে চক্ষু বুজিয়া দেখিতে হয়, অথবা ইহাকে সূর্য্যোদয়ের বার ঘণ্টা পরে চক্ষু খুলিয়াও ইদংরূপে দেখা যায়। সুষুপ্তি অস্তি—বীজরূপে অস্তি; বীজকে বৃক্ষের মত চক্ষুদ্বারা দেখা যায় না বটে, কিন্তু বিচারদৃষ্টিতে বীজকে—সুষুপ্তিকে—দেখা যায়। চক্ষুর অগোচর যে বস্তু হইতে এই বৃক্ষ হইয়াছে তাহাই বীজ—তাহা অস্তিরূপ, তাহা অসৎ নহে। যে-আমি সুষুপ্ত ছিলাম, সেই আমিই যে গ্রন্থরচনা করিতেছি, এই প্রত্যভিজ্ঞা দ্বারা—সুষুপ্ত যে অতীতাবলম্বনে অস্তি, তাহা—বর্ত্তমানে স্বীকার করিতে বাধ্য আছি। যথা হংস ডিম্ব প্রসব করে, তথাই অশ্ব ডিম্ব প্রসব করে, এরূপ কথা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শুনিলে অনেক লোক নিঃসংশয়ে—অশ্বডিম্ব অস্তি—স্বীকার করে। পক্ষীর বা কচ্ছপীর দুগ্ধ এবং অশ্বডিম্ব—কল্পনাগোচর, এবং সুতরাং অস্তি। ঘট-দ্বিচন্দ্রাদি যথা সমান অস্তিত্বের বিশেষাকার, তদ্বৎ—কচ্ছপীর দুগ্ধ, অশ্বডিম্বও সমান সৎ-এর বিশেষাকার। তবেই পাওয়া গেল যে, সমান সৎটি অশ্বডিম্বেও অনুপ্রবিষ্ট।

এই যে "নিশ্চয় জানা" যে, দ্বিচন্দ্র, প্রতিবিম্ব, দর্পণে-দৃষ্ট দেশ—নাইই, অথচ ইহারা সাক্ষাৎ-দৃষ্ট সদনুবর্ত্তিত অস্তিরূপ, ইহা অত্যন্ত বিস্ময়াবহ; নিশ্চয়ই জানা আছে যে, দ্বিচন্দ্রাদি নাই; অথচ **"না থাকার" জ্ঞানকে পরাজয় করিয়া বলপূর্ব্বক দ্বিচন্দ্রাদি যে সমক্ষে দণ্ডায়মান থাকিতে পারে,** ইহা সমান সৎ-এর অঘটনঘটনপটুতা, মহিমা।

এক সমান সৎই ব্যবস্থিত, নিত্য, নিয়ত। ইহার সকল বিশেষাকার—বিশেষণই, উপাধিই; অব্যবস্থিত, অনবস্থিত, flux, অনিত্য, অনিয়ত। দেখ, মহাবলবান কালকেও ছোট-বড় করা যায়। দৃঢ় মনোনিবেশে শকুন্তলা দুষ্যন্ত-চিন্তায় দীর্ঘকালকে ছোট করিয়াছিলেন। স্বপ্নে দু'-ঘণ্টাকে বহুবর্ষ-দীর্ঘ করা যায়। দেশকেও ছোট বড় ও নূতন করিয়া নির্ম্মাণ করা যায়। সকলেই জানেন যে, স্বপ্নে ক্ষুদ্র গৃহে বহু-যোজন-বিস্তৃত অবকাশ তৈয়ার হয়; এবং জাগ্রতে ও স্বপ্নে, দর্পণের ভিতর নূতন দেশ সৃষ্টি করা যায়। কাল-দেশ বলবান হইলেও আত্মার নিকট তুচ্ছ। তাহারা সৎকর্ত্তৃক দৃষ্ট—সৃষ্ট; "কালদেশ অস্তি" এই হিসাবে, কালাকার ও দেশাকার—দুইটি, সমান সৎ-এর বিশেষাকার মাত্র; এবং সুষুপ্তিতে—সমান সৎ প্রত্যাহার করিলে—কালাকার দেশাকার দুইটি, অন্য যাবতীয় ঘটপটাদি বিশেষাকারের মতই অন্তর্হিত হয়। চন্দ্র-সূর্য্যও "আমি"র অধীন। অন্ধকার রাত্রিতে স্বপ্ন সৃষ্টি করিয়া, স্বপ্নে একটি নূতন সূর্য্যকে সৃষ্টি করিয়া লই। যখন সুষুপ্তিতে, দেশকাল

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বস্তু, চন্দ্রসূর্য্য, সবই আমি উপসংহৃত করিয়া লই, তখন তাহারা সকলেই নিজ নিজ বিশেষাকার ত্যাগ করিয়া সমান হইয়া, সমান সৎ-এ নিমজ্জিত অবগাহিত, লীন, বাধিত হইয়া যায়। তাহাদের দোষগুণ ত সমান সৎ-এর দোষাকার ও গুণাকার মাত্র—অন্যতম বিশেষাকার মাত্র। এই দুই বিশেষাকার ও অন্য যাবতীয় বিশেষাকার সুষুপ্তিতে ত্যক্ত হয়, ও দোষগুণ সুষুপ্তিতে পৌঁছায় না; তত্র তত্র অনুগত সৎ, সমান সৎএ সমান হইয়া যায়। সহস্র বিরোধে অনুপ্রবিষ্ট সমান সৎ যে, বিরোধী দোষগুণে অসংশ্লিষ্ট, তাহার এক চমৎকার পৌরাণিক চিত্র আছে। তাহা শিবজীর চিত্র।

এই ব্যবস্থিত সমান-সৎ-শিবজীকে কিছুতেই ছোট-বড়, বা অবয়ব-নিরবয়ব, বা বীজরূপ—কোনও উপাধির ভিতর ধরিয়া, জমাট করিয়া, রাখা যায় না। ইহা নিরতিশয় স্বাধীন, স্বতন্ত্র; স্বেচ্ছায় অনায়াসে স্বপ্রচার ও প্রচার প্রত্যাহার করিতে সমর্থ, ও নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত।

ইনি অবয়ব-নিরবয়ব, সাকার-নিরাকার, দোষ-গুণ, বিষামৃত, কঠিন-তরল, নর-নারী, বধূ-ননন্দা, সুখশোকাদি দ্বন্দ্বগুলির—তত্র তত্র অনুপ্রবেশ দ্বারা—সত্তাদাতা; সুতরাং, তাহাদেরও পৌর্ব্বকালিক—কেবলং শুদ্ধং অভয়ং অকায়ং অব্রণং অস্নাবিরং অপাপপুণ্য-বিদ্ধং, অসহায়, সহায়-নিরপেক্ষ, স্বস্থ—ইনি স্বমহিম্নি প্রতিষ্ঠিত আছেন। পরে যেমনি তাহাতে দেখা গেল, উষার মত ঈষদ্বিকশিতা একটি সুন্দরী ইচ্ছাশক্তি—অর্দ্ধসমান রূপিণী, অর্দ্ধবিশেষরূপিণী, কতকটা অভেদরূপিণী—শিব তখন আর "কেবল" নহেন; শিব **তখন ঈশ্বর—অর্দ্ধনারীশ্বর। নারী তখন অচঞ্চলা, শিব-শরীরে দৃঢ়বদ্ধা, শিবানুগতা।**

আরও **পরে দেখা গেল যেন, দেবী শিব-শরীর হইতে বিসৃষ্টা, চঞ্চলা, অপার-যৌবনা**; কিন্তু বিসৃষ্টা হইলে কি হয়, শিবানুগতাই—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সদনুপ্রবিষ্টা, সতী। কোনও বস্তু **সদনুপ্রবেশ অর্থাৎ শিবানুগতি** অতিক্রম করিবে অথচ বিদ্যমান থাকিবে, তাহা হয় না। উক্ত দেবী জগন্মাতা, মহামায়া, ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্যরূপিণী, নিত্যষোড়শী, আদ্যাশক্তি; তিনি শিবানুগতা, সুতরাং ভদ্রকালী, এবং শিবব্রতা বলিয়াই প্রিয়শিব সমক্ষে উদ্গতরোমাঞ্চা। **সেই বিচিত্র রোমাঞ্চই ত নানাকার বিশিষ্ট বিচিত্র জগৎ, এবং তাহা নিজ প্রেয়সীর রোমাঞ্চ বলিয়াই শিবসুখদাত্রী।**

সেই নানাকারগুলি পরস্পর বাধক, বিরোধী। তাহারা কিন্তু সকলেই শিবানুগতিবশতঃ নিজ নিজ অন্যোন্য-বিরোধ সত্ত্বেও, নিজ নিজ বিরোধ ত্যাগ করিয়াই একযোগে তাহাদের অধিষ্ঠান শিবের সাধক, শিবের সমান-সত্তার সাক্ষ্য দিবার জন্যই দণ্ডায়মান।

শিবের গলে সর্প, নিকটেই সর্পভুক ময়ূর; মস্তকে শীতল গঙ্গা, ললাটে প্রজ্জ্বলিত বহ্নি; জীবন-স্বরূপ সুশুভ্র রজত-কান্তি, কণ্ঠে মরণচিহ্ন বিষ-নীলিমা। খাদ্য বলদসহ খাদক সিংহ; বোকা লক্ষ্মী, সেয়ানী সরস্বতী; ধনপতি কুবের ভৃত্য, অথচ দিগ্বসন; দগ্ধ-মদন, অথচ ঔরসপুত্র কার্ত্তিকেয়; অন্নপূর্ণা গৃহিণী, উপজীবিকা ভিক্ষা।

এবম্প্রকারে শিবাশ্রয়ে, অনির্ব্বচনীয় নির্ব্বিরোধে, সহস্র বিরোধের সহাবস্থানই ত অঘটন-ঘটনা। এই অঘটন-ঘটনা শিবের কটাক্ষমাত্রে হইয়াছে। এত বড় সাক্ষাৎ বিপুল ব্রহ্মাণ্ডটা পরমাশক্তির লীলা-বিলাস। ইহা রস-বিলাসই। যাহা সৎ-শিব, তাহাই শক্তি-চিৎ; তাহাই রস, আনন্দ, কল্যাণ। রস হইতে বিষ জন্ম লাভ করিতে পারে না। **শিবরূপ আনন্দ হইতে শিব-মহাশয়ের জন্য ভোগাপবর্গ ই উদ্গত হয়। শিব-কল্যাণ হইতে শয়তানের জন্ম হয় নাই, হইতে পারে না বলিয়াই হয় নাই।** দেখিতে ভয়ানক হইলেও চিনির বাঘ স্বরূপে মিষ্টই।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মাতা, শিশুর সুখের জন্যই তাহাকে উর্দ্ধে পুনঃ পুনঃ নিক্ষেপ করিয়া পতনমুখে ত্রস্ত সন্তানকে হাস্যবদনে, সদয় হস্তে গ্রহণ করেন। শিশু শিশুত্ব অর্থাৎ অজ্ঞত্ববশতঃই সেই সুখের ব্যাপারকে উল্লাসরূপ না বুঝিয়া শয়তানরূপ মনে করে। আইস, আমরা বালকত্ব ত্যাগ করিয়া জগৎ-বিসৃষ্টিকে, রসরূপ, উল্লাসরূপ বুঝিতে চেষ্টা করিব।

দেবী নিজে শিবানুগতা; দেবীর বিচিত্র রোমাঞ্চরূপ জগৎও সুতরাং শিবানুগত; যথা, জাগতিক বিরোধগুলি—অগ্নি-গঙ্গা—অন্যোন্য বিষতুল্য হইলেও, শিবাশ্রয়ে নির্ব্বিরোধ থাকিয়া, মনোহর শিবময় জগতের শোভাবিবর্দ্ধন করিতেছে।

জগৎ-প্রচারের পূর্ব্বে এবং জগৎ-প্রচার সময়ে, ও জগৎ-সংহারের পরে, শিব সদাই নিরাবরণ উলঙ্গ। আমরা নিজের অল্পজ্ঞতা বশতঃ নিজ-লজ্জা শিবে আরোপ করিয়া, একখানা বাঘছাল বা হস্তিচর্ম্ম দ্বারা শিবলিঙ্গ আচ্ছাদন করি; কিন্তু স্বভাব-নগ্ন শিব-শরীর হইতে বাঘছাল ও হস্তিচর্ম্ম আপনি খসিয়া পড়ে, যথা—স্বভাব-শুষ্ক পাথরকে জল ঢালিয়া আর্দ্র করা যায় না, জল পাথরে প্রবেশ করিতে না পারিয়া গড়াইয়া পড়িয়া যায়। যুগযুগান্তর হইতে অসংখ্য নরনারী—পিতামাতা কন্যা ভ্রাতা ভগ্নী—একযোগে, জানত অজানত, ভারতে, ইজিপ্টে, ব্যাবিলনে সর্ব্বত্র উলঙ্গ শিবের মৃন্ময় বা প্রস্তরময় মূর্ত্তিতে, আদিপুরুষের অথবা প্রকৃতিপুরুষের উপাসনা করিয়া আসিতেছে। জগতের নানা আকার শিবাশ্রয়ে শিবাবস্থিত হইয়াও শিবকে আবরণ করিতে পারে নাই, স্পর্শই করিতে পারে নাই; যথা লৌহিত্য স্ফটিকাবস্থিত হইয়াও স্ফটিকে লব্ধপ্রবেশ হয় না, যথা জল কমল-পত্রের উপর মাধ্যাকর্ষণ-সহায় হইয়া চাপিয়া বসিয়াও কমলকে স্পর্শই করিতে পারে না। একদিন শিবজী নেশা করিয়া, বিশ্বরূপিণী সতীর জড়, অকিঞ্চিৎকর, উপাধিমাত্র-স্বরূপ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মৃতদেহটাকে উপাদেয় সত্য মনে করিয়া, স্কন্ধে ধারণ করিয়া, দুঃখে নৃত্য করিলেন। তাঁহার অনুপাদেয়ে উপাদেয় বোধ হইল; **অতস্মিন্ তদ্বুদ্ধি** হইল। ঈশ্বর শিব, জীব হইলেন। শিবানুগত জগতের নানাকারের মধ্যে অন্যতমাকার সুদর্শনচক্র মহাশয় সেই সতীদেহ ছিন্ন ভিন্ন করিলে মুগ্ধ-শিব মুক্ত হইবেন। জীব "শিবোঽহং" বুঝিয়া লইয়া পরে শিব হইবেন। অন্যান্য যাবতীয় জীব ঈশ্বর-শিবাশ্রয়ে কিয়ৎকাল থাকিবে ও যথাসময়ে "কেবল" শিবে ডুবিয়া সমান হইবে। **সুবিচারিত দর্শনেরই নাম সুদর্শন; সুদর্শনই জ্ঞানগুরু, আচার্য্য।** একমাত্র সুদর্শনেই অতস্মিন তদ্বুদ্ধির বাধ হয়, অন্য দ্বিতীয় উপায় নাই।

সাক্ষাৎ-দৃষ্ট সর্পের, নিপুণতর দর্শনে, অর্থাৎ সুদর্শনে, সর্পত্ব বাধিত ও রজ্জুত্ব দৃষ্ট হয়। গুঞ্জা-ফলরাশিতে অগ্নিবোধটি বাধিত হয়, যখন বিচার-সুদর্শনে ধরা পড়ে যে, তাহা অগ্নি নহে; যেহেতু অগ্নি হইলে তাপ পাওয়া যাইত।

একজন Sign Board লিখিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। সে আপনাকে প্রচার করিবার জন্য Sign Board-এ লিখিল যে "এই বাটীতে Sign Board-লেখককে পাওয়া যায়" এবং সেই Sign Board সে নিজ গৃহদ্বারে লট্‌কাইয়া দিল।

খোদা তদ্বৎ জগৎরূপ Sign Board নিজে লিখিয়া তাহার দ্বারা আপনাকে প্রচার করিয়া রাখিয়াছেন। জগৎরূপ Sign Board-এ লেখা আছে যে, "এই জগতে অনুপ্রবিষ্ট আমি আছি; যাহার 'আমি'কে প্রয়োজন হইবে সে এই জগতে অনুসন্ধান করিলেই 'আমি'কে পাইবে।"

ঈশ্বরের নাম খোদা। 'গুজরৎ খোদ' ইত্যাদি বাক্যপ্রয়োগে বুঝা যায় যে, 'খোদা' শব্দের ধাতুঘটিত অর্থ "Self" "আত্মা" "আমি"। অনন্তর চিদানন্দের যথাসাধ্য প্রসঙ্গ করিব।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৪

চিদানন্দ ব্যাপ্তি

অভয়ের মঙ্গলগীতি কল্যাণরাগিণীতে গেয়; গায়কের দোষে শুদ্ধ-কল্যাণ জঙ্গলা হইয়া পড়ে। মন্দের ভাল হয়, যদি—মেঘ, মারোয়া ভৈরবাদি ঘোর দোষ না ঘটিয়া—কিছু ললিত-বসন্ত বা বাহার-স্পর্শরূপ লঘু দোষ, গীতিটিকে চলনসহি করিয়া রাখিতে পারে। দেখা যাউক।

পূর্ব্ব প্রস্তাবে যে জগৎ-সৃষ্টি আমরা মঞ্জুর করিয়া লইয়াছি, তাহার প্রত্যেক অংশে সদন্বয় দেখিয়াছি। অদ্বিতীয়, অসহায়, সহায়নিরপেক্ষ, স্বয়ং-সমর্থ, সদাত্মা নিমিত্তোপাদান হইয়া, স্বপ্রচার করিয়া, **সাক্ষ্য প্রস্তুত করিয়া, নিজে সাক্ষী হইয়াছেন।** ইন্দ্রিয়গোচরই হউক বা কল্পনা-গোচরই হউক—ঘট পট, সুখ শোক, প্রতিবিম্ব, ছায়া, দেশ, রজ্জুসর্প, মনোরাজ্য, দ্বিচন্দ্র, দিঙ্মোহ; অশ্বডিম্ব, অতীতাদি কাল, 4th Dimension—প্রত্যেক বস্তুই, যখনই গোচর হয়, তখন "অস্তি" রূপেই গোচর হয়। সকল বস্তুগুলিতেই সৎ অনুপ্রবিষ্ট হইয়া আছে। সমান সৎটি যেন বস্তুগুলিকে সত্তা কর্জ্জ দিয়াছে, ও বস্তুগুলি কর্জ্জ-করা স্বত্বে স্বত্ববান হইয়া দণ্ডায়মান। সমান সৎ মহাজন যদ্যপি নিজ সত্তা ফিরাইয়া লয়, নিজানুপ্রবেশটি রহিত করিয়া দেয়, তবে বস্তুগুলি অগত্যা নিঃসত্ত হইয়া নস্যাৎ হইবে। **সুষুপ্তি মরণ মূর্চ্ছা সমাধিতে** ঘটেও তাহাই।

ধনবানের বাটিতে ক্রিয়াকর্ম্মের দিবস চাকর-নকরেরা তৎকালের জন্য মূল্যবান অলঙ্কারাদি মনিবের নিকট পাইয়া, মনিবের মানমর্য্যাদা প্রচার করিবার জন্য সুসজ্জিত হইয়া গর্ব্বভাবে বিচরণ করে। পরদিবস অলঙ্কারগুলি মনিবের তোষাখানায় জিম্মা করিয়া দেয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সমান সৎ যেন প্রভু, দৃশ্যবস্তুগুলি যেন ভৃত্য। ভৃত্যগুলি প্রভুর জগতুৎসবের সময় যেন প্রভুর নিকট হইতে যাচ্ঞা-প্রাপ্ত, প্রভুদত্ত রঙীন কাপড়, রূপাবাঁধা লাঠি, জরীবাঁধা পাগড়ীর মত, "সত্তা" পাইয়াছে। প্রভুর জগতুৎসবান্তে প্রভুর বস্তু প্রভুকে ভৃত্যগণ প্রত্যর্পণ করিবে, "সত্তা"-শূন্য হইবে, "নিঃসত্ত" হইবে। এই চমৎকার দৃষ্টান্তের নাম **'যাচিতমণ্ডন'**।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, মানুষ অগ্রে "মুখং ব্যাদায়" পরে নিদ্রিত হয় না; তাহার মুখব্যাদান ও নিদ্রা যুগপৎ ঘটে। মাটী যথা, ঘট তৈয়ারের পরে, ঘটে অনুপ্রবেশ করে না—ঘট-তৈয়ার সমকালেই ঘটে মাটীর অনুগতি হয়; তদ্বৎ সমান সৎ নিজে নিমিত্তোপাদান হইয়া জগৎ সৃষ্টি করিবার সমকালেই, যুগপৎ তত্র অনুপ্রবিষ্ট হয়েন। গীতোক্ত "মমযোনি মহদ্‌ব্রহ্ম তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহং" বা পুরাণোক্ত কশ্যপের আদি-দ্বন্দ্ব দিতি-অদিতিতে গর্ভাধান দ্বারা প্রজাসৃষ্টি-পদ্ধতি যে পুর্ব্বোত্তর কাল বুঝায়, তাহা একটা "ইব" মাত্র; লিখিবার ও তত্ত্ব বুঝাইবার ভঙ্গীমাত্র; মহৎযোনিকেও এবং দিতি-অদিতিকেও সমান সৎই, তাহাদের সৃষ্টিকালে তত্র যুগপৎ অনুপ্রবিষ্ট থাকিয়া, নিজ সত্তা দান করিয়াই, তাঁহাদিগকে সত্তাবান করিয়াছেন।

মন্দির গাঁথিয়া পরে তত্র মানুষের প্রবেশরূপ লৌকিক দৃষ্টান্তটি—আচার্য্য কপিলাদিরূপ ধারণ করিয়া, কনিষ্ঠাধিকারীর জন্য, উপদেশ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, বৈদান্তিক সমান অদ্বয় চেতন সৎ-এর "প্রতিদ্বন্দ্বী", দ্বৈতরূপিণী জড়প্রকৃতি আছেই। **ভক্তিমতে প্রকৃতিও চেতন**; পুরুষ যেমন চেতন, প্রকৃতি তেমনই চেতন; সেই যথাপ্রাপ্ত উপাদানে, সমান চেতন সৎ মহাশয় নিমিত্ত হইয়া মৃত জড় দেহমন্দির নির্ম্মাণ করিলেন, ও পরে তন্মধ্যে জীবরূপে সঞ্চার অর্থাৎ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রবেশ করিয়া, সহসা দেহ-সমেত দাঁড়াইয়া উঠিয়া চলাফেরা করিতে লাগিলেন ; ক্ষুধিত হইয়া মিঠাইয়ের দোকানে বা শ্বশুরবাড়ী উপস্থিত হইলেন ; আপনাকে "আমি" নামে বুঝিতে ও জাহির করিতে লাগিলেন। কথাটা ঠিক নহে ; জড়া-প্রকৃতির থাকাটাই, অস্তিত্বটাই, যে সমান সৎএর অনুগ্রহ, নিজস্ব। প্রকৃতি তত্ত্বতঃ ছিল না। সমান সৎ স্বেচ্ছায় নিজ সত্তাকে, অসমান আকারে, অব্যক্ত বা ঈষদ্ব্যক্ত বিশেষাকারে, প্রকৃতিরূপে, নিজসমক্ষে খাড়া করিয়াছেন বলিয়াই প্রকৃতি আছে। তাহার পরে সেই মহদ্‌যোনি প্রকৃতিতে গর্ভাধানই বল, আর যাহাই বল, হইয়াছে। গূঢ় হইলেও, বেদান্তের সুস্পষ্ট অভিপ্রায় এই যে, সৃষ্টি-প্রক্রিয়ার বিবরণে পূর্ব্বোত্তরকালের উল্লেখটি, সৃষ্টি বা কাল প্রতিপাদন জন্য নহে ; সমগ্র-বিবরণ-গ্রন্থের তাৎপর্য্য স্রষ্টার স্বরূপসমর্পণেই বুঝিতে হইবে।

বিষ অস্তি, দুগ্ধ অস্তি,—কিন্তু সৎটি বিষে থাকিয়া বিষাক্ত হয় না, দুগ্ধে থাকিয়া হৃষ্ট-পুষ্ট হয় না ; এবং সৎটি সুষুপ্তিতে কূর্ম্মাঙ্গসঙ্গোপনবৎ সমানাকার হইয়া যায়। এই যে—অতি সহজে, অনায়াসে, অবহেলায় বিষামৃতের মত নানা বিরুদ্ধাকারে, জাগর-স্বপ্নে, আত্মার স্বপ্রচার ও সুষুপ্তিতে প্রচার-প্রত্যাহার—ইহা আত্মার অতিবড় মহিমা। এই মহিমার গীতিটি কল্যাণ-গীতিই বটে, যেহেতু প্রচারকালেও প্রতিসংহারে আত্মা সদাশুদ্ধ থাকে। শুদ্ধ থাকাটা যে কল্যাণ তাহাতেও সন্দেহ নাই। সাহসী বৈদান্তিক এতটা মহিমাতে, এতবড় কল্যাণেও অতৃপ্ত। তিনি সাহস করিয়া বলেন যে কল্যাণেরও কল্যাণ আছে। এবং তাহাই "নিরতিশয়" কল্যাণ। "এতাবানস্য মহিমা ততো জ্যায়াংশ্চ পুরুষঃ"; কৃৎস্ন জগদ্রূপে সহজে স্বপ্রচার ও সহজে স্বপ্রচার-সমাকর্ষণটি মহিমা মাত্র ; ইহা যাহার মহিমা—সেই পুরুষ নিজ মহিমা অপেক্ষা গরীয়ান। তিনি প্রচার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ও প্রচার-রাহিত্য করিলেও পারেন বটে, কিন্তু অনাবশ্যক অযোগ্য ও "অসম্ভব" বলিয়া করেন্ না, করেন নাই। সেই পুরুষটি নিজ মহিমারূপ স্বপ্ন-জাগর সুষুপ্তি-ত্রয়েরও অধিক। সেই চতুর্থ, অর্থাৎ পারিভাষিক অদ্বয় তুরীয়টিতে, সৃষ্টিবীজরূপাদি দ্বৈত কিছু প্রচ্ছন্নভাবেও নাই। তৎসম্বন্ধে সৃষ্টি-কথাটিকে ভবিষ্যৎ-আরোপমাত্র বলিয়া প্রকারান্তরে নিষেধ—অর্থাৎ পারিভাষিক অপবাদ—করাটি যেন মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা; সৃষ্টি যে কেবল "ভবিষ্যৎ" তাহা নহে, ইহা অধিকন্তু অসম্ভব, বিধবার ভালে সিন্দুরবৎ, অসম্ভব ভবিষ্যৎ।

অবশ্য আমরা এই "নিরতিশয়" কল্যাণ কথাতে ভয়ভীত হই; ভয়ের কারণটি আমাদের পরম শত্রু—পূর্ব্বাভ্যাস। সকলেই জানেন যে, আমাদের সঙ্গলিপ্সা দৃঢ়াভ্যস্ত; আমরা ঠিক জানি যে, পোড়ো বাটীর ভিতরে বা জনহীন প্রান্তরে জনমানব বা কোনও অন্য ভয়-হেতু দ্বিতীয় বস্তুমাত্র নাই; তথাপি তত্র যাইতে আমাদের দারুণ শঙ্কা হয়। উক্ত "নিরতিশয়" কল্যাণ সেইরূপ জনহীন, অত্যন্ত অদ্বয়—সুতরাং নির্ভয়, অথচ যেন বড়ই ভয়ঙ্কর অভয়। তাহাই বুঝি শ্রীমদ্ ত্রিবেদী রামেন্দ্র-সুন্দর মুক্তিকে অল্প-কিঞ্চিৎ আবরণের ভিতরে রাখিয়াছেন। আমরা কিন্তু, অত্র না হউক প্রবন্ধের উপসংহারে, তাঁহার মুক্তি-সুন্দরীকে অবগুণ্ঠন সম্যক মোচন করিয়া দেখিব, দেখাইব।

আমরা আপাততঃ কিঞ্চিৎ পশ্চাৎপদ হইয়া আমাদের স্বীকৃত সৃষ্টিরই চর্চ্চা করিব; সৃষ্টি যে হয়ই নাই, এরূপ কথা স্থগিত রাখিব। কল্যাণ-কথাই আলোচনা করিব; "নিরতিশয়" কল্যাণের প্রসঙ্গই করিব না। জগতের প্রতি অংশে সদন্বয় দেখিয়াছি। এক্ষণে চিদন্বয় দেখিতে হইবে। যখনই কিছু "আছে" এরূপ "বুঝিয়াছি", তখনই ত বুঝিয়াছি বলিয়াই চিৎ-পরিচয় পাইয়াছি। এবং "আমি"ই বুঝিয়াছি বলিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"আমি"কেও সর্ব্বত্র পাইয়াছি। কোনস্থলে সৎ চিৎ ও আত্মা এই তিনের কোনও একটির অভাব পাওয়া যায় নাই, পরন্তু তিনেরই সদ্ভাব পাওয়া গিয়াছে।

কিন্তু মন্দভাগ্য আমরা বাল্যকাল হইতেই শিক্ষা পাইয়াছি যে, জাগতিক বস্তু দুই প্রকার,—এক চেতন, অপর অচেতন। বিশেষ যত্ন করিয়া উক্ত শিক্ষার মূলোচ্ছেদ করিতে হইবে। বেদান্তে **জড়-শব্দে অচেতন বুঝায় না—দৃশ্যমাত্র বুঝায়;** শ্যাম পর্ব্বত সঙ্গীত সুখাদি বুঝায়—অচেতন কিছুই নাই, থাকিতে পারে না; যাহা কিছু আছে তাহা চেতন সৎ-এর স্ব-প্রচার, চেতন সৎ-এর সমসত্ত্বাক, সুতরাং চেতন। সকল বস্তুতেই চিদনুপ্রবেশ অব্যভিচারী, যথা সদনুপ্রবেশ অব্যভিচারী। সৎ যেমন, অসৎ কিছু না থাকায়, অদ্বন্দ্বিত; তথা চিৎ অ-চিৎ কিছু না থাকায় অদ্বন্দ্বিত, absolute। একই দেশে দুই রাজা হয় না। সমান সৎ একটি absolute, এবং সমান চেতন পৃথক অপর একটি absolute—এরূপ হয় না; হইলে প্রত্যেকে অপরের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া absolute হওয়ার ব্যাঘাত করিবে। সুতরাং বুঝিতে হইবে যে, একই অদ্বয় অদ্বন্দ্বিত absolute বস্তুর দুইটি পৃথক নাম মাত্র—সৎ ও চিৎ।

সর্ব্বত্র সদনুগতি অপেক্ষা **চিদনুগতি দেখিতে পাওয়া কিঞ্চিৎ কঠিন;** স্থলবিশেষে ভ্রমে বোধ হইবে যে অত্র ত চিৎ-প্রবেশ নাই। কিন্তু সুবিচারে চিৎ ধরা পড়িবেই।

দেখ, বাঙ্গালী বিহারদেশীয় লোকের সহিত কথালাপ করে; তজ্জন্য উভয়ের বোধগম্য একটা ভাষা আছে; বিহারী কাশীবাসীর সহ সেইরূপ উভয়ের পরস্পর-পরিচিত ভাষাতে কথা-কাহিনী কহে। বাঙ্গালাভাষাই রূপান্তরিত হইয়া কাশীর ভাষা, পাঞ্জাবীর ভাষা ও কাবুলির ভাষায় মুখে মুখে পরিবর্ত্তিত হয়। ইতিমধ্যে বাঙ্গালা ভাষা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিহার কাশী পাঞ্জাবের ভিতর দিয়া এতটা পরিবর্ত্তিত হইয়াছে যে, পাঠানীতে আর বাঙ্গালাকে চেনা যায় না। বিচারবৃদ্ধ শব্দ-বিজ্ঞান-বিদ্ কিন্তু বাঙ্গালাকে সুদূর কাবুলেও চিনিয়া লয়।

ঋষি নামক দ্রষ্টাগণ কূর্ম্ম-বরাহেও ভগবানকে সুস্পষ্ট সাক্ষাৎ দেখিয়া থাকেন। তৃণ গাভীপ্রবিষ্ট হইয়া দুগ্ধ; দুগ্ধ বালকগত হইয়া তত্র মধুর হাস্য; সেই হাস্য জননীর নয়নপথগামী হইয়া মাতার উল্লাসরূপে ক্রমে পরিণাম প্রাপ্ত হয়। বিবেচক ব্যক্তি উল্লাসের আদি-উপাদান তৃণকে উল্লাসে বুঝিয়া লয়।

ডিম্ব হইতে কীট, কীট হইতে প্রজাপতি হয়। বিনা-বিচার সহজ দৃষ্টিতে ডিম্বকে প্রজাপতিতে ধরা যায় না, অথচ উভয় বস্তুই এক।

জল বরফে কঠিন হয়, ইক্ষুতে মধুর, নিম্বে তিক্ত হয়—বৈজ্ঞানিক সর্ব্বত্রই উদাসীন স্বভাব-তরল জলকে দর্শন করে।

মিশ্রি-নির্ম্মিত বৃশ্চিক পাইলে—চক্ষুদ্বারা না হউক—রসনাদ্বারা বৃশ্চিক ও বৃশ্চিকাংশ বিষে মিশ্রির পরিচয় পাওয়া যায়।

আইস, আমরা যাহাকে অচিৎ, জড় বলিয়া বুঝি, তাহাতে নিপুণ দর্শনে চিৎকে বুঝিয়া লইব। দেখিতে হইবে যে, বস্তুমাত্রেই, অস্তিত্বের মত, চিৎ-ও অব্যভিচারী। আমরা যত্ন করিয়াও চিৎ-এর অভাব ঘটাইতে পারি না।

জীবন্ত দেহে চিদ্ব্যাপ্তি আছে; তত্র অগ্নিযোগে জ্বালা, শীতল স্পর্শে রোমাঞ্চ, তীব্রালোকে চক্ষুপীড়াদি—চিদ্ব্যাপ্তির লক্ষণ। দেহ বর্দ্ধমান; বৃদ্ধিশীলতাও চিদ্ব্যাপ্তির লক্ষণ। বর্দ্ধমান দেহে নখ লোম বর্দ্ধমান, এবং বর্দ্ধমান বলিয়াই নখ লোমও চিৎযুক্ত। কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, নখ লোমের স্থলবিশেষে অস্ত্রাঘাত করিলে বেদনা অনুভূত হয়, স্থলবিশেষে হয় না। তবে কি একই নখ লোম স্থলবিশেষে চিৎ ও স্থলবিশেষে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অ-চিৎ? বোধ হয় যেন বেদনালক্ষণে লক্ষিত চিৎ হঠাৎ লুপ্ত হইয়াছে। কিন্তু ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে, বুদ্ধিশীলতাও উত্তম চিৎ-চিহ্ন। যদ্যপি বেদনা-লক্ষণ গুপ্ত হয় হউক, তথাপি বুদ্ধিশীলতা লক্ষণেই সমগ্র নখ-লোমে বরাবর চেতনা স্বীকার করিতে হইবে।

জাগর হইতে হঠাৎ স্বপ্নপ্রয়াণ-সময়ের অত্যদ্ভুত অন্তরাল-অবস্থাতে চেতনাত্মাকে ধরা যায় না, কিন্তু অন্তরাল-অবস্থাতে চেতনা আমি ত বর্ত্তমানই, সন্দেহ নাই। স্থূলদৃষ্টিতে গোময়কে অ-চিৎ বুঝিলেও তত্র বৃশ্চিকাদির উৎপত্তি দেখিয়া নিহিত চিৎকে বুঝিতে হয়।

গুড়, ধান্য অচেতন বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু তাহারা সন্নিধাপিত হইয়া গুপ্ত-চেতনাকে মদশক্তিরূপে ব্যক্ত করে।

বর্দ্ধমান বৃক্ষ, বর্দ্ধমানতা চিহ্নেই চিৎ-চিহ্নিত। অধিকন্তু বুদ্ধিমত্তা-চিহ্নেও বৃক্ষ সচেতন বলিয়া প্রতিপাদিত হয়। বৃক্ষকে নিম্নমুখে বক্রবদ্ধ করিলেও বুদ্ধিমান বৃক্ষ নিজ কল্যাণের জন্য আলোকের দিকে ঊর্দ্ধমুখে আপনাকে প্রসারিত করে।

নিকটে যদি কেহ দণ্ড প্রোথিত করে, তবে বুদ্ধিমতী লতা, দূরস্থ দণ্ডাবলম্বন-চেষ্টা ত্যাগ করিয়া, পূর্ব্বগতি ত্যাগপূর্ব্বক নিকট-দণ্ডাভিমুখিনী হয়।

অগ্নি প্রজ্জলিত হইলে তত্রধাবিত বায়ুদর্শনে, অগ্নিসহ পবনের সচেতন বন্ধুতার পরিচয় পাওয়া যায়। সুদূর দেশ হইতে নদীর সমুদ্র-উদ্দেশ্যে দ্রুতগতি লক্ষ্য করিলে নদীর সোৎকণ্ঠ সচেতন সমুদ্রপ্রীতি দেখিতে পাই।

কুমুদিনী নিজ স্বামী চন্দ্রসমীপে মুক্তাবগুণ্ঠিতা। কিন্তু স্বামীর স্বামী রবিঠাকুরকে দেখিয়া সচেতন লজ্জালঙ্কৃতা কুলবধূর মত আত্ম-গোপনপরায়ণা। প্রস্ফুটিতা, যৌবনমদগর্ব্বিতা সূর্য্যমুখী, নির্লজ্জা স্বাধীন-ভর্ত্তৃকার মত, ঘুরিয়া ফিরিয়া অনবরত সূর্য্যাভিমুখে অবস্থান করে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্নিগ্ধ সুন্দর নবোঢ়ার মত লজ্জাবতীব সচেতন লজ্জা প্রসিদ্ধ বস্তু। প্রৌঢ়া পৃথিবীটিও কম পাত্র নহেন; কি জানি কোন প্রিয়জনকে স্মরণ করিয়া 'অদ্যাপি কাঁপিয়া উঠে থাকিয়া থাকিয়া'।

কঠিন পাষাণেও চিৎ আছে; পাষাণ হইতে অপূর্ব্ব সুন্দরী অহল্যা ও স্ফটিক স্তম্ভ হইতে মহারাজ নরসিংহ আপনাদিগকে ব্যক্ত করিয়াছিলেন; এবং এখনও পটে পাষাণে অঙ্কিত নরনারীর, দেব-দেবীর নীরব-মুখর মূর্ত্তি আমাদের সহ যেন কথা কহিয়াই নানা বিচিত্র ভাব জাগাইয়া, পাগল করিয়া তুলে। বসুদেবতা জগদীশচন্দ্রও তড়িৎ সাহায্যে ধাতু-পাষাণে চেতনার সন্ধান পাইয়াছেন।

নানা বিরুদ্ধ সিদ্ধান্তেও অবিরুদ্ধ চিৎকে পাওয়া যায়, যথা সৎকে বিষেও পাওয়া যায় এবং বিরুদ্ধ দুগ্ধেও পাওয়া যায়। রাজা, পথে-ঘাটে, নিশীথের সময় নিয়মিত আলোকের বন্দোবস্ত করিলে একজন বলিল যে, হইল ভাল—পলায়মান চোরকে দেখিতে পাওয়া যাইবে ও ধরিবার সুবিধা হইবে। অপর ব্যক্তি কেহ বলিল যে, ভাল হইল না; চোর আলোকে পথ ঘাট দেখিতে পাইয়া স্বচ্ছন্দে পলাইবে, স্খলিতপদ হইবে না, ধরাও পড়িবে না। সিদ্ধান্ত দুইটি উল্টা, কিন্তু বক্তা দুইজনই সচেতন।

কাহারও মতে দুষ্টের কারাদণ্ড হওয়া উচিত। কেহ বা বলে যে, তাহা ন্যায়সঙ্গত নহে; দুষ্টের কারাদণ্ড হইলে তাহার নিরপরাধ পুত্র-পরিজন রক্ষকশূন্য হইয়া বিনা আহারে কষ্ট পাইবে। নিরপরাধেরই দণ্ডবিধান করা হইবে। উভয় উকিলই সচেতন; এক চেতন, অপর জড়—এরূপ নহে।

সচেতন গৃহস্থ বলে যে, **গ্রামই বসতি ও শ্মশান উজাড়।** সচেতন সন্ন্যাসী বলে যে, গ্রামেই লোক মরে ও শ্মশানে রাশীকৃত হয়, সুতরাং **গ্রামই উজাড় এবং মর-ঘাটই বস্তি।**

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উক্তরূপে সর্ব্বত্রই চিৎ দেখিয়া লইবে। অ-চিৎ কুত্রাপি নাই। যেখানেই জড়-বুদ্ধি হইবে সেইখানেই দিখিবে যে চিৎ আছেই, প্রকট না হউক—গুপ্ত, নিহিত, নিদ্রিত। জগতে কোনও অংশই অসৎ, অচিৎ, নীরস, অনাত্মবান্ নহে।

অশক্য-নিষেধ আত্মারও, "আমির"ও—অনুপ্রবেশ বুঝিয়া লও। আত্মা অপরাজিত, নিত্য-উদিত, অনস্তমিত। **প্রত্যেক বস্তু-গ্রহণ সময়ে, প্রত্যেক বস্তুর বোধ সময়ে, তাহা "আমি"রই বোধ।** এই "আমি"টাকে ছাড়িয়া কোনও রূপে কোন বস্তু গ্রহণ বা বোধ হইবার উপায় নাই! পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, সৎ চিৎ ও "আমি" ইহারা তিন ভিন্ন বস্তু নহে; ইহারা একই বস্তুর তিন ভিন্ন নাম। এই তিনটিকে একযোগেই পাওয়া যায়, নিত্যমিলিত ইহারা, ইহাদের পরস্পর বিরহ নাই। যে-কোন বস্তু প্রসঙ্গাগত হইবে তত্র দেখা যাইবে যে, সেই বস্তুর নিমিত্তোপাদান একই বস্তু—আত্মাই বল, আর চিৎই বল, আর সৎই বল।

শিশুতে আমি, বৃদ্ধেও আমি—স্বপ্নেও সেই এক আমি—জাগরে "বিকল"-খঞ্জ নরদেহেও আমি, স্বপ্নের "সকল" সুন্দর যুবতীদেহেও আমি; পর্ব্বতে আমি, সুষুপ্তির বিদেহেও আমি, তোমাতে আমি, তাহাতেও আমি, ভ্রান্তও আমি, ভ্রমেও আমি; **যে-দুঃখ আমাকে সুখান্বেষণে উত্তেজিত করিয়া—অন্তর্য্যামী গুরুরূপ, সেই দুঃখেও আমি।** জন্মজন্মান্তরেও অমর আমিই; **একই জন্মে "মত" পরিবর্ত্তিত হইয়া কতবার জন্মান্তর হয়;** একটাকে অপরটাতে চেনা যায় না; যথা সরীসৃপ কীট হইতে খেচর প্রজাপতি—তথাই শৈশব হইতে যৌবন একটা নবজীবন; পরন্তু সকল জন্মগুলিতে মণিগণের ভিতরে সূত্রের মত আমিটা একই। যে-আমি জল দেখি, সেই আমিই জল আস্বাদ করি, সেই আমি জলের শীতলতা স্পর্শ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করি; সর্ব্বত্রই এক আমিরই প্রত্যভিজ্ঞা। মদ্বিলাসরূপ জগৎটাকে আমিই সুষুপ্তি হইতে "বিসর্জ্জন" করিয়া, আমিই সত্তা কর্জ্জ দিয়া, খাড়া করিয়াছি। আমিই—মহাজন, জগৎ—খাতক; যে দাঁড়াইয়া আছে, সে যেন "আমির" নিকট কর্জ্জ-করা টাকার বশেই দাঁড়াইয়া আছে, টাকা আদায় লইলে জগৎ নাতোয়ান, নিঃসত্ত্ব হইয়া যাইবে।

আমি মরিব, আমার স্ত্রীপুত্রাদি পরিজন ভবিষ্যতে বাঁচিয়া থাকিবে—এরূপ বলিবার জন্য বক্তা আমিই; এবং আমির স্বপ্নভঙ্গ হইবে, আমার স্বপ্নগত স্ত্রী-পুত্রাদি পরিজন প্রতিবেশী কেহই ভবিষ্যতে থাকিবে না, সকলেই আমিতে মিশিয়া যাইবে, সকলেই আমির সহ একযোগে স্বপ্নবন্ধন হইতে মুক্ত হইবে—এরূপ বলিবার জন্যও বক্তা "সেই" এক অদ্বিতীয় অমর আমিই।

প্রসঙ্গাগত একটা কথা বলিবার বড় লোভ হইতেছে। তাহা এই যে—ব্যাকরণ শাস্ত্রটি গুপ্তবেদান্ত, আত্ম-প্রতিপাদক। অহং-শব্দটি ব্যাকরণে সর্ব্বনাম; সকল নাম, নদীর মত, অহং-সমুদ্রে প্রবেশ করে; যদু, রাম, শ্যাম যাহাকেই জিজ্ঞাসা কর, কে তুমি? প্রত্যুত্তরে সেই বলিবে যে, "আমি"। ব্যাকরণ আরও বলে দেখ "শ্রেষ্ঠ" পুরুষটির নাম "উত্তম" পুরুষ, অহং। ব্যাকরণে বিসর্গকে ('বিসর্গ' অর্থে বেদান্তে সৃষ্টি বুঝায়) আশ্রয়স্থানভাগী বলা হয়; তাহাই ত বটে। জগৎ-বিসর্জ্জনটি অর্থাৎ দূর-নিক্ষেপটি "ইব"মাত্র; বিসৃষ্ট জগৎটি আমির দূরস্থ নহে, ইহা মদাশ্রয়ভাগী, সৎপ্রতিষ্ঠ, চিৎ-ঘনিষ্ঠ রসতরঙ্গ।

জগতের নিমিত্তোপাদান সৎ হওয়ায়—ও সৎ, চিৎ, আত্মা, আনন্দ একই বস্তুর চারিটি ভিন্ন নাম হওয়ায়, প্রত্যেক বস্তুতেই আনন্দকেও অব্যভিচারী পাওয়া চাই। দেখাইতে হইবে যে, কুত্রাপি আনন্দের ব্যভিচার বা অভাব নাই, জগৎটা সর্ব্বতোভদ্র, কোন অংশে অভদ্র নহে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দুঃখ-শয়তান বলিয়া কোনও কিছুর বোধ হইলে সূক্ষ্ম বিচারে দেখিয়া লইতে হইবে যে তাহা ভ্রম মাত্র। দুঃখ-শয়তান রসেরই বিশিষ্ট জমাট আকার; মিশ্রির বাঘের মত চক্ষু-প্রমাণে ব্যাঘ্র দেখিয়া ভয় হইলে চলিবে না, অন্য প্রমাণ-প্রয়োগে তাহার রসতরঙ্গের পরিচয় পাইতে হইবে; বিচার-লেহনে তাহার মধুরত্ব অনুভব করিতে হইবে।

জগতে সৎ-চিৎ-আত্মার প্রবেশ যত সহজে বুঝিতে পারা যায় তত সহজে রসব্যাপ্তি বুঝা যায় না। সুতরাং শয়তান সম্বন্ধে নানা ব্যক্তির নানা মত শিশু-জিজ্ঞাসুর কোমল মতিকে ব্যাকুল করিয়া রাখিয়াছে। "অনন্যসহায়, এক অদ্বিতীয়, রস-বস্তুই যে নিজে নিমিত্তোপাদান হইয়া এ জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন এবং সুতরাং সমস্ত জগৎটাই যে রসময়"—সৃষ্টির এই মৌলিক রহস্য লক্ষ্য না করিয়াই, হতভাগ্য পূর্ব্ববৃদ্ধগণ ও তদুপদিষ্ট হতভাগ্য আমরা, দুঃখকে সত্য বাস্তবিক "দুঃখরূপ" মানিয়া, তদুচ্ছেদের জন্য বিস্তর কিন্তু নিস্ফল প্রয়াস করিতেছি। কেহ বা যেন তেন প্রকারেণ স্রক্‌চন্দনবনিতা-সংগ্রহে উদ্যম করিতে বলেন, কেহ বা স্বর্গাদি প্রলোভনে দুঃখভোগকালেও নীতি-প্রতিপালন উপদেশ করেন, কেহ বা প্রাণায়াম দ্বারা মস্তিষ্ক মধ্যে সঞ্জাত CO_2, বা খরিদা অহিফেন সাহায্যে, দীর্ঘ নিদ্রানয়ন করিয়া দুঃখ হইতে দূরে থাকিতে পরামর্শ দেন। বুদ্ধ বুঝিয়াছিলেন যে, দুঃখ হইতে চিরকালের জন্য দূরে থাকা অসম্ভব; দীর্ঘ সমাধিরও ব্যুত্থান আছে। তাহাই তিনি দুঃখবধের কোনও কৌশল আবিষ্কার করিতে অসমর্থ হইয়া, দুঃখের ভোক্তা আমাকেই বধ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। কিন্তু মৃত্যুঞ্জয় অমর আমি মরে নাই।

ঘোর অন্ধকারে সুপ্রভাতের মত, ভূতভয়-ভীতের পক্ষে শ্রীরামের মত দুইটি পরমদয়াল অনাথবন্ধু—শয়তান যে শয়তানই নহে, পরন্তু পরম সুন্দর, এই সুমঙ্গল ঘোষণা করেন। তাহাদের মধ্যে একজন বৈদান্তিক ও আর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

একজন প্রীতি-মন্ত্রের উপাসক ভক্ত। বৈদান্তিক ও ভক্ত উভয়েই বলেন যে, দুঃখকে তাড়াইতে হইবে না, বধ করিতে হইবে না। দুঃখ-সর্প যে নাই-ই এবং সুখ-রজ্জুই যে আছে, তাহাই বুঝিতে হইবে। রাক্ষসকে খড়ের ও দুরন্ত রাবণকে অভিনয়ের, ও বিরহ-জ্বালাকে পরম উপাদেয় বলিয়া অপরোক্ষ করিতে হইবে। প্রথমতঃ বিচার-দৃষ্টিতে উত্তম পরোক্ষ করা চাই যে, যাহাকে দুঃখ ভাবিতেছিলাম তাহা ত' দুঃখ নহে, তাহা আনন্দই বটে। দেখিতে ভয়ঙ্কর হইলেও ছুরিকা ভয়ঙ্কর ত' নহে, বিচার-লেহনে দেখিতেছি যে, ইহা মধুর, মিশ্রি—ইহা মিশ্রির ছুরী। তেঁতুল ত' নিন্দ্য টক নহে; ইহার আস্বাদ দূরে থাকুক, ইহার স্মরণেই যখন রসনা রসাল হয়, তখন ইহা মিষ্টই এবং উপাদেয়। উত্তমরূপে পরোক্ষচর্চ্চা-অভ্যাসে জগতে দুঃখরূপত্বের অভাব ও রসরূপত্বের সদ্ভাব অপরোক্ষীকৃত হইবে। ইহাই বৈদান্তিক ও ভক্ত-লিখিত সুসমাচার।

আত্মাতে আনন্দ আছে। আনন্দই ত আত্মার ধাতু, যথা জলই বরফের ধাতু। পঞ্চদশী-কার গ্রন্থারম্ভেই মঙ্গলঘট-স্থাপনের মত আত্মার আনন্দরূপত্ব উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন "অয়মাত্মা পরানন্দঃ পরপ্রেমাস্পদং যতঃ।" বৃহদারণ্যকে মৈত্রেয়ী-সংবাদে যাজ্ঞবল্ক্য বলেন যে, "নবা অরে সর্ব্বস্য কামায় সর্ব্বং প্রিয়ং ভবতি আত্মনস্তু কামায় সর্ব্বং প্রিয়ং ভবতি" [বেদান্তে এই আত্মার নাম "আমি", কিন্তু ভক্তিশাস্ত্রে ইহার নাম "তুমি" বা "তিনি"]। এমন কি যে আত্মহত্যা করে সে আত্মপ্রীতি-বশতঃই করে; দেহসংযোগে আত্মা কষ্ট পাইতেছে, সেই সম্বন্ধ উচ্ছেদ করিলে আত্মা হয়ত সুখী হইতে পারিবে, এই বিবেচনায় সে দেহের উপর বিদ্বেষ ও আত্মার উপর প্রীতি ধরিয়াই, দেহ নাশ করে।

প্রসিদ্ধ আছে যে দুঃখিনী বৃদ্ধা মৃত্যুর বাঞ্ছা করিয়া যমকে আহ্বান করিয়াছিল এবং তাহার দেখাও পাইয়াছিল। কিন্তু স্বভাবসিদ্ধ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আত্ম-প্রীতিবশতঃ কাঠের বোঝা তাহার স্কন্ধে উঠাইয়া দিবার জন্যই যমকে অনুরোধ করিয়াছিল! মরিতে চাহে নাই।

সাবিত্রীরও নিজ প্রাণেই মমতা ছিল। নিজে মরিবার উদ্যোগ আয়োজন বা ইচ্ছা করে নাই। নিজভোগ্য সত্যবানকে বাঁচাইয়াছিল।

আমার ব্যাধি না হয়, পুত্র পরিবার সুখে বাঁচিয়া থাকুক—ইত্যাদি চিন্তার সারভাগ ও উদ্দেশ্য এই যে, তবে ত' আমি "সুখী" হইব।

পরামাণিক না আসায় শ্মশ্রুকণ্টক তীক্ষ্ণধার হইয়াছে। তদবস্থ পিতা বা ভর্ত্তা শিশু-পুত্রের বা উপযুক্ত ভার্য্যার সুকুমার বদন-চুম্বন-কালে স্পষ্টই দেখিতে পায় যে, শ্মশ্রুকণ্টক-আঘাতে শিশু ক্রন্দন করে, ভার্য্যার আঁখি ছলছল হয়; কিন্তু তথাপি "আত্মানন্দী" পিতা বা ভর্ত্তা নিরদয় চুম্বনে বিরত হয় না।

শ্রীগোবিন্দ দুর্য্যোধনের প্রস্তুত স্বর্ণপাত্রে ঘৃতান্ন ত্যাগ করিয়া দরিদ্র বিদুরের ক্ষুদ্রান্ন স্বীকার করেন। সুতরাং দারিদ্র্য হেন কুৎসিত বস্তুকেও সৌভাগ্য বলিয়া স্বীকার করিতে হয়।

পাঠক-পাঠিকা, আইস, অকপটে বুঝিয়া লও যে, দারিদ্র্য দুঃখরূপ নহে। তাহা যদি হইত তবে দারিদ্র্য-মোচন হইলে লোকে সুখী হইত। অনেক দরিদ্র ধনী হইয়াছে। কিন্তু তাহারা কেহই ত' সুখী হয় নাই। এই কথাটা বুঝিতে পারিলে দরিদ্রের সংসার যে দারিদ্র্যবশতঃই বিষময় এরূপ ভ্রান্ত প্রবাদে আস্থা কমিয়া যাইবে। মনের মধ্যে একটা সুখময় জোয়ার আসিতে পারিবে। দেখ নাই কি যে, মাঘমাসের শীতে বৃষ্টিতে ভিজিয়া কম্পমান দরিদ্র গরুর গাড়ীর গাড়োয়ান "বতা দে সখী কোন গলিমে গিয়া মেরে শ্যাম" গীত গাহিয়া থাকে; "মনে কর শেষের সেদিন ভয়ঙ্কর" গীত ত' সে গাহে না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাঘে আনন্দ আছে, বাঘের শিশু এবং কুটুম্বিনী পরম উৎসাহে ঊর্দ্ধলাঙ্গুল হইয়া বাঘকে আলিঙ্গন করে। নরসিংহকে দেখিয়া ব্রহ্মা শিব ভীত হয়েন বটে, কিন্তু সন্তান প্রহ্লাদ সহজ সহাস্যবদনে প্রিয়-পিতা নরসিংহের ক্রোড়ে বিনা দ্বিধায় সহজেই উঠিয়া যায়। আমরাও ত' অবকাশ পাইলেই চিড়িয়াখানায় যাইয়া পিঞ্জরবদ্ধ সুশ্রী বাঘকে আদরের সহিতই দেখিয়া লই।

প্রতিবিম্বকে বালক ত' ভালবাসেই। প্রবীণ আমরাও কেশবিন্যাস-কালে ইচ্ছা করিয়া নিজমুখে হাস্যতরঙ্গ উঠাইয়া, নানা মুখভঙ্গী করিয়া, দর্পণগত প্রতিবিম্বকে সুন্দরতর করিবার চেষ্টা করি, এবং সুন্দরতর করিবার চেষ্টা করিয়া প্রতিবিম্বের প্রতি যথেষ্ট ভালবাসারই পরিচয় দিয়া থাকি।

সময়ে সময়ে বাজারে তিক্ত উচ্ছে না মিলিলে দুঃখিত হই, এবং লঙ্কা যতই বিষম ঝাল হয় ততই তাহাকে মিষ্ট বলিয়া স্বীকার করি।

ঘোর বাদলে বিদ্যালয় গমন হইতে অব্যাহতি পাইয়া কৃতজ্ঞ বালকগণ বৃষ্টিতে ভিজিয়া বৃষ্টির ও নিজের অতিশয় সন্তোষ-বিধান করে; এবং পরমারাধ্যা সহজপ্রেমবতী গোপীগণ ভরা-বাদলে, মন্দির শূন্য না থাকিলে, স্বার্থপর নরনারীর কল্পনারও অগোচর পরমানন্দ মহোৎসব অনুভব করেন।

রোগকেও ভালবাসিবার লোক আছে। চিকিৎসক রোগকে ভাল-বাসে এবং নগরে রোগ কম হইলে সীজন্ টাকে "মন্দই" বোধ করেন। ইহা একটা কম কৌতুক নহে। দুর্ভিক্ষকে ভালবাসে তণ্ডুলব্যবসায়ী, গোলাজাত চাউল দরে বিক্রয় করিয়া লাভবান হইবার জন্য।

চা খুব গরম হইলে এবং বরফে যদি পীড়াদায়ক শীতলতা হয়, তথাপি গরম চা ও ঠাণ্ডা বরফ ভালই বুঝি।

৮

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মৃত্যুকেও ভালবাসে এমন লোক দেখা যায়। যাপ্য ব্যাধিগ্রস্ত, অপমানিত, শোকসন্তপ্ত ব্যক্তি মৃত্যুকে বন্ধু মনে করে। শোকগ্রস্ত উচ্চ ক্রন্দনে যে একটা কিম্ভূত সুখাস্বাদ করে তাহা ভুক্তভোগীর অগোচর নাই।

আমরা রঙ্গালয়ে 'সীতার বনবাস' 'নীলদর্পণা'দি অভিনয়, অত্যন্ত আদরের সহ, অর্থব্যয় ও পরিশ্রম স্বীকার করিয়া দেখিতে যাই, বিয়োগান্ত ব্যাপার অতর্কিত পথে আমাদিগকে সুখ সমর্পণ করে সন্দেহ নাই।

জ্বরও ভাল, বেদানা খাইতে পাওয়া যায়; দদ্রুও ভাল, কণ্ডুয়নে সুখ আছে। বিষও ভাল—কবি-সমাদৃত, রসরূপ বিরহজ্বালাকে আমাদের কতকটা বোধগম্য করিয়া চরিতার্থ করে। প্রথমা প্রণয়িণীর মৃত্যুর পরিণাম অনেক সময়ে শুভই, তাহা দ্বিতীয়ার পাণিগ্রহণে বিস্তর আনুকূল্য করে। জনৈক বিধবা তাহার সদ্যকবরিত প্রিয়স্বামীর আর্দ্র গোরের উপর পাখার বাতাস করিতেছিল। তাহার স্বামী মৃত্যুর পূর্ব্বে তাহাকে অনুরোধ করিয়াছিল যেন গোর শুষ্ক হইবার পূর্ব্বেই বিধবা না বিবাহ করে। কৃতজ্ঞ বিধবা স্বামীর মৃত্যুকে আনন্দরূপই বুঝিয়াছিল, এবং কবর না শুষ্ক করিয়া দ্বিতীয় বিবাহ করিলে স্বাধীনতা-দাতা স্বামীসম্বন্ধে পাতিব্রত্য-বিরোধী ঘোরাপরাধ হইবে ভাবিয়াছিল। পদাঘাত শিশুকৃত হইলে জননী তৃপ্ত হন, এবং নখাদিক্ষত প্রিয়কৃত হইলে বিষাদের পরিবর্ত্তে হর্ষেরই উদয় হয় জানিবেন। সে হর্ষ উচ্ছৃঙ্খল, এবং বলিয়াই অপরূপ। সখিগণের সস্নেহ বিদ্রূপ-উক্তি যে পরিতোষকর উচ্ছৃঙ্খল তাহা অনেকেই জানেন।

ভ্রমও রস। মদিরাপানে দরিদ্র আবুহোসেন আপনাকে বাদসাহ মনে করিয়া সুখ পাইত, তাহাই সে জানিয়া শুনিয়া—বাদসাহ-ভ্রম হইবে বলিয়াই—ইচ্ছা করিয়া নেশা করিয়া ভ্রম স্বীকার করিত।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গালিও রস। বিবাহসময়ে গালি বিখ্যাত মধুর। দুঃখ যদি কোথাও থাকে তবে তাহা এই যে, সেই মধুর গালিবর্ষণ ঘন ঘন মনুষ্যের দগ্ধ অদৃষ্টে ঘটে না।

দিঙ্মোহেও রস—বিস্ময়-রস। আর বিস্ময়-রস বালিকা-বধূর। ধূমধাম-সমারোহ-আয়োজনে সংগৃহীত বৃহৎ সুন্দর বরকে, বালিকা-বধূ পুতুলখেলার প্রিয়সঙ্গী বুঝিতে চায়। কিন্তু সেই সুন্দরকে কুস্তীর পালোয়ান, কিম্বা নখদন্তাদিবিশিষ্ট—সুন্দর বটে—কিন্তু পুরুষ-ব্যাঘ্র দেখিয়া, বিস্ময়াকুল হয়।

যদ্যপি এই প্রবন্ধটি ভক্তিবিষয়ক নহে, তথাপি ভক্তির কথা কিছু বলিব ; বলাটা উচিত বলিয়াই আমার মনে হয়। অবশ্য ইহাও প্রকাশ রহিল যে, উপস্থিত আমি বেদান্তেরই উকিল ; বেদান্তের বক্তব্যটাই আমাকে নিখুঁত করিয়া বলিতে হইবে।

জগতের রসরূপ সম্বন্ধে বৈদান্তিক ও ভক্ত উভয়ের একমত। **"যথাপ্রাপ্ত" জগতে দুইজনই বৈরাগী।** বাল্যকালে আমরা জগৎকে যেভাবে দেখিতাম বয়োবৃদ্ধি সহকারে "সেই" জগৎকে আমরা ভিন্নরূপে দেখি। অভিনয়কে সত্য বুঝিতাম, এখন বুঝি না। পুতুল ভাঙ্গিয়া গেলে বালক বড়ই ক্রন্দন করে, বাবা তুচ্ছ বস্তুর জন্য ততটা অনাবশ্যক প্রচুর কান্না দেখিয়া হাস্য করে ; বালক মনে করে যে, বাবা কি আহম্মক, আমার এতবড় ক্ষতি হইল, বাবা তাহা বুঝিতে পারিল না। সেই বালকই বাবা হইয়া নিজ পুত্রের খেলনা-ভঙ্গে বিলাপ দেখিয়া হাস্য করে। আমরাও বালক। আমাদেরও পুতুল আছে, যথা প্রিয় পুত্র, সখের কুকুর। তাহা ভাঙ্গিলে আমরা কাতর হই। তখন বেদবিৎ সমদর্শী পণ্ডিতগণ হাস্য করেন ও আমাদের সান্ত্বনার জন্য রোচক ভয়ানক যথার্থ কথায়, যথাধিকার উপদেশ দেন। আমরা "যথাপ্রাপ্ত" জগতে ভাল-মন্দ,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হিতাহিত, শ্লীল-অশ্লীল, সুখ-শয়তান দেখি। আমরাই পরে বিচার দৃষ্টিতে যথাপ্রাপ্ত জগৎকে রসনিমিত্ত রসোপাদান বলিয়া পরোক্ষ করিব। শয়তানকে অভিনায়িক কৃত্রিম রাক্ষস এবং রসপোষক বুঝিব। বিরহ যে গরল নহে, স্বাদু সুধা তাহা বুঝিতে পারিব। ছেলেকে প্রিয় ও শত্রুকে দ্বেষ্য বুঝিব না। পুত্র শত্রু উভয়কেই রসনির্ম্মিত, মিছরি জমাট আকারবৎ দেখিব। তবেই হইল যে, সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম। এই যে নূতন ভাবে জগৎকে দেখা, তাহাই, ইতঃপূর্ব্বে-দৃষ্ট উক্ত "যথাপ্রাপ্ত" সুখ-শয়তান-যুক্ত জগতে বৈরাগ্য, অমনোযোগ, অনভিনিবেশ। ইহা পূর্ণ ভোজনের পরে অন্নে, কামতৃপ্তির পরে পরস্পরে, বা শ্মশানে উপস্থিত হইয়া সংসারে বৈরাগ্যের মত অবিচারিত, তুচ্ছ, ক্ষণস্থায়ী বৈরাগ্য নহে। ইহা বিচারনিষ্পন্ন সুদৃঢ় বৈরাগ্য। এখন কথাটি এই যে, কিং কর্ত্তব্যমতঃপরং! **নূতন ভাবে যে জগৎ-দর্শন হইতেছে, সেই জগতেও বৈরাগী হইতে হইবে, কি অনুরাগী হইতে হইবে?** এবং সেই অনুরাগই বা কিরূপ? অত্র বিচিত্র জগতের রসময়ত্ব বুঝিবার পরে পণ্ডিতগণের মধ্যে বিবাদ কলহ হইয়া দুইটি দল পাওয়া যায়। **ঘোর বৈদান্তিক এবং ঘোর ভক্ত।** ঘোর বেদান্ত বলে, জগৎ উড়াইয়া দাও। ঘোর ভক্তি বলে যে, যদি জগৎ রসরূপই হইল তবে তাহাতে বৈরাগ্য অভ্যাস করা হইবে না, তাহাতে নিরতিশয় অনুরাগীই হইতে হইবে। (জীবগোস্বামী সঙ্কেত করিয়াছেন যে, ঘোর বৈদান্তিক ও ঘোর ভক্ত মিলাইয়া, অদ্বয় সুষুপ্তি ও সদ্বয় জাগর-স্বপ্ন একত্রীভূত করিয়া তবে পূর্ণতত্ত্ব, পূর্ণসত্য পাওয়া যায়। তাঁহার কথা শুনেই বা কে, বুঝেই বা কে? তেমন ভাগ্যবান ব্যক্তি বড় বেশি পাওয়া যায় না।) কে সত্য? ঘোর ভক্ত, না ঘোর বৈদান্তিক? এই প্রশ্নের মীমাংসা যাহাই হউক ইহা সত্য বটে যে, সত্যটা বড় ঠিক্‌ঠাক্, কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হইলে তাহা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"সত্য" হইবে না। "A miss is a mile"—বন্দুকের গুলি কানের নিকট দিয়া যাওয়া আর লক্ষ্য মস্তকের এক মাইল দূর দিয়া যাওয়া দুইই সমান-বিফল, দুইই মিথ্যা। মথি ষোড়শাধ্যায়ে বলিয়াছেন যে soul অর্থাৎ সত্যটি সমস্ত জগদাধিপত্য হইতে বড়। ঘোর বৈদান্তিক ও ঘোর ভক্তের বিসম্বাদের হস্ত হইতে সেই soul-টার উদ্ধার না হইলে আর রক্ষা নাই। কে বা উদ্ধার করে? গ্রন্থকার ত "মত" উদ্ধার করিতে ব্রতী মাত্র; soul উদ্ধার করার ভার লইতে অযোগ্য ও অনিচ্ছুক। Soul-উদ্ধার ব্যাপারটি গুরুতম। ইহা ডিটেক্‌টিভ গল্পের মত সাময়িক চিত্ত-বিনোদকর নহে। একদিন হঠাৎ ভ্রমণকালে বাতায়নপথে, বা ঝটিকার সময় গ্রামের উপকণ্ঠে জীর্ণ শিবমন্দিরের ভিতরে, একখানা চাঁদবদন দেখিয়া কোনও অপক্কমস্তিষ্ক, ঈষৎ-গোঁফের-রেখা, বালক-যুবা-দ্বারা সেই চাঁদবদনের স্বত্বাধিকারিণীকে, ক্ষুদ্র মানব-জীবনের ক্ষুদ্রাংশ-যৌবনের জন্য, ঔপন্যাসিক বিবাহসূত্রে হস্তগত করিয়া জীবন সার্থক করার মতও নহে। ইহা গুরুতম। ইহার আলোচনায় সাবহিত মনোযোগ আবশ্যক।

যথাপ্রাপ্ত সুখ-শয়তান-সম্বলিত জগৎটা যেন পর্ব্বতের উপত্যকা। যাহারা জগৎকে রসময় বুঝিল, তাহারা যেন যথাপ্রাপ্ত জগতে উদাসীন। বৈরাগী হওয়াটি যেন যথাপ্রাপ্ত জগৎত্যাগ ও হিমাচলের কিঞ্চিৎ ঊর্দ্ধদেশে গমন। তত্র যেন দুইটি পথ। একটি হিমাচলের সর্ব্বোচ্চ-শৃঙ্গ বদরিকার পথ, অপরটি যেন কেদার-শৃঙ্গের পথ; কেদার-শৃঙ্গটি সমুদ্র-পৃষ্ঠ হইতে বদরিকা-শৃঙ্গের তুল্যই উচ্চ। বদরিকা যেন বেদান্ত, নিরতিশয় অদ্বয়, অভয়, সমান-রস, সুষুপ্তি, সমাধি। কেদার যেন সদ্বয়, কিন্তু রসময়, স্বপ্ন-জাগর। বদরিকা নিরাকার, কেদার যেন প্রিয়দেবতা, প্রিয় বলিয়াই দেবতা—পরমসুন্দর, বিগ্রহবান্, সপরিবার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লীলাসক্ত। এই পথিসন্ধিতে কলহ; **কেহ অদ্বয়-অভয়ে পক্ষপাতী, কেহ বা লীলাবিগ্রহ সামীপ্যলোভী।**

অপক্ষপাতী, অলোভ, নিরপেক্ষ লোককে যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন যে বদরিকা ভাল, কি কেদার ভাল? তবে সে উত্তর দিলে হয়ত বলিবে, দুই-ই ভাল; না হয় উত্তর দিবে না; উত্তর দেওয়া যে কঠিন তাহা স্বীকার করিবে; ও উল্টা প্রতিপ্রশ্ন করিবে যে, ওহে প্রশ্নকর্ত্তা, বল দেখি,—বাবা বড়, কি মাতা বড়? বল ত তোমরা, "কাকো বন্দো কাকো নিন্দো? দুনো পাল্লা ভারী।" পিতামাতা উভয়েই যখন আমাদের পূজ্য, কি করিয়া ছোট-বড় করা যায়? তাঁহাদের কে বড়, কে ছোট—তাঁহারাই জানেন, হয় ত তাঁহারাও জানেন না। পাঠক-পাঠিকা গ্রন্থকারের "মত" জিজ্ঞাসা করিও না। ভক্তির মরমের কথাটি লঘুকলেবরে উল্লেখ করিয়া, সে যে বেদান্তের brief লইয়াছে, গ্রন্থকারকে সেই বেদান্তের বিস্তারিত ঘোষণা করিতে দাও। গ্রন্থকার উপস্থিত ক্ষেত্রে ভক্তির অনুরোধ রাখিতে পারিবে না। পাঠক-পাঠিকার ইচ্ছা হয়, তাঁহারা ব্রজবিলাস-সম্পত্তির মহাজনগণের পুস্তকাদি পাঠ করিয়া আপনাদিগকে কৃতার্থ করিয়া লইতে পারেন। গ্রন্থকার হাতের তাস দেখাইতে প্রস্তুত নহেন।

বেদান্ত বলে যে, নূতন ভাবে জগৎকে শয়তানী-বর্জ্জিত রসরূপ দেখিবার পরে, যাহাতে ইহার অত্যন্ত অদর্শন, ভান-রাহিত্য ও উচ্ছেদ হয়, তাহাই করিতে হইবে। নচেৎ পুনরায় পূর্ব্ববৎ কোনও কারণে এই জগতে হয় ত "অভিনিবেশ" হইবে; শয়তান না থাকিলেও শয়তান আছে এরূপ ভ্রম—এবং সুতরাং আপদ হইবে। অভয় অদ্বয় আত্মাতে প্রতিযোগী দ্বৈতরূপ শক্তি কিছু নাই, এবং যদিও বা থাকে তাহাকে বিনাশ করিতে হইবে। নচেৎ শক্তি আবার জগৎ সৃষ্টি করিয়া মজাইবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভক্ত বলে না, না, না। অদ্বয় আত্মাতে শক্তি আছেই, আত্মা শক্তিমান। 'শক্তিশক্তিমতোরভেদাৎ'—তত্ত্ব অদ্বয়ই, অভয়ই, পরমানন্দই। অগ্নির দাহিকা-শক্তি বলিলে অদ্বয় অগ্নিই বুঝায়, অত্র ষষ্ঠী-বিভক্তি দুইটি বস্তু দেয়ও, এবং দেয়ও না। অগ্নি হইতে দাহিকা-শক্তিকে সাক্ষাৎ পৃথক করা যায় না, অথচ কল্পনায় পৃথক ভাবিতে পারা যায়। **কল্পনাই শক্তি**। গোবিন্দ ও ঠাকুরাণী, তথা শিব-সোহাগিনী কালী ও শিবজী—inseperable হইয়াও, নিত্যমিলিত হইয়াও—**কল্পনায় পরস্পর পৃথক্ হইয়া লীলা করেন**। পৃথক হওয়াটা নিত্যমিলিতের যেন বিরহ, পরস্পর দূরে অবস্থান। দূরত্বের মাত্রা অল্প হইলে, ক্রীড়া-কৌতুক সময়ে বিরহের নাম মিলন। দূরত্বটা কিছু বেশি-পরিমাণ হইয়া পরস্পর-অদর্শন তক হইলে বিরহের নাম বিরহ; সেই বিরহে বড় জ্বালা। বিরহান্তে, নিত্যমিলিতের যেন নূতন মঙ্গলমিলন কল্পিত হয়। পরে পুনরায় বিরহ, পুনরায় মিলন—এই চিরন্তন কুশলধারাটি, বিবাহিতের মিলনের মত একঘেয়ে, নির্বিঘ্ন, উৎসাহশূন্য, নিত্যমিলনকে নিত্য-তাজা, নিত্য-নূতন করিয়া, বিঘ্নবহুল সুতরাং দুর্লভ, পরমানন্দরূপে সুব্যবস্থিত করে; বিরহই ত রসসার। স্বকীয়াতে পরকীয়াভিনয়ই বিরহের আকর এবং বিরহই পরমানন্দ। অনন্যশরণ শ্রীমদ্‌ব্রজসুন্দরীগণের কৃষ্ণ-বিরহে যে বিষবৎ তীব্রোৎকণ্ঠা, ও মিলনে গোবিন্দকণ্ঠলগ্নাগণের যে কিম্ভূত, অলৌকিক, বাষ্পাকুল, রুদ্ধকণ্ঠ, অলসানন্দ—তাহা সাধারণের বুদ্ধি-বচনাতীত, কিন্তু কৃপানুগৃহীত প্রীতি-দীক্ষিতের "সহজ"-প্রতীত। বিরহ-পীড়ার হৃৎকম্পান্দোলনই, ঠিক তদবস্থ থাকিয়াই, সুখ-মিলনের হৃৎকম্পান্দোলনে পরিণত হয়। গোষ্ঠগত গোবিন্দের অদর্শনে, বা সুন্দরের উদ্দেশে অভিসারিকার ত্বরিত গমনকালে, প্রতিদিন ক্ষুদ্র বিরহে পলকে প্রলয়-জ্ঞান, ও মিলনের শুভসংঘটনে দীর্ঘকালে স্বল্প-বোধ,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিরহের অসহ্য জ্বালা এবং প্রিয়মিলনের অসহ্য পরমানন্দ এবং ইহার পৌনঃপুন্যই ভক্তি-মর্ম্ম। ভক্তিতে, ব্রহ্মসমাধি না হউক—সুষুপ্তি মহাপাপ বলিয়া পরিগণিত। গোপী কি স্বপ্নে, কি জাগরে, হয় গোবিন্দ সমীপবর্ত্তিনী, না হয় বিরহকালে গোবিন্দ-গুণকীর্ত্তনে বা গোবিন্দের জন্য পুষ্পহাররচনায় তচ্চিন্তাপরায়ণা। অষ্টপ্রহর তাহাদের মন গোবিন্দলগ্ন। গোপী অষ্টপ্রহর গোবিন্দকে চায়; কি স্বপ্নে কি জাগরে, হয় গোবিন্দকে সমীপে পাইতে চায়, অথবা অদর্শনে তচ্চিন্তায় মগ্ন থাকিতে চায়; সুষুপ্তিকে বা গোবিন্দ-চিন্তা-রহিত কালকে, মুহূর্ত্তমাত্র হইলেও, হত বিধাতার নির্দ্দয় নিগ্রহ মনে করে। বিরহে অশ্রু, মিলনেও অশ্রু। এবং এক কথায় সমগ্র ভক্তিশাস্ত্রের সার সর্ব্বস্বটি বলিতে হইলে ইহাই বলিলে যথেষ্ট হয় যে, **গোবিন্দ চক্ষুর জল ঘুচায় না, মুছায়।** নিত্য সঙ্গ দেয় না; বিরহ-বিষে কাতরা করিয়া পরে বারম্বার সঙ্গ দান করিয়া অশ্রুলাঞ্ছিত গোপী-বদন নিজ পটাঞ্চলে স্বহস্তে মুছাইয়া দেয়। প্রবীণ যথা কোন অমঙ্গল বস্তু প্রার্থনা করিলে শিশুকে দেয় না, তদ্বৎ গোপী নিত্য-মিলন চাহে বটে, কিন্তু রসপ্রবীণ রসচতুর জানে যে, তাহা কল্যাণকর সুখজনক নহে; গোপীকে নিত্যমিলন দেয় না,—বিরহে কাঁদায়, ও পরে মিলিত হইয়া আদরের সহিত নিজে গোপীর বদন পদ্মহস্তে ধরিয়া মুছায়। কথাটা আবার বলি, পার যদি বুঝিয়া লও—গোবিন্দ চক্ষুর জল ঘুচায় না, মুছায়। কথাটাতে যে কত প্রীতি, কত অনুরাগ—কথাটা যে কত মর্ম্মস্পর্শী তাহা আমরা বুঝিয়াও বুঝিতে পারি না, ইহাই মহৎ পরিতাপ। যাহা বলা গেল তাহা ভক্তি সম্বন্ধে ইঙ্গিতমাত্র জানিবেন। অবসরে ইহার অধিক বলা ঠিক নহে। অত্র বেদান্ত বলে,—বিরহ যখন জ্বালারূপ, তখন তাহা হেয়ই, অনুপাদেয়ই। তাহা হইতে অব্যাহতি পাওয়াই ইষ্ট। নিত্য-মিলনই ঘটাও; যে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কল্পনা দ্বারা বিরহ "ইব" ঘটে, সেই কল্পনার অত্যন্ত উচ্ছেদই কর, তাহা হইলে নৈরাকাঙ্ক্ষ্য হইবে; সুতরাং নূতন কোনও আকাঙ্ক্ষা-তৃপ্তির জন্য ভক্তির বা অন্য কাহারও আরাধনা বা আনুগত্য করিতে হইবে না। আমরা কল্পনা-উচ্ছেদের বৈদান্তিক প্রক্রিয়ার অবতারণা করিবার পূর্ব্বে জগতের রসরূপত্বের একটু বিস্তৃত আলোচনা করিব।

সমান আনন্দ নিজে নিমিত্তোপাদান হইয়া নানা অসমান আকারে জগৎরূপে স্বপ্রচার করিয়া, নানা বিশেষাকারে অনুগত—বিশিষ্টানন্দ আস্বাদ করিতেছেন; **এ বিষয়ে বিঘ্ন সম্পাদন করিবার যোগ্যতা কাহারও নাই।** বীর, রৌদ্র, অদ্ভুত, বীভৎস, ভয়, হাস্য, শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য এবং আদি, মধুর **সকলেই রস; নীরস কেহই নহে।**

কত যে কাল পূর্ব্বে তাহার ইয়ত্তা নাই বৃহদারণ্যক বলিয়া রাখিয়াছেন এবং আমরাও শ্রাদ্ধকালে, পড়াপাখীর মত, এখনও বারম্বার বলিয়া থাকি যে—মধু, মধু, মধু, 'মধুবাতাঋতায়তে মধুক্ষরন্তু সিন্ধবঃ' ইত্যাদি; 'মধুবাতা'-মন্ত্রোক্ত বায়ু, জল, ওষধি, রজনী, ঊষা, ক্ষিতি, আকাশ, পিতা, বনস্পতি, সূর্য্য, গাভী এবং তদুপলক্ষিত সারা দুনিয়াটা—মধু, অনুদ্বেগকর, রসরূপ।

অবশ্য কোন উপাধির নিজস্ব মধু নাই। তত্র অনুগত, আনন্দ-স্বরূপেরই দ্বারা তত্র প্রদত্ত; ন্যস্ত বিশিষ্টানন্দই মধু। মহারাজ আনন্দই উপাধিতে স্বরক্ষিত নিজানন্দকেই ভোগ করেন। অস্থিতে স্বাদু রুধির নাই; কুকুর সেই অস্থিখণ্ডটাকে সহায় করিয়া, কৌশলপূর্ব্বক তাহা চিবাইয়া নিজমুখে ক্ষত করিয়া, নিজ মুখক্ষত-নিঃসৃত নিজ রুধির পান করিয়া তৃপ্তি লাভ করে। তদ্বৎ, আনন্দ-মহারাজ অনুগত থাকিয়া, জগৎরূপ অস্থিখণ্ড কৌশলে নির্ম্মাণ করিয়া, তৎসাহায্যে নিজ সমান অখিল আনন্দস্বরূপকে টুকরা করিয়া, খিলীকৃত করিয়া, ছিদ্রবান

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিয়া, সেই ছিদ্রপথে বিশিষ্টরূপাবস্থিত, বিশিষ্টরূপে নিঃসৃত স্বানন্দকে ভোগ করেন। জগতে ত দুঃখ নাই; আছে কেবল রস এবং রস, আর রস। বুঝিয়া লও; চিনিয়া লও। আত্মা যদি তোমার প্রিয় হয় তবে তুমি আত্মাকে, আনন্দকে, তাহার সকল রকম ছদ্মবেশের মধ্যে তোমার নিজ প্রিয়রূপে নিশ্চয় চিনিয়া লইতে পারিবে। ভালবাসার দৃষ্টি বড় তীক্ষ্ণ; তাহার নিকট প্রিয় আত্মা কদাচ আত্মগোপন করিতে পারিবে না।

এক নারীর স্বামী সখের দলে, সুন্দর রাজা, কখনও বা কুৎসিত বৃদ্ধ, কখনও বা সখী সাজিত, কেহই তাহাকে চিনিতে পারিত না; কিন্তু কি রাজবেশে, কি বৃদ্ধবেশে, কি সখীবেশে, সকল নেপথ্য-রচনার ভিতরেও তাহার স্ত্রী, ভালবাসার অপরাজেয় দৃষ্টিতে, তাহাকে চিনিতে পারিত। তদ্বৎ, আমিও প্রতি উপাধিতে, প্রতি দৃশ্যে, ভাল-মন্দে, শ্লীল-অশ্লীলে, হিতাহিতে, বিষামৃতে সর্ব্বত্রই সত্ত্বদাতা, অনুগতি-হিসাবে বর্ত্তমান, আমার জীবন-সর্ব্বস্ব প্রিয়-আত্মাকে রসরূপেই চিনিয়া লইতে পারিব। কেন পারিব না?

আমার জীবন-সর্ব্বস্ব আত্মা স্ব-প্রচার করিয়া জগৎ হইয়াছেন; এই জগৎকে আমি ভালবাসিব,—আমাকে আমার মত, প্রভুকে ভৃত্যের মত, প্রিয়সখাকে সখার বা সখীর মত, পিতাকে পুত্রের মত, সন্তানকে মাতার মত, পতিকে পত্নীর মত, পঞ্চমখণ্ডের তৃতীয় পরিচ্ছেদে অমরনাথকে লবঙ্গলতার মত, এবং বলিতে কি, হয়ত ষোড়শ পরিচ্ছেদে উপেনকে ইন্দিরার মত,—হয় ত বা আরও বেশি। ভালবাসাটা সর্ব্বনেশে জিনিষ; ইহার সীমা নাই, তৃপ্তি নাই।

কেহ কেহ দুঃখ করেন যে, আমরা জন্মকাল হইতেই নিতান্ত জগতের বশীভূত, Environment-এর দাস, স্বাধীনতাহীন; কিন্তু যথা পঙ্ক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পঙ্ক হইলেও ঘৃণ্য নহে, চন্দন-পঙ্ক উপাদেয়, তদ্বৎ **পারবশ্যমাত্রেই নিন্দ্য নহে, প্রিয়পারবশ্যটি সৌভাগ্য**। জগৎটি আনন্দোপাদান ও প্রিয়জন, তাহার বশ্যতা ত শাপে বর। পিতা বা পুত্র যখন পুত্র বা পিতার আবদার রক্ষা করেন, নারী যখন পুরুষের বা পুরুষ যখন নারীর স্নেহ-সেবা করেন, তখন সেব্য হওয়া অপেক্ষা সেবক হওয়ার আনন্দ যে কতশতগুণ অধিক তাহা বুঝিয়াই সেবা করেন। **মরম ত প্রীতিতে।**

ভগবান-পদবীর ব্যক্তি না হইলে প্রিয়বশ্যতার যথোচিত সমাদর করিতে পারেন না। মহাত্মা শিবজী বক্ষোধৃত-দেবীপদকোকনদ বলিয়াই ত মহাত্মা হইয়াছেন। নিভৃতনিকুঞ্জপূজাবসানে বিদগ্ধ মাধব নিত্যই ঠাকুরাণীর প্রসাধন করিতেন; চারু চরণতল অলক্তরাগরঞ্জিত করিয়া তত্র নিজ সহস্রনাম লিখিয়া ধন্য বোধ করিতেন; এবং প্রণয়ের্য্যা-চঞ্চলা মানিনীর পদসরোজপ্রান্তে নিজাপরাধ ও দৈন্য নিবেদন করিবার শুভাবসর পাইলে ভাগ্যোদয় বুঝিয়া, বিধাতাকে আনন্দ-গদ্গদ সাধুবাদ করিতেন।

দেশী ভট্টাচার্য্যগণ বিয়োগান্ত নাটক রচনা করেন নাই। নাটক মধ্যে প্রণয়-সরোষ কলহ, বিরহ-কপটতাদি বিঘ্নের অবতারণা করিয়া, চরমাঙ্কে মিলন-গীতিই গাহিয়াছেন। সুতরাং প্রণয়-কলহ, কপটতাদি রসপোষক হিসাবে রসরূপই। ঝাল দিয়া যখন ব্যঞ্জন মিষ্ট করিতে হয় তখন ঝাল ত ঝাল নহে, মধুরই।

পরদেশী ও আধুনিক দেশী শ্রেষ্ঠ কবিগণ, রসমর্ম্ম অনতিক্রম করিয়াই বিয়োগান্ত রচনা করিয়াছেন। তাহাতে যে অশ্রু-কম্প পুলকাদির উদ্বোধন হয়, তাহা কি জানি কি কারণে অত্যদ্ভুত ধাতুগত-সুখপ্রদ। সেই রচনাগুলি বারংবার পাঠ করিয়াও পুনর্ব্বার পাঠ করিতে প্রবল উৎসাহ হয়। ললিতহৃদয়া দেস্‌দিমোনা, গম্ভীরমতি সমর্থ-নায়িকা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আয়েষা, ঈষদ্বিকশিতা অস্ফুট-সুন্দরী কপালকুণ্ডলাদি স্বয়ংপ্রভাগণ নিজ নিজ অলৌকিক লাবণ্যচ্ছটায় বিয়োগের ভীষণ তিমিরকে সমুজ্জ্বল করিয়া কি মনোহর রসরূপেই ব্যবস্থিত করিয়া রাখিয়াছেন। আমাদের রবিঠাকুরের 'উর্ব্বশী' বা 'বালিকাবধূ'ই যে চরমসুন্দর তাহা নহে, 'জয় পরাজয়ে' কবিশেখরের রাজকুমারী অপরাজিতা, 'পতিতা'তে কুমার-কিশোর-তড়িৎস্পর্শ-উদ্বোধিতা পতিতা, অসীম বেদনাময়ী নষ্ট-নীড়-গেহিনী চারুও সত্যের মত পরমসুন্দর। জগতে শয়তান নাই; জগৎটা রসময়।

কিন্তু সমূহ বিপদ এই যে, কি সুখে কি দুঃখে কি ঔদাসীন্যে সর্ব্বত্রই আনন্দানুপ্রবেশ বিচারমুখে সমর্থিত হইলেও, মন বুঝে না। পরোক্ষ জ্ঞান হইলেও অপরোক্ষ হয় না। আমরা দুঃখকে সাক্ষাৎ দুঃখরূপেই অনুভব করি, সুখরূপে অনুভব করিতে পারি না; পুঁথিগত ইলম্‌কে আমলে আনিতে পারি না। পরোক্ষকে অপরোক্ষ করা যে কঠিন তাহার দৃষ্টান্ত পূর্ব্বে দিয়াছি, যথা স্বপ্নকে ফটোগ্রাফিত করা যায় না; তেলমাখা চোরকে ধরিয়া রাখা যায় না। আরও দৃষ্টান্ত আছে; আমাদের মৃত্যু-বিষয়ে পরোক্ষ জ্ঞান আছে, যদি অপরোক্ষ জ্ঞান হয় তাহা হইলে ত আমরা নিশ্চয়ই পরীক্ষিতের মত তৎক্ষণাৎ শুকদেবকে আহ্বান করিব। তাম্বুর উপর নিশান দেখিয়া তত্র রাজার বসতি সম্বন্ধে আমাদের পরোক্ষ জ্ঞান হয় মাত্র; অপরোক্ষ রাজদর্শনের জন্য প্রহরীরক্ষিত তাম্বুর ভিতরে প্রবেশ সহজ নহে।

রাহু একটা প্রকাণ্ড মস্তক মাত্র। রাহু বড় লোভী। লোভী রাহু চন্দ্রকে গিলিয়া ফেলে কিন্তু উদরস্থ করিতে পারে না; রাহুর ত উদর নাই। রাহু চাঁদকে গিলিয়াও উদরস্থ করিতে অক্ষম হইয়া অনাদিকাল হইতে বিধিবিড়ম্বিত ও নিত্য-অতৃপ্ত। আমিও একটি রাহু; জগৎ যে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রস-নির্ম্মিত সুন্দর চাঁদ তাহা হিসাবে পরোক্ষ করিয়া লোভবশতঃ গিলিলেও উদরস্থ করিতে পারি না ; জগতের রসরূপত্ব অপরোক্ষ—অর্থাৎ realize করিতে পারি না, সহজোপলব্ধি করিতে পারি না।

কিন্তু যাহা হউক, ছাড়া হইবে না। অভ্যাসদ্বারা ব্যাপারটাকে "সহজ"রূপে বুঝিয়া লইতে হইবে। ছাগাদি জন্তু হইতে চারা-বৃক্ষকে বেড়া দিয়া রক্ষা করিতে হয়, বৃক্ষ বড় হইলে ফল দেয়। তদ্বৎ, পরোক্ষ পুঁথির জ্ঞানকে আমরা অভ্যাস-রূপ বেষ্টন দিয়া প্রথমতঃ জগতের প্রত্যেক ঘটনাতে মঙ্গল-চিহ্ন অনুসন্ধান করিতে থাকিব, ক্রমে অভ্যাসবশে ব্যাপার "সহজ" হইয়া যাইবে ; তখন নিজের অনুসন্ধান বা পরের উপদেশ-অপেক্ষা না রাখিয়াই, সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম—সহজেই বুঝিতে পারিব। তখন দেখিব যে, বচনটা সত্যই বটে যে "যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ"।

জগতের রসময়ত্ব সম্বন্ধে অপরোক্ষ জ্ঞানের একমাত্র পরিপন্থী, আমার পূর্ব্ব-সংস্কার। আমার দৃঢ় "সহজ" বিশ্বাস এই যে, জগতের কিয়দংশ ব্যাবহারিক, সত্য সুখদুঃখাত্মক, ও বক্রী অংশ প্রাতিভাসিক ; সুতরাং সেই অংশটি রসাত্মক বটে, উক্ত দৃঢ় সহজ বিশ্বাস দূর হওয়া চাই, ও দূর হইবে। তৎপরিবর্ত্তে তত্তুল্য দৃঢ় সহজ বিশ্বাস হইবে যে, জগৎ "সমগ্রটা"ই প্রাতিভাসিক ; এবং সুতরাং tragic-comic—সত্যদুঃখরহিত ও রসাত্মক। যথা, যে-বালকের অভিনয়ে দৃঢ় সত্য-বোধ সহজ হইত, সেই বালকেরই কিছুদিন পরে সেই অভিনয়েই দৃঢ় প্রাতিভাসিক-বোধ "সহজ" হয়। সমগ্র জগতে অভিনয়মাত্র-বোধ সহজ হইলেই, যাহার হইবে সেই "এক" জীব সেই দণ্ডেই, কালব্যাজ না হইয়া ঈশ্বর হইবে। বক্রী সকল স্থির-চর, দেশ-কাল, নানা জীব, নানা পর্ব্বত-নদী—অর্থাৎ সমস্ত জগৎটাকে, ঈশ্বর স্বসমক্ষে স্থাপিত একটা অভিনয়ের মত, মনোরাজ্যের মত, স্বপ্নকালেই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্বপ্নকে স্বপ্ন জানিয়া—সেই স্বপ্নকে সমক্ষে-প্রাপ্তের মত, ঈশ্বরেরই সত্তানুগত, ঈশ্বর-দৃশ্য, ঈশ্বর-ভোগ্য বিচিত্র কিঞ্চিৎরূপে বুঝিবেন। ঈশ্বর দেখিতে থাকিবেন যে, নানা নট-জীব, নানা অসত্য-ব্যবহার-সমষ্টি—একটা আনন্দ-জগৎ অভিনয় করিতেছে। ঈশ্বর এখনও জগদভিনয়ের সাক্ষিত্বরূপ ও রসাস্বাদ-কর্তৃত্বরূপ উপাধিদ্বারা যুক্ত, সুতরাং বদ্ধ; এই ঈশ্বরকে লোকে ঈষদ্বদ্ধ—কেহ বা খাতির করিয়া—জীবন্মুক্ত বলে। এই অবস্থাটা বড় মন্দ নহে; সজ্ঞানে অভিনয়কে অভিনয় বুঝিয়া দেখিবার কালে দ্রষ্টার বড়কিছু হানি হয় না; যথা সর্পে বিষ থাকিলেও সর্পের হানি হয় না। বৈদান্তিক কিন্তু এই অবস্থাটাকে সভয় বিবেচনা করেন; তাঁহার ভয় যে পাছে অভিনয়ের দুঃখে, ভ্রমে সত্য-বোধ হয়। ঈশ্বর যদি মুক্ত হইতে ইচ্ছা করেন তবে এখন বুঝিয়া লউন যে, যদি আমি জ্ঞাতসারে (সুষুপ্তিবৎ অবশে, অজ্ঞাতসারে নহে) সাক্ষাৎ জগৎকে আপনাতে আকর্ষণ করিয়া লই, জগতে যে "আমি" সৎরূপে অনুপ্রবিষ্ট আছি, সেই অনুপ্রবিষ্ট সৎকে, ফিরাইয়া লইয়া সমান আমিতে সমান করিয়া লই, তবে 'শিখানষ্টে শিখীনষ্ট, পুরুষ অনষ্টবৎ', সাক্ষ্য-জগৎ নিঃসত্ত হইয়া লুপ্ত হইলে, সাক্ষিত্ব-উপাধিরও অবশ্য লোপ হইবে বটে, কিন্তু সমান "আমি" সমান হইয়া থাকিবেই।

জগৎ যে, অংশে ব্যাবহারিক সত্য এবং অংশে প্রাতিভাসিক অসত্য, ব্যবহারময়—ইহাই আমাদের যথাপ্রাপ্ত "সহজ" বিশ্বাস। ইহার ভিত্তিটা যাচাই করা আবশ্যক। অত্যন্ত আবশ্যক। **ব্যাবহারিক সত্য বলিয়া কিছু নাই, এই বোধ নিসংশয়িত হওয়াই চাই।**

কেহ কেহ বলেন যে, তদ্বিষয়ে আমাদের কর্তব্য কিছুই নাই। শ্বেতকেতু বামদেবাদি প্রাচীনগণ পূর্ব্বেই তাহার যাচাই মীমাংসা করিয়া রাখিয়াছেন। তাঁহারা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, ব্যাবহারিক সত্য বলিয়া কিছু নাই, জগৎ রজ্জুসর্পবৎ। জগৎ-সর্পটা সত্য নহে, ইহা আত্মার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভ্রমবিলাস মাত্র, আত্মা-রজ্জুই একমাত্র সত্য। জগৎটা সেই "এক" সত্য-আত্মার লীলা, এবং সেই লীলাটা বিলাসরূপ, বিনোদরূপ—সত্য দুঃখরূপ নহে।

অত্র অনেকে বলিয়া থাকেন যে, আহা আমাদের কি সৌভাগ্য! শ্বেতকেতু প্রভৃতি যে ভারতভূমিকে অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন, আমরা সেই ধন্যদেশে জন্মলাভ করিয়াছি, এবং আমরা সেই সকল মহাপুরুষের বংশধর; ধন্য আমাদের বংশমর্য্যাদা, ধন্যোঽহং ধন্যোঽহং! এরূপ অকিঞ্চিৎকর বাজে আস্ফালনে কোনও ফল নাই; ইহাতে বুদ্ধিমান্দ্যই প্রকাশ পায়। শ্বেতকেতু প্রভৃতি মনীষিগণ জগৎতত্ত্ব যাচাই করিয়া কৃতার্থ বা অকৃতার্থ যাহা হউক হইয়াছিলেন। আমাদের তাহাতে ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। আমাদের প্রত্যেকের নিজে নিজে তত্ত্বটি বুঝিয়া লইতে হইবে। পৈত্রিক সম্পত্তি বিভাগ করিয়া লওয়া কঠিন নহে; কিন্তু পৈত্রিক বুদ্ধি-বিদ্যা উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া যায় না; তাহা নিজে নিজে অর্জ্জন করিতে হয়।

একটা ছাগীর দুইটা বাঁট; তিনটা বৎস। দুইটা সেয়ানা পণ্ডিত-বৎস দুইটা বাঁট অধিকার করিয়া সুখে দুগ্ধপান করিতে থাকার সময়ে তৃতীয় বৎস কেন যে উল্লাসভরে নৃত্য করিতে থাকে—অজ্ঞতা ব্যতীত তাহার অন্য কোন হেতু খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। তৃতীয় বৎসের কর্ত্তব্য এই যে, সে যেন নিজের অজ্ঞতা পরিহারপূর্ব্বক, নিজে অধিকার অর্জ্জন করিয়া তত্ত্বজ্ঞানরূপ দুগ্ধপান করিতে সমর্থ হয়। গ্রন্থ দীর্ঘ হইয়া পড়িতেছে। একটা পুনশ্চসহ গুরুবিদায় করিয়া বক্তব্য শেষ করিতে হইবে।

LIBRARY
No. ....
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৫

গুরু-পুরস্কার এবং পুনশ্চ

'চিদানন্দ' প্রবন্ধে ব্যাবহারিক ও প্রাতিভাসিক সত্তার প্রসঙ্গ স্থত্রিত মাত্র হইয়াছে। তাহার বিশদালোচনা আবশ্যক।

নাবালক বেত্রাধীন বিদ্যার্থীর বোধ-স্থগমার্থে পণ্ডিতগণ যাবতীয় বস্তুকে তিনটি রাশিতে বিভাগ করিয়াছেন—পারমার্থিক, ব্যাবহারিক ও প্রাতিভাসিক। পারমার্থিক সত্তাটি—আত্মা-প্রত্যক্; ইহা স্বয়ংসিদ্ধ, স্বয়ংপূর্ণ, ভূমা, অভয়, অদ্বয়, দৃশ্যমাত্রের অভাব বশতঃ অ-সাক্ষী। স্বয়ংপূর্ণ শব্দটির অর্থ বুঝাইবার জন্য বৃহদারণ্যক শ্রুতি বলেন যে "পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে। পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে"। পূর্ণকুম্ভ স্বয়ং-পূর্ণ নহে; তত্রস্থ জল ঢালিয়া লইলে তাহা আর পূর্ণ থাকে না, অর্দ্ধপূর্ণ বা নিঃশেষে রিক্ত হইয়া যায়। পরন্তু এক যূথিকার গন্ধ একজনকে যতটা সন্তোষ দেয়, হাজার লোক উপস্থিত হইলে প্রত্যেককে ততটাই সন্তোষ দিতে পারে, অথচ নিজে হীন, রিক্ত হয় না, পূর্ণই থাকে। এক বিম্ব এক দর্পণে যেরূপ প্রতিবিম্ব উৎপাদন করে—শত-সহস্র দর্পণে সেইরূপই শত-সহস্র প্রতিবিম্ব উৎপাদন করিয়া নিজের পূর্ণত্ব বজায় রাখিয়া কতকটা স্বয়ং-পূর্ণত্বের দৃষ্টান্ত হইতে পারে। এক দীপ হইতে এক দীপান্তর বা বহু দীপান্তর জ্বালাইয়া লইলেও আদিম এক দীপ পূর্ণরূপই; অক্ষুণ্ণই থাকিয়া স্বয়ং-পূর্ণত্বের উদাহরণ। তদ্বৎ, এক অদ্বিতীয় প্রত্যক্, অংশ-স্বপ্নে বহুজীব তৈয়ার করিয়াও কিছুমাত্র হীন হয় না—স্বয়ংপূর্ণ প্রত্যগাত্মা স্বয়ংপূর্ণই থাকে। সুষুপ্ত পূর্ণ-আত্মাতে পূর্ণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

থাকেই, কিন্তু ব্যাবহারিক বা প্রাতিভাসিক কিছু দৃশ্যবস্তুর উল্লেখ করিলেই, পারমার্থিক বস্তুটি একটু হীন, সবিকল্প, সদ্বয়, অল্প, ঈশ্বর হইয়া পড়িল—Paradise Lost হইয়া গেল, আপদ সুরু হইল; পারমার্থিকে সাক্ষিত্ব-উপাধি যোগ হইল। পারমার্থিকটি সাক্ষিত্ব-উপাধিদ্বারা ঈষৎ জড়িত, স্পৃষ্ট, কলঙ্কিত, বদ্ধ হইয়া পড়িল। ব্যাবহারিক ও প্রাতিভাসিক—সেই সাক্ষী-ঈশ্বরের সাক্ষ্য। আমরা প্রথমতঃ—সাক্ষ্যবর্গের যে দুইটি বিভাগ কল্পিত হয়, ব্যাবহারিক ও প্রাতিভাসিক—তাহারই আলোচনা করিব।

যাহা দ্বারা ব্যবহার নিষ্পন্ন হয়, তাহা **ব্যাবহারিক**, যথা—অন্ন, জল, বস্ত্র, ঘটাদি।

যাহাদ্বারা ব্যবহার নিষ্পন্ন হয় না, অথচ যাহা **দৃশ্যরূপে ইন্দ্রিয় বা কল্পনাগোচর**, সাক্ষাৎ দণ্ডায়মান, তাহা **প্রাতিভাসিক**, যথা—প্রতিবিম্ব, ছায়া, স্ফটিক-লৌহিত্য, অভিনয়, রজ্জুসর্প, দ্বিচন্দ্র, মনোরাজ্য, অশ্বডিম্ব, স্বপ্নস্মৃতি ও 4th and higher Dimensions; দর্পণের পৃষ্ঠদেশস্থ যথাবস্থিত ও প্রতিবিম্বিত অবকাশ একত্রে ধরিয়া Six Dimensions ইত্যাদি।

পরন্তু শিশু-বিদ্যার্থী ক্রমে সাবালক হইলে উক্ত বিভাগ অস্বীকার করে। দেখে ও বুঝে যে, যখন প্রাতিভাসিক দ্বারাও নানা ব্যবহার নিষ্পন্ন হয়, তখন প্রাতিভাসিক ও ব্যাবহারিক উভয়ই একরূপ।

প্রাতিভাসিকে যে ব্যবহার নিষ্পন্ন হয় তাহার উদাহরণ দিব।

একদা বালিকা-দেবী আকাশের চাঁদকে ধরিয়া দিতে বলিয়া গিরিরাণীকে ব্যতিব্যস্ত করেন। সরলমতি বৎসলা রাণীর বিপদে চতুরমতি বৎসল হিমালয় দর্পণ মধ্যে চন্দ্র-প্রতিবিম্ব—বা ততোধিক দেবী-মুখ-প্রতিবিম্ব দেখাইয়া দেবীর ব্যাবহারিক সান্ত্বনা সম্পাদন করেন।

৯

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমরাও প্রাতিভাসিক প্রতিবিম্ব সাহায্যে, পক্ককেশ উৎপাটন করিয়া যুবা সাজিয়া, দ্বিতীয়পক্ষে ব্যাবহারিক বিবাহ করিবার কৃত্রিম যোগ্যতা সম্পাদন করিয়া লই।

রক্তজবার ছায়া শুভ্র স্ফটিকে পাতিত করিয়া সেই প্রাতিভাসিক লোহিত-স্ফটিক-সাহায্য বালককে ব্যাবহারিক প্রীতি দেওয়া যায়। এমন কি, বিজ্ঞ বৃদ্ধও ত্যক্ত-লোহিত, অথচ সেইজন্যই দেখিতে লোহিত, মাণিক্যে মুগ্ধ হইয়া 'kleptomaniac' হয়।

খড়ের বাঘ বা যাত্রার রাক্ষস দেখাইয়া দুরন্ত বালককে ব্যাবহারিক ভয়ভীত করা যায়। রজ্জুসর্প দ্বারা প্রবীণগণকেও পলায়নপর করা যায়। দ্রুমচ্ছায়া প্রাতিভাসিক হইলেও সত্য-শীতল, এবং পরিশ্রান্তের সত্য-ঘর্ম্ম মোচন করে।

কোনও অজ্ঞ ব্যক্তির সাময়িক অনুপস্থিতি প্রয়োজন হইলে, অশ্বডিম্ব বা কচ্ছপীর দুগ্ধ খরিদ করিবার ছলে, তাহাকে দূরদেশে প্রেরণ করা যায়। আল্‌নস্কর মনোরাজ্যের দাসীর আহ্বানে, ব্যাবহারিক ক্রুদ্ধ হইয়া ব্যাবহারিক পদাঘাতে ব্যাবহারিক তৈজস চূর্ণ করিয়াছিল।

প্রাতিভাসিক স্বপ্নমধ্যে বালকে ব্যাবহারিক মল-মূত্র ত্যাগ করিয়া থাকে।

আমরা মনে করি যে, আমরা স্বপ্নকে তুচ্ছ বুঝি। তাহা নহে। স্বপ্নস্মৃতিকে বটে তুচ্ছ বুঝি। স্বপ্নবস্তুটাকে আমরা স্বপ্নকালে সত্য ব্যাবহারিকই বুঝি; তাহাকে কিছুতেই স্বপ্নভঙ্গের উত্তরকালে গোচরে আনিতে পারি না। তখন একটা স্মৃতিরূপ বস্তু পাওয়া যায়; তাহা স্বপ্নকালের স্বপ্নবস্তুটা নহে। স্বপ্নসময়ের স্বপ্নবস্তুটা, জাগ্রতের বা কোনও কিছুর স্মৃতিরূপ নহে। তাহা সাক্ষাৎ-রূপ, জাগ্রত-রূপ। কুম্ভকার চক্রসাহায্যে—যথা জাগ্রতে, অবিকল তদ্বৎই স্বপ্নে—চক্রসাহায্যেই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঘট নির্ম্মাণ করে। জাগ্রতে লৌহখণ্ড যেরূপ কঠিন ও বাঘ ভয়ানক, তদ্বৎ স্বপ্নেও লৌহ কঠিন ও বাঘ ভয়ানক। জাগ্রতে যথা মানুষ মরিলে তাহার জীবন্ত পুত্রই পিতৃশ্রাদ্ধ করে, স্বপ্নেও তথা মানুষ মরিলে তাহার জীবন্ত পুত্রই পিতৃশ্রাদ্ধ করে। জাগ্রতে যথা, ঠিক তথাই স্বপ্নে, সুখে হর্ষ ও দুঃখে বিষাদ! জাগরে যথা সূর্য্যের সহ দিবার, তদ্বৎ স্বপ্নেও স্বাপ্নিক সূর্য্যসহ স্বাপ্নিক দিবার—অবিনা-ভাব। জাগ্রতে যথা গতরাত্রির স্বপ্নালোচনা করি; স্বপ্নেও সেইরূপ গতরাত্রির স্বপ্নালোচনা করি; স্বপ্নকালে, অর্থাৎ স্বপ্নকে জাগ্রৎ বুঝিবার কালে,—স্বপ্নগত কেহ যদি আমাকে বলে যে, তুমি স্বপ্ন দেখিতেছ, তাহাতে বিশ্বাস হয় না। তদ্বৎ **জাগ্রতে কেহ যদি আমাকে বলে তুমি স্বপ্ন দেখিতেছ, তাহাতে বিশ্বাস হয় না।**

অত্র একটা সঙ্কেত করিতে হইবে। জাগ্রতে যেমন মানুষ মরিলে তাহার যাবতীয় সম্বন্ধী ও উদাসীনের সহ বিরহ হয়, তদ্বৎই স্বপ্নে মানুষ মরিলে তাহার শত্রু মিত্র উদাসীন-সহ বিরহ হয়; স্বপ্নে অন্য কেহ না মরিয়া আমি মরিলে—আমার স্বপ্ন ভঙ্গ হইলে—স্বপ্নগত সকল মানুষই আমাতে দ্রুত মিলাইয়া যায়, এরূপ নিশ্চয়াবধারণ আমার আছে; জাগরে অন্য কেহ না মরিয়া আমি মরিলে—আমার জাগ্রৎ ভাঙ্গিলে—জাগ্রৎগত সকল মানুষই যে আমাতে দ্রুত মিলাইয়া যায়, এরূপ নিশ্চয় বোধ আমার নাই। যদি স্বপ্ন ও জাগর,—অত্যন্ত তুল্য, অবিলক্ষণ হয়, তবে দাঁড়ায় কি? তাহা ভাবিবার যোগ্য বটে।

পূর্ব্বেও বলিয়াছি ও পুনরায় বলিতেছি যে, আত্মাটি মহামৎস্যবৎ? নিজে জানতঃ অজানতঃ অত্যন্ত অশ্লিষ্ট থাকিয়া জগৎনদীর একবার একূল জাগর, একবার অপরকূল স্বপ্ন—এই ক্রম-নিয়মে তুল্যরূপে দেখে। কোনও পক্ষপাত করে না; কোনটাতে তত্তৎকালে তুচ্ছ বোধ করে না;

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দুইটাই তুল্য সত্য বুঝে, "সুখ ও দুঃখের" সহ ভোগ করে। আত্মাই জগৎ-নদী হইতে বিনির্গত হইয়া অকূল সমান-সমুদ্র সুষুপ্তিতে অবগাহন করে। যেদিন আত্মা জগৎ-নদীর স্বপ্ন-জাগর উভয়কূলকে পক্ষপাত না করিয়া, তুল্যরূপে উভয়কে স্বপ্নাভিনয়-বোধ সহ দেখিবে, ও "সুখ"সহ "রস"সহ ভোগ করিবে, সেইদিন আত্মা জীবন্মুক্ত ঈশ্বর হইবে।

উক্ত দৃষ্টান্ত সমূহের সাহায্যে স্বপ্ন-জাগর যে তুল্যরূপ, তাহার উত্তম আভাস পাওয়া যায়। ব্যাবহারিক ও প্রাতিভাসিক উভয়ই ব্যবহার-সাধক হওয়ায় তাহারা ভিন্নরূপত্ব ত্যাগ করিয়া একরূপই হইয়া পড়ে। এখন প্রশ্ন এই যে, কোন্ রূপ হইল? যদি উভয়ই সত্য-ব্যবহার হয়, তবে আমি "জীব" রহিলাম, আমার "ঈশ্বর" হওয়া হইল না।

পরন্তু যদি উভয়—সমান সদাত্মার স্বানুগত নানা বিশেষরূপে স্বপ্রচার মাত্র—ব্যবহার বটে, আভিনায়িক অসত্য ব্যবহারমাত্র—স্বাপ্নিক প্রাতিভাসিকমাত্র—বলিয়া "আমির" অনুভূত হয়, তবে "আমি" ঈশ্বর হইব। পরে সমর্থ ঈশ্বর আমি, ইচ্ছা করিলে আমির স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া দিব; আবার ইচ্ছামত নিজ-সত্তা অনুগত রাখিয়া স্বপ্নজগৎ সৃষ্টি করিব। স্বপ্ন ভাঙ্গিবার সময় স্বপ্নগত সকল জীবকে গ্রাস করিয়া লইব; নূতন স্বপ্ন সৃষ্টি করিবার সময় নানা জীব পৃথক তৈয়ার করিয়া তাহাদিগকে tragic-comic স্বপ্নজগৎ অভিনয় করিবার জন্য নটরূপে পৃথক পৃথক ভূমিকা দিয়া নিযুক্ত করিব। তন্ত্রমতে নামরূপের সমষ্টি বিশাল সমগ্র জগৎটা অ আ ই ঈ প্রভৃতি ষোড়শ এবং ক খ গ ঘাদি চৌত্রিশ বর্ণে পরিণামপ্রাপ্ত হইয়া ক্রমে পঞ্চাশ বর্ণের মূল ও প্রণবাকার প্রাপ্ত হয়, এবং পুনর্ব্বার প্রণবে আসিয়া স্থিতি লাভ করে। প্রণব-গ্রস্ত জগতের পুনরুত্থান হয় না—যদি প্রণব নিজে তাহারও মূল অহমাত্মাতে মিলাইয়া যায়। বেদান্ত এই কথাটা অন্য ভঙ্গিতে বলে যে, আমি যদি আর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পুনরায় স্বপ্নসৃষ্টির ইচ্ছা না করি তবে ইচ্ছারূপ অস্তি-বিশেষেও যে অনুগত সত্তা আছে তাহাকে আকর্ষণ করিয়া, স্বপ্নসৃষ্টির ইচ্ছাকেও পুনরুত্থান-রহিত ও নস্যাৎ করিব। সেইবারে সকল জীব ও সকল জীবের জন্মদাতা "আমি"র ইচ্ছাশক্তি উভয়েই সমান "আমি"তে প্রবেশ করিয়া মুক্ত হইবে। জীবগণ ভূমিকা অভিনয় করিবার জন্য আর নিযুক্ত বদ্ধ হইবে না, থাকিবে না। তখন আমি কেবল, আসল—নির্দোষ পারমার্থিক সত্তা, অসাক্ষী, সমান, অদ্বয়, অভয়, স্বস্থ, আত্মা হইব।

প্রথম রমকটা অঙ্গীকার করিলে অর্থাৎ ব্যাবহারিকটা ত সত্যই বটে এবং প্রাতিভাসিকে যখন ব্যবহার নিষ্পত্তি হয় তখন তাহাও ব্যাবহারিকই ও সত্যই বটে, এরূপ বুঝিলে একের মুক্তিতে সকলের মুক্তি ঘটে না। এবং কোনও একজনের মুক্তিই বা কিরূপ বস্তু তাহার অবিসংবাদিত নির্ণয়ও হয় না। এই মতেরও দৃষ্টান্ত আছে। [জগতে সকল মতেরই পোষক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। কিন্তু দৃষ্টান্তদ্বারা কোনও মতের প্রতিপাদন হয় না। প্রস্তাবিত মতকে পরিষ্কার করিয়া বলা হয় মাত্র। মনে রাখিতে হইবে যে, মতের গুরুত্ব মতের সত্যতার উপরই স্থাপিত, দৃষ্টান্তের উপর নহে। দ্রৌপদী সতী বটে কিন্তু পাঁচটি স্বামী সংগ্রহ করা সতীর নির্দ্দিষ্ট লক্ষণ নহে। সীতার জন্য বৃহৎ রাজ্য ও বৃহৎ বংশ-ত্যাগই রাবণের প্রীতির পরিচায়ক নহে। রাবণ কামদাস ছিল। কিন্তু রাম, সীতা-বর্জ্জন করিয়াও, সীতাপ্রিয় ছিলেন। বিভীষণ কুলদ্রোহী ও প্রহ্লাদ পিত্রাজ্ঞালঙ্ঘনকারী বলিয়া আমাদিগকে গোয়েন্দা হইতে হইবে না, এবং পিতাকে অবজ্ঞা করিতে হইবে না।]

দুই একটি দৃষ্টান্ত উদাহৃত করিব। অনেকের ফাঁসীর হুকুম হইয়াছে এমন সময় একজনের মুরুব্বি থাকায় তাহার ক্ষমা-পত্র আসিল; সেই মুক্ত হইল অপর সকলে বদ্ধ রহিল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্বয়ম্বর-সভায় সকলেই যজ্ঞসম্ভবা অনিন্দ্যসুন্দরী দ্রৌপদীপ্রার্থী। দ্রৌপদী অর্জ্জুনের গলে বরমাল্য দিল। দ্রৌপদীকে পাইয়া অর্জ্জুন আকাঙ্ক্ষামুক্ত হইল; অপর সভ্যগণ বদ্ধ সন্তপ্ত রহিল। অর্জ্জুন সুবোধ শান্ত বালক; অপর চারিটি ভ্রাতাকে মুক্তিভোগ করিতে দিল। তাহারা বিনাপরিশ্রমে মুক্তিকে পাইল। পঞ্চপাণ্ডব ব্যতীত সকলেই বদ্ধ রহিল। //একস্থানে বহু ব্যক্তি শীতল সুগন্ধ মলয়ানিল সেবনে সুখে মত্ত মুগ্ধ বদ্ধ ছিল। তন্মধ্যে এক ব্যক্তি শীতলস্পর্শ বায়ু সহ্য করিতে না পারিয়া গৃহমধ্যে উঠিয়া গেল;—সে দল হইতে মুক্ত হইল; দলস্থ অপর সকলে মলয়-পবন-সেবনে সুখে বদ্ধ রহিল; মুক্ত হইল না।

এইরূপ নানা দৃষ্টান্ত-সাহায্যে শিশুপণ্ডিতগণ মুক্তির আলোচনা করেন; তাঁহাদিগকে মুক্তিশব্দের অর্থ জিজ্ঞাসা করিলে ঠিক বলিতে পারেন না, প্রত্যুত্তরদানে চেষ্টা করিলে রসনাতে জড়তা অনুভব করেন; কখনও বা বলেন, আগামী কল্য মুক্তির সংজ্ঞা একটা তৈয়ার করিয়া দিব; অথবা বলেন যে, আমরা বৃদ্ধ-বক্তা তোমরা নবীন-শ্রোতা, আমাদের কথা তোমরা এক্ষণে বুঝিতে পারিবে না—দেখ আমাদের মস্তকে জটা আছে, তোমাদের নাই।

পর-মত-পরীক্ষা প্রসঙ্গে দেখাইয়াছি যে, কপিল, রামানুজ, বুদ্ধাদি প্রবীণগণ মুক্তি-শব্দার্থে, কেহ সুখাব্যাপ্তির অনুল্লেখে দুঃখনিবৃত্তি মাত্র, কেহ বা দুর্ব্বোধ কিছু, কেহ বা আত্মহত্যাকে বুঝিয়াছিলেন। সুদীন ভক্ত ও মহাবীর বৈদান্তিক এই দুই ব্যক্তিমাত্র বলিতে চাহেন যে, সুখত সুখই এবং দুঃখও দুঃখরূপ নহে—তাহাও রসরূপ অর্থাৎ সুখরূপ; এবং বলেন যে, এই ব্যাপারটির অপরোক্ষানুভূতিই **ভক্তের মুক্তি ও বৈদান্তিকের মুক্তি-জননী।**

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বেদান্তবীর ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য কপিলবুদ্ধাদি প্রধান মল্লগণকে আশমান্ দেখাইয়া ক্ষুদ্র পালোয়ানদিগকে গণ্য করেন নাই।

বেদান্তমতে **ব্যাবহারিক ও প্রাতিভাসিক উভয়েই তুল্যরূপ, এবং তাহা প্রাতিভাসিক রূপ,** tragic বা comic উভয়তঃ রসরূপ, অসত্য—ব্যবহার-রূপ, অভিনয়-রূপ, স্বপ্নরূপ, অব্যবস্থিত রূপ; তাহা সুস্থির-রূপ, সত্য ব্যবহার-রূপ কিছু নহে। কথাটার আরও একটু অধিক পরিমাণে চর্চ্চা করিতে হইবে।

উভয়েরই ব্যবহার-সম্পাদকতা আছে বলিয়া, ব্যাবহারিক ও প্রাতিভাসিক একরূপ হইল। হয় উভয়েই ব্যাবহারিক, না হয় উভয়েই প্রাতিভাসিক। কোন্‌টা সত্য? HIT IS ONE, MISS IS MANY। সত্যটা লক্ষ্যবেধের মত নির্দ্দিষ্ট একরূপ। মিথ্যাটা লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ার মত লক্ষ্যস্থলের দক্ষিণ-বাম, নিকট-দূর হিসাবে বহুরূপ। বেদান্ত মতে ইহাই সত্য যে, কি স্বপ্ন, কি জাগর, উভয় ইপ্রাতিভাসিক, অসত্য-ব্যবহার—অভিনয়বৎ; সত্য-ব্যবহার-রূপ ব্যাবহারিক নহে। **জগৎটা সত্য-ব্যাবহারিক যদি হইত তবে জগৎগত দুঃখ "সত্যই" দুঃখরূপ হইত এবং মুক্তি-শব্দ অর্থশূন্য হইত। সত্যকে ত্যাগ করা যায় না, সত্য হইতে মুক্তি হয় না; সত্যের সত্যত্বই এই যে—তাহা অনতিক্রমণীয়, অলঙ্ঘনীয়। জগৎটা ও জগৎগত দুঃখটা সত্য হইলে তাহা অশক্যনিষেধ, সদাপ্রাপ্ত, না-ছোড়-বান্দা, দণ্ডায়মান থাকিত এবং তাহার হস্ত হইতে সুতরাং পরিত্রাণ ঘটিত না।** ভাগ্যবশতঃ সমগ্র জগৎটা প্রাতিভাসিক, অকিঞ্চিৎকর, মিথ্যা স্বপ্নবৎ বলিয়াই মুক্তির সম্ভাবনা আছে। মিথ্যাটা অতিক্রমণীয়, দুর্লঙ্ঘ্য হইলেও অলঙ্ঘ্য নহে। দুঃখটা মিথ্যা, আভিনয়িক, এবং আসলে রসরূপ বলিয়াই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ত আশা আছে যে, তাহা একদিন না একদিন অপরোক্ষীকৃত হইতে পারিবে। শিরশ্ছেদ সত্য হইলে তাহার চিকিৎসা নাই। অভিনয়ের হইলে বটে ছিন্নশিরের উত্থান ও তামাকুসেবন-সম্ভাবনা আছে। **কপিল বলেন—জাগরটা সত্য, স্বপ্নটা মিথ্যা; জাগরের বস্তুতে মমত্ব ত্যাগ করিয়া অসঙ্গ হও, তবেই দুঃখ নিবৃত্তি হইবে। বেদান্ত বলে জাগরটা সত্য হইলে দুঃখ নিবৃত্তি হয় না।** মমত্ব ত্যাগ করিয়া গোটাকতক বস্তু হইতে অব্যাহতি পাইলেও পূর্ণনিষ্কৃতি নাই; মাধ্যাকর্ষণ হাড় ভাঙ্গিবে, অগ্নি পোড়াইবে। জাগরটাতেও স্বপ্নবোধ হওয়া চাই। তবে TRAGEDY, COMEDY দুইই—রসরূপ হইবে, দুঃখনিবৃত্তিও হইবে। [অত্র ভক্ত বলেন যে, চুলোয় যাউক কাপিল মতে জগতের অংশে সত্যত্ব, অংশে মিথ্যাত্ব; বা বেদান্ত-মতে জগতের সমগ্র অংশে মিথ্যাত্ব। আইস আমরা ব্রজে যাই; জগতে অমনোযোগ আপনিই হইবে; হয় গোবিন্দের কাছেই যাইব, সুখে থাকিব; না হয় গোবিন্দ একটু দূরেই থাকিবে,—কাঁদিব। ব্রজের বাহিরে ত গোবিন্দের একপদও গতি নাই; আমরা ক্ষণিক বিরহের পরে আমাদের গোবিন্দকে আবার ত পাইবই।]

যে বালক অভিনয়কে সত্য ব্যাবহারিক মনে করিত, সেই বালকই বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া অভিনয়কে পূর্ব্বে যে পরিমাণে সত্য মনে করিত, ঠিক সেই পরিমাণেই প্রাতিভাসিক মনে করিবে। আমরাও বালক; জগৎটাকে সত্য মনে করিতেছি; বিচার-বৃদ্ধ হইলে জগৎটাকে প্রাতি-ভাসিক বুঝিব আশা রাখি। যে কেহ একজন তাহা বুঝিবে, অপরোক্ষ করিবে, সে জীবন্মুক্ত ঈশ্বর হইবে। জগৎটা তাহার দৃশ্যকাব্য হইবে। সে সেই দৃশ্য, উদাসীনের মত দেখিবে, অথবা বীরাদ্ভুতাদি রসসমৃদ্ধ বিচিত্র অভিনয়টি দেখিবার কালে সুখেই রসাস্বাদ করিতে থাকিবে; দুঃখ কিছু যে নাই তাহা বুঝিতে পারিবে; অভিনয়ের সীতার বনবাসাদি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইতে হৃদয়ে যে বেদনানুভূতি হইবে, তাহার সুখরূপত্ব বিষয়ে কোনও সংশয়ই হইবে না। যখন তাহার অভিনয় সংবরণ করিতে ইচ্ছা হইবে তখন তাহার সেই সংবরণে সকল জীবই সংবৃত, সংগৃহীত হইয়া নটন ত্যাগ করিয়া, নটনমুক্ত হইয়া, সুপ্ত হইয়া **ঈশ্বরত্ববিহীন যে সমান আত্মা**—সেই আত্মাতে সমান হইয়া যাইবে।

ধর, এক পুতুল-নাচওয়ালার এক-কুড়ি পুতুল। সে একদিন একান্তে একা নিজে খেলা করিবার জন্য, খেলা দেখিবার জন্য, জনশূন্য দেশে গেল। পঞ্চদশ পুতুলকে দর্শক করিল; পাঁচটিকে অভিনয় করিতে নিযুক্ত করিল। যাহারা দর্শক-পুতুল তাহারা মধ্যে মধ্যে বাহবা দিতে লাগিল, ও রঙ্গালয়ের বাহিরে গরম চা-পানাদি করিতে উঠিয়া যাইতে লাগিল। কিন্তু কি নটগণের নটন, কি দর্শকগণের দর্শন ও চা-পানাদি সকলটাই "এক" স্বাধীন পুতুল-নাচওয়ালার অধীন। সকল পুতুলের সূত্র তাহারই হস্তধৃত, এবং তাহাদের পরস্পর কথাবার্ত্তাও সেই "এক" পুতুল-নাচওয়ালার মুখ-নিঃসৃত বাণী। তদ্বৎ, স্বাধীন ঈশ্বর সেই এক পুতুল-নাচওয়ালা; বক্তা Judy Punch ও দর্শকসমষ্টি ও তাহাদের জগৎ-ব্যবহার তদধীন। এই দৃষ্টান্তে একটু দোষ এই যে, পুতুল-নাচওয়ালা পুতুলের অঙ্গচালনা ও কথাবার্ত্তার কারণ বটে: কিন্তু পুতুলের দেহের উপাদান নহে। স্বপ্ন-দৃষ্টান্ত এস্থলে অত্যন্ত নির্দ্দোষ। স্বপ্ন-দ্রষ্টা স্বপ্নগত স্ব-পর দেহেরও উপাদান, এবং স্বপ্নগত দেহীগণের অঙ্গচালনা, অনালাপ, সদালাপ, প্রলাপ, বিলাপেরও উপাদান। নাচ প্রত্যাহারে পুতুলগুলি পেটরার ভিতরে থাকে; স্বপ্নটি প্রত্যাহৃত হইয়া একেবারে দ্রষ্টার ভিতরে মিশিয়া যায়। পুতুল-নাচওয়ালা পুরাতন পুতুল লইয়া এবং দ্রষ্টা নূতন স্বপ্ন সৃষ্টি করিয়া পুনঃ পুনঃ খেলা করে।

কাব্যগত যাবতীয় নট ও নটন, সকলটাই কবি স্বয়ং। দশরথও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাল্মীকি; রাম, সীতা, হনুমানও প্রত্যেকে—সকলেই—বাল্মীকি। জগৎ-কাব্যটাও তদ্রূপ স্বয়ং "আমি" মাত্র।

কিন্তু জগতের অংশবিশেষে অর্থাৎ যাহাকে "জাগর" বলা যায়, তাহাতে সত্যবোধ আমাদের বড়ই দৃঢ়াভ্যস্ত। ইহার উচ্ছেদ ও বিপরীত বোধটির—অর্থাৎ সমগ্র জগতে প্রাতিভাসিক বোধটির উদ্বোধন, অপরিমিত-যত্ন-সাধ্য চিত্ত-শুদ্ধির অপেক্ষা রাখে। পূর্ব্বসংজাত অভ্যাসের শাসন অতিক্রম করার মত দুঃসাধ্য কর্ম্ম কমই আছে। একে ত সংসারে সত্যবোধ ত্যাগ করিতে ইচ্ছাই হয় না; যদিই বা ইচ্ছা হয়, সেই সত্য-বোধটি ত্যাগ করিতে হঠাৎ পারাই যায় না।

দশের সঙ্গে মিত্রভাবে বা শত্রুভাবে বসবাস করার অভ্যাস এতটা মজ্জাগত হইয়াছে যে, যেখানে লোকের মুখ দেখিতে পাওয়া যায় না, সেই নির্জ্জন দেশে বহুদিবস বা অল্পকাল একাকী বাস করিবার প্রস্তাবে আমরা অনুমোদন করি না,—ভয় পাই ও বিমুখ হই। ঠাণ্ডা-গারদের তুলনায় অন্য যে-কোন অবস্থা আমাদের বিবেচনায় উপাদেয় বোধ হয়; জগৎটাতে প্রাতিভাসিক বোধ জন্মিলে পাছে নিকট ভবিষ্যতে ভয়ঙ্কর-অভয়, বিজন-মুক্তিই বা ঘটে, সেই ভয়ে আমরা জগতে প্রাতিভাসিক বুদ্ধির উদয়কে ইষ্ট বিবেচনা করি না; জগতে পূর্ব্বাভ্যস্ত সত্যবোধরূপ শাসন অতিক্রমণে আমাদের রুচি হয় না; বরং জগতে সত্যবোধ যাহাতে দৃঢ়তর হয় তাহারই আয়োজন অনুষ্ঠান করি। বাঁচিয়া থাকিয়া অনিত্য স্রক্-চন্দন-বনিতা সংগ্রহের নানা উন্মত্ত পাপচেষ্টাতে, এবং মরিবার পরেও যেন কীর্ত্তি কিছু থাকে—ঘটা করিয়া শ্রাদ্ধ হয়, তাজমহলের মত কবর হয়, অন্ততঃপক্ষে সহরের কোন দীঘির কোন কাগাসন পাথর হইয়া বসিতে পাওয়া যায়, ইত্যাদি—কতকগুলা তুচ্ছবস্তু-প্রাপ্তির বৃথা চেষ্টাতে, ভস্মাহুতির মত দুর্লভ মানবজন্ম নিষ্ফল করি। কিন্তু ইষ্ট

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইতেছে জগৎকে প্রাতিভাসিক বুঝা। তবে ত দুঃখ যে আভিনয়িক মাত্র তাহা ধার্য্য হইয়া যাইবে, এবং সুতরাং দুঃখেরও সুখরূপত্ব রসরূপত্ব বুঝা যাইবে।

আমাদের দৃঢ় পূর্ব্বাভ্যাসকে, বহু যত্নে, দৃঢ়তর নূতন অভ্যাসদ্বারা পরাজয় করিতে হইবে।

এক রাজা এক ফকিরকে ভক্তিসহ মুক্তামালা প্রদান করিলে, ফকির পদস্পর্শে মুক্তামালাকে দূরে নিক্ষেপ করিল। রাজা ক্রুদ্ধ বা ক্ষুব্ধ হইয়া ফকিরকে মুক্তার মালা দুর্গন্ধ প্রমাণ করিতে বলিল। ফকির বলিল, রাজা উঠ, আইস আমার সঙ্গে। ফকির রাজাকে লইয়া নানা স্থানে ভ্রমণ করাইয়া, হঠাৎ কসাই-বস্তিতে স্থির হইয়া দাঁড়াইল। রাজা মৃত জন্তুর বসা-গন্ধ সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া বলিল যে, ফকিরসাহেব, চল চল অন্যত্র দূরে চল, অত্র বড়ই দুর্গন্ধ। ফকির বলিল, দেখ, কসাই-পরিবার, তাহাদের পুত্রপত্নীগণ অত্রই বসিয়া কেমন সুখে গৃহকার্য্য, গীতালাপ, পাশা-ক্রীড়াদি করিতেছে, তাহারা ত দুর্গন্ধানুভব করিতেছে না। রাজা বলিল, তাহাদের বসার দুর্গন্ধ অভ্যাস হইয়া গিয়াছে, সুতরাং তাহা তাহাদের এক্ষণে দুঃখ-প্রদ নহে। ফকির বলিল, রাজা তোমারও মণিমুক্তার দুর্গন্ধ অভ্যাস হইয়া গিয়াছে, তাই তুমি মুক্তার দুঃখদ দুর্গন্ধ অনুভব করিতে পার না ; আমি মুক্তাতে দুর্গন্ধ অনুভব করি।

পাঠক পাঠিকা! বেদান্তের অনুরোধ এই যে, ব্যাবহারিক জগৎ-মুক্তাতে যাহাতে আবার দুর্গন্ধানুভূতি হয় তাহারাই চেষ্টা কর। পায়ের ঢেঁকী চপেটাঘাতে উঠিবে না, মেহনৎ চাই ; জগৎটাকে তুচ্ছ প্রাতিভাসিক বুঝিতে যতটা কঠিন শ্রমসাধনা, অভ্যাস, সাধুসঙ্গ, সংযম, বিচার প্রয়োজন, তাহা অকপটে, সমাদরে, তদেকনিষ্ঠ হইয়া লোলুপ আগ্রহ সহকারে, সবহুমান, অপ্রমত্ত, সদাজাগ্রৎ থাকিয়া স্বীকার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কর, যেহেতু 'আত্মা বলহীনের লভ্য নহে'। জগতে অভিনয়-বোধ জন্মিলে কি Comedy কি Tragedy উভয়ই সুগন্ধ, মনোরম, রসরূপ হইবে। জগতে স্বপ্নাভিনয়-বোধ যাহারই হইবে, সে জীবন্মুক্ত ঈশ্বর হইবে এবং ঈশ্বরের বিদেহ হইবার সময়ে অপর সকল জীবই সেই বিদেহগত ও মুক্ত হইবে।

বিদেহ আত্মার দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, বেধ নাই, সুতরাং ইহাকে ক্ষুদ্র বা বৃহৎ বিশেষণে বিশিষ্ট করা যায় না। কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, বৃহৎ কেন— অনন্ত আকাশকে ও আকাশের দৈর্ঘ্য-প্রস্থ-বেধকে আত্মাই নিজ সত্তা কর্জ্জ দিয়া দণ্ডায়মান রাখিয়াছে এবং আত্মা এই আকাশকে এবং আকাশগর্ভস্থ কাল-দেশে অবস্থিত নদী-পর্ব্বত-জীবজন্তু ও কালে অবস্থিত সুখশোকাদিকে—তত্তৎ বস্তুতে কর্জ্জ-দেওয়া সত্তা ফিরাইয়া লইয়া— নস্যাৎ করিতে পারে। উপস্থিত নস্যাৎ না করিয়া সুষুপ্তিতে গিলিয়া ফেলে ও তত্র বীজরূপে রাখে ; যথা বরফকে জলরূপে, ঘটকে মাটীরূপে, সর্পকে রজ্জুরূপে—তথা জল মাটী রজ্জুকে সুষুপ্তিরূপে। ইচ্ছা করিলে আত্মা, বীজে অর্থাৎ সুষুপ্তিতে অনুপ্রবিষ্ট নিজ সত্তাকে প্রত্যাহার করিয়া সুষুপ্তিকেও নস্যাৎ করিয়া, সুষুপ্তি হইতে জগতের পুনরুত্থান-সম্ভাবনা রহিত করিতে পারে। তাহা হইলে আত্মাতে জীবজন্তুসহ প্রাতিভাসিক জগতের চরম তিরোভাব, মুক্তি, অবগাহন, শান্তি, পরিসমাপ্তি হইবেই।

কোনও "এক"টি মাত্র জীব যথাপ্রাপ্ত ব্যাবহারিক জগৎটাকে প্রাতিভাসিক বুঝিয়া জীবত্ব মুক্ত, ঈষদ্বদ্ধ ঈশ্বর হইবে, এবং সেই ঈশ্বর প্রাতিভাসিক জগৎ-অভিনয়কে স্বগত, প্রবিলাপিত করিয়া ঈশ্বরত্ব-মুক্ত বিদেহ ব্রহ্ম বা আত্মা, কেবল, অভয় হইবে বা হইব। ইহা ব্যুৎক্রম-বিবরণ ; তিষ্ঠতু তাবৎ ব্যুৎক্রম-বিবরণম্—ক্রম-বিবরণ বলা যাউক ; বোধ হয়, তাহা হইলে কথাটি স্ফূটতর ও সহজে বোধগম্য হইতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পারিবে। কিরূপে এই যথাপ্রাপ্ত "ব্যাবহারিক" জগৎটাকে পাওয়া গেল তাহার যে কোনও একটা বিস্তৃত বা সংক্ষিপ্ত, বর্ণনা কল্পিত হইলে বর্ণনাটির নাম ক্রমবিবরণ হইবে। তাহা এই যে, ধর, একদা অভয় আত্মাতে আকস্মিক ইচ্ছা হইল যে "জানিতে হইবে যে কে আমি"? **এই ইচ্ছাযুক্ত আমির নাম ঈশ্বর।** ইচ্ছাশক্তির নানা প্রসিদ্ধ ও অপ্রসিদ্ধ পারিভাষিক নাম আছে; তন্ত্রে তৈত্তিরীয়ে 'কামাখ্যা', ছান্দোগ্যে ঐতরেয়ে 'ঈক্ষণ', শ্বেতাশ্বতরে 'মায়া—প্রকৃতি', গীতাতে 'মহৎযোনি', এবং অন্যত্র আলোচনা, প্রধান, কারণ, শক্তি, মনঃকল্পনা, অবিদ্যা, তমঃ ইত্যাদি। **ইহা আদৌ অন্ধকার-রূপ—বস্তুর যাথার্থ্য সম্বন্ধে অগ্রহণাত্মক, আবরণাত্মক**; পরে ক্ষুব্ধ বিক্ষিপ্ত হইয়া ইহা নিজের **অগ্রহণাত্মকত্ব বজায় রাখিয়া অধিকন্তু অন্যথা-গ্রহণাত্মক হয়।** অন্ধকার রজ্জুকে দেখিতেই দেয় না; মন্দান্ধকার রজ্জুকে দেখায় বটে কিন্তু রজ্জুরূপে নহে, যথার্থরূপে নহে—রজ্জু হইতে অন্যথারূপে, সর্পরূপে বা মালারূপে বা দণ্ডরূপে বা অন্য সদৃশরূপে দেখায়। অন্ধকার ত অন্ধকার বটেই; মন্দান্ধকারও, যাহার অপর নাম মন্দালোক, তাহাও ফলতঃ অন্ধকার। **যাহাই বস্তুর যাথার্থ্যাবধারণে বিঘ্ন-সম্পাদক, তাহা অন্ধকারই।** এই অন্ধকাররূপ ইচ্ছাশক্তির জন্মলাভটি আশ্চর্য্য; তদনন্তর বিচিত্র জগতের নানা বৈচিত্র্যের কোনটাই আশ্চর্য্য নহে। রাম একদিন শ্যামকে বলিল যে, একটা আশ্চর্য্য দেখিয়া আসিলাম; যদুর মাথাটা কাটা যাইবার পরেও যদুর দেহটা দশ পা হাঁটিয়া গেল। শ্যাম বলিল যে, দশ পা যাওয়াটা আশ্চর্য্য নহে, প্রথম পদক্ষেপটাই আশ্চর্য্য। বন্ধ্যার পৌত্রের বিবাহ আশ্চর্য্য নহে, বন্ধ্যার পুত্রই আশ্চর্য্য।

ঈশ্বরাশয় তর্কপটু **ইচ্ছাশক্তি**, অনতিবিলম্বে আপনাকে ঈশ্বর সমক্ষে প্রকাণ্ড জগদাকারে বিস্তার করিল। প্রভু-আজ্ঞা-সমাধান-সমর্থা ও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তৎপরা ইচ্ছাশক্তি প্রিয়প্রভুর প্রীতির জন্য নানা নটনটী-আকারে আপনাকে বিন্যস্তা করিয়া মিলন-বিয়োগান্ত অভিনয় করিতে থাকিল। শক্তিমান ঈশ্বর এবং তাঁহার ইচ্ছাশক্তির বিলাস, উভয়ে অভিন্নরূপে চিন্তিত হইতে পারে। যেমন বঙ্কিমচন্দ্র ও তাঁহার ইচ্ছাশক্তি উভয়ে অভিন্নরূপেই বিলসিত হইয়া মন্দির, ঘোড়া, ঝঞ্ঝা, বিমলা, আয়েষা, উষ্ণীব, গড়মান্দারণ, যুদ্ধ, জগৎসিংহাদি যাহাই বল, সবটা হইয়াছেন। ঈশ্বরের রসাস্বাদ-উদ্দেশে ইচ্ছাশক্তি নানা নট-নটীরূপে আপনাকে বিবর্ত্তিত করিয়া ঈশ্বর-সমক্ষে নানা কৌতুককর, বিচিত্র লীলা প্রকট করে। কখনও প্রত্নতত্ত্ববিৎ সাজিয়া, অল্পায়ুঃ হইয়াও, দণ্ডপল বৎসর বা শতাব্দীকে তুচ্ছ করিয়া, সময়ের বৃহৎ মাপকাঠি সাহসপূর্ব্বক প্রস্তুত করে, এবং বর্ত্তমান হইতে অশোকস্তম্ভ বা অশোকস্তম্ভ হইতে পিরামিড তক্ বা ভূপৃষ্ঠের স্তরনির্ম্মাণ-দীর্ঘকালকে পরিমাণ-দণ্ড লইয়া দীর্ঘায়ুঃ ব্রহ্মাণ্ডের বয়ঃক্রম স্থির করিবার উদ্যম করিয়া ঈশ্বরকে আপ্যায়িত করে; দুর্ব্বল বালক যথা পিতার সমক্ষে, পিতার অশেষ প্রীতিকর শিশু-সুলভ নানা ক্ষুদ্র উদ্যমে বৃহৎ উৎসাহ দেখায়। কখনও বা সূচী-ছিদ্রে সংখ্যাতীত প্রাণীর বিদ্যমানতা প্রতিপন্ন করিয়া বিস্ময়রসের অবতারণা করে। কোথাও বা অলস আলাদিন্ সাজিয়া নিরতিশয় অনলসে আশ্চর্য্যদীপানুসন্ধানে জীবন কাটাইয়া দেয়। কোথাও বা সর্ব্বধ্বংসকারী মহাবল অগ্নিকে বুদ্ধিচাতুর্য্যে ক্ষুদ্র শীতল দীপশলাকা-কৌটায় নিরাপদে বাঁধিয়া রাখে। কখনও বা অনুসূয়া প্রিয়ম্বদার স্নেহপালিতা অনাঘ্রাত-অমলা শকুন্তলাকে তুচ্ছ বল্কলেই শোভায়মান করিয়া সুগম্ভীর রসচতুর মহারাজকে অস্থির চঞ্চল করে; এবং বিরহিণী বালিকার সরল-হৃদয়-তুলাদণ্ডে ক্ষুদ্র স্নেহ-পাষাণী দ্বারা চমৎকার কৌশলে নিষ্ঠুর-কঠিন দুর্ব্বাসা-সমাকুল গুরুভার বিপুলা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পৃথ্বীকে অনাদর ও লঘু করিয়া ঈশ্বরের বিনোদ-মহোৎসব সৃষ্টি ও বর্দ্ধন করে। অভিনয়ে ঈশ্বরের সুখই হয়, দুঃখ হয় না; দুঃখ অভিনয়ের বলিয়া রসপোষক, ও সুতরাং রসরূপই।

এখন ঈশ্বর বুঝিলেন যে, "কে বটে আমি"? তিনি বুঝিলেন যে ইচ্ছাশক্তি-বিস্তাররূপ প্রাতিভাসিক **অভিনয়-জগৎটা সাক্ষ্য এবং "আমি" তাহারই সাক্ষী।** আমি জগৎ প্রতিসংহার করিলে, **সাক্ষ্য-লোপে আমির সাক্ষিত্বও অবশ্য লুপ্ত হইবে; আমার ঈশ্বর-নামটা লুপ্ত হইবে; কিন্তু তথাপি আমি যেমন ছিলাম তেমনই থাকিব।** শিখা নষ্টে শিখী নষ্ট, কিন্তু পুরুষ অনষ্টই থাকে।

এই কথাই বুঝিতে থাকিবার কালেই, ঈশ্বরের জগৎ-অভিনয় দেখিয়া রসাস্বাদ হইবার সময়েই, একটা বড় বিপদ ঘটিয়া গেল। মায়াবিনী ইচ্ছাশক্তি নানা অভিনয়ের মধ্যে একটা অন্যতম, নিম্নলিখিত অভিনয়টি ঈশ্বরকে দেখাইল। প্রণয়-তরলা মায়াবিনীর বোধ হয় কোন মন্দ অভিসন্ধি ছিল না; প্রিয়তম ঈশ্বরের সুখসাধনাভিপ্রায়েই সে নিম্নে লিপিবদ্ধ রচনাটি প্রস্তুত করিয়াছিল।

রাম মদ খাইয়া অপবিত্র স্থানে বেহুঁস হইয়া পড়িয়া আছে। একটি কুক্কুর রামের বদন চুম্বন করিতেছে এবং রাম তাহাতে মৃদু মধুর হাস্য করিতেছে। গোবিন্দ প্রত্যহ গোলাপী নেশা করিত; তাহার বুদ্ধির লোপ হইত না, একটু উল্লাসমাত্র হইত। কিন্তু কুক্কুর-চুম্বনে রামের মধুর হাস্যবিকাশ দেখিয়া গোবিন্দের লোভ জন্মিল; রাম যে মহানন্দ উপভোগ করিতেছে তাহাই অপরোক্ষ করিবার বলবতী ইচ্ছা গোবিন্দের হইল। গোবিন্দ বুদ্ধিমান; সহায়স্বরূপ প্রভুভক্ত বিশ্বাসী ভৃত্যকে রক্ষকরূপে সঙ্গে করিয়া শৌণ্ডিকসমীপে গমনপূর্ব্বক চোঁখা মদিরা যাচ্ঞা করিল; বলিল যে, যে নির্ম্মল, তীব্র, সারবান মদিরা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রামকে দিয়াছ, তাহাই দাও। শৌণ্ডিক তাহাই দিল; গোবিন্দেরও ঘোর নেশা হইল; আত্মস্বরূপ-বিস্মৃতি হইল; সে বড় দুরন্ত অবাধ্য হইয়া নানা উৎপাত করিতে লাগিল। কিন্তু ভক্ত ভৃত্য, প্রভু গোবিন্দের সকল দৌরাত্ম্য সহ্য করিয়া, গোবিন্দ সঙ্গে নানা মেধ্যামেধ্য স্থলে যাইয়া, যে পর্য্যন্ত না গোবিন্দ প্রকৃতিস্থ হইল ততকাল গোবিন্দ-সহচর থাকিয়া—শেষে গোবিন্দকে স্বধামে পহুঁছাইয়া দিল।

ঈশ্বর উক্ত অভিনয় দেখিয়া উন্মত্ত হইয়া উঠিল। বুঝিল যে জগদভিনয়ের নকল রাম নকল সীতা হারাইয়া নকল করুণ বিলাপে যে-জাতীয় সুখ দিতেছে, যদি সত্য রাম সত্য সীতাকে হারাইয়া সত্য করুণ বিলাপ করে, তবে বুঝি তাহা দেখিয়া শুনিয়া তদপেক্ষা উত্তম-জাতীয় এবং স্বাদুতর রসাস্বাদ হইতে পারিবে। ঈশ্বর ইচ্ছাশক্তিকে বলিল যে, বটে সত্য ব্যাবহারিক জগৎ কিছু নাই, কিছু থাকিতে পারেই না; তুমি কিন্তু আমার ভ্রম জন্মাইয়া দাও, যেন আমি এই প্রাতিভাসিক অভিনয়-জগৎটাকে সত্য ব্যাবহারিক বিবেচনা করিতে পারি। উক্ত গোবিন্দের মত ঈশ্বর বলিল "হে ইচ্ছাশক্তি, আমার আজ্ঞায় তুমি আমাকে চোখা মদিরা দাও।" ইচ্ছাশক্তি বলিল আপনার যথা আজ্ঞা তাহাই হইবে। ঈশ্বর ব্রহ্মরূপ, উন্মত্ততা-রূপ মদিরাপাত্র হস্তে লইয়া পান করিবার পূর্ব্বেই—নেশা পাছে দুর্ব্বার হয়, পাছে ভ্রম দৃঢ় হয়, তাই ইচ্ছাশক্তি দ্বারা **রক্ষকস্বরূপ বিশ্বস্ত আচার্য্য নির্ম্মাণ করাইয়া, তাঁহার হস্তে আত্ম-সমর্পণ করিলেন;** নিজ সম্পত্তি-পেটিকার গূঢ়দেশে গূঢ় উপায়ে কুঞ্চিকা-প্রয়োগ—কৌশলে আচার্য্যকে শিক্ষা দিয়া—কুঞ্চিকা আচার্য্যহস্তে প্রদান করিলেন। মদ্যপানের পর, স্বেচ্ছায় ভ্রম-স্বীকারের পর—আর **ঈশ্বর** নাই; তখন তিনি ভ্রান্ত, উন্মত্ত, "এক" ব্যাবহারিক **জীব**। "সমগ্র" জগৎটা যে স্বপ্নাভিনয়মাত্র তাহা তাঁহার আর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মনে নাই ; কিয়দংশ সত্য ব্যাবহারিক ও কিয়দংশ—স্বপ্ন দ্বিচন্দ্রাদি তুচ্ছ প্রাতিভাসিক—এই ভাবে, "এক" জীব, জগৎকে দর্শন করিতে লাগিলেন এবং এখনও করিতেছেন। সেই "এক" জীব, স্বপ্নাভিনয়গত অন্ত যাবতীয় জীবগণসহ তুলনায়, আপনাকে ঠিক তাহাদেরই মত একজন, তাহাদেরই মধ্যে অন্যতম একজন, বুঝিতে লাগিলেন—বালক যথা দর্পণগত প্রতিবিম্বে বিম্ববোধ করে। নিজ বিলাসমাত্র জীবগণের সহ—স্বাপ্নিক নটগণ সহ—স্বয়ং বিলাসীটি স্বেচ্ছায় ভ্রম অঙ্গীকার করিয়া, এক-শ্রেণীভুক্ত হইয়া রহিলেন। পাঠক-পাঠিকা হুঁসিয়ার হইয়া বুঝিয়া লউন যে, ঈশ্বর উপস্থিত থাকিয়াও নাই ; তৎপরিবর্ত্তে পাওয়া যায়—"এক" ভ্রান্ত-জীব এবং নানা নট-জীব। ভ্রম যদি ঘুচে তবে "এক" ভ্রান্ত-জীবই **ঈশ্বর** হইবেন, ও নানা নট-জীব যে অভিনয়ের প্রাতিভাসিক, কল্পিত, স্বাপ্নিক জীবমাত্র, তখন ঈশ্বর তাহা বুঝিবেন। উপস্থিত মহা মুস্কিল এই যে, **জগৎগত নানা জীবগণের মধ্যে কোনটি সেই ভ্রান্ত-ঈশ্বর—"এক" জীব,** তাহার অব্যর্থ নির্দ্দেশ কিছুতেই হইতে পারে না। গ্রন্থকারও সেই "এক" জীব হইতে পারে, কোনও পাঠকও হইতে পারে, কোনও পাঠিকাও হইতে পারেন। গ্রন্থকার যদি আপনাকে সেই "এক" জীব মনে করে **তবে তাহার কোনও অপরাধ হইবে না**। অন্ত কেহ আপনাকে সেই "এক" জীব মনে করিলে তাহারও কোন অপরাধ হইবে না।

ঈশ্বর-নিযুক্ত আচার্য্যের হস্তে রহস্যের চাবি, আচার্য্যই এখন জগৎ-ঝটিকাতে একমাত্র ভরসা-নঙ্গর। **উপস্থিত আচার্য্যই সর্ব্বাপেক্ষা গুরু বস্তু**। ঈশ্বর তদপেক্ষা তত্ত্বতঃ গুরুতর বটে ; কিন্তু তিনি থাকিয়াও ত নাই। এখন তিনি "এক" ভ্রান্ত-জীব হইয়া স্ব-নিযুক্ত অভিভাবক গুরুর অধীনস্থ হইয়া রহিয়াছেন। আমরা সুতরাং পূজা করিবার জন্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঈশ্বরকে খুঁজিয়া পাইব না ; যাহা কিছু পূজা আমাদের কর্ত্তব্য তাহা হিতকারী গুরুরই পূজা। **গুরুর পূজাই, ঈশ্বরের পূজা অপেক্ষা, অগত্যাই বর্ত্তমানে পরম শ্রেয়ঃ।**

ঈশ্বর-নিযুক্ত গুরু, "এক" ভ্রান্ত-ঈশ্বরকে, যথা-অধিকার, উপদেশ দিবার জন্য নানা স্থলে চার্ব্বাক-কপিল-বুদ্ধাদি নানা ছদ্মবেশে বসিয়া—শিষ্যকে ক্রমোপদেশ-পথে বেদান্তে আনিয়া ফেলেন। শিষ্য নিম্নাধিকারে অভয়সুখপ্রার্থী। গুরুর উপদেশে ক্রমে শুদ্ধচিত্ত হইয়া, ভবিষ্যতে-দুঃখে-পতন-ভয়-যুক্ত সুখের অবস্থা যে সুতরাং অভয় নহে, অভয়-সুখ বলিয়া কিছুই নাই—তাহা বুঝিতে পারে, এবং অভয়-স্বাস্থ্যই যে অভয় তাহা হৃদয়ঙ্গম করিয়া অভয়-স্বাস্থ্য প্রাপ্তির উপায় জিজ্ঞাসা করে।

বিশ্বস্ত ও নিযুক্ত গুরুটি, ঘড়ীতে প্রভুবদ্ধ এলার্মবৎ, নিদ্রিত প্রভুকে যথাসময়ে প্রবুদ্ধ করিতে বাধ্য আছেন।

গুরুটি মহারাজের নিজ-নিযুক্ত অভিভাবক, Guardian ; মহারাজা স্বেচ্ছায় নাবালক সাজিয়াছেন ; তিনি পুনরায় সাবালক হইলে গুরু তাঁহার অক্ষুণ্ণ পূর্ণসম্পত্তি অবশ্যই তাঁহাকে বুঝাইয়া দিয়া প্রত্যর্পণ করিবেন।

ঘুমন্ত প্রভুকে প্রাতে জাগাইবার জন্য গুরু নহবৎখানার রৌশন-ভেরী। গুরু সদাবিনিদ্র, সজাগ থাকিয়া যথাসময়ে ভোরে ললিতরাগে 'তত্ত্বমসি'-ভেরী বাজাইবেন।

গুরু দেহ-বংশীতে সদাস্ফুরিত অজপা-রূপ সংকেত-সঙ্গীত।

আমরা অনেকে, প্রত্যেকে, আপনাকে সেই "এক" জীব মনে করিয়া সুদূর অতীতকাল-প্রান্ত হইতে এতাবৎ যথাসাধ্য বেদান্তালোচনা করিয়া আসিতেছি। ফল কিছুই হয় নাই। শ্রীকৃষ্ণ নিজ স্বপ্ন-সংহারকল্পে সমগ্র যদুবংশ স্বগত করিয়াছিলেন বটে ; শ্রীরাম সমস্ত অযোধ্যাবাসীকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বৈকুণ্ঠে লইয়াছিলেন বটে; কিন্তু তাঁহারা সমগ্র জগৎ গ্রাস করিতে পারেন নাই। আমরা গ্রস্ত বা অস্তমিত হই নাই; আমরা এখনও জগতে বিচরণ করিবার জন্য আছি; রাম-কৃষ্ণ কোথায় ভাসিয়া ডুবিয়া গিয়াছেন! মনে রাখিতে হইবে যে, **গোকুলানন্দ কৃষ্ণ ও দ্বারকানাথ পৃথক ব্যক্তি।**

সুগ্রীব বলিয়াছিলেন যে, সীতা-সংবাদ না লইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিলে তিনি, যমের মত, সকল দূতকে সংহার করিবেন। প্রাণভয়ে ভীত, দলস্থ সকলেই মহাতান্ত্রিক হনুমানকে সীতা-সন্ধানের জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন। হনুমান্, "রাম"-নামের বলে, পঞ্চভূতকে পরাভূত ও পলায়নপর করিয়াছিলেন; পঞ্চচক্র ভেদ করিয়াছিলেন কিন্তু ষষ্ঠ-চক্রাতিক্রম করিতে পারেন নাই। লম্ফ-নিপুণ হনুমান ক্ষিতি ত্যাগ করিয়া, অপ্-সমুদ্র তুচ্ছ করিয়া, স্বতেজে তেজস্বী সূর্য্যকে বিড়ম্বিত করিয়া, স্বয়ং পবননন্দন, আকাশে নিজ পথ নির্ম্মাণ করিয়া—পঞ্চতত্ত্বের পরপারে গিয়াছিলেন; পথিমধ্যে সাধন-বিঘ্ন-কারিণী সুরসার প্রলোভনে প্রতারিত হয়েন নাই। মোটামুটি যথাকথঞ্চিৎ সীতা-পরিচয়-লাভে লাভবান হইয়া তিনি দলস্থ নল, নীল, জাম্বুবানাদি মিত্রগণকে যমরূপী সুগ্রীব-হস্ত হইতে রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। হনুমান ধন্যগণের মধ্যে একজন বটে। কিন্তু তিনি মুক্ত হয়েন নাই; সমগ্র জগৎকেও সুতরাং মুক্তি দিতে পারেন নাই।

ঈশ্বর যে "এক" ভ্রান্ত জীব হইয়াছেন—সেই "এক" জীব অন্য জীবগণের মত দেখিতে ঠিক একরূপ হইলেও তত্ত্বতঃ অত্যন্ত বিলক্ষণ; সেই "এক" জীবটি ভ্রান্ত ঈশ্বর; অপর সকল বহুজীবই, অভ্রান্ত ঈশ্বরের নিকট অনুগতি-হিসাবে প্রাপ্তসত্তায় সত্তাবান, তদধীন, নকল জীবমাত্র। যথা একের পৃষ্ঠে বহু "শূন্য" যোজনা করিলে একের অধীন ১০,১০০,১০০০

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দশ-শত-সহস্রাদি পাওয়া যায়, তদ্বৎ সেই "এক" জীবই এক, এবং অন্য বহুজীবগুলি তৎসংলগ্ন "শূন্য" মাত্র, অথচ একাধীন বহুত্ব পাইয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে।

আমাদের মধ্যে যে, কে সেই "এক" জীব, তাহার কোনও ঠিক ঠিকানা নাই; তাহা "এক" জীবই জানে না, যেহেতু সে স্বেচ্ছায় স্বীকৃত ভ্রমে ভ্রান্ত হইয়া রহিয়াছে; অপর নকল জীবেরা ত জানেই না। সেই "এক" জীব ও নকল জীবগণ সকলেই সাধন করিতেছে; সকলেরই গুরু, বেদ মিলিতেছে। কিন্তু সহস্র নকল জীবের সহস্র সাধনায় কিছুমাত্র ফল নাই। সেই এতাবৎ অপরিচিত ভ্রান্ত ঈশ্বর, "এক" জীব. অভ্রান্ত অবস্থায় থাকার সময়ে নিযুক্ত আচার্য্য-দ্বারা যখন ভ্রম-মুক্ত হইবে, তখন সবই খোলসা হইয়া যাইবে। তখন বুৎক্রমে সেই "এক" জীবটি—জীবত্ব-ত্যাগে—অভ্রান্ত ঈশ্বর হইবে; বালকের বৃদ্ধ হওয়ার মত হইবে; অভিনয়-জগতের অংশবিশেষে ব্যাবহারিক সত্যবোধ যাহা ছিল তাহা ঘুচিবে; ঈশ্বর সমগ্র জগৎটাকেই অভিনয়, স্বপ্ন, প্রাতিভাসিকমাত্র বুঝিবেন। পরে যখন ঈশ্বর অভিনয় প্রত্যাহার করিবেন—ঈশ্বরত্ব ত্যাগ করিবেন—স্বপ্নবর্জ্জন করিবেন, তখন অপর স্বাপ্নিক নকল জীবগণ অভয়, সমান আত্মাতে অবগাহিত হইবে, তখন সকল জীবই একযোগে অনাদি, অনন্ত, সদাবর্ত্তমান 'বুড়ীকে ছুঁইয়া' চোরত্ব-বন্ধন হইতে মুক্ত হইবে। আর তাহারা অভিনয়ের ভূমিকা নটন করিতে বাধ্য, বদ্ধ, বর্ত্তমান থাকিবে না।

পাঠকপাঠিকাগণ, কে যে সেই "এক" আমি, তাহা আমরা কেহ জানি না। মুক্তি, সেই "এক" আমির হইলে তবে, তৎপরেই বল, আর তৎসঙ্গে যুগপৎই বল, নকল আমিগুলির পরিত্রাণ। **কোনও নকল আমির সাক্ষাৎ মুক্তি হইতে পারে না**; আসলের হইবে, ও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তৎসঙ্গে—অর্থাৎ আসলের মুক্তির অধীন—সকল নকল জীবের মুক্তি হইবে। "নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।"

এ পর্য্যন্ত কেহই মুক্ত হয় নাই; হইলে অভিনয়ের নটেরা, অন্য জীবেরা, কেহই গ্রন্থ লিখিতে, পড়িতে, বা অন্য কোন নটন করিতে বর্ত্তমান থাকিত না।

পাঠকপাঠিকা, তোমরা কেহ অলস হইয়া অপরের উদ্যোগের আশায় থাকিও না। হয় ত তুমিই সেই আসল "এক" জীব, ভ্রান্ত ঈশ্বর। তোমারই উপরে হয় ত সমগ্র জগতের মুক্তি নির্ভর করিতেছে, অতএব আইস, সকলে—প্রত্যেকে পৃথক পৃথক—ভ্রমোন্মাদশূন্য অভ্রান্ত ঈশ্বর হইবার জন্য খুব সচেষ্ট অবহিত হই।

জনশ্রুতি আছে যে, যাঁহা মুস্কিল, তাঁহাই আসান; কিন্তু ঈশ্বর স্বেচ্ছায় ভ্রম স্বীকার করিয়া "এক" জীব হইয়া বড়ই মুস্কিলে পড়িয়াছেন। আচার্য্য বেদ ত বহুকাল হইতে তত্ত্বমসি-ভেরী বাজাইতেছে; সেই "এক" জীবের শ্রুতিপথে সেই ভেরীনাদ ঢুকিয়াছে; কিন্তু আসান এখনও হয় নাই; ঘুম ত তাহার ভাঙ্গে নাই, "অহং ব্রহ্ম"-বোধ হয় নাই। কবে যে সেই "এক" জীবের ভ্রম ঘুচিবে ও সকল জীবেরই মুক্তি, কল্যাণ, সুতরাং ঘটিবে, এরূপ একটা প্রবল চিন্তা, তীব্র উৎকণ্ঠাও ত কোনও জীবে দেখা যায় না। গ্রন্থকার আমির অথবা অন্য কোনও একটা আমির ভ্রম ঘুচিলেই সকলে বাঁচে, সকলের সকল জ্বালাই সমূলোৎপাটিত হয়।

ঈশ্বরমহাশয় ত কটাক্ষমাত্রে ভ্রম স্বীকার করিয়াছেন—ভূত নামাইয়াছেন। কটাক্ষমাত্রে ভূত তাড়াইতে পারেন কৈ? যে পথে হংসডিম্ব বিনিষ্ক্রান্ত হইয়াছে সেই পথে ডিম্বটিকে পুনঃপ্রবিষ্ট করা বেশ কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আচার্য্য বেচারা ত হাজিরই আছে—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সদা-ফুকারী। তাহার কথা কে বা শুনে? শিষ্যের নেশার সময়ে আচার্য্যের হিতোপদেশ—অন্ধকারে দর্পণ-দানের মত হইতেছে। বৃহৎ ঈশ্বর, কোষকারের মত গুটী করিয়া, আপনাকে আবদ্ধ করিয়া, **আপনাকে ক্ষুদ্র মনে করিতেছে।** "এক" জীব স্বরচিত প্রাচীরের ভিতর বসিয়া ভ্রমে ক্ষুদ্র হইয়াছে। আচার্য্য ঘন ঘন নানা ছোট-বড় কাপিল-বৌদ্ধাদি তোপ দাগিতেছেন। কিন্তু প্রাচীর ভাঙ্গিতেছে না। "এক" জীব প্রাচীর-বেষ্টনের ভিতর ক্ষুদ্র গৃহে বসিয়া, আপনাকে ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতর মনে করিয়া—বালক-বালিকার সহ শিশুবৎ—পিতা, পিতামহ, মাতা, স্ত্রী, পুত্র, কন্যাদির সহ পুতুল-খেলা করিতেছে, সংসার করিতেছে।

ধরিত্রী উদ্ধার করিয়া বরাহ-ভগবান প্রেয়সী-শূকরী, প্রিয় শিশু, উপাদেয় অমেধ্য ভোজ্যপানাদি ছাড়িয়া বৈকুণ্ঠে যাইতে সম্মত হয়েন নাই। ইন্দ্রাদি কেহ তাঁহাকে বৈকুণ্ঠগমনে অনুরোধ করিতে আসিলে তিনি তাহাকে দংষ্ট্রাঘাত করিতেন। একদিন উপযুক্ত অবসরে জগৎগুরু শিবজী ত্রিশূলাঘাতে বরাহ-শরীর বিদীর্ণ করিয়া বিষ্ণুকে মুক্ত করিয়াছিলেন। তদ্বৎ নিযুক্ত আচার্য্য যথাবসরে সবেগে বৃহত্তম তত্ত্বমসি-তোপটা দাগিয়া "এক" জীবের দেহমন্দির হইতে তাহাকে মুক্ত করিবেন; তখন "এক" জীবের দেহাভিমান থাকিবে না; জীব দেহ হইতে নিজ পার্থক্য "অপরোক্ষ" করিবেন। "এক" জীব তখন নিজ ঈশ্বরত্ব উপলব্ধি করিয়া চমৎকৃত হইবেন। এবং দিঙ্মোহের মত বিস্ময়ের সহিত গুরুকে প্রতিপ্রশ্ন করিবেন যে, হে আচার্য্য! 'তত্ত্বমসি' শুনিয়া অহং-ব্রহ্ম বুঝাটাই ঠিক বটে? অশুদ্ধ ক্ষুদ্র আমিটাই ভূমা অহং বটে। পুনরপি সপ্রেম বলিবেন, আইস আচার্য্য, তুমি আমার সম্পত্তি বুঝাইয়া দিয়া প্রত্যর্পণ করিলে; আমার নেশা ভ্রম দূর করিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মহদুপকার করিলে ; তোমাকে আমি পুরস্কার দিব—তোমাকে আলিঙ্গন দিব। আলিঙ্গনই পুরস্কার। নিবিড় হইতে অতি নিবিড় আলিঙ্গন—ইহা উপকারী প্রিয়জনকে আত্মসাৎ-করণ, আত্মসমান-করণ। শিষ্যত্ব-উপাধি-মুক্ত সমান সৎপুরুষের এই আশ্চর্য্য আলিঙ্গনে আচার্য্য সেই সৎপুরুষে, আত্মাতে, আমিতে, সমাকৃষ্ট, অবগাহিত, সমান, মুক্ত হইবেন। পাঠকপাঠিকা ! আচার্য্য লোকটাকে কি চিনিতে পারিয়াছ? আচার্য্য-পরিচয়ের জন্য কিছু গ্রন্থরচনা করিব। **আচার্য্যটি স্বপ্নৈকদেশ ব্যক্তিবিশেষ মাত্র নহে। সমগ্র স্বপ্নটাই আচার্য্য।**

ঈশ্বরের ভ্রম-স্বীকারের পূর্ব্বে জগৎটা স্বপ্ন ও সুষুপ্তির ক্রম—পৌনঃপুন্য ছিল ; তুচ্ছ প্রাতিভাসিক বলিয়া জ্ঞাত জগদভিনয় ও অভিনয়-সম্বরণ—এই দুইটির পারম্পর্য্য ছিল। ভ্রম-স্বীকারের কালে যদি জগৎটা জাগর ও সুষুপ্তির—জগৎটা সত্য বলিয়া অনুভূত ব্যাবহারিক ও তৎসম্বরণের পারম্পর্য্যরূপে অবস্থিত হইত, তাহা হইলে সহস্র নিযুক্ত আচার্য্যও সেই ভ্রম ঘুচাইতে পারিত না। ঈশ্বর, ভ্রান্ত অল্পজ্ঞ হইবার পূর্ব্বে সর্ব্বজ্ঞ ছিলেন ; তাহাই তিনি জগৎটাকে স্বপ্ন-জাগর-সুষুপ্তির—এই তিনের ধারা করিয়াছেন। তন্মধ্যে **স্বপ্নটিই ভ্রমাপনোদনের একমাত্র উপায় ;** স্বপ্নই ত নিজ হিতকল্পে ঈশ্বরের স্ব-সৃষ্ট অদ্বিতীয় কৌশল, অব্যর্থ ইঙ্গিত। **স্বপ্নই আচার্য্য। স্বপ্নই জীবকে বলিয়া দেয় যে, জাগরের ব্যবহারে সত্য "বোধ" হইলে কি হয়? জাগরটা—স্বপ্নতুল্য নহে—স্বপ্নই, অসত্য—ব্যবহারময় স্বপ্নাভিনয়মাত্র।** এই স্বপ্ন না থাকিলে জাগরের স্বরূপ সম্বন্ধে সংকেত করিবার কিছুই পাওয়া যাইত না, "এক" জীবের ভ্রমও ঘুচিত না। সুষুপ্তিটি সম্বরণাত্মক, ইহা স্বপ্ন-জাগরের বীজরূপ। ঈষৎগ্রাহ্য বীজ লইয়া বৃহৎ বিচারণা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এবং সুবিচারিত, সুনিশ্চিত সিদ্ধান্ত করা যায় না ; প্রকটাত্মক স্বপ্নজাগরের স্বরূপ-মীমাংসার যোগ্যতা সুষুপ্তির নাই। স্বপ্ন বটে **আপনাকে জাগরসহ তুলনা করিয়া,** জাগরকে নিজের মত সমান তুচ্ছ প্রতিপাদন করিয়া ভ্রান্ত ঈশ্বরের মহদুপকার করে। স্বপ্ন না থাকিলে কে বা ডঙ্কা বাজাইয়া বলিতে পারিত যে, হে মানুষ, বুঝিয়া দেখ জাগরটা আমারই মত অলীক, ফোক্কা ; আমিই অলীক, আর জাগর যে সত্য—তাহা নহে। স্বপ্নভঙ্গে জাগরে পঁহুছিয়া জাগরকে সত্য মনে করা এবং জাগর-ভঙ্গে স্বপ্নে পঁহুছিয়া স্বপ্নকে সত্য মনে করা—দুইটাই ভ্রম ; স্বপ্ন-জাগর দুইটাই শুদ্ধ সত্য বিদেহ-আত্মার পোষাক ; আত্মা একটা বা পরিধান, অন্যটা বা ত্যাগ করে ; কখনও বা উলঙ্গ সুষুপ্ত হয়। যেবারে সুষুপ্ত হইবার উত্তরকালে স্বপ্ন-জাগরের পুনরুদয়-রাহিত্য হইবে, সেবারে সুষুপ্তিটির নাম সুষুপ্তি হইবে না, তাহা অনাম, অভয় হইবে। স্বপ্নভঙ্গে যথা স্বপ্নগত সকলেই আমিতে অবগাহন করে, তথা জাগরের মৃত্যুতে জাগরগত সকলেই "আমিতে" অবগাহন করে। স্বপ্নে স্বপ্নদ্রষ্টা আমিকে যদি স্বপ্নগত কেহ বলে যে, "তুমি স্বপ্ন দেখিতেছ" তাহা আমি বিশ্বাস করি না ; জাগরে জাগর-দ্রষ্টা আমিকে যদি জাগর-গত কেহ বলে যে "তুমি স্বপ্ন দেখিতেছ" তাহা আমি বিশ্বাস করি না। কিন্তু তত্ত্বতঃ জাগরটিও স্বপ্ন, **জাগরের আমির মৃত্যুই জাগর-রূপ স্বপ্নের শেষ**। স্বপ্নে বা জাগরে আমি ব্যতীত অন্য কেহ মরিলে, বহু অন্য ব্যক্তি বাঁচিয়া থাকে থাকুক। কিন্তু স্বপ্নে বা জাগরে আমি মরিলে, স্বপ্নগত বা জাগরগত সকলেই আমিতে বিলীন হইয়া যায় ; অন্য কেহই কোনও ব্যবহার করিবার জন্য বাঁচিয়া থাকে না। যথা স্বপ্নভঙ্গে, তদ্বৎই আমির জাগরভঙ্গে, অর্থাৎ লৌকিক মৃত্যুর পরে, আমি নূতন একটা স্বপ্ন স্বীকার করি ; তত্র নানা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লোকের সহ স্থাপিত নানাবিধ সম্বন্ধ মাঙ্গ করিয়া, ব্যবহার করি—ও সেই স্বপ্নকে, স্বপ্ন না বুঝিয়া একটা সত্য-ব্যবহারময় জাগর মনে করি। পুনরায় সেই স্বপ্নরূপ জাগরভঙ্গে, অর্থাৎ তত্র লৌকিক মৃত্যুর পরে, অপর একটা স্বপ্ন, আমার ভ্রমকালে "অজ্ঞাতসারে" সৃষ্টি করিয়া, তাহাকে নূতন একটা সত্য-জাগর বলিয়া ব্যবহার করি। কোনও এক স্বপ্নের ভিতরে যে দ্বিতীয় স্বপ্ন দেখা যায় সেই দ্বিতীয় স্বপ্ন-ভঙ্গে তাহাকে তুচ্ছ স্বীকার করি; কিন্তু সেই দ্বিতীয় স্বপ্নভঙ্গে যত্র উপস্থিত হই, সেই উক্ত এক স্বপ্নকে জাগরই মনে করি; যখন সেই স্বপ্নও ভঙ্গ হয় তখন তাহাকে স্মরণ করিয়া স্বপ্ন বুঝি, ও যত্র উত্থান হয় তাহাকে জাগর মনে করি, কিন্তু তাহা সত্য-জাগর একটা কিছু নহে; তাহাও বহু স্বপ্ন-ধারার মধ্যে একটি অন্যতম স্বপ্ন। মৃত্যুর রহস্য এই যে, স্বপ্নকালে স্বপ্নে জাগর-ভ্রম হয়, সেই জাগরে আমির মৃত্যুটি মৃত্যু নহে—স্বপ্নভঙ্গ মাত্র। স্বপ্নের কথা স্বপ্নভঙ্গে কখন সুস্পষ্ট স্মৃত হয়; কখনও অস্পষ্ট, কখনও বা মোটেই স্মৃত হয় না। মৃত্যু যে একটা স্বপ্নভঙ্গ মাত্র, তাহা—মৃত্যুর পরে সংসাররূপ স্বপ্নের স্মৃতি না থাকিলে, জানা হইবে না; স্মৃতি থাকিলে জাতিস্মর তাহা জানিবে। এই জানাটাই মৃত্যু হইতে পরিত্রাণ, মুক্তি। ইতিমধ্যে এক অদ্বিতীয় আত্মাটি "অমর"ই থাকিয়া স্বপ্ন হইতে নূতন ও পুরাতন স্বপ্নে বারম্বার বিচরণ করিতে থাকে, ও ভ্রমে প্রত্যেক স্বপ্নকে স্বপ্নকালে সত্য-জাগর মনে করে। **যে জন্মাবচ্ছিন্নে স্বপ্ন দেখে নাই বা দেখিয়াও স্বপ্নভঙ্গে স্বপ্নস্মৃতি অনুভব করে নাই, সে বটে নিশ্চয় হতভাগ্য।** জাগরের মৃত্যুটিতে তাহার সুতরাং সত্য-বোধ হয়, এবং মৃত্যু যে স্বপ্নভঙ্গবৎ নিরীহ ব্যাপার তাহা বিবেচনা করিবার সম্ভাবনা মাত্র তাহার সম্বন্ধে থাকে না; এবং "মৃত্যু নাই"—মৃত্যুর হস্ত হইতে এই নিশ্চয়জ্ঞানরূপ পরিত্রাণকে, অর্থাৎ মোক্ষবস্তুকে সে চিন্তার বা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কল্পনার গোচরই করিতে পারে না। যে ব্যক্তি কোনও এক স্বপ্নভঙ্গে জাগরে আসিয়া স্বপ্নটাকে স্মরণ করিয়াছে এবং সুতরাং নিজের সত্তার অপরিলোপ, অমৃত্যু, অমরত্ব বুঝিয়াছে—"যে আমির জাগর সেই আমিরই স্বপ্ন" ইহা জানিয়াছে, সে-ই কল্পনা করিতে সমর্থ যে, জাগরটাও স্বপ্ন; এবং জাগরভঙ্গে, অর্থাৎ লৌকিক মৃত্যুতে—আমি ঠিক বজায়, অমর থাকিয়া, যথা স্বপ্নভঙ্গে তথাই জাগরভঙ্গে অন্য কুত্রাপি "সেই" আমিই জাগিয়া উঠিব। অর্থাৎ মৃত্যু কিছু একটা সত্য মারক বস্তু নহে; তাহা আমিকে বজায় রাখিয়া আমার অবস্থাপরিবর্ত্তন মাত্র। মৃত্যু যে সত্য নহে—এই বোধটিই মৃত্যু-জয়, মোক্ষদ্বার। এই মৃত্যু-রহস্যটি লৌকিক মৃত্যুর পূর্ব্বে যে কেহ অপরোক্ষ করিবে, **যে কেহ স্বপ্নকালেই স্বপ্নকে স্বপ্ন বলিয়া বুঝিবে**, যে কেহ স্বপ্ন ও জাগরে তুল্যরূপে স্বপ্ন বলিয়া নিশ্চয়-বুদ্ধি করিতে পারিবে, **সে তৎক্ষণাৎ ঈষৎদোষদুষ্ট জীবন্মুক্ত ঈশ্বর হইবে**; এবং তৎক্ষণেই হউক বা কিঞ্চিৎ বিলম্বে হউক, স্বপ্ন প্রত্যাহার করিলে সেই "এক" ঈশ্বর **সুষুপ্ত** হইবে; ঈশ্বর **পুনরায় স্বপ্নসৃষ্টি করিয়া দেখিবে**; পুনর্ব্বার সুষুপ্তি হইবে এবং উত্তরকালে "জ্ঞাতসারে"—যথা একই কবি সময়ভেদে নানা নাটক রচনা করে তদ্বৎ—আবার স্বপ্ন প্রস্তুত করিয়া স্বপ্নকে স্বপ্ন বুঝিয়া দেখিবে, কিন্তু আর তাহাকে সত্য-ব্যবহার-ময় জাগর-রূপ কিছু মনে করিবে না। যদি সেই "এক" ব্যক্তি স্বপ্ন-প্রত্যাহারে স্বপ্ন-বীজেরও, স্বপ্ন-স্মৃতিরও, উদয়রাহিত্য ঘটায়, সুষুপ্তি হইতে অনুগত সত্তা কাড়িয়া লয়, তবে উন্মত্তারোগ্যবৎ সে অভয়, স্বস্থ-হইবে, ও স্বপ্নাভিনয়ের নটগণ সেইবারের স্বপ্ন-প্রত্যাহারে সমান অভয়ে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে স্থানলাভ করিয়া বিলীন, বাধিত, মুক্ত হইয়া যাইবে; আর তাহাদের সংসারাভিনয়ে বদ্ধ হইয়া নটন করিতে হইবে না। পাঠক-পাঠিকাগণ! এই বিচারটি কিছু দীর্ঘ হইল বলিয়া অস্থির হইও না;

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বরং ইহা বারম্বার পাঠ করিবে। পুনঃ পুনঃ পঠনটি আমার এবং তোমাদের সকলেরই অনুকূল। **যে-কেহ একটা অভয় স্বস্থ হইলেই সকলেরই মুক্তি, ইহা যেন মনে থাকে।**

উক্ত বিচার-প্রসঙ্গে ঈশ্বরকে ঈষৎদোষদুষ্ট বলিয়াছি। কেন বলিয়াছি তাহার কৈফিয়ৎ দিব।

স্বস্থ অভয় আত্মাতে কোনও বিকল্পনার সম্ভাবনা-লেশ নাই। স্বাস্থ্যাতিরিক্ত কোনও অবস্থা কল্পনা করিতে অভয়, মহারাজ হইয়াও, অক্ষম। যাহার ব্যাধি হইয়া আরোগ্যলাভ হইয়াছে সেই বটে **সুস্থ,** এবং সুস্থতার অতিরিক্ত ব্যাধিতের বা স্বস্থের অবস্থা চিন্তা বা কল্পনা করিতে পারে। যাহার কোনও ব্যাধি হয় নাই, **যে স্বস্থ,** সে কোনও "অবস্থা" মনে ভাবিতেও পারে না, নিজের অবস্থাও নহে; যেহেতু নিজের অবস্থা কল্পনা করিতে হইলে তুলনার জন্য অতিরিক্ত পীড়িতের বা সুস্থের অবস্থা চাই; তাহা ত সে জানে না, জানা নাই।

তবেই স্বস্থ অভয় আত্মার 'কে আমি' জানিবার একটা ইচ্ছা, একটা বিকল্পনা, একটা প্রশ্ন অকস্মাৎ উদিত হইয়া অভয়-কেবলকে যে একটা হীন ঈশ্বর করিয়া ফেলিতে পারে, ইহার প্রমাণাভাব। সুতরাং ঈশ্বর-প্রসঙ্গটি দোষদুষ্ট। তাহাই কপিলাদি ঈশ্বর-প্রতিপাদনে পরাঙ্মুখ। কথাটাতে প্রণিধান করিও।

যাহাই হউক, আমরা অগত্যা, অভয়ে উক্ত ইচ্ছার উদ্রেকে অভয়ের ঈশ্বর হওয়া, ও ঈশ্বরকর্ত্তৃক জগৎ-সৃষ্টি ও ঈশ্বরের ভ্রম-স্বীকার পূর্ব্বক "এক" ভ্রান্ত জীব হইয়া, জগদংশে মিথ্যা স্বপ্ন-নিশ্চয় ও অংশে সত্যজাগর-নিশ্চয়; পরে ব্যুৎক্রমে আচার্য্যোপদেশে "এক" ভ্রান্ত জীবের ঈশ্বর হওয়া অর্থাৎ স্বপ্ন-জাগর উভয়েই স্বপ্নবোধ হওয়া, ও পরে ,ঈশ্বর দ্বারা স্বপ্নস্মৃতিসহ স্বপ্নলোপে ঈশ্বরের মুক্ত অভয় হওয়া, ও সুতরাং স্বপ্নগত নানা জীবের সেই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অভয়ে প্রবেশ-লাভপূর্ব্বক মুক্ত হওয়া—উন্মত্তারোগ্য-দৃষ্টান্তে **আপাততঃ আনিয়া লইব।**

যদি কেহ শুদ্ধচিত্ত ব্যক্তি এতাবৎ প্রপঞ্চিত প্রবন্ধে সম্পূর্ণ অনাস্থা করিয়া বুঝিতে পারেন যে, অভয় অভয়ই আছে, তাহাতে কদাপি কোনও ইচ্ছার উদয় হইতে পারে না বলিয়া হয়ই নাই—অভয়ের সভয় ঈশ্বর হওয়াও মিথ্যা, এবং আরও পরে ঈশ্বরের ভ্রমস্বীকারও মিথ্যা, এবং কাহারও বন্ধন হয় নাই, কাহারও মুক্তির আবশ্যক নাই, তাহা হইলে ত সকল বিবাদই মিটিয়া যায়। ভালই হয়। ভগবান শঙ্করাচার্য্য তাহাই সমগ্র সুদীর্ঘ বেদান্তগ্রন্থ একমাত্র উন্মত্তারোগ্য-দৃষ্টান্ত-ভিত্তির উপর স্থাপিত করিয়া চরমে উক্ত ভিত্তি নির্দ্দোষ এবং সুদৃঢ় নহে বলিয়া উক্ত দৃষ্টান্তে অনাদরপূর্ব্বক অন্য এক আশ্চর্য্য দৃষ্টান্তের অবতারণা করিয়াছেন, যাহা অভয়ের গুরুভার সহ্য করিতে পারে; যে গুরুভার বহন করিবার শক্তি উন্মত্তারোগ্য-দৃষ্টান্তের নাই। বহুমূল্য উন্মত্তারোগ্য-দৃষ্টান্ত অপেক্ষা 'পর্ব্বতস্তিষ্ঠতীতি'-দৃষ্টান্তকে তিনি নিরতিশয় মূল্যবান বিবেচনা করেন। অভয়ে ইচ্ছাশক্তির আরোপে অভয়কে ঈষৎ কলুষিত ঈশ্বর-রূপ দান করিয়া সেই ঈশ্বরে ভ্রমোন্মাদ-আরোপে তাহাকে আরও অধিকতর পরিমাণে কলঙ্কিত জীব করিয়া, পরে ব্যুৎক্রমে উন্মত্তারোগ্যবৎ শুদ্ধিসম্পাদন পূর্ব্বক নূতন করিয়া অভয়-স্থাপনা করার **দোষ এই যে,** উন্মাদ আরোগ্য লাভ করিয়া উন্মত্তাবস্থা বিস্মৃত হইলে ভবিষ্যতে উন্মাদ হইবার ভয় তাহার মনে বটে অঙ্কুরিত হয় না, কিন্তু তটস্থ ব্যক্তি বুঝে যে, তাহার অবস্থা অত্যন্ত নিরাপদ নহে; **তাহার পুনরায় উন্মাদ হওয়ার পক্ষে কোন বাধা নাই।** তবেই পাওয়া গেল যে, বিচারপূর্ব্বক "অভয়" বুঝিয়া লইতে হইলে উন্মত্তারোগ্য-দৃষ্টান্তে অভয়ের মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ হয়; যেহেতু অভয় যদি কোনও একবার ভ্রান্ত জীব হইয়া পরে ভ্রমারোগ্যে পুনরায় অভয় হয়, তবে তাহার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পুনরায় এবং বারম্বার ভ্রান্তজীব হইবার বাধা কি আছে? তবেই অভয়টি অভয় না হইয়া ঘোরতর সভয় হইয়া পড়ে।

ভগবান শঙ্করাচার্য্য বলিতে চাহেন যে, উন্মত্তারোগ্য-দৃষ্টান্তটি লঘু অধিকারীকে অভয় বুঝাইবার একটা ভঙ্গিমাত্র। বস্তুতঃ অভয় অভয়ই আছে; **তাহাতে সৃষ্টির বা কোনও কিছুর ইচ্ছা জন্মলাভ করিতে পারে না বলিয়াই করে নাই।**

'পর্ব্বতস্তিষ্ঠতি' বলিতে 'তিষ্ঠতি'র প্রতিযোগী চলিত-ক্রিয়াটি মনোমধ্যে নামমাত্র উদিত হয়; পর্ব্বত এখনও তিষ্ঠতি, পূর্ব্বেও তিষ্ঠতি; পূর্ব্বে কখনও পর্ব্বত চলিয়াছে বা পরে কখনও চলিবে এরূপ বুঝিতে হয় না। পর্ব্বত বরাবরই 'তিষ্ঠতি'; কদাপি 'চলিত' নহে। তদ্বৎ অভয় বরাবরই অভয়—ইহা পূর্ব্বেও কখন সভয় ছিল না, পরেও কখন সভয় হইবে না।

তন্ত্রশাস্ত্র কৈবল্য-প্রতিপাদক, সুতরাং বেদান্ত। তান্ত্রিক মহাপুরুষ রামপ্রসাদ ও বলিয়াছেন যে, কেবল, কেবলই;—সৃষ্টির গল্পটা, বিধবার ভালে সিন্দূরবৎ অসম্ভব ভবিষ্যৎ; সম্ভব ভবিষ্যৎও নহে। রামপ্রসাদ অহং-প্রতিযোগী কালীকে খাইয়া ফেলিতে চাহিয়াছিলেন, পারেন নাই; পারিলে গ্রন্থকার এবং পাঠকপাঠিকাও রামপ্রসাদ-ভুক্ত হইয়া মুক্ত হইয়া যাইত; বর্ত্তমানে তাহাদের চিহ্নমাত্র পাওয়া যাইত না।

'পর্ব্বতস্তিষ্ঠতীতি' দৃষ্টান্তে শব্দ বিশ্রাম লাভ করে! তখন চুপ করিতে হয়। কিন্তু গ্রন্থ লিখিতে বসিয়া চুপচাপ চলে না। আমরা ন্যূন উন্মত্তারোগ্যদৃষ্টান্তাশ্রয়ে আরও কিছু বলিব। আমরা সমক্ষে দণ্ডায়মান যথাপ্রাপ্ত সৃষ্ট জগৎ পাইতেছি। ইহা স্বচ্ছ, নেশালেশরহিত অভয় দ্বারা সৃষ্ট নহে! ইহা গোলাপী-নেশাযুক্ত, ইচ্ছাশক্তি-সমন্বিত ঈশ্বরের সৃষ্টি। ইহা তত্ত্বতঃ—প্রাতিভাসিক, স্বপ্নাভিনয় মাত্র। কিন্তু পরে হতভাগ্য ঈশ্বর ঘোর নেশা স্বীকার করিয়া, "এক" ভ্রান্ত জীব হইয়া, সৃষ্টির অংশে সত্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্যাবহারিক বোধ করিলেন, ও নানা জীবগণকে নিজ তুল্য বিবেচনা করিয়া তাহাদের সহ নানা সম্বন্ধ স্থাপন ও ব্যবহার করিতেছেন। আসল কথা এই যে, বহুজীবগণের মধ্যে সেই "এক" জীব, অন্য যাবতীয় জীব হইতে বিলক্ষণ; সেই "এক" জীবেরই ভ্রমোন্মাদ ঘুচিবে, সেই "এক" জীবই ঈশ্বর হইবে; তখন অন্য জীবগুলি, স্বপ্নগত নকল জীবমাত্র হইয়া ঈশ্বরের পরিজ্ঞাত হইবে। সেই ঈশ্বরের স্বপ্নদৃশ্যটি বাধিতানুবৃত্তি-ন্যায়ে কিয়ৎকাল বর্ত্তমান থাকিয়া পরে প্রত্যাহৃত হইলে ঈশ্বর অভয় হইবে। নকল জীবগুলি ঈশ্বরের স্বপ্নভঙ্গে স্বপ্নসহ অভয়-মূর্ত্তিতে প্রবেশলাভ-পূর্ব্বক সমান অভয়ে সমান হইয়া যাইবে; মুক্ত হইবে। **কিন্তু সকল জীবেরই মুক্তি সেই "এক" জীবের অভয় হওয়ার উপর নির্ভর করিতেছে।** সেই "এক" জীব যে আমাদের মধ্যে কে? তাহা উপস্থিত "এক" জীবের ভ্রমকালে সেই "এক" জীবও জানে না, নকল জীবেরা ত জানেই না। আমাদের প্রত্যেকের, আমিই সেই "এক" জীব, এই ধারণাকে দৃঢ় করিবার জন্য চেষ্টা করার অধিকার সম্পূর্ণ আছে। সাবধান! অলস হইয়া ফাঁকি দিবার অভিপ্রায় তোমাদের কাহারও না থাকে। "একের মুক্তি হইলেই ত আমি বাঁচিব; যে কেহ মুক্ত হয় হউক; আমার আর পৃথক চেষ্টার প্রয়োজন নাই"—এরূপ মনে করিলে আত্মবঞ্চনার ভয় আছে, যেহেতু উক্ত অলস তুমিটাই হয় ত সেই "এক" জীব—যাহার উদ্ধার না হইলে তোমারও মুক্তি হইবে না, অপর সকলেরও হইবে না।

হে পাঠক-পাঠিকা, নরত্ব-নারীত্ব দেহ-মন্দিরের গঠন-ভেদ মাত্র। মন্দিরস্থ ঠাকুর, আত্মা,—নরও নহে, নারীও নহে। নর-দেহমন্দিরে বা নারী-দেহমন্দিরে অভিমান প্রবল হইলে, আত্মা ভ্রমে আপনাকে নর বা নারী মনে করে। কখনও বা দেহাভিমান-নিরপেক্ষ হৃদয়াভিমানে, সীতার বা আয়েষার বা নষ্টনীড়গেহিনী চারুর দুঃখে দুঃখিত হইয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সমবেদনায় অবশ হইয়াই পাঠক ও পাঠিকার আত্মা তৎকালে, সাময়িক নারী-অভিমান স্বীকার করে; কখনও বা শ্রীরামাদির সুচরিত-পাঠে উল্লসিত হইয়া তৎকালে, অবশভাবেই সাময়িক রামত্ব—নরত্ব-অভিমান স্বীকার করে। তদ্বৎ অভয়কে ভাল লাগিলে পাঠক ও পাঠিকার আত্মা, দেহাভিমান বা হৃদয়াভিমান নিমিত্ত নরনারীত্বাভিমান বিসর্জ্জন করিয়া তৎকালে অলিঙ্গ-জ্ঞান-স্বরূপ সাময়িক "অভয়" হয়; সাময়িক না হইয়া যাহাতে চিরস্থায়ী "অভয়" হওয়া যায় তাহার সমধিক যত্ন করাই "আমি"র পক্ষে শ্রেয়ঃ। **অভয়ের দেহ-মন্দির নাই, হৃদয় অর্থাৎ Emotion ও নাই। অভয় জ্ঞানসার, জ্ঞানঘন, "সমান" Intellect।** 'আমার হৃদয়', 'আমার দেহ' এরূপ বাক্যপ্রয়োগে ষষ্ঠী-বিভক্তিবলে ইহা সুসমর্থিত হয় যে, আত্মা—হৃদয় ও হৃদয়াভিমান হইতে পৃথক—কিম্ভূত বিদেহ, ভাবরূপ; দেহ বা হৃদয় হইতে অত্যন্ত বিলক্ষণ, গরীয়ান; কিঞ্চিৎ। তাহাই নিত্যশুদ্ধ অভয়। এই প্রবন্ধ লিখিবার ভঙ্গিদোষে, বা গ্রন্থকারের অনবধানতা বশতঃ যুক্তি-সামগ্রীর উপযুক্ত সন্নিবেশ না হওয়ায়, হয় ত অভয়টি নির্দ্দোষরূপে সমুপস্থিত হয় নাই। পাঠক-পাঠিকা! যদি পার ত গ্রন্থের শুদ্ধিসম্পাদন করিয়া লইও। খুব ব্যস্ত হইও না; "আমি"র অভয় হওয়ার হয় ত বিলম্ব আছে এবং বিলম্ব হইবার যথেষ্ট হেতুও আছে। নিধুবাবু সঙ্গীত শিখিবার জন্য ওস্তাদের নিকট গিয়া শুনিলেন যে, সঙ্গীত শিখিতে পাঁচ বৎসর লাগিবে। নিধুবাবু বলিলেন যে, তিনি অন্যত্র দুই বৎসর সঙ্গীত শিখিয়াছেন সুতরাং আর তিন বৎসরেই সঙ্গীত-বিদ্যায় পারদর্শী হইতে পারিবেন। ওস্তাদ বলিলেন, নিধুবাবু, তবে তোমার দশ বৎসর লাগিবে। অন্যত্র যাহা শিখিয়াছ তাহা ভুলিতে পাঁচ বৎসর, ও পরে আমার নিকট নূতন শিক্ষা করিতে পাঁচ বৎসর লাগিবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমরাও পূর্ব্বে জগতের ভিন্ন ভিন্ন অংশে রাগদ্বেষ বশতঃ যতটা আদর ও ঘৃণা করিতে অভ্যাস করিয়াছি, সেই সংস্কার ভুলিতে বহুকাল লাগিবে। পরে ওস্তাদ-উক্ত তত্ত্বমসি-সঙ্গীতে তামিল হইতে, অর্থাৎ মন্ত্রার্থ-মনন-শোধনে, যথেষ্ট সময়ক্ষেপ ও শ্রম স্বীকার করিলে তবে ক্রমে **জগতের সর্ব্বত্র দুঃখ-রাহিত্য, প্রাতিভাসিকত্ব, স্বপ্নাভিনয়ের রসরূপত্ব**—আচার্য্যসঙ্গ ও নিজ সংযমে বুঝিয়া,—আরও অধিককাল পরে **অভিনয়ের বিশিষ্টানন্দ-ভোগে চিত্তের বিক্ষেপকেও বন্ধনরূপ বুঝিলে, অর্থাৎ ঈশ্বরত্বে বৈরাগী হইলে,** সমানানন্দরূপ অভয়-সাক্ষাৎকার হইবে। আসল কথাটা আর না বলিলে নহে। অভয়-সাক্ষাৎকারটি ইদং-রূপে হয় না; **অভয়-সাক্ষাৎকার অর্থে অভয়-প্রাপ্তি।** এই প্রাপ্তি টাকা-পাওয়ার মত বা গঙ্গাপ্রাপ্তির মত বা ময়দান পার হইয়া গ্রামপ্রাপ্তির মত নহে। ইহা **আরোগ্য-প্রাপ্তির মত, নিজে আরোগ্য হওয়া; নিজে অভয় হওয়া।** যে-সে আরোগ্য নহে; তাহা উন্মত্তারোগ্য হওয়া; পূর্ব্বে যে উন্মাদব্যাধি ছিল তাহার সম্পূর্ণ বিস্মরণসহ আরোগ্য, অভয় হওয়া। এই যে উন্মত্তারোগ্যদৃষ্টান্তবলে অভয় হওয়া—ইহাই খাঁটি অভয় নহে। উন্মত্ত স্বস্থ হইয়া—নিজে না জানুক আমরা ত জানি যে, সে পুনরায় উন্মাদ হইলেও হইতে পারে। তবেই নিখুঁত সর্ব্বাঙ্গসুন্দর অভয় হইল না।

'পর্ব্বতস্তিষ্ঠতীতি'-দৃষ্টান্তে বুঝায় যে, অভয় কদাপিই সভয় ঈশ্বর ও ক্রমে ভ্রান্ত উন্মত্ত জীবরূপ হয়ই নাই। **স্বস্থ অভয়ে আপনাকে জানিবার বা জগৎ সৃষ্টি করিবার কোনও আকস্মিক ইচ্ছার, উৎপাতের, উপদ্রবের আবির্ভাব—অসম্ভব-ভবিষ্যৎ।**

খাঁটি অভয়ানুরোধে সুতরাং উন্মত্তারোগ্য অপেক্ষা 'পর্ব্বতস্তিষ্ঠতীতি'-দৃষ্টান্তকে অধিক সঙ্গত ও বলবত্তর বলিতে হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হে নর-নারী! কে পার, তথাস্তু বল। "এক"-আমি মুক্ত হও, ও সকলকে মুক্তি দাও।

এই গ্রন্থ-প্রতিপাদ্য বিষয়টির নাম সংস্কৃত পুস্তকে কৈবল্যবাদ, বিবর্ত্ত-বাদ, শুদ্ধাদ্বৈতবাদ, দৃষ্টিসৃষ্টিবাদ, একজীববাদ, মহাস্বপ্নবাদ। **ভারত ছাড়া অন্য কোনও দেশে ইহার চর্চ্চা অদ্যাবধি হইয়াছে বলিয়া আমার জানা নাই। যাঁহারা সংস্কৃত পড়িতে নারাজ তাঁহাদের আমার এই অসংস্কৃত সংবাদ অগত্যাই গ্রহণ করিতে হইবে।** জিজ্ঞাসার তৃপ্তি না হয়, পাঠকপাঠিকাকে নূতন পৃথক উদ্যমে সংস্কৃত গ্রন্থাদি হইতে রহস্য বুঝিয়া লইতে হইবে। অভয়ের ওকালতী যথাসাধ্য করিলাম। বেতন চিত্তশুদ্ধি। প্রবন্ধ লিখিয়া আমি নিজের চিত্তশুদ্ধির চেষ্টা করিয়াছি; পাঠকপাঠিকারও ইহাতে চিত্তশুদ্ধি কিয়ৎ পরিমাণে হইতে পারিবে। **কোনও "এক" জনের হইলেই যে হয়।**

একদা এক ব্যক্তি ডাক্তারখানায় উপস্থিত হইয়া কম্পাউণ্ডারকে জিজ্ঞাসা করেন যে, তুমি এমনভাবে Castor Oil দিতে পার যে, যে তাহা খাইবে সে যেন জানিতে না পারে যে Castor Oil খাইতেছে। কম্পাউণ্ডার বলিল, পারি; কিন্তু ঔষধ বিলম্বে প্রস্তুত হইবে সুতরাং আপনাকে অপেক্ষা করিতে হইবে; ইতিমধ্যে আপনি কি একটা Soda Water খাইবেন? প্রস্তাব সাধু বলিয়া তিনি স্বীকার করিয়া Soda Water খাইলেন। কিয়ৎকাল পরে কম্পাউণ্ডার তাঁহাকে তত্র বসিয়া থাকিতে দেখিয়া বলিল যে, আপনি বাড়ী যান নাই কেন? তিনি বলিলেন যে, খুড়োর জন্যে Castor Oil লইয়া তবে ত আমি যাইব। কম্পাউণ্ডার বলিল, সর্ব্বনাশ! সেই Soda Waterই ত Castor Oil; আপনি যত শীঘ্র পারেন বাড়ী চলিয়া যান। ঔষধের কার্য্য এখনই হইবে। পাঠক-পাঠিকাগণ, যাঁহারা এই প্রবন্ধ পড়িয়াছেন, নিজ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রয়োজন-বুদ্ধি না থাকিলেও Castor Oil তাঁহাদের উদরস্থ হইয়াছে জানিবেন। ইহাতে চিত্তমালিন্য দূরীভূত হইবেই। তাহা পরম লাভ। অশুদ্ধ চিত্তের অভয় হয় না। যদি হয়, তবে নিষ্কাম-কর্ম্মী, বা বেদান্তবাক্যে সদারমণশীল কোন বৈরাগী শুদ্ধচিত্তেরই হইবে। ইহাই সিদ্ধান্ত। শুদ্ধ-চিত্তই বুঝিতে পারিবেন, অন্য কেহ পারিবেন না যে, জীবন-সাফল্য সম্বন্ধে আহার নিদ্রা, ভয় ও বংশবৃদ্ধির অপেক্ষা কুশলাতিশয় কিছু আছে। এই রচিত প্রবন্ধ তাহারই বার্ত্তাবহ মাত্র। "বেদান্তকৃৎ বেদবিদেব চাহং"—"আপন খেল আপ কর দেখে, খেল সংকোচে আপনি একে", ইত্যাদি মস্ত বড় কথাগুলিও অর্দ্ধ-সত্য অর্দ্ধ-মিথ্যা; অবশেষে কেবল সত্য এই দাঁড়াইল যে, কি অতীত রাম বুদ্ধ শঙ্করাচার্য্যাদি, কি বর্ত্তমান তুমিগুলি, কি ভবিষ্যৎ যে-কেহ—সকলই এক আমিরই স্বপ্নগত; তাহাদের মোক্ষ হওয়াও নাই. অভয় হওয়াও হয় না; এক আমিরই মোক্ষ হইবে, এক আমিই অভয় হইব। স্বপ্নের কারণ না থাকায় সেই স্বপ্নটাই হয় নাই; অভয় আমি অভয়ই আছি, কদাপি সভয় হই নাই।

'মধুরেণ সমাপয়েৎ'-ন্যায়ে কিছু পুনশ্চ আবশ্যক। পুনশ্চ জিনিষটা বড় সোজা নহে। প্রাচীনকাল হইতে প্রোষিতভর্তৃকা-সুন্দরীগণ জীবিত-বল্লভকে বৃহৎ প্রীতি-পত্রিকা লিখিয়া, অল্পাক্ষর কিন্তু অসন্দিগ্ধ দুইছত্র পুনশ্চ—একখানি চিরুণী, এক প্রস্থ শঙ্খচূড়, এক মোড়ক মাথাঘষা, অর্দ্ধসের গজা, একজোড়া সাটী ইত্যাদি বহু সামগ্রী—মন্ত্রমুগ্ধ হৃদয়েশ্বরের নিকট আদায় করিয়া আসিতেছেন।

সৃষ্টির আদিমকাল হইতে মানব-হৃদয়ের ক্রমবিকাশের একটা ইতিহাস আছে। সেই ইতিহাসানুরোধে বলিতে হয় যে, ধর্ম্মার্থকামমোক্ষের চতুর্থ মোক্ষটি, অভয়টি, বহু শতকোটী বৎসরের চিন্তার ও পরীক্ষার ও মার্জ্জনের ফলে পুরুষার্থ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু সম্প্রতি অন্য একদল মনীষী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেখা যায়, যাঁহারা উক্ত মোক্ষটিতে "অবশে" তুচ্ছ-বুদ্ধি করিয়া তাহা প্রত্যাখ্যান করেন, যেহেতু তাঁহারা **পঞ্চম পুরুষার্থ** "অনুভব" করেন। পঞ্চম পুরুষার্থ "কৃপা" করিয়া মানব-হৃদয়ে স্বয়ং আবির্ভূত হয়েন। সেই পঞ্চম পুরুষার্থের নাম **প্রীতি**। প্রণয়বতী আর্য্যপুত্রকে 'অজ্জউত্ত' বলিলে যেমন তাহার হর্ষোল্লাস হয়, তদ্বৎ প্রীতি-ঠাকুরাণীকে "পিরীতি" বলিয়া সম্বোধন করিলে আনন্দে দেবীর মধুর সুন্দর চন্দ্রবদন আকর্ণ রক্তিমাভ হইয়া সুন্দরতর শোভা-সমৃদ্ধ হয়। এই প্রীতির ঋষি চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, নদীয়ার অপরূপ উজ্জল গোরাচাঁদ, গোরাপ্রিয় রামানন্দ, নিত্যানন্দ, অদ্বৈত প্রভু, মুসলমান হরিদাস, রূপ, সনাতন, গোবিন্দদাসাদি মহাজন-গণ। তাঁহাদের প্রিয়-হিত-পদাবলী পাঠ করিয়া পাঠক-পাঠিকাগণ আপনাদিগকে পবিত্র কৃতার্থ করিয়া লইবেন। উক্ত মহাপুরুষগণ বৈদান্তিক সহ কতকটা একমতে, রসরূপ প্রিয়-দেবতা হইতেই জগৎ উদ্ভূত হইয়াছে বলিয়া জগতের সমগ্র দেশের রসরূপত্ব স্বীকার করেন। জগতে যাহা কিছু দুঃখ বলিয়া প্রতীত হয়, তাহা স্বরূপে দুঃখ নহে, তাহা বস্তুতঃ রসপোষক ও সুতরাং রস-রূপই। অর্থাৎ প্রীতিঠাকুরাণীর পরিজন ও "সিদ্ধ" উপাসকগণ "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম"-মন্ত্রকে সত্য বলিয়া মান্য করেন। লীলারহিত অভয়ের চর্চ্চা তাঁহারা বড় বেশি পরিমাণে করেন না; লীলাসক্ত সুন্দরের "মধুর" লীলারসেরই চিন্তন, পূজন করেন। অথবা কৃপাপ্রাপ্ত যথা-অধিকার-ভেদে, অধিকার-বশে, বাৎসল্যাদি রসেই রুচিমান হয়েন। অথবা কৃপাহেতু তটস্থতা মাত্র পাইয়া সাধক সকল রসেরই রসিক হয়েন। তটস্থতাতে রাধা-গোবিন্দে ঈশ্বর-বুদ্ধি থাকে। তাঁহাদের মতে **পুরুষ সংখ্যায় এক; দ্বিতীয় পুরুষ নাই**। তিনি অতিশয় সুন্দর ছিলেন; তাঁহার সমস্ত সৌন্দর্য্য বাহিরে রাধারূপে রাখিয়া নিজে বড়ই কালো হইয়াছেন; কিন্তু রাধিকা তাঁহাকে ভালবাসিয়া তাঁহার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিকটে থাকিয়া এবং নিত্য আলিঙ্গনের ভিতর রাখিয়া, নিজ সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যে আচ্ছাদিত করিয়া, তাহাকে সদা সুন্দর করিয়াই রাখিয়াছেন। সকলেই ত জানেন যে, ঘনশ্যামের পীতবসনই শ্রীরাধার প্রথম বিলাস। সরলা, বৎসলা যশোমতী এবং গোপগোপীগণও নিজ ভালবাসা-আচ্ছাদন অর্পণ করিয়া কালো কৃষ্ণকে পরম সুন্দর দেখেন ও বলেন যে, হউক না ছেলে কালো, ছেলে ঘর করেছে আলো। যাঁহারা কৃষ্ণকে কালীরূপে দেখেন তাহারাও বলেন যে, কালো কালী বড়ই সমুজ্জ্বল—কালী যে 'তিমিরে তিমিরহরা' !

পুরুষটির লক্ষণ এই যে তিনি সেব্য, ভোক্তা। অন্য যাবতীয় স্থির-চর সকলেই তাঁহার হ্লাদিনী শক্তি রাধিকার রূপভেদ এবং সেবক, ভোগ্য, নারী। সেবকত্বই নারীত্ব। তুমি, আমি, মাতা, পুত্র, কলকণ্ঠ কোকিল, শীতল পবন, আকাশের চাঁদ, ফুল্ল ফুলদল, মন্থরা, যমুনা সকলেই সেই এক পুরুষের, ঈশ্বরের—নারী, সেবক, সুখদাতা। **হ্লাদিনী পুরুষকে নানা রূপে ভালবাসে; শিষ্য হইয়া গুরুকে, জনক জননী হইয়া সন্তানকে, সন্তান হইয়া পিতামাতাকে, ভৃত্য হইয়া প্রভুকে, স্ত্রী হইয়া ভর্ত্তাকে, ভর্ত্তা হইয়া পত্নীকে, পরকীয়া হইয়া বরনাগরকে।** এই অলৌকিক ভালবাসার দৃষ্টান্ত নাই; লৌকিক ভালবাসা হইতে ইহার অল্প আভাসমাত্র দেওয়া যাইতে পারে। সেই আভাসটুকু অবলম্বন করিয়াই ভালবাসাকে ভালবাসিতে হইবে, পূজা করিতে হইবে। হ্লাদিনীর স্নেহে পুরুষের অপূর্ব্ব সুখ হয়। পূজার "পদ্ধতি" এই যে—যাঁহারা প্রাচীন ও আধুনিক কালে ভালবাসিয়াছেন, তাঁহাদের সুরচিত কথা ভূয়ঃ পরিমাণে শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি চর্চ্চা করিতে হইবে, **তবে পরে হয় ত একদিন পূজক নিজেই ভাল বাসিতে পারিবে।** দেখিতে সুন্দর ফুলের মর্য্যাদা যেমন তত্র সুগন্ধ থাকিলে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অতিশয়িত হয়, তদ্বৎ বৈদান্তিক অমর জীবাত্মা যদি ভালবাসিতে পারে, তবে যেন প্রীতি ভক্তি একটা ভূষণস্বরূপ হইয়া অমর ধ্রুবকে অধিক শোভন করিয়া তুলে।

ভক্তগণের মধ্যে এক সম্প্রদায় পুরুষকে ঈশ্বর জানিয়া সগৌরবে ভাল বাসিতেন, যথা নন্দিকেশ্বর, হনুমান, গুহক, বিভীষণ, প্রহ্লাদ, নারদ, উদ্ধব, বসুদেব, দেবকী, পাটরাণী রুক্মিণী। অন্য এক সম্প্রদায়, পুরুষ যে ঈশ্বর, তাহা না জানিয়া তাঁহাকে নিজদের মত স্বজাতীয়বোধে, অসঙ্কোচে ভাল বাসিতেন, যথা—নন্দ, যশোমতী, সুবল, মধুমঙ্গল, চন্দ্রাবলী, কুন্দ, ললিতা, ঠাকুরাণী রাধা। ইঁহারা গোবিন্দের বিপদ আশঙ্কা করিতেন এবং অপ্রত্যক্ষ মহাবল কোনও ঈশ্বরের নিকট গোবিন্দের নিরাময় প্রার্থনা করিতেন; পুরোহিত বরণ করিয়া গ্রহশান্তি করিতেন; মন্ত্রপূত রক্ষাকবচ গোবিন্দের দেহে বাঁধিয়া দিতেন, এবং গোবিন্দের রোগ হইয়াছে বুঝিলে বৈদ্য আহ্বান করিতেন।

উক্ত দুইশ্রেণীর ভক্তই বড় ভক্ত। প্রিয়-দেবতার বা প্রাণ-গোবিন্দের নিকট কোনও বর প্রার্থনা করিতেন না, রাজ্যও না, স্বর্গও না; বড় জোর কেহ সামীপ্য এবং কোনও সেবাধিকার যাচঞা করিয়া লইতেন; কোনও অভিমানিনী, বঁধুর সঙ্গে পূর্ব্বে পরামর্শ না করিয়াই বঁধুর সেবায় কায়মনো-বাক্যের যাবতীয় চেষ্টার শুভ বিনিয়োগ করিতেন।

যশোদার বাৎসল্য, সুবলের সখিত্বাদি অলৌকিক-রস, লৌকিক বাৎসল্য, সখিত্ব হইতে—কথঞ্চিৎ যেন বুঝা যায়। পরন্তু **মধুর রস বুঝা যায়ই না বলিলে চলে। কৃপা ব্যতীত ইহার জাগরণ জীব-হৃদয়ে হয় না; যখন হয়, তখন জীব কোন দৃষ্টান্ত-উপদেশের অপেক্ষা না করিয়া তাহার আস্বাদন সহজেই পায়।** অবশ্য যশোদার কৃষ্ণ-অদর্শনে ও রাধার কৃষ্ণ-অদর্শনে যে উৎকণ্ঠা তাহা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ওজনে তুল্যই ; এবং যশোদা-কৃষ্ণ বা রাধা-কৃষ্ণ-মিলনে উভয়ত্রই তাহাদের পূর্ণ তৃপ্তি ; কিন্তু তথাপি তটস্থের পক্ষে ভাবে ও রকমে রসের প্রভেদ ও উৎকর্ষ আছে। **মধুরই মহোৎকৃষ্ট রস,** মধুরই সর্ব্বপ্রধান সেবা। সকল পুষ্পের নানাজাতীয় সকল সৌরভ যথা সংগৃহীত হইয়া মধুতে রক্ষিত হয়, সেইরূপ **মধুর-রসে দাস্য, সখ্য, বাৎসল্যাদি সকল রসেরই সমাবেশ আছে।** গৌরী-শঙ্করের, সীতা-রামের, মহিষী রুক্মিণী ও দ্বারকা-নাথের সংযত বৈধ প্রণয়ে (?), এবং রাধা-শ্যামের মনোহর চপল-চরিতে অন্য সকল রসই বর্ত্তমান। ঠাকুরাণী স্বহস্তে গোবিন্দের জন্য মিষ্টান্নাদি পাকে ও ফুলশয্যাদি রচনাদ্বারা গোবিন্দের দাসী ; নিজকণ্ঠের পুষ্পহার কৃষ্ণকণ্ঠে দিয়া ও নানা রসালাপে তৃপ্তি দান করিয়া গোবিন্দের সখী ; শ্রান্ত গোবিন্দের ঘর্ম্মলাঞ্ছিত সুন্দর বদন নিজাঞ্চলে মুছাইয়া ও ব্যজনাদি করিয়া জননীর মত স্নেহবতী ; কিসে কৃষ্ণ সুখী হয় তাহা "নিজ অনুমানে" জানিয়া চর্ব্বিত তাম্বুল কৃষ্ণমুখে দিয়া ও প্রণয়ানুরোধে দুস্ত্যজ্য কুলশীলে অনাদর পূর্ব্বক দেহ পর্য্যন্ত দান করিয়া "সমর্থা" প্রেয়সী-প্রধানা।

বৈধ প্রণয় বলিয়া কোন বস্তু নাই। সীতারামের কিম্বা অন্য কোনও প্রসিদ্ধ যুগলের অন্যোন্য-প্রণয়ের হেতুটি বিবাহ নহে। **প্রণয়টি অহৈতুক।** প্রসঙ্গাগত বিবাহের কথা কিছু বলিব ; স্বয়ংবরার বা পিতৃদত্তার বা অন্যবিধার সহ যে মিলন বা বিবাহ-উৎসব তাহার বটে সামাজিক মর্য্যাদার ইয়ত্তা নাই। বিবাহিতাই দেবী—সমাজের কল্যাণ-বিধাত্রী ; যেহেতু উচ্ছৃঙ্খলতার নিদারুণ হস্ত হইতে ইনি যাবতীয় সমাজকে বহুদিন হইতে রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু ইহাও জানিবেন যে, বিবাহের মর্ম্ম সামাজিক কুশল হইতে আরও গূঢ়। পতিসেবার পাতিব্রতা হইতে, অর্থাৎ সামাজিক পত্নীত্ব হইতে, পতির অধিক মঙ্গল—পারলৌকিক মঙ্গল—নারীরই হস্তে আছে, সেই জন্য ইঁহার নাম সহধর্ম্মিণী। এই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রহস্য প্রবন্ধ-উপসংহার সময়ে বিবৃত হইবে। প্রকৃতমনুসরাম। 'বৈধ প্রণয়' শব্দটি 'সোনার পাথর বাটি' শব্দের মত। ইহা হয় ত হয়, হইলে নিষেধ মানে না। ইহা সহজ বস্তু—না বিধির অধীন, না নিষেধের অধীন। রাধা-গোবিন্দের প্রীতি বৈধ নহে, অবৈধও নহে; ইহা অলৌকিক, ও জীবের চরম ইষ্ট। বিবাহিতের প্রণয় অপেক্ষা রাধাশ্যামের প্রীতিতে কিছু দুর্ব্বিজ্ঞেয় অতিশয় আছে। এতদপেক্ষা দুর্লভতর বস্তু মানবের কল্পনার অতীত।

এই সংসারে কখন কখন সহধর্ম্মিণীকে কিঙ্করী না বুঝিয়া সোহাগের ও পূজার সামগ্রী বুঝা হয়; সেই লৌকিক মধুর রস কতকটা অলৌকিক মধুর রসের অনুরূপ হইলেও উভয়ের মধ্যে মহদন্তর—যথা প্রতিবিম্ব বিম্বের সমতুল হইয়াও তুচ্ছ। অলৌকিক সখিত্ব বা বাৎসল্য-রস দ্বারা সৌন্দর্য্যে-উপাসনার মর্ম্ম লৌকিক ব্যবহার হইতেই কতকটা অনুমান করা যায়। সুবল কৃষ্ণের বন্ধু, যশোদা গোপালে বৎসলা—শুনিয়া বিস্ময় হয় না। কিন্তু লৌকিক মধুর-রস দ্বারা সৌন্দর্য্যপূজায় যথেষ্ট আদর সোহাগ স্নেহাদি উত্তম উপকরণ থাকিলেও **তাহাতে একটা অভিসম্পাত আছে; তাহা "কাম", "স্বার্থ", "নিজ সুখ"—পুরুষে কি নারীতে।** অলৌকিক মধুর-রসে "কাম" নাই। কৃষ্ণ হইতে রাধা নিজে সুখ চাহে না; কৃষ্ণকেই সুখী করিতে চাহে; তথা কৃষ্ণ নিজ সুখের জন্য রাধার সহিত মিলিত হইবার "কামনা" রাখে না, মিলিত হইলে শ্রীমতী সুখী হইবে জানিয়াই শ্রীমতীকে সুখী করিবার জন্যই কৃষ্ণ রাধাসহ মিলিত হয়। কায়িক, বাচিক, মানসিক সর্ব্বপ্রকার সেবাতে কৃষ্ণকে সুখী করিতেই হয়, ও হইলে গোপী অবশ্য সুখী হয়। এই ব্যবহারটি লৌকিক নহে; ইহা ব্যবহার বটে, কিন্তু ইহা বিপরীত ব্যবহার; বিম্ব-প্রতিবিম্ব একরূপ হইলেও যথা বিলক্ষণ; দুহিতা-চুম্বন ও কান্তা-চুম্বন যথাভাবে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

একরূপ ব্যাপার হইয়াও ভাবে অত্যন্ত পৃথক ; তথাই, কালে সঙ্গতি ও প্রীতি-মিলন অরসিকের স্থূলদৃষ্টিতে তুল্যরূপ বোধ হইলেও, ভাবে মরমে নিরতিশয় বিপরীত, ও ইহা বিস্ময়কর। প্লেটো (Plato) মহাশয় ইহা হৃদয়ঙ্গম করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন এরূপ প্রবাদ আছে।

গোপীর সকল চেষ্টার তাৎপর্য্য কৃষ্ণ-সুখে। গোপী কৃষ্ণের সেবাই ইচ্ছা করে ; কৃষ্ণকে কামে, নিজ সুখের জন্য, ভোগ করিতে চাহে না ; কিন্তু যদি বুঝে যে, গোবিন্দ আলিঙ্গনে অভিলাষী, তবে গোপী **যথা দেহাংশ হস্তদ্বারা গোবিন্দের পদ "সেবা" করে, সেই ভাবে সেবারূপেই**, সমগ্র দেহ, আলিঙ্গন-চুম্বনের জন্য, অকাতরে দান করে এবং তাহাতে কৃষ্ণ সুখী হয় বলিয়াই গোপী নিজে অপরিমিত সুখানুভব করে। এই ব্যাপারটি আমাদের অপরোক্ষ নহে, ইহা যোগে-যাগে আমাদের কল্পনাগোচরমাত্র হইলেও হইতে পারে। গোপী নিজে সেবক অর্থাৎ নারী-অভিমান রাখে, এবং **নন্দ-সুবলাদি সকলকেই নিজের মত সেবক অর্থাৎ নারী বুঝে** ; মনে করে যে, সুন্দর গুণবান গোবিন্দকে দেখিয়া আমার যেমন সর্ব্বতোভাবে সেবা করিবার লোভ হয়, তেমনই অপর সকলেরও হয়। **নিজে ও অপর সকলে নারী হওয়ায় গোবিন্দ ব্যতীত দ্বিতীয় পুরুষ গোপী দেখে না** ; সুতরাং কোনও দ্বিতীয় পুরুষে অনুরাগ-সম্ভাবনামাত্র গোপীর নাই। **সুতরাং গোপী একনিষ্ঠ সহজ-সতী**। ব্রজবাসী পুরুষদেহী সুবলাদিও ধাতুগত নারী ; পরমপ্রিয় কৃষ্ণ-সেবার চিন্তায় পূর্ণমনস্ক, কোনও ইতর চিন্তার অবসর-শূন্য। 'সোঽকাময়তে........প্রজায়েয়'—শ্রুতির "কামের" কথা বলিতেছি না ; কাম-নামে নিজ ইন্দ্রিয়মূলক নরনারীর চেষ্টাবিশেষের উল্লেখ করিতেছি।

অপিচ, জগৎ সৃষ্টি হইবার পরে কামের জন্মলাভ হইয়াছে। কিন্তু

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জগৎসৃষ্টির পূর্ব্বেও পরমা-প্রকৃতি রাধিকার প্রেমালিঙ্গনে সুখবদ্ধ হইয়াই পরমপুরুষ গোবিন্দ বর্ত্তমান ছিলেন; তখন কাম ছিল না; এখনও লৌকিক কাম-সৃষ্টির পরেও, রাধাশ্যামে সেই অলৌকিক প্রীতিই আছে; কাম নাই। রাধিকার নিজ-সুখে অভিসন্ধি নাই; প্রিয়-সুখের জন্যই অবিরাম যত্ন-আয়োজন আছে; যে **তিনটি সামগ্রী লইয়া মাধুর্য্য—তারুণ্য, কারুণ্য, লাবণ্য,** তাহা গোপীর যথেষ্ট পরিমাণেই আছে। গোবিন্দ মাধুর্য্য হইতে সুখী হয়েন; তাহাই গোপী নিজ মাধুর্য্যকে মধুরতর করিতে সদাই সচেষ্ট; কখনও বা সকল বেশভূষা পরিবর্জ্জন করিয়া, কখনও বা অতি বিচিত্র সজ্জার পরিপাটী বিন্যাস করিয়া, গোবিন্দ-মোহন সিন্দুর রচনা করিয়া, গোবিন্দপ্রিয় চরণাম্বুজে নূপুরঝঙ্কৃতি যোজনা করিয়া, গোবিন্দকণ্ঠে সলাজ সহাস সতৃষ্ণ-লগ্না হইয়া গোবিন্দকে সুখী করেন। গোপীর কথাই সঙ্গীত, চলনই নৃত্য, ও হাস্যই জ্যোৎস্না; এবং সেই সকল অপূর্ব্ব সম্পত্তিতে নিজস্ব মানিয়া গোবিন্দের বড়ই গরব, বড়ই সুখ। গোবিন্দকে নিজ-সেবায় সুখী বুঝিলেই—এবং গোপী যে তাহা না বুঝে, এমন নহে—গোপীর বড়ই গরব, বড়ই সুখ।

মধুর প্রীতি, পুরুষে পুরুষে বা নারীতে নারীতে হয় না; ইহা নারী-পুরুষেই হয়। লৌকিক আমরা পুরুষদেহে অভিমানী হইয়া আপনাদিগকে ভ্রমে পুরুষ মনে করি; লৌকিক নারীগণও পুরুষদেহ দেখিয়া তত্রস্থ জীবগণকে ভ্রমে নানা পুরুষ মনে করে; ফলে স্বার্থ অর্থাৎ নিজ নিজ কামতৃপ্তির লালসা হইতে, কদর্য্য পরকীয়াদি ভাবের আরোপ মধুর-রসে হইয়া যায়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ইহা দারুণ পরিতাপ, **ইহা দুর্জ্জয় অভিসম্পাত**। কিন্তু কথাটা এই যে, উজ্জ্বল রস অতি পবিত্র; তত্র এক অদ্বিতীয় পুরুষ ব্যতীত সকলেই সেবক, নারী; সুতরাং পরস্পর কামশূন্য এবং সকলেই নিজ নিজ ভাব-অনুসারে "এক"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পুরুষ গোবিন্দে অনুরক্ত। লৌকিক পরকীয়া-রসে একটা উন্মাদকরী তীব্র উৎকণ্ঠা আছে; তাহাই মাত্র অলৌকিক প্রীতির তীব্রতা, গাঢ়তা, অসাধারণতা, অন্যোন্য-দুর্লভতা, আনন্দ-ব্যাকুলতাকে কথঞ্চিৎ বুঝাইবার জন্য উল্লিখিত হয়। লৌকিক রসে তীব্রতা থাকিলেও ভোগসামর্থ্য থাকে। অলৌকিক রসের তীব্রতরতা, অতিতীব্রতা এই যে, তাহাতে শরীর স্তম্ভিত, মন পবিত্রভাবে পুলকিত, **মদন মূর্চ্ছিত, ও ভোগসামর্থ্য অন্তর্হিত থাকে।** বস্তুতঃ রাধাশ্যামের প্রীতি স্বকীয়া-প্রীতি; **রাধার দৃষ্টিতে দ্বিতীয় পুরুষ না থাকায়** পরকীয়া প্রীতি প্রসঙ্গটা আসলে একেবারেই ভিত্তিশূন্য। ইহা **রসোল্লাসের জন্য কল্পিতমাত্র।** রাধার পক্ষে নন্দও নারী, সুবলও নারী, রাধার স্বামী অভিমন্যুও নারী।

রাধাশ্যামের রাজ্যে মদন বা মদনপীড়া নাই। বিরহ-জ্বালা মদনপীড়াবশতঃ নহে। সকল নারী ভালবাসে একই প্রাণ-গোবিন্দকে, প্রিয়-গোবিন্দকে, জয়-গোবিন্দকে। গোবিন্দই পুরুষ, দ্বিতীয় পুরুষ নাই; সকল গোপীই সুতরাং সহজ-পতিব্রতা—বিনা-বিচার, বিনা-শাসন, বিনা-বিধি। ভালবাসার পাত্রকে না দেখিতে পাইলে, না চুম্বনালিঙ্গন করিলে, না চুম্বিতালিঙ্গিতা হইলে—গোপী বিরহকাতরা হয়। ব্রজভূমিতে মদন নাই। দ্বারকায় ভবিষ্যতে প্রদ্যুম্নের বটে জন্ম হইবে। বর্ত্তমানে রাধাগোবিন্দের আলিঙ্গনে মদন মধ্যস্থ নহে। মিলনে, বিরহে, সুখে, জ্বালায়, আছে কেবল—স্বার্থশূন্য শুদ্ধ প্রীতিমাত্র। শিবজীও মদনকে ভস্ম করিয়া পরে কেবলা শুদ্ধাপ্রীতির দুর্লভ অনুভব করিবার লোভেই দেবীকে স্বীকার করিয়াছিলেন। **রসিক বিবেচক ভক্তগণ ভস্মীভূত মদন** এবং **মূর্চ্ছিত মদনের মধ্যে একটা গুরুতর প্রভেদ অনুভব করেন।** বিদ্বদনুভব নাকি প্রমাণ-চূড়ামণি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লৌকিক নরনারী-দেহের গঠন-চিহ্নভেদ অবলম্বন করিয়া কাম আপনাকে ব্যক্ত করে; অলৌকিক রাধাশ্যাম-দেহে গঠনভেদ বর্ত্তমান থাকিলেও তৎসম্বন্ধে তাঁহাদের উভয়েরই অত্যন্ত-বিস্মৃতি, **সুতরাং কন্দর্প অনুপস্থিত অথবা উপস্থিত হইয়াও মূর্চ্ছিত**; অথচ পরস্পরের সার্ব্বাঙ্গীন আলিঙ্গন ও সর্ব্বাঙ্গ-চুম্বনে অতি চঞ্চল আগ্রহ ও মহতী প্রীতি। **চণকবৎ**। জীবদেহে, পুষ্পশরীরে, নর ও নারীভেদ—পরাগ ও গর্ভকেশর-ভেদ আছে। কখনও কখনও একই ফুলে পুরুষ-কেশর ও আধার-কেশর দেখা যায়। অভিষিক্ত নর বা নারী নিজদেহে একাধারেই কুণ্ডলিনী-শক্তি ও শিবপুরুষ, এবং শক্তিপুরুষের মিলন-উত্থ পরমানন্দ অনুভব করিতে চাহেন। যথা একটি চণক লও; দেখিবে ত্বগাবরণ-অন্তঃপুরে দুইটি দল বা দানা আছে; তাহারা ভবিষ্যতে অঙ্কুর উৎপাদন করিবে; সুতরাং তাহারা নর-নারী। কিন্তু গঠনে এত সমান যে, কোন্‌টি পুরুষ, কোন্‌টি নারী, ধরা যায় না; তাহারা পরস্পর দৃঢ়ালিঙ্গিত। চণকবৎ রাধাশ্যাম-যুগলের কে যে নারী, কে যে পুরুষ—এই অনুসন্ধান উভয়েরই নাই; তাহা তাহারা ভুলিয়াছে এবং ভোলা-অবস্থাতেই শুদ্ধ প্রীতিবশতঃ নিবিড়ালিঙ্গন-সুতৃপ্ত; কত যে তাহাদের অন্যোন্য-প্রীতি তাহার পরিমাপক কিছু নাই, তুলনা নাই; তাহা নিষেধ-মুখে বুঝিতে হয়। তত্র বিলোল-তরঙ্গ কটাক্ষ আছে; যুগল-শরীরে স্বেদ-কম্প আছে, উভয়ের মুখে চক্ষুতে ভুবন-ভুলান হাসি আছে, মহাভাবব্যঞ্জক রুদ্ধকণ্ঠ আছে, এবং কোমলাভিরাম বাহু-বেষ্টন আছে; কিন্তু "নাই" মদন। **লৌকিক রস হইতে কাম-নিষেধে অলৌকিক প্রীতি কথঞ্চিৎ বুঝা যায়;** যেমন "ক"র ভিতরে "ব" আছে; "ক"র আঁকড়ি-নিষেধে "ব" পাওয়া যায়। তত্র কেবলা শুদ্ধ-প্রীতিরই ভরপুর প্রকাশ ও আধিপত্য। **প্রীতির মিলন পুরাতন হয় না। প্রতি মিলনই প্রথম সমাগমের**

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মত্ত সমান উল্লাসময়। এই প্রীতি নিষেধ-মুখে বুঝাইতে হয় বলিয়াই প্রথমে কামের উল্লেখ করিতেই হয়। বালকাদি যাহারা কাম বুঝে না, তাহারা মধুর প্রীতিও বুঝিতে অক্ষম। ইহা মণিপদ্ম, গৌরীপট্টাসনে শিব, Rose and Cross—প্রভৃতির পূজা নহে। ইহা প্রজাসৃষ্টির—অর্থাৎ জননী-শক্তির, অথবা **প্রজননাভিপ্রায়-বর্জ্জিত রতিকামেরও** উপাসনা নহে; ইহা কামগন্ধশূন্যা প্রীতিঠাকুরাণীর দ্বারা প্রিয়-গোবিন্দের সেবার কথা! শ্রীমতীর বড়ই বিস্ময় হইত; নিজের কলঙ্ক-কথা শুনিয়া কিছুই বুঝিতে পারিতেন না; বলিতেন যে, রাখাল-বালকেরা কৃষ্ণসঙ্গ করে, কৃষ্ণালিঙ্গিত হয়—তাহাদের কোনও কলঙ্ক রটে না, কেহ তাহাদের সম্বন্ধে কোনও বিঘ্নাচরণ করে না; কিন্তু আমি সেই শ্যামলসুন্দরেরই সহ মিলিত হইলে কেনই বা আমার অপযশ ও এত বিঘ্নবিস্তার হয়? ইহা সরলা প্রীতির সরল মরম-কথা। ইহা স্পষ্টই পবিত্র উজ্জ্বল-রস। ইহাতে কাম কোথায়?

আমাদের মধ্যে যিনি যতটা নিষ্কাম, সংযমী, সচ্চরিত্র ও নিষ্পাপ হইবেন, তিনি প্রীতিঠাকুরাণীকে ততই অধিক বুঝিতে পারিবেন। কিন্তু যতই বুঝিতে পারিবেন, তাঁহার ততই "বোধ" হইবে যে—তিনি অজ্ঞ, পতিত, ও দেবীর কৃপার অযোগ্য। তাঁহার সর্ব্বদা একটা উৎকণ্ঠা জাগরূক থাকিবে যে, কবে বা কৃপা হইবে, কবে যুগল-প্রীতির মরম বুঝিব? **এই ব্যক্তিই গুরু, নরোত্তম। ইনি নর হউন, আর নারী হউন, তুমি নর হও, নারী হও—ইঁহার সঙ্গ কর, ইঁহার শরণ লও।**

বেদান্তের ব্রহ্ম-মহাশয়ও যেমন অটল, নির্ব্বিকার, হ্লাদিনা রাধিকার ভালবাসাও তেমনই ধৈর্য্যচ্যুতিকরী, বিবেক-হারিণী, মহোল্লাসকরী। শ্রীমতী জাতিকুল বিসর্জ্জন করিয়া ব্রহ্ম-গোবিন্দকে ভালবাসে এবং বিনিময়ে কিছু চাহে না। গোবিন্‌জী বড় ফাঁপরে পড়িয়া গিয়া ঋণী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইয়াছেন। ঠাকুরাণীর নিঃস্বার্থ পীরিতির বিনিময়ে যাহা কিছু তিনি দিতে প্রস্তুত, তাহা ঠাকুরাণী অঙ্গীকার করে না। সর্ব্বশক্তিমান এবং পরম চতুর হইয়াও গোবিন্দ এমন কিছু বস্তু আবিষ্কার করিতে অক্ষম যাহাতে দেবীর লোভ হইতে পারে। স্ববশ, স্বতন্ত্র, নির্ব্বিকার গোবিন্দ উপস্থিত অবশে প্রেম-পরতন্ত্র ও রাধা-বশ। রাধা-ঋণ পরিশোধ করিবার জন্য নিরুপায় গোবিন্দ—রাধা তাঁহাকে যতটা ভালবাসে, রাধাকে ততটা ভালবাসিবার চেষ্টা করেন। পারেন না। ঋণশোধ-রূপ উদ্দেশ্য ও চেষ্টা **এই দুটি বস্তু গোবিন্দের ভালবাসাকে রাধার অহেতুক সহজ ভালবাসা হইতে ন্যূন করিয়া ফেলে।** রাধার গোবিন্দ-প্রীতিতে কোনও উদ্দেশ্য বা চেষ্টা নাই—তাহা নিরতিশয় সহজ, স্বাভাবিক। **সুতরাং গোবিন্দ ঋণী ; ঠাকুরাণীই মহাজন।** গোবিন্দ ভুবনমোহন বটে ; কিন্তু শ্রীমতী—ভুবনমোহন-মোহিনী। গোবিন্দও ব্রহ্ম, রাধিকাও ব্রহ্ম—তবে, বড় ব্রহ্ম ; প্রীতিই, আনন্দই, হ্লাদিনী 'রাধাই ত গোবিন্দের ব্রহ্মত্ব।

আমার গুরু তাঁহার চরণকমল আমার মস্তকে সৌভাগ্য-তিলকের মত সস্নেহে ধারণ করিয়া উপদেশ করিয়াছেন যে, জীবমাত্রই সেবকহিসাবে নারী ; গোবিন্দ মহাবীর, মহাভদ্র, রসজ্ঞ এক অদ্বিতীয় পুরুষ। তিনি, নবনীত-কোমলা, নবযৌবনসম্পন্না, স্নেহমুগ্ধা অথচ স্বভাব-বিদগ্ধা, লোলকটাক্ষ-সন্ধানবতী নওলকিশোরীকে—সসম্ভ্রম, সগৌরব নিত্যপূজা ও নিত্যসেবা করিতে চাহেন, এবং নিত্যই বলেন যে, "রাধিকে! তুমিই আমার মূলমন্ত্র, তুমিই হরিনাম"; কিন্তু তথাপি **আশ্রয়জাতীয় প্রীতি, বিষয়জাতীয় প্রীতি অপেক্ষা গরীয়সী,** অর্থাৎ রাধার কৃষ্ণপ্রীতিটির তুলনায় কৃষ্ণের রাধাতে প্রীতি কিঞ্চিৎ লঘু। রাধার কৃষ্ণের উপর যে প্রীতি তাহার পরাকাষ্ঠা জাতিকুল-বিসর্জ্জন নহে; ততোধিক। "যদিই" গোবিন্দ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অন্যা ললনাতে লালসাবান হয়েন, তাহা জানিতে পারিলে "সমর্থা" নায়িকা, সাক্ষাৎ শুদ্ধ-ঘন-স্নেহমূর্ত্তি শ্রীরাধিকা, হর্ষ-ঈর্ষ্যার অপূর্ব্ব রসমেলন আবিষ্কার করিয়া, যে-কোন প্রকারে হউক—অনুনয়, দৈন্য বা সেবা দ্বারা—সেই ললনাকে বশীভূত করিয়া গোবিন্দের অঙ্কসিংহাসনে স্থাপিত করিয়া গোবিন্দকে সুখী করিতে পারেন। তাহাতে গোবিন্দ লজ্জিত হইবেন সন্দেহ নাই; কিন্তু রাধার অভিপ্রায় যে তাঁহাকে সুখী করা, তাঁহার সেবা করা—তাঁহাকে লজ্জা দেওয়া নহে, তাহাও গোবিন্দ উপলব্ধি করিবেন। গোবিন্দ এতটা প্রীতির পরিশোধ-সম্ভাবনা ঘটাইতেও **অসমর্থ, যেহেতু অন্য দ্বিতীয় পুরুষই নাই** যাহাতে রাধিকার অনুরাগ হইতে পারে, এবং গোবিন্দ অঋণী হইবার জন্য সেই পুরুষসহ রাধার মিলনে আনুকূল্য করিতে পারেন। তজ্জন্য গোবিন্দ বড়ই জব্দ হইয়া আছেন; বড় সুখে মধুরভাবে জব্দ; ক্রুদ্ধ হইবার যো নাই! কটাক্ষবাণে বিদ্ধ, প্রীতি-শৃঙ্খলে নিগড়িত, পুষ্পমালায় বদ্ধ, ভুজবেষ্টনে বন্দী হইলে কে বা ক্রুদ্ধ হয়? অন্যের অজেয় গোবিন্দ, কিন্তু প্রীতি-প্রতিমার নিকট পরাজিত হইয়াই তাঁহার অসীম আনন্দ। পরাজিত গোবিন্দকে না হয় ছোট নাই বলা গেল, ঠাকুরাণীকে ত বড়ই বলিতে হইবে। তাহাই বল; **বলিলে গোবিন্দ রুষ্ট না হইয়া সন্তুষ্ট হইবেন; তোমরা গোবিন্দের হাস্যবদন দেখিতে পাইবে, দেখিতে পাইয়া পুলকিত চরিতার্থ হইবে।** একটা আসল কথা বলিব, শুন, মন দিয়া শুন। রাধা-গোবিন্দ নিত্যতৃপ্ত; লীলা করিয়া তাঁহাদের কোনও নিজতৃপ্তি সম্পাদন করিবার কিছুমাত্র আবশ্যক নাই। প্রশ্ন উঠে যে, তবে **লীলার হেতু কি? হেতুটি তাঁহাদের অসীম করুণা!** এই যে রাধার জয়ে পরাজিত গোবিন্দের আনন্দলীলা, ইহার উদ্দেশ্য এই যে, হতভাগ্য জীবের সৌভাগ্য হউক; জীব এই মধুর হইতে সুমধুর অলৌকিক প্রীতিদেবীর জয়লীলারস চর্চ্চা ও আস্বাদন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করুক। হে জীব, তুমি তরুণযুগলের এই করুণ ব্যবহার স্মরণ করিয়া নিত্য কৃতজ্ঞ হও ও রাধা-গোবিন্দের নিত্য জয়গান কর।

অলৌকিক অর্থাৎ স্বার্থশূন্য প্রীতির কিঞ্চিৎ পরিচয় পাইলেই জীব পরস্পর দ্বেষ-ত্যাগ ও প্রীতি অনুভব করিবে; তাহার স্বভাব ক্রমেই শুদ্ধ ও বিষয় বিশেষে বজ্র হইতে কঠিন, ও শিরীষ হইতেও কোমল হইতে থাকিবে। নরদেহীগণ কর্ম্মবীর হইবে, নারীদেহী শক্তিরূপিণীগণ সেই কর্ম্মভারক্লিষ্টগণকে— পিতা, স্বামী, ভ্রাতাকে—অসহায় শিশুর প্রতি স্নেহময়ী মাতার মত—ভালবাসা দিয়া, সদনুষ্ঠানে উৎসাহিত করিয়া, তাহাদের অন্তরে বলসঞ্চার করিবে। পতিপত্নী উভয়ে একত্রে রাধাগোবিন্দ-মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া—উভয়েই শয়নমন্দিরে একের প্রমাদ-সময়ে অপরে অপ্রমত্ত থাকিয়া—পরস্পর নিষেধপূর্ব্বক, কামবর্জ্জনাভ্যাস-পথে—উভয়েই সখীভাবে, দুর্লভ যুগলভজনাধিকার-লোভে, পরস্পর জ্ঞাতসারে নিজ নিজ নারীত্ব উপলব্ধির চেষ্টায় অন্যোন্য-উত্তরসাধক হইবে। পত্নীর এই উত্তর সাধকত্বই সহধর্ম্মিণীত্ব। **নরনারী-মিলনের—বিবাহের—সামাজিকত্ব হইতে এই সহধর্ম্মিণীত্বই পরম গৌরব।** প্রত্যেক নবদম্পতী, প্রথমে না পারেন; মধ্যযৌবনেই কথাটা বুঝিতে চেষ্টা করিবেন। কল্যাণকামী বৃদ্ধবৃদ্ধাগণ ত নিশ্চয় করিবেন। তাঁহাদের আয়ু অল্প; উদ্যোগে অবহেলা করিলে চলিবে না। **মৃতের সাধনও নাই, সিদ্ধিও নাই।**

“সংসার গোবিন্দের, আমি গোবিন্দ-নিয়োজিত; গ্রাসাচ্ছাদনমাত্রই আমার পূরা বেতন; শিষ্টগণ, অসহায় শিশুগণ, দুর্ব্বলচিত্ত যুবক যুবতী-গণ ও অপটু বৃদ্ধগণ গোবিন্দের পরিজন; আমি তাহাদের রক্ষণ-পালনের জন্য নিযুক্ত”—এই কথাটা বুঝিয়া জীবন নির্ব্বাহ কর, প্রহ্লাদের মত। ইহা ঈশ্বর-গোবিন্দের পূজা। অথবা যদি অকাম শুদ্ধ-প্রীতির উদ্দেশ পাইয়া থাক, তবে ললিতার মত ঠাকুরাণীর পূজা কর, **ঠাকুরাণীকে**

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পাইলেই ভক্ত তাঁহার প্রিয়, তদধীন, গোবিন্দকেও পাইবেই পাইবে। ইহা যুগল-উপাসনা, চরম ইষ্ট। কামের ক্ষয় ও যুগল-প্রীতির উদয় অপেক্ষা—অর্থাৎ রাধা-গোবিন্দের কৃপায় রাধা-গোবিন্দের সামীপ্য-প্রাপ্তি অপেক্ষা—ইষ্টতর সম্পত্তি রাধা-গোবিন্দের ভাণ্ডারেও নাই। আত্মসমর্পণ হইতে অধিক দান সর্ব্বশক্তিমানেরও সাধ্যাতীত।

যিনি মৎসদৃশ ঊষর ভূমিতে উপদেশ-বীজ রোপন করিয়াছেন, এবং কৃপাবরিষণে তাহা অবলীলাক্রমে অঙ্কুরিত করিতে পারেন এবং করিবেন, সেই পরমারাধ্য শ্রীগুরুর চরণাম্বুজে কোটী কোটী নমস্কার করি, কোটী কোটী নমস্কার করি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঠাকুরাণীর কথা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রতিপাদ্য-নির্দ্দেশ

যে গুরুচরণারুণোদয়ে হৃদয়কমলের স্ফূর্ত্তি হয়, বিকসিত কমলে সেই গুরুর নিত্য বসতি হউক। শ্রীগুরুর স্নেহাভিসিঞ্চিত রাই-কনকলতা-বেষ্টিত কৃষ্ণ-তমাল যত্র বিরাজমান, যত্র নিবিড়ান্ধকারের মত গোবিন্দ-নীলমণির দুর্লক্ষ্য দুর্লভ মূর্ত্তিকে লোকলোচনের সুলভ করিবার জন্যই করুণাময়ী রাই-চন্দ্রবদনী উজোর দীপরূপে শ্যামলসুন্দরের নিত্যসহচরী, সেই ধন্য ব্রজভূমির জয় হউক!

গত ১৩২০ সালে 'মানসী' পত্রিকায় "আমি"-নামধেয় সচ্চিদানন্দ অভয়-ব্রহ্মের ওকালতী করিয়াছি। ব্রহ্মমহাশয় নির্গুণ বলিয়া কিছুই পারিশ্রমিক দেন নাই, পারিতোষিক ত দূরের কথা। এবার ঠাকুরাণীর মনস্তুষ্টির চেষ্টা করিব।

ঠাকুরাণীকে আপনারা সকলেই জানেন। নানা সুমধুর নামে ইনি আপনাকে প্রচার করিয়া রাখিয়াছেন, যথা—রস, আনন্দ, প্রীতি, পীরিতি, স্নেহ, আদর, সোহাগ, ভালবাসা। শ্রীরাধিকাই ইঁহার নেদিষ্ট নাম। এই নামে আহূত, নিমন্ত্রিত হইলে ইনি নিরতিশয় তুষ্টা হয়েন।

সামান্য বিশেষ—রসবস্তু সামান্যতঃ জানা থাকিলেও ইহার সমগ্র বিশেষ সন্ধান কাহারও জানা নাই। ইহা অগাধ অপার সমুদ্র; কেহই ইহার তলস্পর্শ করে নাই, কোনও সন্তরণ-পটু ইহার পারদর্শী হয় নাই; ইহা অসীম আকাশ, উড়িয়া কেহই ইহার সীমানির্দ্দেশে সমর্থ হয় নাই। এই রসের মূর্ত্তি ভুবনমোহন; যে দেখে সেই মুগ্ধ, 'উনমত' হয়। স্বয়ং

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রস-মহাশয় দর্পণে নিজ মূর্ত্তি দেখিয়া স্বয়ং মুগ্ধ লুব্ধ হইয়া নিজে ব্রজে রসভোক্তা স্বাই হয়েন, এবং নদীয়ায় গৌরাঙ্গসুন্দর হয়েন। ইহার মহিমার কথা কি আর বলিব !

শান্ত, নির্ব্বিশেষ, নিস্তরঙ্গ সমুদ্রবৎ সমাধিরস, সুষুপ্তিরস, ব্রহ্মরস ; তাহাই বিশিষ্ট হইলে, তরঙ্গায়িত হইলে, প্রথম তরঙ্গ আদিরস—মধুর রস ; সেই আদিরস আপনাকে অনুলোমক্রমে, নানারূপে, যথাক্রমে বাৎসল্য, সখ্য, দাস্য, রসরূপে বিবর্ত্তিত, পরিণত করে। উক্ত রস-পরিণামগুলির সামান্য নাম "প্রীতি" ; ইহাদের মধ্যে দাস্যটি "প্রীতি"-ভূমিকা এবং "ভক্তি"-ভূমিকার সন্ধিস্থলে সীমান্ত প্রদেশে বর্ত্তমান ; তত্র মহিমা-ঐশ্বর্য্য-বর্জ্জিত দ্বিভুজ বংশীবদন কৃষ্ণে ত্রাসরহিত "নিঃসঙ্কোচ প্রীতি"র, এবং মহিমান্বিত ঈশ্বরে—দ্বিভুজ দ্বারকানাথ, চতুর্ভুজ বাসুদেব, পঞ্চবদন শিবজী, দশভুজা দুর্গা, গজতুণ্ড গণেশপ্রভৃতি দণ্ডানুগ্রহসমর্থ প্রভুতে—সগৌরব "সঙ্কোচ দাস্যের" সাঙ্কর্য্য দেখা যায়। তত্র দাস্যের সঙ্কোচের মাত্রা কিছু কম এবং নিঃসঙ্কোচ ভালবাসার প্রথম উদয় হয়। যথা শুভ্র গঙ্গা ও নীল যমুনার সঙ্গমস্থলে ঠিক রেখাপাত করিয়া তাহাদের পার্থক্যের সুনির্দ্দেশ হয় না, তথা ভক্তিরসের উচ্চ সীমায় ও প্রীতিরসের নিম্ন সীমায় ব্যামিশ্রণ থাকেই ; পুরাতন পাকা দাস ভরসা করিয়া ঈশ্বরকে পিতা, মাতা, এমন কি সন্তান, স্বামী পর্য্যন্ত বলিতে পারে ; প্রীতির রাজ্যে কেহই কৃষ্ণকে পিতা মাতা বলে না ; বংশমর্য্যাদা ও আভিজাত্যে তুল্যমূল্য সখা, বা লাল্য—সুতরাং ক্ষুদ্র বৎস বা প্রেমালিঙ্গনের যোগ্য—বরনাগর মনে করে। আদিরস আপনাকে শান্তভাব হইতে প্রকট করিয়া যথাক্রমে বাৎসল্য, সখ্য, দাস্য—পরিণাম অঙ্গীকার করিয়া পরে "ভক্তি"-রূপে পরিণত হয় ; অনন্তর বিলোমক্রমে ঈশ্বরে দাস্য পিতৃত্ব মাতৃত্বাদি ভাব ত্যাগ করিয়া, "ভক্তিভাবে"ই গোবিন্দে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রীতিমান্ প্রীতিমতী হইয়া, গোবিন্দকে সখা পুত্র ক্রমে বরনাগর বুঝিয়া, আদিরসে পুনরায় উপস্থিত হয়; যথা সমুদ্রের জলই মেঘবৃষ্টি বরফ নদনদী হইয়া অবশেষে সমুদ্রেই প্রত্যাবর্ত্তন করে। তদনন্তর তরঙ্গায়িত ভাব সম্যক্ বর্জ্জনপূর্ব্বক বার্হদারণ্যক—"প্রিয়য়া স্ত্রিয়া. সংপরিষক্তো ন বাহ্যং কিঞ্চন বেদ, নান্তরং"—অবস্থা স্বীকার করে; তখন পুরুষ জানে না যে সে পুরুষ, নারী জানে না যে সে নারী। এই যে অদ্বয় নিস্তরঙ্গ ব্রহ্মানন্দ তাহাই ত তৈত্তিরীয় "রসো বৈ সঃ"। ইহাই কুঞ্জমধ্যে রাধালিঙ্গিত সুষুপ্ত গোবিন্দ; ইহাই গৌরীপট্টে লিঙ্গ-মূর্ত্তি—প্রাচীন শিবমদ্বৈতং। **এই সুষুপ্তি ও সুষুপ্তি হইতে মুক্তি, পুনরায় সুষুপ্তি—ইহার পৌনঃপুন্যই সত্য; সত্য বলিয়া ইহার অপলাপ করা সম্ভব নহে; ইহা কোনও বাধা মানে না, আপনাকে আপনি প্রকট করে ও প্রতিসংহার করে।** ইহার বৃহৎ বিচারণা, ইহার মর্ম্ম, শ্রীমদ্রূপগোস্বামীর দুই নাটক বিদগ্ধমাধব, ললিতমাধব ও উজ্জ্বল নীলমণি রসগ্রন্থে এবং 'চৈতন্যচরিতামৃতে' ও মহাজনী পদাবলীতে দ্রষ্টব্য। বর্ত্তমান প্রবন্ধটি ক্ষুদ্র মুখবন্ধ মাত্র।

আদিরসের পরিণাম-পদ্ধতি সংক্ষেপে বর্ণন করিব।

একটি বালিকা লও; বর্ত্তমানে সেটি রসবর্জ্জিত—sexless। ক্রমে সেই কন্যাতে গর্ভধারণ-পথে পবিত্র আদিরসেই কন্যাকে জননীত্ব প্রদান করিয়া আদিরসই আপনাকে পবিত্র বাৎসল্যরস-রূপে ব্যবস্থিত করে। বৎসলা জননী পুত্রের বিনোদবর্দ্ধনার্থ শিশুর মত হইয়া নিজে শিশুত্বের অভিনয় করিয়া সন্তানসহ পুতুলখেলা, ধূলিখেলা করিয়া থাকে। তবেই দেখা গেল যে, বাৎসল্যরসই সখ্যরসরূপে আপনাকে বিবর্ত্তিত করিল। বাৎসল্যই শিশুর শয্যা আহার্য্যাদির পারিপাট্যবিধানে দাস্যরস-রূপ পরিণতি প্রাপ্ত হয়। মৌলিক আদিরসই যে, যথাক্রমে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাৎসল্য, সখ্য, দাস্তরস-রূপাবস্থিত হইল তাহা উক্ত দৃষ্টান্ত হইতে বুঝা গেল।

জগতে রসের "মাত্রা"মাত্র, বিন্দু—কণিকামাত্র আছে; তাহাই আমাদের উপজীব্য, এবং তাহারই আস্বাদন হইতে আমাদিগকে সমূহ রসের পরিচয় পাইতে হইবে। যোগে-যাগে বুঝিতে হইবে। বৃহদারণ্যক ৪।৩।৩২—শ্রুতিটি এই যে, "এতস্যৈব আনন্দস্য অন্যানি ভূতানি মাত্রামুপ-জীবন্তি।" এই অন্ধকারময় জগতে থাকিয়াও যাঁহারা রাধারাণীর কৃপাপাত্র, এবং ভোরের পাখীর মত গাঢ় অন্ধকারে থাকিয়াও নিকট ভবিষ্যতে ভোরের বিষয়ে অসন্দিহান, ও ভোরের সঙ্গীত গাহেন, ব্রজের কথা কহেন, সেই সকল গোস্বামীগণের কথা হইতেই রস-সামগ্রী বুঝিবার আশা রাখিতে হইবে। যথা, যাহারা স্বচক্ষে যুদ্ধ ও যুদ্ধের সরঞ্জাম বন্দুকাদি দেখে নাই তাহারা, যে সৈনিক যুদ্ধ দেখিয়াছে ও করিয়াছে ও তত্র একখানি পা খোয়াইয়াছে, সে যখন 'Shoulders his crutch and shews how fields were won'—সেই অভিনয় হইতেই crutch দেখিয়া বন্দুক, ও অঙ্গবিন্যাস ও চালনা হইতে যুদ্ধ বুঝিয়া লয়।

মোটের উপর তিনটি লোক আছে। ব্রহ্মলোক, প্রীতিলোক ও ভক্তিলোক। ব্রহ্মলোকটি সুষুপ্তি। প্রীতিলোকটি জগৎ, পরিণাম; প্রীতিরসের আবাসভূমি—ব্রজগোলক; এবং ভক্তিলোকটি—স্বপ্ন, বিবর্ত্ত; ভক্তিরসের আবাসভূমি—ব্রজোপকণ্ঠ মথুরা, দ্বারকা—বৈকুণ্ঠ হইতে আরম্ভ করিয়া এই জগত ও পাতালাদি সমস্ত দেশ। ব্রজেতর সমগ্র দেশের অন্যতম স্থলে থাকিয়া লৌকিক রসাবলম্বনে, লৌকিক রসে যাহা কিছু দোষ কশুর আছে তাহার সাধ্যমত অপবাদ করিয়া, ব্রজের বিশুদ্ধ রস বুঝিতে হয়।

দোষ দুইটিঃ—একটির নাম **কাম**, স্বার্থ; অপরটির নাম **অনিত্যত্ব**,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অস্থায়িত্ব। কামটি প্রমাতা-গত; প্রমাতা জীব যখন বলে যে, 'হে কুটুম্বগণ, প্রতিবেশীগণ, জগৎবাসীগণ তোমরা সকলে আমাকে সুখী কর,' তখন জীব স্বার্থপর, কামুক। প্রমাতা জীব যখন বলে 'গোবিন্দ, তুমি ভুবনমোহন; আমি তোমাকে সুতরাং অবশে ভালবাসি, তুমি আমাকে তোমার সেবা করিতে দাও; এবং সমস্ত জগজ্জন তোমার প্রিয় পরিবার, তোমার ভালবাসার পাত্র, সুতরাং আমিও জগজ্জনকে ভালবাসিয়া সেবা করিব; তুমি সেই শক্তি আমাকে দাও'—তখন জীব প্রেমিক। **স্বার্থে সুখান্বেষণটি কাম এবং প্রিয়জনের সুখের জন্য যাবতীয় চেষ্টার প্রয়োগই প্রীতি।**

অনিত্যত্ব দোষটি বিষয়গত। যে সকল বিষয়াবলম্বনে সুখপ্রাপ্তির আশা সেই বিষয়সকল অনিত্য; রূপান্তরিত হয় বলিয়াও অনিত্য, এবং সংহারপ্রাপ্ত হয় বলিয়াও অনিত্য। আমরা কিছুতেই বিষয়সকলকে নিত্যত্ব দান করিয়া সুখের ধারাটিকে অবিচ্ছিন্ন প্রবাহবৎ রাখিতে পারি না; অনিত্য ব্যবহার-জগৎকে স্থায়ী করিয়া সুখের স্থায়িত্ব সম্পাদন করিতে পারি না; অধিকন্তু সুখের বিষয়গুলি সর্ব্বদা সুলভও নহে। আমার অনিচ্ছায় দেহে ব্যাধি হয়, আমার অনিচ্ছায় পুত্র বধূবশ বা নেশাবশ হইয়া বিদ্রোহী হয়; কখনও সুপুত্র মরিয়া যায়; কন্যা বিধবা হইয়া পীড়াকর হয়; তৃষ্ণার সময়ে জল পাওয়া যায় না; অসহায় শিশু-পুত্রে যতটা স্নেহ থাকে তাহা, বালক বয়স্ক সমর্থ হইলে, লঘু হইয়া যেন একটা হতাশ-বিষাদের হেতু হয়।

এই দুই দোষ পরিহার করিতে হইবে, দুষ্ট রসকেই শুদ্ধ করিতে হইবে—ডবল "ইউ" (W) অক্ষরকে উল্টাইয়া "এম" (M) করিতে হইবে; বাসুদেবের দুইটা অতিরিক্ত হস্ত নিষেধ করিয়া 'দ্বিভুজ মুরলীধর'কে পাইতে হইবে। লৌকিক ব্যাকরণ উল্টাইতে হইবে—পুংলিঙ্গ শব্দ ইন্দ্র ব্রাহ্মণাদি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শব্দকে প্রধান করিয়া তদধীন স্ত্রীপ্রত্যয়-সিদ্ধ ইন্দ্রাণী ব্রাহ্মণী প্রভৃতি শব্দ পাইতে হইবে না ; সখীর মত রাধারাণীকে 'প্রাণেশ্বরী' ধার্য্য করিয়া তাহার পুংলিঙ্গে, তদধীন, তাহার কান্তকে 'প্রাণেশ্বর' সম্বোধন করিতে হইবে ; **গোবিন্দ সখীজনের সাক্ষাৎ প্রাণেশ্বর নহে ; প্রাণেশ্বরীর বল্লভ বলিয়াই প্রাণেশ্বর।**

বেদান্ত ও রসশাস্ত্র উক্ত দুই দোষ বর্জ্জনের জন্য পৃথক পৃথক উপায় নির্দ্দেশ করে। বেদান্তের উপদেশ এই যে,—বটে সুখ চাই, রস চাই ; কিন্তু বন্ধু, স্ত্রী, ভৃত্যবর্গাদি যে সকল সামগ্রী হইতে সুখের আশা তাহারঃ প্রায়ই দুর্ল্লভ ; কদাচিৎ সুলভ হইলেও জরা-মরণবশে অনিত্য এবং বর্ত্তমানেই হয়ত বিদ্রোহী ; সুতরাং তাহারা সুখের না হইয়া বরং দুঃখেরই নিদান হয়। সমগ্র ব্যবহার-জগৎ যখন আমাদের অনুকূল হইতে চাহে না, তখন হতাশ বেদান্ত বলে যে, আইস আমরা বৈরাগী হই। একটা নির্ব্বিশেষ শান্তি-নামক বস্তু আছে, তাহার নাম ব্রহ্ম, সেইটাকে নিরূপণ করিয়া লও। 'যতোবা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে' ইত্যাদি তৈত্তিরীয় শ্রুতি-প্রতিপাদ্য সুষুপ্তিবৎ সমাধিনামক বস্তু—যাহাকে আশ্রয় করিয়া এই দৃশ্যমান জগৎ সৃষ্ট হইতে পারে, যাহাতে সৃষ্ট জগৎ স্থিতি লাভ করিতে ও লীন হইতে পারে,—সেই বস্তুকে 'অহং ব্রহ্ম'-মন্ত্র জপ করিয়া আয়ত্ত করিয়া লও। সেটা বড় অভয় ; সূর্য্য যথা জন্মেও অন্ধকারকে দেখে নাই, তদ্বৎ সেই সুষুপ্তিরূপ ব্রহ্ম—যত্র ভীতির বিষয় বা ভয় অত্যন্ত তিরোহিত, ভয় যে কি বস্তু কদাচ তাহা দেখে না—তাহাই আমাদের অভয়স্বরূপ ও আনন্দ।

ব্রজবাসী বেদান্তের কথায় হাসে, কিছু কথা কহে না ; যাহারা সাক্ষাৎ ব্রজবাসী নহে কিন্তু ব্রজপক্ষপাতী তাহারা বলে যে, হে বেদান্ত, তুমি যে বল—সকলেই আপন আপন সুখের জন্য ফিকির করে, 'নবা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অরে পত্যুঃ কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি আত্মনস্তু কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি' ইত্যাদি, তাহা নহে। হউক সংখ্যায় অল্প, এমন লোকও আছে যাহারা বুঝে যে স্বার্থপরতায় সুখ নাই, সুতরাং তাহারা গোবিন্দকে ভালবাসে; রাধারাণীকে ভালবাসে। **তাহারা বাসনাকে দগ্ধ করে না, লোপ করে না—পূর্ণ মাত্রায় রক্ষা করে,** ও নানা শারীরিক মানসিক ক্লেশ স্বীকার করিয়া 'তুলবো ফুল, গাঁথবো মালা, দিব শ্যামের গলে' ভাবিয়া পুষ্প-চয়ন, শ্যামের জন্য গোদোহনপূর্ব্বক সুগন্ধি ক্ষীরপ্রস্তুত, শ্যাম দেখিয়া সুখী হইবে বলিয়া নিজ সুকুমার দেহের মার্জ্জনদ্বারা লাবণ্যের অধিক স্ফূর্ত্তি, এবং বিম্বাধর তাম্বুলরাগরঞ্জিত করিয়া সকল বাসনা কৃষ্ণের তৃপ্তির জন্য প্রয়োগ করে; তাহাদের শারীরিক ক্লেশ ত ক্লেশ নহে, পরন্তু পরমানন্দ। শীতে গোপী নিজ ওড়না কৃষ্ণাঙ্গে দিয়া, অথবা তাহাকে উষ্ণ আলিঙ্গনের ভিতরে রাখিয়া, নিজে শারীরিক শীত-ভোগরূপ ক্লেশ স্বীকার করিয়াই ত মানসিক সাক্ষাৎ সুখে সুখী হয়। নির্ব্বিশেষ সুষুপ্তির মত শান্ত ব্রহ্মানন্দটি—শান্তি, সুখ ত নহে—দুঃখ-পরিহার মাত্র। তাহাত' জীবের উদ্দেশ্য বা ইষ্ট নহে; উদ্দেশ্যটি সুখ। বেদান্ত ত রসশাস্ত্রের **এক দেশ মাত্র, অল্প দেশ**—রাধাকৃষ্ণের কুঞ্জভবনে সুষুপ্তি। **অপর দেশই অধিক দেশ,** ও তাহা—সুষুক্তিমুক্ত রাধাশ্যাম, প্রিয় সখীজন, মাতা যশোমতী, কামধেনুবৃন্দ, কল্পতরুগণ, বৃন্দারণ্যের কোকিল ও পুষ্পবাটিকা, যমুনার স্নিগ্ধবারি, শারদচন্দ্রের মেলা ও নানা নর্ম্ম পরিহাস-লীলা।

জাগতিক বিষয় অনিত্য হয় হউক, ব্রজের বিষয় নিত্যই; তত্র জরা-মরণের প্রতাপ অধিকার নাই। তুমি পঞ্চমবর্ষীয় যশোদা-দুলালে বৎসল বা বৎসলা হও, পরে তোমার বয়ঃক্রম বিংশ বা সহস্র বৎসর অতিক্রম করিলেও গোপাল সেই পঞ্চমবর্ষীয় মনমোহনিয়া বালকই থাকিবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ষোড়শী-পতি কিশোর গোবিন্দের প্রতি অনুরাগিণী হইতে যদি পার তবে ভালই—শতকোটী বৎসরেও কিশোর-যুগলকে পাইবে; যুগলকিশোর নওলকিশোরই থাকিবে, বুড়া হইবে না, এবং তুমিও হইবে না; তুমিও ষোড়শী সখী হইয়া সদা বর্ত্তমান থাকিতে পাইবে। বটে জাগতিক সুখ গোয়ালার দুগ্ধের মত অল্প-বিস্তর জলমিশ্রিত, স্বার্থ-দোষ, কাম-দোষ এবং অনিত্যত্ব-দোষদুষ্ট; কিন্তু ব্রজের সুখ খাঁটি দুগ্ধ, ব্রজবাসীর নিজসুখে তাৎপর্য্য নাই—রাধাকৃষ্ণ-সুখেই তাৎপর্য্য; ইহা স্বার্থশূন্য, কামদোষশূন্য শুদ্ধাপ্রীতি। ব্রজবাসীর সেবায় আদরে রাধাশ্যামের সুখ হইলেই ব্রজবাসীগণ অপরিহার্য্যরূপে সুখী হয়। এই অপরিহার্য্য সুখে 'জ্ঞাতসারে অভিসন্ধি' রাখিয়া ব্রজরমণীগণ রাধাকৃষ্ণের প্রণয়-মিলনে আনুকুল্য করে না—প্রীতিবশতঃই সেবা করে এবং অপরিহার্য্যরূপেই সুখ পায়। জগৎটা, জগৎগত প্রশংসা-কলঙ্কটা বিষহীন উরগের মত দণ্ডায়মান থাকে থাকুক, বা দূর হয় হউক—ব্রজবাসে লুব্ধের—উৎকণ্ঠিতের পক্ষে তাহাতে ক্ষতিবৃদ্ধি হয় না।

প্রহ্লাদকে সঙ্গীগণ জিজ্ঞাসা করিয়াছিল যে, কিসে সুখ হয় বলত ভাই? প্রহ্লাদ বলিয়াছিল, ভাইসকল, স্বার্থপর হইয়া নিজসুখ অন্বেষণ করিলে কদাচ সুখী হইবে না। আত্মা-নামে এক প্রিয়জন আছেন, তিনি পূর্ণতৃপ্ত, হয়ত আমরা তাঁহাকে সেবাদ্বারা অধিক তৃপ্ত করিতে পারি না, কিন্তু তামাসা এই যে, **তাঁহাকে সুখী করিবার জন্য উত্তম করিলেই আমাদের সুখ হয়**; অন্য কোনও উপায়ে আমাদের সুখের ভরসা নাই। তিনি বিম্ব-স্থানীয়, আমরা প্রতিবিম্ব-স্থানীয়। আমরা স্বার্থবশতঃ প্রতিবিম্ব-মুখে তিলকাদি শোভা সম্পাদন করিয়া প্রতিবিম্বকে সুখী করিবার জন্য যদি দর্পণের পশ্চাদ্ভাগে হস্ত প্রসারণ-পূর্ব্বক নানা চেষ্টা করি, তাহা নিশ্চয় নিস্ফল হইবে; কিন্তু যদি বিম্বমুখে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তিলকাদি রচনাদ্বারা মুখশোভা সম্পাদন করিয়া, বিম্বকে সুখী করিয়া বিম্বমুখে মধুর হাসাবিষ্কার করিতে পারি, তবে সহসা অপরিহার্য্যরূপে সেই হাস্যতরঙ্গছবি, সেই সুখ, প্রতিবিম্বরূপ জীবে পূর্ণরূপে প্রতিফলিত হইয়া যাইবে। প্রহ্লাদ-শিষ্যগণ তদবধি নানা বিচিত্র বাসনা স্বীকার করিয়া, আত্মা-ভগবানের প্রীতির উদ্দেশ্যে নানা বিশিষ্ট নৈবেদ্য-সংগ্রহে ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে, অহর্নিশ সুখের পরিশ্রমে সুখী হইয়া, সুখে জীবনাতিপাত করিতেছে। মূল-শ্লোকটি ভাগবতের ৭।৯।১১—"নৈবাত্মনঃ প্রভুরয়ং নিজলাভ পূর্ণোমানং জনাদবিদুষঃ করুণো বৃণীতে; যদ্‌যজ্জনো ভগবতে বিদধীত মানং তচ্চাত্মনে প্রতিমুখস্য যথা মুখশ্রীঃ"। ইহা জীবগোস্বামী পঞ্চম (ভক্তি) সন্দর্ভের ১৬৭ সূত্ররূপে, এবং মধুসূদন ইহা গীতার ৭।১৪ শ্লোকের ব্যাখ্যায় উদ্ধৃত করিয়াছেন।

লৌকিক রসের অনিত্যত্ব-দোষের পরিহার-প্রথা পূর্ব্বেই সঙ্কেত করিয়াছি; আবার বলি। লৌকিক শিশু বয়ঃপ্রাপ্ত, শ্মশ্রুশোভিত হইলে বাৎসল্যরসের সম্পূর্ণতা রক্ষিত হয় না। উলঙ্গ অবস্থায় শিশুর সর্ব্বাঙ্গ-চুম্বনে, শিশুকে স্তন্যদানে মাতা 'সম্পূর্ণ' বাৎসল্য-রসানুভব করিত। বয়স্ক, বস্ত্রাচ্ছাদিত, সমর্থ বালকের উপর মাতার স্নেহ থাকিলেও, নিজের অভিভাবকত্ব ও পালকত্বশূন্য সসঙ্কোচ অসম্পূর্ণ স্নেহ পূর্ব্বানুভূত সরল সম্পূর্ণ স্নেহের সহিত একদা স্মৃতিপথে আরূঢ় হইয়া দারুণ বিষাদের সঞ্চার করে। পরমসুন্দর লৌকিক যুবক নাগর, নিষ্করুণ কালবশে—জরাজীর্ণ, যষ্টি-সহায়, অহিফেনসেবী, অসমর্থ হইয়া মধুররসের নিরতিশয় ব্যাঘাত ঘটায়। কিন্তু লৌকিক শিশু বা নাগরের অপেক্ষা না করিয়া গিরিরাজকুমারী উমাতে বা যশোমতীর বালক গোপালে বা রাসস্থলীর কিশোর গোবিন্দে স্নেহ সুসংস্থাপিত করিতে পারিলে আর ভয় নাই—স্নেহের উমা, গোপাল বা রাধাগোবিন্দের সুকুমারত্ব কোটী বৎসরেও বৃদ্ধ,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শুষ্ক, কুৎসিত, বীভৎস হইবে না ; সাধকের দেহ কালবশে জীর্ণ পতিত হইলেও, **সাধক নিজ ভাবানুযায়ী কোনও এক অলৌকিক স্থিরদেহ ধারণ করিয়া** ইহপরলোকে উমা, গোপাল বা রাধাগোবিন্দের সেবাসুখে অসীম তৃপ্ত থাকিবে।

অধিকার—নানা বিচিত্র রস, ও জীবের অধিকারও নানা বিচিত্র। জগতে বাৎসল্যাদি রসে রসাভাস নাই। লোকোত্তর বাৎসল্যাদিরসেও নাই। একই বালকে নানা নারী বৎসলা হইতে পারে, যথা রামে কৌশল্যা, কৈকেয়ী, সুমিত্রাগণ, যথা গোপালে যশোদা, রোহিণী ও নানা প্রতিবেশিনীগণ। একই ব্যক্তিকে বহুলোকে সখা মনে করিতে পারে, যথা রামকে গুহক, বিভীষণ, সুগ্রীবাদি ; কোনও কোনও দেশে একই পুরুষকে বহু নারী প্রত্যেকে স্বামী চিন্তা করিতে পারে ; এদেশে এখনও কৌলীন্য-প্রথা ও এক পুরুষের বহুবিবাহ লুপ্ত হয় নাই। কিন্তু স্ব স্ব স্বামী ত্যাগ করিয়া কোনও নারী লৌকিক পরপুরুষে অনুরাগবতী হইলে রসাভাস হয়। জগতে পরকীয়া মধুর রস—রস নহে, রসাভাস—ঘৃণ্য, বীভৎস। অসংযমী দুষ্মন্ত কন্যকাশ্রেণীর পরকীয়া শকুন্তলাতেই গর্ভাধান করিয়াছিলেন ; কবি কোনগতিকে তাহার বিশুদ্ধতা রক্ষা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন মাত্র ; মৃচ্ছকটিকে বসন্তসেনার স্নেহও ঠিক পূর্ণরূপে সমজানুমোদিত নহে। ব্রজের পরকীয়া-রস কিন্তু—'তত্ত্ব', ও নিরবদ্য, পবিত্র এবং নির্দ্দোষ, এবং অপরিহার্য্য ; ইহাতে প্রায় সামাজিকগণের লোভ হয় না—ভয়ই হয়। যাহাদের লোভ হয় তাহারা নিরতিশয় ভাগ্যবান্। স্বামী সত্ত্বে বা স্বামীর অবর্ত্তমানে বহুনায়কনিষ্ঠত্বই পুংশ্চলীত্ব! গোপী পুংশ্চলী ত নহেই—বরং স্বামীতেও এবং কৃষ্ণেতর ব্রজের এবং জগতেরও অন্য যাবতীয় পুরুষে অনুরাগলেশরহিত, সুতরাং লৌকিক কাম বলিলে যাহা বুঝায়—গোপী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাহার অত্যন্ত পরিহার করিয়া সুতরাং অতি-বিশুদ্ধা। কৃষ্ণপ্রেয়সীগণ, নিজ নিজ স্বামী, অন্য যাবতীয় পুরুষ এবং তদুপলক্ষিত জাতিকুলমানাদি দুস্ত্যজ্য সম্পত্তি অবহেলায় ত্যাগ করিয়া, এক অদ্বিতীয় পুরুষ গোবিন্দে স্নেহাকৃষ্টা, গাঢ়ানুরাগিণী ও তৎসেবায় জীবন উৎসর্গ করিয়া পরমানন্দময়ী, নিরতিশয় একনিষ্ঠত্বপ্রযুক্ত অবিসংবাদিত সহজ সতী। হে নরনারী, কে পার—নিজ নিজ নারীত্ব উপলব্ধি করিয়া, সমুদয় সংসারবন্ধন উচ্ছেদ করিয়া, ব্রজনারীর মত গোবিন্দসম্বন্ধে পরকীয়া হও ত দেখি! যাহারা উপহাস-বিদ্রূপের জন্য, যাত্রার সং দিবার জন্য, রাধাকৃষ্ণের পবিত্র স্বকীয় রসের পরকীয়াভিনয় উল্লেখ করে, তাহারা করুণার পাত্র সন্দেহ নাই। জগতে অনেক পরকীয়া এতাবৎ নাগরের নিকট মহামূল্য উৎকণ্ঠা লইয়া উপহার দিয়াছেন, ভবিষ্যতে নাগরকে বিশ্বাসঘাতক দেখিয়া মর্ম্মাহত হইয়া অন্বেষণ করিয়াছেন যে, কেহ কি জগতে এমন পুরুষ নাই যে, নারীর সর্ব্বস্বধন তীব্রোৎকণ্ঠা সমাদরে গ্রহণ করিতে পারে। গুরু বলিয়াছেন যে, সত্য বটে এমন পুরুষ জগতে নাই; জগতের পুরুষগুলি পুরুষ নহে, পুরুষাকার দেহে বসবাস করে বটে, কিন্তু আসলে জীবমাত্রেই—কি নারীদেহের দেহী, কি পুরুষদেহের দেহী—সকলেই এক, অদ্বিতীয় পুরুষ-গোবিন্দের সেবক, তথা ভোগ্যহিসাবে নারী, শক্তি, প্রকৃতি। চৈতন্যচরিতামৃতকার বলিয়াছেন—"কৃষ্ণের অনন্তশক্তি তাতে তিনি প্রধান। চিচ্ছক্তি মায়াশক্তি জীবশক্তি নাম।" গীতাও সপ্তমে বলিয়াছেন যে—

"অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাং।
জীবভূতাং মহাবাহো! যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ॥"

অতএব হে জাগতিক পতিতা পরকীয়া, তোমার মহামূল্য সর্ব্বস্বধন উৎকণ্ঠা এক অদ্বিতীয় পুরুষ গোবিন্দের নিকটে লইয়া যাও; তিনি পতিত-উদ্ধারণ, তিনি তাহা সমাদরে গ্রহণ করিবেন; তিনি কোন্ বস্তুর কত মূল্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বুঝেন। গুরুর উপদেশে কত শত জগতের পতিতা পরকীয়া কৃষ্ণানুরাগিণী হইয়া ব্রজের উচ্চাসনে উদ্ধতা, অবস্থিতা, বিশুদ্ধা—ও ব্রহ্মা বিষ্ণু, শিবাদি ঈশ্বরগণেরও দুর্লভাধিকার পাইয়া, গোবিন্দ সম্বন্ধে স্বকীয়া হইয়া—পরকীয়া ইব হইয়া বিরাজমানা। অত্র বলিয়া রাখি যে, বুঝি বা ললিতার আসন রাধাকৃষ্ণের আসনেরও উচ্চে; রাধাকৃষ্ণও বুঝি ললিতার ভাগ্য-সম্পদের বাঞ্ছা করেন। রাধা কৃষ্ণকে, কৃষ্ণ রাধাকে ভালবাসে, কিন্তু ললিতা স্বার্থশূন্য হইয়া মিলিত-যুগলকে ভালবাসে, মিলিত-যুগলের আনন্দে ঈর্ষ্যা, ক্ষোভ, নিজ-লোভ-বর্জ্জিত অপার অসীম মহোৎসব মহোল্লাস অনুভব করে; অথচ রাধারাণী কৃষ্ণকে যতটা যেভাবে ভালবাসে, ললিতা ততোধিক না হউক ঠিক ততটাই সেইভাবে কৃষ্ণকে ভালবাসে। **বৈষ্ণবেরা ললিতার সৌভাগ্য-পদবী ভাবিতে ভাবিতে বিভোর হইয়া যায়,** অন্য কোনও রস তাহাদিগকে এত বিভোর করিতে পারে না। আর একটা কথা বলিবার অবসর হইয়াছে; বিশেষ মনোযোগের সহিত বুঝিয়া লও। আমাদের দেশে নারী প্রায়ই স্বামীকে বলে যে, আমি পরলোকে শ্রীরাম বা শ্রীকৃষ্ণকে স্বামী পাইবার কামনায় ব্রতানুষ্ঠান করিব, তুমি ব্রতের খরচপত্র সরবরাহ কর। এই ত বাপু, পরকীয়া-প্রসঙ্গ ঘরে ঘরে পাওয়া গেল! কৈ স্বামী ত ক্রুদ্ধ হয় না; স্বামী স্পষ্টই বুঝিল যে, পত্নী পরজন্মে আমাকে পতিরূপে চাহে না, হয়ত ইহজন্মেই আমাতে বীতশ্রদ্ধ ও রাম বা গোবিন্দের জাতানুরাগা পরকীয়া হইয়াছে, স্বামী ত সরল-ভাবে সুস্থচিত্তেই ব্রতের ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়া পত্নীর পরকীয়াত্বে অনুমোদনই করে। এই পরকীয়া লৌকিক ঘৃণ্য পুংশ্চলীত্ব নহে। ইহাই চরম পবিত্র, চরম রস; ইহাই এই প্রস্তাবের প্রতিপাদ্য। অবশ্য সকলেই এই আদি মধুর রসে শ্রদ্ধাবান বা অধিকারী নহে; অধিকার-দৌর্ব্বল্যবশতঃ ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির বাৎসল্য সখ্যাদিরসেই রুচি হইবে, এবং সাধক যে-যার অধিকারে আসন দৃঢ়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিয়া অন্যান্য রসের, যথাসম্ভব রসাভাস বাঁচাইয়া, অল্পবিস্তর আলোচনা করিবে। কিন্তু প্রকাশ থাকে যে, বিলোম-ক্রমে এই প্রবন্ধ প্রতিপাদ্য ব্রজের পরকীয়া-রসে অবশেষে কেহই বঞ্চিতা হইবে না, সকলকেই পহুঁছাইতেই হইবে ; অপক্ষপাতী করুণাসাগর রাধাকৃষ্ণ-যুগলের ইহাই ব্যবস্থা ; ইহা অতিক্রম করা কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে।

যদি উক্ত রাম-ব্রতধারিণী বা গোবিন্দ-ব্রতধারিণী ভার্য্যা অনুরোধ করে যে, স্বামিন্ আইস, তুমিও নিজ নারীত্ব উপলব্ধি করিয়া লব-কুশ বা কার্ত্তিকেয়-জনক—রামজী বা শিবজীকে, অথবা নন্দনন্দনকে পতিত্বে ভাবনা কর ; অথবা সীতারাম বা হরগৌরীর প্রণয়-মন্দিরে জয়া-বিজয়া সখীর মত লীলাবিলাসে সহায়তা করিবার অধিকার-চিন্তা কর ; অথবা বিশুদ্ধ—যেহেতু গর্ভধারণ-সম্বন্ধশূন্য, বা বাৎসল্যাদি-রসে প্রায় অস্পৃষ্ট—'কেবল', প্রীতিঘন, রাধাগোবিন্দের নর্ম্মসখী ললিতার ললিত-ব্যবহার চর্চ্চা কর ; এবং স্বামী তুমি নিজে নারী হওয়ায় আমাতে বা অন্যা নারীতে অনঙ্গপীড়া শান্তির চেষ্টা কদাচ করিবে না, যদ্যপি কর, পড়িয়া যাও—উঠিও, অনুতাপ করিও, বারান্তরের জন্য সাবধান হইও ; আইস, আমরা পরস্পর উত্তর-সাধক হইয়া, পরস্পর কামক্রিয়া নিষেধ করিয়া, পরমপুরুষ, পরপুরুষ, 'গোবিন্দের বা রাধাগোবিন্দের মানসিক সেবাতে প্রবৃত্ত হই ;—স্বামী উক্ত উপদেশের যোগ্য পাত্র হইলে উত্তরসাধিকা ভার্য্যাকে গুরুর মত মান্য করিলেও করিতে পারে ; পারিলেই ভাল। পাঠক, বুঝিলে কি, ব্রজের পরকীয়া-রস কত পবিত্র, কত গম্ভীর, কত পাপশূন্য ? যেহেতু স্বার্থও কামশূন্য। এখনও যদি না পার, তবে আশা রাখ, রাধাঠাকুরাণীর কৃপা হইলে পরে বুঝিতে পারিবে।

রঙ্গমঞ্চে হঠাৎ নদেরচাঁদ ও হেমচাঁদকে দেখা গেল ; নদেরচাঁদ বলিল,—দেখাবি ? হেমচাঁদ বলিল, দেখাব। পাঠক বা দর্শক তখন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কিছুই বুঝেন নাই যে, কিবা দেখাবার ও দেখিবার যোগ্যবস্তু ; পরে বুঝিয়াছিলেন। তদ্বৎ ধৈর্য্য ধর, ভবিষ্যতে ব্রজের পরকীয়া-রসের রহস্য বুঝিতে পারিবে। কত কোটী বৎসর ধরিয়া এই রাধাকৃষ্ণ-প্রণয়লীলা কত কোটী নরনারীকে বিপুল আনন্দ দান করিয়াছে ও করিবে ; ইহার রহস্য অদ্য বা ভবিষ্যতে বুঝাই চাই ; ইহা না বুঝিতে পারিলে নরোত্তমের মত হাহাকার করিয়া বলিতে হইবে যে, বিফলে জনম গোঁয়াইনু, রাধাকৃষ্ণ চরণার-বিন্দ ভজিলাম না, 'কবহুঁ বুঝব হাম যুগল-পীরিতি'। উপস্থিত নিজ সরল বুদ্ধি ও গুরূপদেশ একত্র করিয়া নিজ নিজ মুখ্য অধিকার— হয় মধুরে, না হয় বাৎসল্য, সখ্য, দাস্য-রসে বা ভক্তিতে—সাব্যস্ত করিয়া লও। একেবারে অধিক অধিকারের বস্তু লোভবশতঃ লইও না ; বিপদ আছে ; যে দুগ্ধ সুস্থের পক্ষে অমৃতসমান, তাহাই উদরাময়পীড়িত দুর্ব্বলের পক্ষে বিষবৎ। অপিচ উচ্চাধিকারে শ্রদ্ধা হওয়াও দুর্ঘট। দরিদ্র জামাতা ধনবান শ্বশুর-বাটীতে অদৃষ্টপূর্ব্ব পরমান্ন দেখিয়া দৃষ্টপূর্ব্ব ক্ষুদ্‌সিদ্ধ মনে করিয়া অবহেলা করিয়াছিল। দরিদ্রের পাত্রে পলান্ন পরিবেশিত হইলে সে অদৃষ্টের নিন্দা করিয়া বলে যে, হায় হায়, আমি দরিদ্র বলিয়াই আমাকে অপমান করিয়া গৃহস্থ আমায় নানা লোকের উচ্ছিষ্ট ঝোলমাখা অন্ন দিল! তথাপি ইহা একটি আশ্বাস-বাণী যে, নিজ মুখ্য অধিকার নিম্ন হইলেও উচ্চাধিকারের আলোচনা কিয়ৎ পরিমাণে সম্ভব। দেখ, জননী নিজ বাৎসল্য বজায় রাখিয়াই, অবশ্য বহিরঙ্গভাবে, যথাসম্ভব কন্যা-জামাতার মধুর রসে আনুকুল্য করে, কন্যাকে বেশভূষায় সজ্জিত করে ; জামাতাকে নিজ বাটীতে আরও অধিক দিবস অবস্থান করিতে অনুরোধ করে। যাহারা শক্তি-উপাসক, তাহাদের বলিয়া রাখি যে, দেবী দুর্গার সাক্ষাৎ পাইলে গোবিন্দকে স্বামী পাইবার জন্য বা রাধাকৃষ্ণের প্রণয়-মর্ম্ম বুঝিয়া ললিতার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মত অধিকারী হইবার জন্য প্রার্থনা করিবে ; ইহাতে দুর্গামাতার অসম্মান হইবে না, মাতৃভক্তির লাঘব হইবে না ; লৌকিক অনেক বালিকা মাতাকে বলে যে, মা আমার যেন সুন্দর বরে বিবাহ হয়। তাহাতে মাতার এমন অভিমান হয় না যে, আমার বালিকা বরকে আমা অপেক্ষা প্রিয় বুঝিল, ইহা বড়ই পরিতাপ। ভারতচন্দ্র লিখিয়াছেন যে, এইরূপে কালীর প্রসাদে সুন্দর বিদ্যাকে ও বিদ্যা সুন্দরকে পাইয়াছিল।

শুক্ত ব্রজের রস-ভূমিকার বহিরঙ্গ। তিনি শিব-উমাকে পিতা-মাতা বুঝেন, এবং পিতামাতার মধুর ব্যবহারে সাক্ষী হইতে লজ্জা বোধ করেন ; তিনিও কিন্তু, কালিদাসের কুমারসম্ভবে ছদ্মবেশী শিবের প্রীতিমূলক ছল-চাতুর্য্য এবং উমার শিবপ্রীতি ও উভয়ের গাঢ়ালিঙ্গন ও বৈবশ্য দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া, কথাটা ভাল করিয়া বুঝিবার পূর্ব্বেই—লজ্জা আসিয়া রসানুভূতির ব্যাঘাত করিবার পূর্ব্বেই—পিতামাতাতে প্রকট রসের অনুভব, জয়া-বিজয়ার মত করিয়া ফেলেন। তবেই বুঝা গেল যে, মুখ্য মধুরে অধিকার না থাকিলেও **অন্যাধিকারে থাকিয়াও মুখ্যরসের অল্পবিস্তর অনুভূতি সম্ভবপর।** কখনও যদি রাধাশ্যামের কৃপা হয় তবে জন্মান্তরে বা এই জন্মেই মুখ্যরসেই সাক্ষাৎ অধিকার হইবে।

সচরাচর আচার্য্যগণ শিষ্যকে দুর্ব্বল সকাম জানিয়া, রূপ যশঃ আয়ুঃ প্রভৃতির কামনায় বিধি-অনুসারে দেবতার আরাধনা করিতে বলেন ; যোগ্য পাত্র হইলে তাহাকে বিধি-নিষেধ অতিক্রম করিতেই বিধি দেন। **বিধি-নিষেধ অতিক্রম না করিলে ব্রজে বসতিলাভ হয় না।** বিধি-বশে একাদশীতে উপবাস করিতে হয়, ব্রজে একাদশীতে উপবাস নাই ; ব্রজ-রমণী জানে, উপবাসে ক্লেশক্লিষ্টা হইলে প্রেয়সীর ম্লান মুখ দেখিয়া কৃষ্ণ অসুখী হইবেন, মনে ব্যথা পাইবেন। কিন্তু কৃষ্ণকে কোনও রকমে অল্পমাত্র ব্যথা ব্রজনারী ত দিবে না—সুতরাং উপবাস করিবে না। বিধির

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভিতরে উচ্ছিষ্ট ফল দেবতাকে দেওয়া যায় না, কিন্তু গোপবালকগণ ফল উচ্ছিষ্ট করিয়া মিষ্ট বুঝিলে তবে প্রিয়দেবতা কৃষ্ণকে খাইতে দিত, কটু ফলের বিস্বাদপ্রযুক্ত প্রাণকৃষ্ণের অল্পমাত্র দুঃখ হইবার সম্ভাবনাই ঘটিতে দিত না। বিধির ভিতরে মিথ্যাকথার প্রশ্রয় নাই, কিন্তু ব্রজে—'চোরি পীরিতির লাখগুণ রঙ্গ'-আস্বাদনের জন্য দিনের মধ্যে রাধা, কৃষ্ণ, সখীগণ শতসহস্র মিথ্যা কথা বলেন। কৃষ্ণ ব্রজনারীর প্রণয়পরীক্ষার জন্য বেণুসংকেতাকৃষ্টা, রাসে আহূতা, গোপীগণকে ভৎর্সনা করিয়াছিলেন এবং লজ্জা দিয়া বলিয়াছিলেন যে, তোমরা অতি কামুক ; গৃহে স্বামী-পুত্র ত্যাগ করিয়া পরপুরুষ-পরশলোভে, কামবশে অতি নিলর্জ্জ অতি সাহসী হইয়া, গভীর রাত্রে নিবিড় বনমধ্যে আসিয়া অত্যন্ত পাপাচরণ করিয়াছ। যাও গৃহে ফিরিয়া যাও ; তত্র বিধি-নিষেধের মধ্যে থাকিয়া পাতিব্রত্য, সন্তানপালন ও অতিথিসেবারূপ ধর্ম্মাচরণ করিতে থাক। গোপীর প্রতিবচনে চতুরচূড়ামণিরও পরাজয় হইয়াছিল। প্রতি বচনটি এই যে—আমরা কুলটা নহি ; আমরা এতাবৎ সুশীল সুন্দর বা দুঃশীল বৃদ্ধ হউক, ধনী বা রোগী হউক, স্ব স্ব পতিকে ত্যাগ করি নাই, তাহাদের সম্বন্ধে আমরা কেহই বিশ্বাসহন্তা নহি, তাহাদের সেবা পাতিব্রত্য-বিধিবশেই করিয়া আসিয়াছি ; বিধিবশে যতটা সম্ভব ততটাই গার্হস্থ্যধর্ম্মাচরণ করিয়াছি। এখন বিধির অনধীন, তোমার প্রতি অবশে যে প্রীতি, তাহা আমাদের মনে জাগিয়াছে ; সে-প্রীতির উদয় সুদুর্ল্লভ—যেহেতু সহজ, স্বতন্ত্র ; হয়ত হয়, না হয় ত কোনও অনুরোধে, কান্নাকাটিতে, অর্থ-সেবাদির বিনিময়ে পাওয়া যায় না। তখন তোমার প্রতি প্রীতিটী পাইয়া, পুনরায় আর কি অধিক পাইবার লোভে, বল, আমরা ঢেঁকী-গেলার মত দারুণ কৃচ্ছ্রসাধ্য গার্হস্থ্য-প্রতিপালনের জন্য ফিরিয়া যাইব ? সোপান-অবলম্বনে ছাদে উঠিয়া, পুনরায় সোপান অবতরণ করিয়া পুনরায় উঠিলে, সেই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ছাদই ত পাওয়া যাইবে, অধিক কিছু নহে; সুতরাং আমরা আর সোপানাবতরণ করিব না, গার্হস্থ্যে ফিরিব না। কি বল তুমি? যদি বল যে—তোমরা উপস্থিত কুলটা, আমি গ্রহণ করিব না, তাহার প্রত্যুত্তর এই যে—তুমিই অখিলের পতি সুতরাং আমাদেরও পতি, আমাদের গতি, আমরা এখনই সতী হইলাম; বরং ইতিপূর্ব্বে গার্হস্থ্যেই স্ব স্ব পতি-সঙ্গ করিয়া আমরা না বুঝিয়া অসতী ছিলাম; তাহারা ত আমাদের পতি নহে—তাহারাও নারী; তুমি যে তাহাদেরও পতি, তাহা হতভাগ্য তাহারা জানে না। আমরা তাহা জানিয়াছি। গার্হস্থ্যের নরনারী-সঙ্গম গঙ্গা-যমুনা-সঙ্গমের মত অলীক ও ভুয়া; গঙ্গা আপনাকে পুরুষ, যমুনাকে নারী, এবং যমুনা আপনাকে নারী, গঙ্গাকে পুরুষ বুঝিলেও—তাহা ভ্রম, মিথ্যা; গঙ্গাও নারী, যমুনাও নারী। অন্য যে যেখানে নদনদী আছে সকলেই নারী, এক অদ্বিতীয় সমুদ্রই তাহাদের সকলেরই পতি; সমুদ্র-সঙ্গমই সতীত্ব। কৃষ্ণ, তুমি সেই রসসমুদ্র, আমরা নানা নদী তোমার সতী পত্নী; তুমিই আমাদের একমাত্র গতি পতি; আমরা তোমাতে সঙ্গতা হইবার যোগ্যা এবং হইবই। কৃষ্ণমহাশয় নিরুত্তর; প্রণয়ানুরোধে দুস্ত্যজ্য কুলশীল ত্যাগ করিতে "সমর্থা" গোপীর পীরিতে কৃষ্ণ স্তম্ভিত ও কম্পিত-কলেবর। **গোবিন্দ ব্রহ্মরূপে আপনাকে পূর্ণতৃপ্ত মনে করিত, এখন তাহার সেই ভ্রম ঘুচিল** : গোপীর প্রেমালিঙ্গনে অজ্ঞাতপূর্ব্ব সমধিক সুখ পাইয়া আপনাকে ধন্য কৃতার্থ বুঝিয়াছিল।

এই কামলোক-জগতে নরনারীগণ আপনাদিগকে নরনারী মনে করে; কিন্তু আসলে সকলেই নারী। পুরুষ যখন সীতা, দেসডিমোনা, আয়েষা দেবযানীর দুঃখ মনে অনুভব করে, সেই দুঃখটির বেদনা অর্থাৎ জ্ঞান হৃদয়ে দেখিতে পায়, তখন সেই হৃদয়বেদনা প্রযুক্ত তৎকালে সেই পুরুষ নারী হয়; পরে আবার ভুলিয়া যায়; যদি না ভুলে নিজের নারীত্ব স্থায়ীভাবে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উপলব্ধি করিতে পারে তবে তাহার মহৎ লাভ হয়; নিজে নারী—সুতরাং কোনও নারীর সহ কামক্রীড়ার চিন্তাই তাহার মনোমধ্যে আর উদিত হইবে না। বড় জোর এক গোবিন্দ-পুরুষসহ সঙ্গতা হইবার লোভ হইবে; গোবিন্দ ব্যতীত দ্বিতীয় পুরুষ কেহ না থাকায় অন্য কোন পুরুষ-সহ সঙ্গতা হইবার লোভ হইতেই পারে না বলিয়াই হইবে না। ভাগবতের রাসপঞ্চাধ্যায়—কামমারী পঞ্চাধ্যায়; লৌকিক ভাষায় বটে গোপীগণ পরদার, কিন্তু তত্ত্বতঃ তাহারা স্বকীয়া, এবং রাসে পরদার-বিনোদটি অতি পবিত্র স্বকীয়া-মিলন। পুরুষ সংখ্যায় একমাত্র গোবিন্দ হওয়ায় কোন নারীই পরদার নহে, যেহেতু গোবিন্দ ব্যতীত অন্য পরপুরুষই কেহ নাই।

শ্রীধরস্বামী সেই জন্যই প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিয়াছেন যে, রাসপঞ্চাধ্যায় কন্দর্পদর্পহা, কামবিজয়খ্যাপন এবং বিশেষতঃ নিবৃত্তিপর। অলমতি-বিস্তরেণ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

২

ব্রজনির্ম্মাণ-মহোৎসব

প্রেমনিবাস ব্রজটি নিত্যধাম, ক্ষয়োদয়রহিত। অত্র ব্রহ্মরূপে সুষুপ্ত এক অদ্বয় রাধাগোবিন্দ ;

"নিকুঞ্জ-মন্দিরমাঝে শুতল কুসুমশেজে
দুহুঁ দোঁহা বান্ধি ভুজ পাশে"।

"চরণে চরণে একাকারে, কেবা তাহা ছাড়াবারে পারে ;
এক তনু ধরি যদি টানে, দুই তনু চলে তার সনে"।

এবং তত্রই রাধাগোবিন্দের বিচিত্র লীলাবিনোদ। নিত্যবস্তুর উৎপত্তি-কথাচ্ছলে নিত্যবস্তুর তত্ত্বাবধারণ সুগম হয়। তাহাই ব্রজনির্ম্মাণের কথা তুলিয়াছি। দুর্গাসপ্তশতী ৺চণ্ডীতে মধুকৈটভবধাধ্যায়ে মুনি জিজ্ঞাসুর বোধসৌকর্য্যার্থেই লিখিয়াছেন যে, মহামায়া "নিত্যৈব সা জগন্মূর্ত্তি স্তয়া সর্ব্বমিদং ততম্" ; তথাপি "তৎসমুৎপত্তির্বহুধা শ্রূয়তাং মম"। শ্রীরাধা, মহামায়া, যোগমায়া, যোগনিদ্রা, শ্রীললিতা, পৌর্ণমাসী, ভালবাসা যে নামেই লওয়া যাউক—**গোবিন্দের স্বরূপ-শক্তি, প্রকৃতি, নারী, ভালবাসা-ঠাকুরাণী** গোবিন্দের প্রীত্যর্থ, আপনাকে গোবিন্দের আলিঙ্গন মধ্যে রক্ষা করিয়া এবং গোবিন্দকে নিজ স্নেহালিঙ্গনের ভিতর রাখিয়া, উভয়ে সম্মিলিত হইয়া, উভয়ে আত্মহারা হইয়া, **সুষুপ্ত সুখরূপ ব্রহ্ম** হইয়া থাকেন, এবং পরস্পর অল্পবিস্তর-বিরহিত হইয়া, সম্মুখে পৃথক দাঁড়াইয়া, পরস্পর স্পর্শনযোগ্য হইয়া, বা গোষ্ঠাদি-প্রদেশান্তরিত সুতরাং দর্শনের অগোচর হইয়া সমুৎকণ্ঠিত থাকেন। এবং নিজে সম্পূর্ণ অখণ্ডাকারে থাকিয়াও শ্রীরাধা—ক্ষুদ্র খণ্ডাকারে চন্দ্রা, পদ্মা, যশোদা, নন্দগোপাদি,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পশুপক্ষী-যমুনাদিরূপে স্বয়ং বিন্যস্তা, **পরিণতা** হইয়া **সুপ্তোত্থিত জাগ্রৎ ব্রজভূমি হয়েন**। এবং গোবিন্দেরই সুখের জন্য মথুরা, দ্বারকা, বৈকুণ্ঠ, পৃথিবী, পাতালাদি দেশ ও দেশের জীব ও অন্যান্য সম্পত্তিরূপে স্বয়ং **বিবর্ত্তিত** হইয়া **স্বপ্নবৎ ব্রজেতর লোক হয়েন**। শ্রীমতীর **তিন মূর্ত্তি**; **স্বরূপ** রাধামূর্ত্তি, **পরিণাম** ব্রজভূমি, ও **বিবর্ত্ত** ব্রজেতর লোকমূর্ত্তি; শ্রীমতীর 'বিকার' কিছু হইতে পারে না বলিয়াই **চতুর্থ প্রকার বিকার-মূর্ত্তি** নাই এবং নিত্যবস্তু বলিয়া **পঞ্চম প্রকার 'নাশ'-মূর্ত্তি** বা 'বাধ'-মূর্ত্তিও নাই।

সতত্ত্বতোঽন্যথা প্রথা বিকার ইত্যুদীরিতঃ ;
অতত্ত্বতোঽন্যথা প্রথা বিবর্ত্ত ইত্যুদাহৃতঃ।

এই শ্লোকের অর্থ নানা লোকে নানা প্রকারে করিয়া থাকেন, কিন্তু একটি অর্থই নির্ভুল, অপরগুলি অসম্যক। কোনও কোনও বৈদান্তিক 'পরিণাম' শব্দটিকে 'বিকার' সহ—কিন্তু সকল বৈষ্ণবই 'বিবর্ত্ত' সহ—একত্র পাঠ করেন। **বিকারে বস্তুর হানি হয়**; দুগ্ধ-বিকার দধি—দুগ্ধ নহে, দুগ্ধেতর কিঞ্চিৎ অভিনব বস্তু। **পরিণামে বস্তুর হানি হয় না; বিবর্ত্তেও হয় না**। জলের পরিণাম বর্ষোপল, মাটীর পরিণাম ঘট-শরাব, সুবর্ণের পরিণাম কুণ্ডলবলয়াদি, সমুদ্রের পরিণাম তরঙ্গ-ফেনাদি ; বর্ষোপল জলই, এবং ঘটশরাব মাটীই, এবং কুণ্ডলাদি স্বর্ণই, তরঙ্গাদি সমুদ্রই। কোনও কোন বৈদান্তিক সম্প্রদায় দধিকে দুগ্ধ-পরিণাম বলিতে চাহেন, এবং ব্রহ্মের—হানিগ্রস্ত হইয়া দুগ্ধের দধিপরিণামবৎ—কোনও বিকার-পরিণাম হয় না, ইহা বলিতে চাহেন। ইহার প্রতিবাদ কেহই করে না। ব্রহ্মের সত্য বিকার নাই ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত। কিন্তু যখন দুগ্ধের বিকার দধিকে দুগ্ধ-পরিণাম 'নাম' দিয়া, সঙ্গে সঙ্গে মাটীর ঘটশরাবাদিবৎ পরিণাম ব্রহ্মের সম্বন্ধে নিষেধ করেন, তখন প্রবল আপত্তি মস্তক উত্তোলন করে ; বৈষ্ণব

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বলেন যে, **ব্রহ্মের বিকার নাই কিন্তু পরিণাম আছে তাহা অপরিহার্য্য; এবং বিবর্ত্ত আছে তাহা পরিহার্য্য; বিকৃত দধি হইতে আর দুগ্ধ পাওয়া যায় না। কিন্তু বিবর্ত্তিত সর্প পরিহার করিয়া রজ্জু পাওয়া যায়।** পরিণত ঘট ভাঙ্গিয়াও মাটীর পরিণাম পরিহার হয় না, মাটী অন্য একটা পিণ্ডাকার সংস্থানে সংস্থিত হয়, পরিণামে পরিণত হয় মাত্র। কিন্তু কি পরিণাম, কি বিবর্ত্ত উভয়রূপেই ব্রহ্মের কোনও হানি হয় না। মাটী যেমন ঠিক সামান্য ভাবে কদাপি নাই, কোনও না কোন উপাধিতে উপহিত, সংস্থানে সংস্থিত, পরিণামে পরিণত, গঠনে গঠিত থাকিবেই—হয় পিণ্ডাকার না হয় ঘটাকার অথবা শরাবাকার—তদ্বৎ **সচ্চিদ্ব্রহ্ম কিছুতেই ঠিক সামান্যাকারে থাকিতে পারে না; ইহার উপাধি আছেই, তাহা ভালবাসা, রস, আনন্দ;** কখনও পিণ্ডাকার-আনন্দ সুষুপ্তি, কখনও বা বিশিষ্টাকার-আনন্দ—নরনারী, পিতাপুত্র, ভাই-ভাই ইত্যাদি। এই বিশিষ্ট আনন্দ—জাগ্রৎ ব্রজরূপ, ও স্বপ্নরূপ বৈকুণ্ঠ-পৃথিবী-পাতালাদি রূপভেদে দুইপ্রকার। জাগ্রৎরূপটি প্রধানতঃ—পরিণাম, **প্রীতি,** মৃদ্ঘটবৎ; স্বপ্নরূপটি প্রধানতঃ—বিবর্ত্ত, **ভক্তি,** রজ্জুসর্পবৎ; উভয়থাই কোনও ক্ষতি নাই; ঘট মাটীই, ঘটে মাটীর হানি হয় না। সুস্থ সবল ব্যক্তি স্বপ্নে আপনাকে রোগী দুর্ব্বল মনে করিলেও সে সুস্থ সবলই, কিছুমাত্র তাহার ক্ষতি হয় না। রজ্জু-সর্প রজ্জুর তত্ত্বত কিছু ক্ষতি করে না; জবা-স্পর্শে স্ফটিক সত্য লাল হয় না। ঘটেরও সঙ্গে সঙ্গেই মাটীর উপলব্ধি হয়; কেবল-মাটীর—সামান্য-মাটীর—পৃথক উপলব্ধি হয়ই না। রাধিকার ব্রজরূপ পরিণতিতে—অর্থাৎ গাছপালা, পশুপক্ষী, ফলপুষ্প গোপ-গোপীতে—তত্তৎ, এবং সঙ্গে সঙ্গে রাধিকারও উপলব্ধি হয়; কৃষ্ণ ব্রজের প্রতিবস্তুতে রাধা-গন্ধ পান। **লৌকিক মৃদ্ঘটের ও অলৌকিক ব্রজের পার্থক্য**

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই যে, মাটী ঘটে শরাবে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত হইলে সমগ্র ক্ষুদ্রাংশগুলি একত্র না হইলে সমগ্র মাটী পাওয়া যায় না ; কিন্তু 'সমর্থা' রাধারাণী আপনি অখণ্ডাকারেও দণ্ডায়মান বটে, অথচ খণ্ডাকার-ব্রজ —গোপ-গোপী প্রভৃতি বস্তুতেও, ঘটে-মাটীর মত, বর্ত্তমানা। **রাধা মূলরূপে পৃথকও আছেন, অথচ সমগ্র ব্রজ রাধারই কায়ব্যূহ।**

বিবর্ত্ত হানিকর নহে বটে, কিন্তু **ঘোর ও স্বল্পভেদে দুই প্রকার।** রজ্জুসর্প-দর্শনকালে রজ্জুদর্শন হয় না ; স্বপ্নকালে আমি যে অলীক স্বপ্নমাত্র দেখিতেছি এমন জ্ঞান প্রায়শঃ থাকে না। রজ্জুসর্প, স্বপ্নাদি ঘোর-বিবর্ত্ত, তত্র মোহের পরিমাণ খুব বেশী। স্ফটিক-লৌহিত্য, জলে অর্দ্ধমগ্ন সরলদণ্ডে বক্রতা, অভিনয়, দ্বিচন্দ্র, দর্পণগত প্রতিবিম্ব, দিঙ্মোহাদি স্বল্প-বিবর্ত্ত ; দেখিতেছি ইহাদিগকে সাক্ষাৎ, অথচ বুঝিতেছি স্ফটিক শুভ্রই, চন্দ্র একটাই, প্রতিবিম্বটা ছায়ামাত্র, দিকটা উত্তর নহে, যেহেতু তত্র সূর্য্য উদয় হইতেছে। রাধা-পরিণাম ব্রজেও রসোল্লাসের জন্য কিছু বিবর্ত্ত—জটিলা-কুটিলাতে আছে ; সকল ব্রজবাসীতেই আছে। **ব্রজের ভূমিতে** যে সকল **তটস্থ ভাগ্যবান** ব্যক্তি রাধাকৃষ্ণলীলাকে নিজ নিজ পরমার্থ বলিয়া বুঝিয়াছে, তাহারা রাধাগোবিন্দকেই ঈশ্বর বলিয়া বুঝে, এবং ইহাও বুঝে যে, রাধাগোবিন্দ পরস্পর সমানভাবে—ঈশ্বরভাবে নহে—রসাস্বাদ করেন। কিন্তু **আসল ব্রজবাসিগণ** পীরিতের নিরতিশয়তাবশতঃ—অবিদ্যাবশতঃ নহে—গোবিন্দকে সকলে স্বজাতীয় নিজ নিজ তুল্যমূল্য সখা বা ক্ষুদ্র পাল্য সন্তান বলিয়া বুঝে, এবং মাতৃস্থানীয়াগণ একটা অতীন্দ্রিয় ঈশ্বর পৃথক আছেন স্বীকার করিয়া তাঁহার নিকট প্রাণকানাই-এর সর্ব্বতোভাবে মঙ্গল কামনা করেন ; যৌবনমদবিহ্বলা রমনীগণ ঈশ্বরের ধার ধারে না, গোবিন্দ-নাগরের চিন্তামগ্না তাহারা ; ঈশ্বর কেহ আছেন কি না, তাহাকে মানিতে হইবে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কি না, এরূপ ভাবনা ভাবিবার সময় তাহাদের নাই। বড় চতুর তাহারা —**ঈশ্বর-ভক্ত বৃদ্ধাগণকে বঞ্চনা করিয়া**, সূর্য্য, চণ্ডী-অদি ঈশ্বর-পূজার জন্য পুষ্পচয়নে অনুমতি লইয়া বনে সংগোপনে শ্যামসঙ্গতা হয়, এবং ফুল তুলিয়া সুগন্ধি সুন্দর পুষ্পে কৃষ্ণপ্রীতিকামে নিজ কবরীভূষণ করে, ও শ্যাম নটবরের জন্য মালা গাঁথে, এবং নির্গন্ধ কিংশুক-জবাদিগুলি দেবতা-পূজার জন্য বৃদ্ধাগণের পুষ্পপাত্রে রক্ষা করে। তবে কৃষ্ণের অদর্শনে, বা বিপদ-সম্ভাবনা হইলে, তাহারাও হয়ত কখন কোনও একটা নির্দ্দয় বিধাতার উদ্দেশে সবিলাপ সক্রোধ অথচ সাবদার সানুনয় আবেদন করে যে, শীঘ্র কৃষ্ণ মিলাও, নিষ্ঠুরতা ছাড়, অবলা বধিয়া তোমার কিছুমাত্র পৌরুষ নাই। আরও কিছু—ব্রজে বিবর্ত্তের কথা— অত্র বলিলে চলিতে পারে। দুইটি পারিভাষিক শব্দ আছে—'বিষয়', 'আশ্রয়'। কৃষ্ণকে যাহারা ভালবাসে তাহারা ভালবাসার **আশ্রয়**, কৃষ্ণ নিজে ভালবাসার **বিষয়**। আশ্রয়গুলি নিয়ত কৃষ্ণের তৃপ্তির জন্য বহুবিধ চেষ্টা করে, নানা প্রকার সেবা করে। এই আশ্রয়গুলিকে, ভোগ্যকে, সেবকগুলিকে, আমরা **নারী** বলিব। বিষয়কে, কৃষ্ণকে, ভোক্তাকে, সেব্যকে, **পুরুষ** বলিব। একটা কৈফিয়ৎ দিয়া রাখি। রাধাকৃষ্ণের প্রেম-কাহিনী প্রাচীন হইলেও অনেকের পক্ষে তাহা নূতন ; তাহাদের জন্য কোন কোন কথার পুনরুক্তি এই প্রবন্ধে করা হইবে, তাহা সকলকে সহ্য করিতে হইবে। সকলের জানা আছে যে, ক্ষুদ্র একাক্ষরী মন্ত্রই তের লক্ষ-বার জপ না করিলে তাহার চৈতন্য হয় না, প্রতিপাদ্য দেবতার দরশন পাওয়া যায় না। পীরিতি উক্তরূপ বীজ-মন্ত্রের অপেক্ষা বড় বস্তু নিশ্চয়।

সকল ব্রজবাসীই, কি নন্দ সুবল কি যশোমতী, কুন্দ, চন্দ্রা, পদ্মা, ললিতা, রাধা—যে **যাহার নিজ নিজ ভাব-অনুসারে** কৃষ্ণকেই ভালবাসে,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রাগানুগ ভক্তগণের শীর্ষস্থানীয় জীবগণ ব্রজের অতি সন্নিহিত ; তাঁহারা গুরুপদবীর ব্যক্তি, আমাদের এক শরণ্য ; তাঁহারা স্বপ্নমধ্যেই আমাদিগকে ব্রজলীলা স্মরণ করাইয়া দেন। **রূপ, সনাতন, রঘুনাথ, গদাধর, মীরা, নরোত্তম, লোচনদাস, গোবিন্দদাসাদি মহাজনগণ এই শ্রেণীর মহাত্মা।** দণ্ডায়মান জগৎরূপ ঘোর বিবর্ত্তটা তাঁহাদের সম্বন্ধে ঘোররূপ নহে ; তাঁহারা জাগতিক জীর্ণাজীর্ণ স্থূল পুরুষ বা নারী-দেহের ভিতরেই স্থিরতম, জরা-মরণের অতীত, শুদ্ধ সাত্ত্বিক, নিত্যকিশোর, পরমসুন্দর, কৃষ্ণাকর্ষক প্রেয়সীর—বা আরও উত্তম সখীর—দেহাবলম্বনে **বর্ত্তমান ছিলেন ও আছেন।** আন্তর স্থির-দেহে, প্রীতিভূমিকা ব্রজে একটি পদ—এবং জাগতিক দেহে, ভক্তি-ভূমিকা-ভূতলে অপর পদ রক্ষা করিয়া ইঁহারা দণ্ডায়মান।

ঠিক ইঁহাদের নিম্নাধিকারে যাঁহারা, তাঁহাদের বাসভূমি বৈকুণ্ঠ ভূতলাদি হইলেও, তাঁহাদের মস্তক যেন ব্রজবেদীতে প্রায় ঠেকিয়াছে। এমন ভাগ্যবান্ ব্যক্তিদিগের মধ্যে **রুক্মিণী, অর্জ্জুন, নারদ, উদ্ধবাদির** গনণা হইতে পারে। ইহাদের **গোবিন্দের প্রতি ঈশ্বর-বুদ্ধি থাকায়,** গৌরব ও সঙ্কোচবশতঃ ইঁহারা গোবিন্দের গদাচক্রাদিযুক্ত শাসনপটু চারিটি হস্ত দেখেন—সুন্দরবলয়াদিমণ্ডিত, দুটি-হাতে-ধরা-মুরলী-শোভিত শ্যামচাঁদ ও চাঁদবদনী রাধাঠাকুরাণীকে দেখিতে বলবতী ইচ্ছা সত্ত্বেও দেখিতে পান না ! গীতার ১১।৪৬ শ্লোকে, অর্জ্জুনের কৃষ্ণ যে চতুর্ভুজ, তাহার সুস্পষ্ট উল্লেখ আছে—"তেনৈব রূপেণ চতুর্ভুজেন সহস্রবাহো ভব বিশ্বমূর্ত্তে।" যখন অর্জ্জুনেরই এই দশা, তখন অপরের কথা কি ?

মনু প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্রে সৃষ্টিরহস্য-উদ্‌ঘাটনের চেষ্টা হইয়াছে। তত্র অকস্মাৎ কারণ-সলিলের ক্ষুদ্রাংশে ক্ষুদ্র হিরণ্য-অণ্ড দেখা যায় ; সেই অণ্ড দ্বিধা-খণ্ডিত হইলে ঊর্দ্ধার্দ্ধ আকাশ-কটাহ ও নিম্নার্দ্ধ পঞ্চভূত-গঠিত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জগৎ পাওয়া যায়; এই আকাশ ও জগতের নানা বিভাগ কল্পিত হইয়া ভুর্ভুবঃস্বর্লোক এবং মহঃ জন, তপঃ ও সত্যলোক এবং তল, বিতল রসাতলাদি পাওয়া যায়। **কারণ-সলিলের বক্রী অংশ বহু বিস্তৃত থাকিয়া যায়; তত্র কোন লোক নাই।** অনন্ত বিশাল "কারণের" সীমা শাস্ত্রকারগণের মতে মনুষ্য-দৃষ্টির অগোচর।

আমরা বলি যে, **"কারণে"র সুষুপ্তি-রূপতাই ব্রহ্ম-নির্ব্বিশেষ। জাগ্রৎ-রূপটি ব্রজলোক, এবং স্বপ্ন-লোকটি জগৎলোক।** জগৎটি ব্রজের বাহিরে 'কল্পিত' হয়; কিন্তু ব্রজের ত বহির্দ্দেশ নাই; যেহেতু ব্রজ অনন্তব্যাপী, সমগ্র দেশটিই ব্রজ ও নিত্যলোক; তদতিরিক্ত স্থান কিছুই নাই। আমরা যথা গৃহের ভিতর শয়ান থাকিয়া গৃহাভ্যন্তরেই স্বপ্নে বড় বড় সহর প্রান্তর রচিত দেখি, তাহা যেন গৃহের বাহিরে অথচ গৃহের বাহিরে নহে—গৃহমধ্যেই, তদ্বৎ, ব্রজে থাকিয়াই কুঞ্জমধ্যে নিদ্রিত-যুগল যখন স্বপ্ন দেখেন, তখন ব্রজমধ্যেই ব্রজের বাহিরে ইব, নানা লোক রচিত পাওয়া যায়। তত্র তত্র গোবিন্দ আপনাকে—চতুর্ভুজ বাসুদেব, শ্মশানাধিপতি শিব, অযোধ্যার রাম, জাঙ্গল নরসিংহ, দ্বারকার রাজা, সমুদ্র-তীরে মোহিনী, পাতালের কূর্ম্মাদি মনে করেন; শ্রীমতী ঠাকুরাণী আপনাকে লক্ষ্মী, রুক্মিণী, সত্যভামা, সীতা, দশভুজাদি মনে করেন। যশোমতী আপনাকে কৌশল্যা, মেনকা, দেবকী-আদি মনে করেন; নন্দ মহাশয় আপনাকে হিমালয় বা কোন নারীই বা মনে করেন, কোন ব্রজসুন্দরী হয়ত আপনাকে কোনও জাগতিক পুরুষই বা মনে করেন। অথচ **এই স্বপ্নবিবর্ত্তের মধ্যে আসিয়া, নানা ভ্রমে ভ্রান্ত হইয়াও তাহাদের কোনও ক্ষতি হয় না;** তাহারা যে-ব্রজের লোক সেই ব্রজেই, যথাসময়ে—একই জন্মে, বা 'বহুনাং জন্মনাম্ অন্তে'—ব্রজেই উদ্বোধিত হইবেই, ও হয়। **আমরাই ত তাহারা।** নারদ, লক্ষ্মী প্রভৃতি, এবং আমরা—পাষণ্ড,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চোর সাধু নরনারী, বালক, বৃদ্ধ, যোগী, শৈব, শাক্ত যাহাই হই—আমরাই ব্রজবাসী ; ঘুম ভাঙ্গিলেই আমরা বুঝিতে পারিব ; এখন আমরা বুঝিতে পারিতেছি না ; আমাদের মধ্যে যাহাদের স্বপ্ন ভাঙ্গ-ভাঙ্গ হইয়াছে তাহারা প্রায় বুঝিয়াছে ও আমাদিগকে আমাদের স্বরূপ-বিষয়ে উপদেশ দিতেছে। স্বয়ং মহাপ্রভু জিজ্ঞাসু সনাতনকে উপদেশ দিবার কালে সর্ব্বপ্রথমেই এই চরম কথার উল্লেখ করিয়াছেন যে, "জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস"। **স্বরূপের স্বরূপত্বই এই যে, স্বরূপ সম্বন্ধে লোকের ভ্রম হইতে পারে, কিন্তু স্বরূপের হানি হইতে পারে না।** 'স্ফটিক লোহিত' এরূপ ভ্রম হয় হউক ; স্ফটিক কিন্তু স্বরূপচ্যুত হয় না, লোহিত হয় না, শুভ্রই থাকে। আমরাই যে ব্রজের নন্দ-যশোমতী, শুক-শারী, ভ্রমর-ভ্রমরী, বৃক্ষ-লতা, শ্রীদাম-সুবল, কৃষ্ণ-প্রেয়সী বা সখীগণ—অর্থাৎ কৃষ্ণের সেবক নারীগণ, তাহা ভুলিয়াছি বটে, কিন্তু স্বরূপ ভুলিলে কি হয়, আমরা নারীই আছি। **গীতোক্ত কর্ম্ম-মীমাংসার শোধন করিয়া লইয়া—'প্রীতিকে' নিষ্কাম কর্ম্মের প্রবর্ত্তক বুঝিয়া—** যে যার নিজ নিজ কর্ম্ম, বিনা-বিধি, বিনা-শাসন, স্বাভাবিক সহজ-ভাবে, করিতে থাকার কালেই, একদিন না একদিন ব্রজে প্রবোধ উদ্বোধন জাগরণ হইবেই হইবে। এই 'ভরসা'র কথাটি রক্ষাকবচ করিয়া সতত ধারণ করিবে। **Doomsday উপস্থিত হইলে আমরা কতক স্বর্গে, কতক নরকে যাইব না ; সকলেই ব্রজে যাইব, রাধাকৃষ্ণের পরিবারভুক্ত হইব।**

সাংখ্যমতে প্রকৃতি একা, জড়া, বহু বিস্তৃত। পুরুষ চেতন, সংখ্যায় বহু, প্রকৃতির সন্নিহিত। সন্নিধান সম্পর্কে প্রকৃতি বা পুরুষের, বা উভয়ের চাঞ্চল্য হয়। এই চাঞ্চল্যই বন্ধন। যে সকল পুরুষ প্রকৃতির সন্নিহিত হইয়াও তাহার সম্পর্ক অস্বীকার করিয়া থাকিতে পারে,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাহারা বিবিক্ত, অসঙ্গ, মুক্ত। তাহারা দর্ব্বীর মত পাকরসে ডুবিয়া থাকিয়াও রসাস্বাদনে মুগ্ধ নহে; শৌণ্ডিকের মত মদিরা-ঘট পরিবৃত হইয়াও মাতাল নহে; প্রস্তরখণ্ডের মত নদীগর্ভে থাকিয়াও সিক্ত নহে। তাঁহারা উপদেশ দেন যে, দুগ্ধগত ননী মন্থনে পৃথক্‌কৃত হইলে আর দুগ্ধের সহ মিশ্রিত হয় না, দুগ্ধের উপর অসঙ্গ হইয়া ভাসিতে থাকে; তদ্বৎ একবার প্রকৃতির সহ সঙ্গ ত্যাগ করিলে আর তাহার মোহে মুগ্ধ হইতে হয় না, তাহার সঙ্গেই অসঙ্গ হইয়া বসবাস করা যায়। সচরাচর পুরুষগুলি অবিবেকী, দুর্ব্বল, বদ্ধ; প্রকৃতির ও পুরুষের ব্যাপার চুম্বক ও চঞ্চল লোহার মত—চন্দ্রোদয়ে সাগরোল্লাসবৎ, দীপশিখার রূপে হতভাগ্য পতঙ্গের আকর্ষণবৎ, কুসুমের মধুলোভে স্বাধীন ভ্রমরের পরাধীনতাবৎ। **একা বহুরূপা প্রকৃতি নানা পুরুষকে** তাহাদের বিচিত্র রুচি বুঝিয়া—কাহাকেও অর্থ দিয়া, কাহাকেও রূপে গন্ধে পরশে রসে বা সঙ্গীতে বিভোল করে। বলবান বিবেকী পুরুষ ও নারীগণ আপনাদিগকে শুভ্রস্ফটিক বুঝিয়া লয়, এবং প্রকৃতি পরম-সুন্দর নীললোহিত-রূপে আলিঙ্গন করিলেও আপনাদিগকে নীল, লাল বুঝে না। তাহারা জানে যে, প্রকৃতি জড়া, অচেতন; তাহার ক্রিয়ার বুদ্ধিপূর্ব্বকত্ব নাই; চেতন আমরাই অবোধ, মাটীর পুতুল লইয়া খেলা করি ও সুখ পাই; পুতুলগুলিকে পুত্র কন্যা বলি; পুতুল ভাঙ্গিলে দুঃখ পাই ও ক্রন্দন করি। আমরাই যদি মাটীর পুতুল লইয়া আর খেলা না করি, তবে আর ভবিষ্যতে দুঃখ পাইতে হইবে না, অবশ্য খেলার সুখও পাইব না; সুখদুঃখরূপা প্রকৃতি বিষহীন উরগের মত দণ্ডায়মান থাকিবে, অথচ আমরা সুখদুঃখের অতীত হইব—অকামুক অপ্রেমিক উদাসীন অসঙ্গ বিবিক্ত মুক্ত হইব। প্রকৃতিকে ঔরস-পুত্রের মত ভালবাসার জিনিষ বোধ হইত, এখন বুঝিব যে, লোকটা পোষ্যপুত্রের মত—থাকিলেই বা কি, মরিলেই বা কি?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সাংখ্যকার দ্রষ্টা ঋষি বটে, কিন্তু মহর্ষি নহেন, অন্ধ-ঋষি মাত্র। হস্তী-দর্শনে যাইয়া ঋষি, স্পর্শেন্দ্রিয়মাত্র-সহায় লইয়া, হস্তীর পদস্পর্শে হস্তীকে স্তম্ভের মত বুঝিয়াছে। দুঃখের অবসান সঙ্গে সুখেরও অবসানকে তত্ত্ব মান্য করিয়া, অকামুক, অপ্রেমিক, উদাসীন হইতে চাহেন। এই জগতে যে রসের মাত্রা আছে, যাহা প্রায়শঃ কামুকত্বের সুখরূপে বিবর্ত্তিত হইয়া বর্ত্তমান সেই অল্প-রস ; সেই কামুকত্ব হইতেই—ত্যাগমূলক, স্বার্থশূন্য, অনন্ত রসের—অসীম আনন্দের—ব্রজের প্রীতিস্বরূপ-মূর্ত্তি শ্রীরাধা এবং প্রীতিপরিণাম ললিতা-নন্দ-যশোদা-সুবলাদির বহু বিচিত্র স্নেহের পরিচয় পাওয়া যায়, ও পাইতে যে হইবে, সে বিষয়ে সাংখ্যকার ঋষিটি অন্ধ। এই প্রীতিসম্পৎ অন্ধঋষিকে দিতে গেলেও ঋষি লইতে পারেন না ; দুইটি চক্ষু তাঁহার জ্যোতিঃহীন ; তিনি প্রকৃতিকে 'অচেতন ও দ্বৈত' বুঝেন, এবং 'ঔদাসীন্য'কে 'তত্ত্ব' বুঝিয়া দুঃখের সহ সুখেরও বিসর্জ্জন করিতে চাহেন। এক দরিদ্র ব্রাহ্মণকে কিছু অর্থ দিবার জন্য পার্ব্বতী শিবজীকে অনুরোধ করেন। শিবজী বলেন যে, সে অন্ধ, তাহাকে অর্থ দিলেও লইতে পারিবে না। দেবী নারী-স্বভাববশতঃ শিববাক্যে বিশ্বাস না করিয়া অধিক অনুরোধ করায়, শিবজী পথিমধ্যে সুবর্ণরাশি রক্ষা করিলেন। দরিদ্র তত্র উপস্থিত হইয়া মনে করিল, অন্ধেরা কিরূপে রাস্তা চলে দেখিতে হইবে এবং মুদ্রিতচক্ষু হইয়া পথ চলিয়া সুবর্ণ অতিক্রম করিয়া গেল ; সুবর্ণ তাহার হস্তগত হইল না। তদ্বৎ, রাধাশ্যামের পীরিতি হইতে যে আনন্দ, তদ্বিষয়ে সাংখ্য অন্ধ বলিতে হইবে।

বৈদান্তিক শ্বেতাশ্বতর ৪।১০ মন্ত্রে বলেন যে, "মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যাৎ মায়িনং তু মহেশ্বরম্"। এই মায়াটি, প্রকৃতিটি ব্রহ্মের শক্তি—যদ্দ্বারা শক্তিমান হইয়া ব্রহ্ম সগুণ মহেশ্বর হইয়াছেন, ও জগৎ-সৃষ্টি-স্থিতি-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

-ভঙ্গ বিষয়ে সমর্থ হইয়াছেন। **প্রকৃতিটি ঈশ্বরের নারী, ঈশ্বরের উপাধি।**

কিন্তু বেদান্ত ইহাও বলেন যে, কোনও উপাধি, শক্তি, কারণতা ব্রহ্মে থাকিলেই ব্রহ্ম অদ্বয় না হইয়া সদ্বয় হন; আইস, আমরা একান্ত অদ্বয়ে পক্ষপাতী হই এবং শক্তিটাকে অস্বীকার করি। কথাটা দাঁড়াইল এই যে, ব্রহ্মে শক্তি কিছু নাই, যদি থাকিত তবে ইদংরূপ ও অদঃরূপ জগৎ সৃষ্ট পালিত ও সংহৃত হইতে পারিত। উপাধি কিছুমাত্র নাই; শক্তিরূপ উপাধির আরোপ করিয়া উপাধি-লক্ষণে—নিরতিশয় কেবল, দুর্লক্ষ্য অদ্বয়াত্মাকে—উপাধির অপবাদপূর্ব্বক, কথঞ্চিৎ লক্ষ্য করা যায় মাত্র। সুতরাং যে-প্রকৃতি কদাপিই নাই, তাহার আবার লিঙ্গ কি? সে পুরুষও নহে, নারীও নহে, বালক-বালিকার মত ক্লীবও নহে।

ভক্ত বলেন যে, সাংখ্যের মত বেদান্তও একদেশদর্শী। **প্রকৃতি বা শক্তি অদ্বয় ব্রহ্মের স্বরূপ,** তাহা ব্রহ্মের অদ্বয়তার কোনও হানি করে না। শক্তি ও শক্তিমান্ ঈশ্বর অভেদে একই। সাংখ্য ও বেদান্ত যাহাই বলুক, **প্রকৃতি জড় নহে, চেতন**; এবং অভাবরূপও নহে, ভাবরূপ। সচ্চিৎ ব্রহ্ম যে আছেন, **সেই থাকার শক্তিটিই আনন্দ, রস; তাহাই ত ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দ**; রসো বৈ সঃ, রস না থাকিলে কোহ্যেবাণ্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ; **রস আছে বলিয়াই চিৎ ব্রহ্মটি সৎ অর্থাৎ আছেন, নতুবা থাকিতেন না।** সচ্চিদের এই যে উপাধি—আনন্দ, এই আনন্দের নানা ব্যবস্থা। সচ্চিৎ-বস্তু সেই উপাধির নানা প্রকারের মধ্যে কোনও না কোন অন্যতম প্রকারভেদসহ বর্ত্তমান। সামান্য বস্তু কদাপি একাকী পৃথকভাবে থাকিতে পারে না, একটা না একটা রকম উপাধি অবলম্বনে থাকিতে বাধ্য। মৃৎ-সামান্যের 'কেবলত্ব' ঘটে না; হয় পিণ্ডাকার না হয় ঘটাকার বা শরাবাকার হইয়াই মাটী বর্ত্তমান হয়। তদ্বৎ,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সচ্চিৎ কখনই 'কেবল' বা 'তুরীয়' হয় না—আনন্দের নানা রূপের মধ্যে একাকার অন্ধকার-সুষুপ্তি বা একাকার আলোক-সমাধি অবলম্বনে, অথবা জাগ্রৎ বহু আকার, পিতা মাতা পুত্র পশুপক্ষী পুষ্প (ধেনু), বা তদ্বৎ স্বপ্নের বহু আকার অবলম্বনে বর্ত্তমান হয়। **আনন্দের দুইটি প্রধান অংশ**; একটি বিষয়, অপরটি আশ্রয়। যাহাকে ভালবাসা যায় সেইটি "বিষয়"—গোবিন্দ, একপুরুষ; এবং যে ভালবাসে সেইটি "আশ্রয়"—রাধাঠাকুরাণী। গোবিন্দকে ভালবাসিবার জন্য ঠাকুরাণী নানা পরিণাম বিবর্ত্ত স্বীকার করিয়া নানারূপে গোবিন্দকে ভালবাসা দিয়া আনন্দিত করিতেছেন; গোবিন্দ আনন্দিত হইতেছেন এবং গোবিন্দ আনন্দিত হইলে ঠাকুরাণী নিজে অনিবার্য্যরূপে আনন্দিত হইতেছেন। বিষয়কে পুরুষ, আশ্রয়কে নারী ধার্য্য করা গেল। গোবিন্দও রাধাকে ভালবাসেন, সে হিসাবে গোবিন্দ নারী, এবং ঠাকুরাণী পুরুষ; **ইহাই শক্তি শক্তিমানের অভেদ, পরমতত্ত্বের অদ্বয়ত্ব**। বেদান্ত বলেন যে, সুষুপ্ত ব্রহ্মটি, সামান্য বস্তু ও পূর্ণানন্দ; **কোনও অধিক আনন্দ পাইবার জন্য তাঁহার ব্রজলীলা করিবার প্রয়োজন নাই**। ভক্ত বলেন, বেদান্তের বুঝিতে ভুল হইয়াছে। সুষুপ্ত ব্রহ্ম পূর্ণানন্দ নহে; বটে জাগ্রতের বহুবিধ সুখভোগান্তে মানুষ বলে যে, বাশ্! আর না, চল এখন শয়ন করা যাউক; তবেই বটে সুষুপ্তিতে কিছু একটা সুখ আছে, তাহা না হইলে কেহই জগতের সাক্ষাৎ সুখ ত্যাগ করিয়া নিদ্রাকে আদরপূর্ব্বক স্বীকার করিত না। **কিন্তু সেই সুখ সুখের একদেশ, সুখের একটা প্রকারভেদ মাত্র**। তথাপি মানুষ ভবিষ্যতের জন্য এরূপ বন্দোবস্ত করে যে, আগামী কল্য খিচুড়ি খাইতে হইবে; এবং তজ্জন্য নিদ্রা যাইবার পূর্ব্বেই কিঞ্চিৎ ঘৃত মুদ্গ যোগাড় করিয়া রাখে। খিচুড়ি খাইবার বিশিষ্ট সুখ একাকার সুষুপ্তি হইতে বিলক্ষণ, কিন্তু সুখ ত বটেই; ইহাও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অস্বীকার করিবার উপায় নাই। পিণ্ডাকার মাটীও মাটী; ঘটাকার মাটীও মাটী; সুষুপ্তিরূপ একাকার আনন্দওআনন্দ; প্রেয়সীচুম্বনে, যশোদার স্তন্যপানে, বাঁশরি বাজাইয়াও বিশিষ্ট আনন্দ—আনন্দ। **আনন্দটি পাইতে গেলেই সামান্যভাবে পাইবার উপায় নাই,** একটা বিশেষরূপের ভিতর দিয়াই পাইতে হয়—**হয় একাকার বিশেষরূপ, না হয় বিশিষ্টাকার বিশেষরূপ।** সামান্য-মাটী পাইতে গেলেই পিণ্ডাকার একাকার-সহ, বা ঘটাকার-সহ মাটীকে বুঝিতে হয়! **সামান্যে বিশেষ নাই; বিশেষে সামান্যও দৃষ্ট হয়, বিশেষও দৃষ্ট হয়;** মাটীর হস্তীতে বিশিষ্ট হস্তীর ভান হয়, এবং সামান্য মাটীরও ভান হয়। তবেই সামান্য অপেক্ষা বিশেষের অধিক মর্য্যাদা, যেহেতু সামান্যে সামান্যই আছে, বিশেষ নাই; কিন্তু বিশেষে বিশেষ ও সামান্য দুই-ই আছে। অর্থাৎ সুষুপ্ত ব্রহ্ম, বেদান্তমতে পূর্ণতৃপ্ত পূর্ণানন্দী স্বীকৃত হইলেও, বৈষ্ণব মতে উক্ত সুষুপ্তরূপটি, সামান্য-রূপটি—তত্ত্বের ক্ষুদ্রৈকদেশ মাত্র ব্রজ-লীলাই শিষ্টদেশ, অধিকদেশ, বিশিষ্টদেশ; **দুই মিলিয়া তবে পূর্ণতত্ত্ব, পূর্ণানন্দ;** আনন্দের পূর্ণতার অনুরোধেই বলিতে হয় যে, **কেবল সামান্যরূপ লইলে চলিবে না, লীলারূপটি লইতেই হইবে।** সামান্য সুষুপ্ত ব্রহ্মটি যে অপূর্ণ, এবং রাধাগোবিন্দের লীলা-বিগ্রহ-সহ লীলা-ভূমি ব্রজই যে সম্পূর্ণতত্ত্ব—তাহা শ্রীজীবগোস্বামী তাঁহার দ্বিতীয় সন্দর্ভে, "ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে" (ভাগবত ১।২।১১)—শ্লোক-বিচারে দক্ষতা ও বিক্রমের সহিত সুপ্রতিপাদিত করিয়াছেন। বলিয়াছেন যে, সামান্য ব্রহ্মে, সুষুপ্তিতে, আনন্দের অসম্যগাবির্ভাব, অল্পাবির্ভাব; বিশিষ্ট ব্রজলীলাতেই আনন্দের সম্যগাবির্ভাব, পূর্ণাবিষ্কার। **অধিকন্তু "সামান্য" একা দাঁড়াইতেই পারে না;** একটা কোনও উপাধির সহ জড়িত, অবিনা-ভাব অর্থাৎ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিত্য-সাহিত্য-সম্বন্ধে বদ্ধ, সংস্থিত, আলিঙ্গনে আলিঙ্গিত হইয়া তবে আত্ম-প্রকট করিতে পারে। সুতরাং ব্রহ্মের উপাধি যে আনন্দ, ব্রহ্ম সেই উপাধিকে—একাকার সুষুপ্তি বা বহু, প্রচুরাকার, বিস্তৃতাকার ব্রজ-লীলাকে—অবলম্বন করিয়াই প্রকটিত আছেন।

লীলার জন্য শক্তিমান্ গোবিন্দ হইতে শক্তি শ্রীমতী ভালবাসা-ঠাকুরাণীর পৃথক্ নির্দ্দেশ হইল, কিন্তু তাহাতে বস্তু সদ্বয় হইল না। শক্তি ও শক্তিমানের অভেদই নিশ্চিত বস্তু। বিবক্ষাবশতঃ দুইটির উল্লেখ হইল মাত্র। অবিনা-ভাব সম্বন্ধটি একত্বসম্পাদক ও অপরিহার্য্য। ঘট লইলে, ঘটত্ব ও মাটিত্ব দুইটি দ্রব্য অবিনাভাবেই বুঝা যায়—পৃথক করিয়া বুঝা যায় না; এক অদ্বয় ঘট লইয়াই বিবক্ষা বশতঃ আমরা বলি যে, দেখ এই বস্তু এক হইয়াও দুই, ঘটত্ব এবং মাটীত্ব। অগ্নির দাহিকা-শক্তি বলিলে দাহিকাশক্তি এবং শক্তিমান অগ্নি এক হইয়াও দুইটি বস্তু পরস্পর নিত্য-সহচর নিত্যসহিত-রূপে কল্পিত হইয়া প্রতীয়মান হয়। **শব্দের জ্ঞাপকত্বই আছে, কারকত্ব নাই।** যাহা আছে, শব্দ তাহারই জ্ঞাপক, তাহাকে আমাদের জ্ঞান-গোচর করিয়া দেয়; যাহা নাই এমন বস্তু শব্দদ্বারা উচ্চারিত হইলেও শব্দ কোনও অসৎ বস্তুকে সত্তাদান করিতে পারে না—বন্ধ্যাপুত্র বা Square Circle সম্বন্ধে শব্দের কারকত্ব নাই। "নিরুপাধি"-শব্দ থাকিলেও নিরুপাধি-বস্তু নাই; যে বস্তুই আছে—তাহা কোনও একটা উপাধিসহ অবিনাভাব-সম্বন্ধযুক্ত হইয়াই আছে। 'শক্তি ও শক্তিমান বস্তু' এরূপ বাক্য-প্রয়োগ হইলেও, বস্তু 'দুইটি' হইবে না; উক্তরূপ বাক্য-প্রয়োগ বন্ধ্যাপুত্র-শব্দবৎ ব্যর্থ হইবে। 'স্ব ও স্বরূপ' অথবা 'স্ব এবং স্বভাব' বলিলে একই বস্তুর পুনরুল্লেখ হয় মাত্র—**অথচ যেন দুটি বস্তুর কথা হইয়া গেল এবং লীলার বিস্তারের পথ সুগম হইয়া গেল।** গোবিন্দের স্বরূপ রাধা; রাধার স্বরূপ গোবিন্দ;

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রাধা উপাধি, গোবিন্দ উপহিত ; এবং গোবিন্দ উপাধি, রাধা উপহিত। গোবিন্দ আনন্দ, রাধাও আনন্দ ; একটিকে ভালবাসার বিষয়, ভোক্তা সেব্য পুরুষ লও, অপরটিকে ভালবাসার আশ্রয়, ভোগ্য সেবক নারী লও। গোবিন্দ পুরুষ, রাধা নারী লও—অথবা গোবিন্দ নারী, রাধাই পুরুষ লও—একই কথা ; যেহেতু এক অপরের স্বরূপ—"উভয়" শব্দ প্রযুক্ত হইয়াও এক অদ্বয়তত্ত্বের অদ্বয়তার হানি করিতে পারে না। এক উপহিত, অপর উপাধি, সম্বন্ধ—অবিনাভাব। আমরা গোবিন্দকেই পুরুষ ও শ্রীমতী ভালবাসাঠাকুরাণী রাধাকে নারী লইলাম। ব্রজে আনন্দ-"পরিণাম" পাওয়া যায়, তত্রস্থগণ কেহই স্বার্থপর নহে ; তাহাদের সকলের সকল চেষ্টাই কৃষ্ণ-সুখতাৎপর্য্যে পর্য্যবসিত ; কৃষ্ণকে সুখী করিতে পারিলে তাহারা অপরিহার্য্য সুখানুভব করে ; **কিন্তু এই সুখানুভবের প্রত্যাশা জ্ঞাতসারে রাখিয়া তাহারা কৃষ্ণকে সুখী করিবার উদ্যম করে না** ; তাহারা ভালবাসে যেহেতু কৃষ্ণ ভুবনমোহন; তাহাই কৃষ্ণকে **অবশে ভালবাসিয়া, 'অবশে' সুখ পায়।** তাহারা ভালবাসা পাইয়া সুখী হইবার অভিসন্ধি রাখে না। **ইহার নাম পীরিতি।** জগতে আনন্দ-পরিণাম নাই এমন নহে, আছে—মাত্রারূপে আছে, জরা-মরণ প্রভৃতি তাহার ব্যাঘাত ; তথাপি সেই মাত্রা আসল বস্তুর পরিচায়ক, indicator-হিসাবে অমূল্য উপজীব্য। কিন্তু প্রধানতঃ জগতে আনন্দের বিবর্ত্তই পাওয়া যায় ; তত্রস্থগণ সেবা করিয়া, ভালবাসিয়া, ত্যাগস্বীকার-পথে সুখী হইতে চাহে না—তাহারা প্রেমিক নহে ; তাহারা ভালবাসা পাইয়া, সেবা পাইয়া, সুখী হইতে চাহে। **তাহারা কামুক।**

সচ্চিদ্ ও আনন্দ, নর ও নারী, গাঢ়ালিঙ্গনে কুঞ্জভবনে সুষুপ্ত অথবা সংপরিষ্বক্ত ; উভয়েই "আত্মহারা"—তখন সুতরাং এক তত্ত্ব, অদ্বয় ব্রহ্ম। আনন্দটি উপাধি ; **চিৎবস্তু সৎ হইবার জন্য একটা রকমে "থাকিতে"**

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাধ্য হয়। রকমটা আনন্দ। চিৎ আনন্দে থাকেন; কখনও অব্যক্ত সুষুপ্তির আনন্দে, কখনও বা ব্যক্ত জাগ্রৎ স্বপ্নের আনন্দে। ব্রহ্ম—সুষুপ্তিতে—"একাকার"-আনন্দসংস্থানে সংস্থিত, উপাধিতে উপহিত। পরে পাওয়া যায়—**সচ্চিদানন্দ-বিষয় এবং সচ্চিদানন্দ-আশ্রয়।** ভালবাসার বিষয়টি গোবিন্দ, স্বয়ং ভালবাসাঠাকুরাণী রাধিকা। অত্র আনন্দ-উপাধি 'সুষুপ্ত' হইতে আপনাকে অধিক ব্যক্ত, প্রকট, প্রচার করিয়া তুলিয়াছে, একাকার বর্জ্জন করিয়াছে। আমাদের রাই শক্তি-মান গোবিন্দের স্বরূপ-শক্তি, রসশক্তি, আহ্লাদিনী শক্তি; স্বরূপ-শব্দেই প্রতীত হউক যে, স্ব ও স্বরূপ একই বস্তু; যে রাধা সেই গোবিন্দ; যে গোবিন্দ সেই রাধা। গোবিন্দ রাধাকে ভালবাসে; রাধাও গোবিন্দকে ভালবাসে; ভালবাসাই রস; রাধাও রস, গোবিন্দও রস! রাধার প্রীতির জন্য গোবিন্দ উদ্যোগ করিয়া সুখের ব্রজধাম নির্ম্মাণ করিয়াছেন বলা চলে; তাহা হইলে রাধা পুরুষ হয়েন এবং গোবিন্দ নারী। আমরা কিন্তু গোবিন্দকে পুরুষ ধরিয়া এবং শ্রীমতীকে নারী ধরিয়া, শ্রীমতীর দ্বারাই গোবিন্দের প্রীতির উদ্দেশ্যে সুখের ব্রজধামনির্ম্মাণ-কথা লিখিব। রাধিকাসহ গোবিন্দের অবিনাভাব, নিত্য-সাহিত্য; নির্ব্বিকার গোবিন্দকে সুখী করিতে রাধা ব্যতীত কেহই 'সমর্থা' নহে; যত প্রকারের সুখ হইতে পারে সকল প্রকার সুখই ঠাকুরাণী কৃষ্ণকে ভোগ করান। কৃষ্ণের 'রাই বিনু গতি নাই আর'। সুষুপ্তির একটা একাকার সুখ আছে; ঠাকুরাণী সেই সুখ গোবিন্দকে নিভৃতে সংপরিষ্বক্ত হইয়া দেন। পরে ঠাকুরাণী নিজ যোগিনিদ্রা-রূপটী গোবিন্দ হইতে উঠাইয়া লইয়া, গোবিন্দের সন্নিকটে 'মদন-মোহন-মোহিনী' রূপ ধরিয়া দাঁড়াইয়া প্রণয়গর্ভ তরল শুভদৃষ্টি-সেচনে গোবিন্দকে অভিষিক্ত পুষ্ট ধন্য কৃতার্থ করেন। যোগনিদ্রা-শব্দটি ৺চণ্ডীর 'মধুকৈটভ-বধাধ্যায়' হইতে লইলাম; 'মদন-মোহন-মোহিনী' শব্দের অর্থটী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পারিভাষিক; ইহার ব্যাখ্যা করিব। "স্মরণং কীর্ত্তনং কেলিং প্রেক্ষণং গুহ্যভাষণম্, সংকল্পোঽধ্যবসায়শ্চ ক্রিয়ানিস্পত্তিরেবচ"—এই আটটি আদিরসের লক্ষণ মাত্র; ইহারা রস নহে; ইহাদিগকে আশ্রয় করিয়া রস আপনাকে ব্যক্ত করে মাত্র। যথা রক্তের উত্তাপ ও দ্রুতগতি জ্বর নহে, জ্বরের লক্ষণ মাত্র—সাধু উদ্যমে অতিরিক্ত পরিশ্রম করিলেও রক্ত উত্তপ্ত হয়, তথা উক্ত অষ্টাঙ্গও নিজে বীভৎস বা প্রশংসনীয় নহে—'অভিপ্রায়'-ভেদেই বীভৎস বা প্রশংসনীয় হয়; যথা, রক্তের উত্তাপ—নিন্দ্য জ্বর বা স্তুতিযোগ্য পরিশ্রমও বুঝাইতে পারে। যদি কোনও নারী গোবিন্দের রূপে মুগ্ধ হইয়া নিজ সুখের জন্য তাহার আলিঙ্গন কামনা করে, তবে তাহা ঘৃণ্য কাম, "মদন" হইবে। যদি কোনও নারী গোবিন্দের রূপে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে এতটা ভালবাসিতে পারে যে, সে গোবিন্দের জন্য সকল সেবা করিতে প্রস্তুত, এমন কি যদি নিজ দেহ-প্রাণ-কুল-শীল গোবিন্দের জন্য দিলেও গোবিন্দ সুখী হয়েন, তবে তাহাও অকাতরে দিতে প্রস্তুত, তবে সেই উক্ত অষ্টাঙ্গই—প্রেম বুঝাইবে। অষ্টাঙ্গের, বা তাহাদের মধ্যে কতকগুলির অনুষ্ঠান—নিজেন্দ্রিয়-তৃপ্তি, বা অভিপ্রায়ভেদে নিন্দ্য রসাভাস অথবা অনবদ্য রস হয়। রূপগোস্বামী উজ্জ্বলনীলমণির শেষ পাঁচটি শ্লোকে প্রেমে পূর্ণাহুতির নিষেধ করেন নাই, কিন্তু তাহাকে উত্তম বলিয়া 'অধ্যবসায়'কে উত্তমতর, এবং সন্নিকটে আসন ও নর্ম্মপরিহাসালাপকেই, উত্তমতম বলিয়াছেন। মনে রাখিবেন, রূপগোস্বামী ঋষি।

কৃষ্ণ মদনমোহন। কোনও নারী কামুক হইয়া কৃষ্ণকে প্রার্থনা করিয়া, কৃষ্ণ-নিকটে যাইবামাত্র তাহার ভুবনমোহন রূপে নারীর মতিগতি ফিরিয়া যায়, "মদন" তাহার হৃদয় হইতে দূরীভূত হয়; তখন নিজেন্দ্রিয়-তৃপ্তি-কামনা আর থাকে না—পীরিতি জাগিয়া, কৃষ্ণের যে-কোন সেবা করিতে পারিলেই চরিতার্থ হইব, মনে হয়; কৃষ্ণসেবার জন্য যদি আলিঙ্গন দিবার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আবশ্যক হয়, তবে তাহাও সহজে দ্বিধাশূন্য চিত্তে দেওয়া যায়। তবে কৃষ্ণ মদনমোহন; বৈষ্ণবদাস তাহাই বলিয়াছেন যে, কৃষ্ণের 'সেরূপ হেরিলে কাম হয় প্রেমময়'। **কিন্তু কৃষ্ণেরও বড় আমাদের রাই; তিনি মদন-মোহন-মোহিনী।** নির্ব্বিকার সংযমী কৃষ্ণও রাই-দরশনে বিবশ হতভম্ব হইয়া যান। কৃষ্ণের মাধুরী খুব সুন্দর বটে, কিন্তু রাধার লাবণ্যের তুলনায় তাহা কালো। রাই আমাদের মদন-মোহন-মোহিনী। রাই আমাদের তরুণী, করুণাময়ী এবং লাবণ্যময়ী; তাহার প্রধান মাধুরী এই যে—তাহার কৃষ্ণের প্রতি ভালবাসা অসীম; সে ভালবাসাতে স্বয়ং কৃষ্ণ অবশে আকৃষ্ট হয়েন, সে ভালবাসার পদতলে পড়িয়া থাকিবার জন্য কৃষ্ণ লালায়িত; "সখীগণ-কর হৈতে চামর লইয়া হাতে, (কৃষ্ণ রাইকে) আপনে করয়ে মৃদু বায়"; অভিসারিকা নিকুঞ্জে আসিয়া মিলিলে গোবিন্দ—"নিজ করকমলে চরণযুগল মোছই, হেরই চিরথির আঁখি"।

রাই—যোগনিদ্রা বা যোগমায়া বা মহামায়া; **রাই সুষুপ্ত গোবিন্দকে আলিঙ্গনমুক্ত করিলেই নিত্যধাম ব্রজের সমুৎপত্তি যেন আরম্ভ হইল**; এবং নানাবিধ কেলিবিলাস, ছোটবড় বিরহ ও উজ্জ্বল-সমরান্তে **পুনরায় তুইজনে সুষুপ্ত এবং পুনরায় জাগরণ ও ব্রজের সমুৎপত্তি। এই পারম্পর্য্যই পূর্ণ তত্ত্ব**; বিরহ এবং মিলন, পুনরায় বিরহ এবং পুনরায় মিলনই রস। চিরমিলনে বিরহিণীর চক্ষুর জল ঘুচিয়া গেলে নিরুৎসাহ রসের রসত্বের অভাব হইত। তাহাই রাধাগোবিন্দ পরামর্শ করিয়া ব্রজে একেবারে চক্ষুর জল ঘুচান না; ক্ষুদ্র-দীর্ঘ বিরহে প্রেয়সীর চক্ষুর জল প্রবাহিত করিয়া, পরে পুনর্মিলন সংঘটনা দ্বারা, নিজ পদ্মহস্তে বা চুম্বন করিয়া, গোবিন্দ প্রেয়সীর কাঁদা-চাঁদবদনে অশ্রু মুছান; মিলনের অশ্রু যতই উছলিয়া উঠে, গোবিন্দ ততই সযতনে সমাদরে অশ্রু মুছান। মিলন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পুরাতন হইতে পায় না, বিরহ তাহাকে নিত্যনূতন করিয়া রাখে; মিলন পুরাতন হইতে না পারায় একটা "চির অতৃপ্তির" ভিতর দিয়া চরম রসের অলৌকিক নিতুই-নূতন আস্বাদন হয়; প্রতি মিলনই প্রথম মিলনের মত চমৎকার এবং বিরহের জ্বালা বরাবর সমান তীব্র; "all other pleasures are not worth half its pain"। জগতে এরূপ হয় না; বহু ভোগের পর ভোগ ও ভোগের বস্তুতে অনাদর আসিয়াই পড়ে; এবং ভোগের বস্তুতে কালক্রমে "যৌবনের" অভাব হইয়া, বস্তুর নাশ মরণ ঘটিয়া, রসস্বাদের ব্যাঘাত জন্মাইয়া দেয়; এবং **আপনাদিগকে বহু পুরুষ বহু নারী মনে করিয়া একত্রে বসবাস করায় ভালবাসার নিষ্ঠা হয় না**; স্বভাবতঃ poyandrous, polygamous—নারী ও পুরুষের ব্যভিচার-দোষ প্রায়ই, অন্ততঃ মনে মনেও, ঘটিয়া যায়। ব্রজে ব্রজবাসীর কাহারই কালবশে দেহের ক্ষয়-বৃদ্ধি হয় না; রাধা-ধাতুতে প্রস্তুত নরদেহী বা নারীদেহী সকলেই নারী—ও রাধাধাতু ভালবাসা-উপাদানে গঠিত; সকলেই "এক"-পুরুষ কৃষ্ণকে যে-যাহার ভাব-অনুসারে ভালবাসে, ব্যভিচার-সম্ভাবনা মাত্র তত্র নাই।

কৃষ্ণ জাগিয়া উঠিয়া পার্শ্বে দেখিলেন পীতবসন; সোনার বরণ পীত বসন অঙ্গে জড়াইতে গিয়া দেখেন তাহা বসন নহে, তাহা শ্রীরাধা—হ্লাদিনী ভালবাসাঠাকুরাণী। ঠাকুরাণী বলেন যে, পরাণ-বঁধুয়া তুমি, তোমাকে আমি ভালবাসি; আমার ষোলকলার এক এক কলা হইতে তোমাকে সহস্র—মোটের উপর ষোল হাজার প্রণয়িণী দিব। (ইহা স্কান্দ প্রভাস-খণ্ডে শিব-গৌরী-সংবাদে দ্রষ্টব্য)। তাহারা তোমাকে নানারূপে, তর-তম-ভাবে, ভালবাসিবে। কেহ মৃদুস্বভাবা, কেহ কিছু প্রগল্‌ভা; কেহ চতুরা, কেহ সরলা; কেহ হালকা, অল্পে তুষ্টা; কেহ গম্ভীরা, হৃদয়ে অশেষ প্রেমধারণ করিয়াও মুখে প্রকাশ করে না, যেন কৃষ্ণে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উদাসীন; কেহ সখীপরিবৃতা যূথেশ্বরী, কেহ বা সখীশূন্যা স্বয়ং প্রধানা; কেহ অ-ক্ষমাশীলা; কেহ বা তোমাকে অনুগ্রহ করিবে না, স্পর্শ করিবে না, অথচ তোমার প্রেয়সী-মিলনে বিশ্বাসী দূতী হইবে। তাহারা পরস্পর ঈর্ষ্যান্বিতা হইবে না; তোমার সুখের চেষ্টাতেই সকলের তাৎপর্য্য থাকিবে; আমার অংশ আমার পরিণাম তাহারা, আমার ধাতু আমার স্বভাবই পাইবে; তুমি যাহারই সহিত সঙ্গত হইয়া সুখ পাও, তাহারা তাহাতেই অনুকূল হইবে, অনুমোদন করিবে—সেই ব্রজনারীকে সকলে মিলিয়া সুসজ্জিত করিয়া তোমার ভোগের উপযুক্ত নৈবেদ্য করিয়া তোমার নিকট অভিসার করাইবে। যদি কখনও ঈর্ষ্যাভাব, বাম্য দেখ, তখন বুঝিয়া লইও যে, তোমাকে সুখ দিবার জন্যই তাহারা ঈর্ষ্যান্বিতা না হইয়াও ঈর্ষ্যার অভিনয় করিতেছে। [লৌকিক সাপত্ন্যে ঈর্ষ্যা থাকে থাকুক লোকোত্তর ব্রজে ঈর্ষ্যা নাই। লোক একটু উচ্চ হইলেই, ব্রজে পঁহুছিবার পূর্ব্বেই, তত্র সাপত্ন্য হইতে ঈর্ষ্যা তিরোহিত হয়। একদা মেনকা উমাকে বলিয়াছিলেন যে, মা, তোমাকে ভিখারী-বরে সমর্পণ করিয়াছি এবং আরও গুরুতর দোষ করিয়াছি, গঙ্গা-সতীনের উপর দিয়াছি। দেবী—যিনি শিবনিন্দা শুনিয়া প্রাণত্যাগ করিতে পারেন—গর্জ্জন করিয়া বলিয়াছিলেন যে, জননী! শিব ভিখারী নহে, কুবের তাহার ভাণ্ডারী; এবং গঙ্গা সতীন হইলে কি হয়, সে আমাকে তোমার অপেক্ষা অধিক ভালবাসে; "হর মোরে হৃদে রাখে, সে জটায় লুকায়ে দেখে; সে আমার প্রিয়সখী সুখের সতিনী। তোমার অধিক ভালবাসে সুরধুনি॥] দেখ কৃষ্ণ, তুমি যদি প্রেয়সীর নিকট প্রহার পাইয়া আনন্দ পাইতে চাও, তবে শ্যামার নিকটে যাইও, সে তোমার অল্পমাত্র কশুর পাইলেই অভিমানে উচ্চ ক্রন্দন করিবে ও সঙ্গে সঙ্গে তোমাকে মারিবে, অন্যা কেহ পারিবে না; অবশ্য ফুল ছুঁড়িয়া মারিবে। (অধীর প্রগল্‌ভা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্যামার উদাহরণ উজ্জ্বল-নীলমণিধৃত নায়িকাভেদাধ্যায়ে দেখিতে পাইবে)। তোমাকে পায়ে ধরাইবে এমন নায়িকাও দিব।

স্বকীয়ার প্রণয় সুলভ বলিয়া তোমার তত সুখদ হইবে না; আমিই অভিমন্যু (আয়ান) হইয়া তাহাকে বিবাহ করিব; আমিই জটিলা কুটিলা হইয়া রাধিকাকে তোমার দুর্লভ করিব, এবং তাহাদিগকে প্রিয়সখী ললিতার সহায়তায় বঞ্চনা করিয়া আমার মণিমন্দিরে গোপনে তোমাকে আনিব, অথবা সঙ্কেত-কুঞ্জে নিজেই অভিসার করিব।

সখাসঙ্গ তুমি বড় ভালবাস বলিয়াই ত আমাকে সুবল, মধু-মঙ্গল, শ্রীদামাদি হইতে হইয়াছে; ইহারা আমারই প্রতিনিধি হইয়া তোমার সুখোপকরণ। আমি ও ইহারা তোমাকে এত ভালবাসি, ভালবাসে, যে কদাচ তোমার সঙ্গ ছাড়ি না, ছাড়ে না; তুমি স্বপ্নে গেলেও সঙ্গে যাই, যায়। [কৃষ্ণ যখন স্বপ্নরাজ্যে বিচরণ করেন তখন—কৃষ্ণের সহ যাহাদের অবিনাভাব, নিত্যসাহিত্য—প্রগাঢ় প্রীতিবশতঃ যাহারা কৃষ্ণকে ছাড়িয়া থাকিতে পারে না, তাহারা সেই স্বপ্নরাজ্যে যাইয়া কৃষ্ণসমীপে থাকে; ইহা অলৌকিক হইলেও সত্য। শ্রীমন্মহাপ্রভুও যাঁহাকে গুরুমান্য করিয়াছেন সেই মহাজন রামানন্দ রায় জগন্নাথবল্লভ-নাটকে স্বয়ং লিখিয়াছেন যে, একদা শ্রীমতীর অন্তরঙ্গ দূতী কৃষ্ণের নিকট অনঙ্গলিপি আনয়ন করিলে কৃষ্ণ কপটতা করিয়া দূতীকে প্রত্যাখ্যান করেন। নর্ম্মসখা মধুমঙ্গল তাহাতে ব্যথিত হইয়া কৃষ্ণকে ভৎর্সনা করে।—

শুন বরনাগর কান
তুহু চরিত হাম কিছুই না জান।
শয়নে স্বপনে তুঁহু হেরি রূপ তার,
রাধে রাধে বোলসি লাখ লাখ বার।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হৃদয়ক মাঝ ভাবসি তাক নাম,
কাহে কপট অব কর গুণধাম।
অব সো অনুরাগিনী ভেজল দূতী,
তুঁহু কাহে উপেখল তাকর পাঁতি?
যাচত লছমি-চরণে কর দূর,
শেষে দুখ পাওবি মূরখ চতুর!
সুজনক না হোই এত অবিচার
লোচনদাস কহত রসসার।

কৃষ্ণ অবাক হইয়া ভাবিল যে, ধূর্ত্ত বটু, আমার গূঢ় রস ও স্বপ্নবৃত্তান্ত কিরূপে অবগত হইল? বটু বুঝিল, বলিল, সখা হে, আমি তোমার সঙ্গ ছাড়িয়া থাকিতে পারি না—তুমি স্বপ্নে যাইলে আমিও যাই; তোমার কোন কথাই আমার নিকট গোপন রাখিতে পারিবে না।]

তুমি যদি পিতা হইয়া সন্তানকে আদর করিয়া আমোদ চাও, আমি ব্রজে সে সুখ তোমাকে দিব না, দিলে ব্রজের অপমান করা হইবে। অযোধ্যায় লবকুশ পাইবে, দ্বারকায় প্রদ্যুম্ন পাইবে, কৈলাসে কার্ত্তিক দিব। ব্রজের রস আপনা-আপনি এত ভরপূর সম্পূর্ণ যে, রাধাকৃষ্ণের মধুর শ্রদ্ধা-প্রীতিকে, সন্তানমধ্যস্থ হইয়া বিন্দুমাত্র অতিশয়িত করিতে পারে না। ইহার পূর্ণতার জন্য মধুর আলিঙ্গনই চরম; সন্তানের অপেক্ষা নাই।

তুমি নাকি বাবার আদর ভালবাস, মার স্নেহের জন্য লালায়িত; ভাবনা কি আছে? আমি নন্দ-মহারাজ হইয়া তোমার জন্য হাট বাজার করিব, এবং যশোদারাণী হইয়া তোমার লালন পালন ও শাসন করিব। তোমার সখা সখীগণকে আহ্বান করিয়া প্রত্যহ নানাবিধ অন্নব্যঞ্জন মিষ্টান্নাদি পাক করিয়া তোমার সঙ্গে একত্র বসাইয়া খাওয়াইব। ধেনু

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইয়া তোমার সাথে ফিরিব, বনে ঘন দুগ্ধ তোমাকে পান করাইব, বংশী হইয়া তোমার সাধের রাধানাম গাহিব ; তোমাকে আমার নয়নতারা করিয়া রাখিব, আমি তোমার কণ্ঠলগ্না হইয়া তোমার বনমালা হইব ; কদম্বতরু হইয়া গ্রীষ্মে সুশীতল ছায়ার মধ্যে তোমাকে রাখিব ; মলয় পবন হইয়া, যমুনার জল হইয়া তোমাকে আলিঙ্গন করিব ; অঙ্গ পরিমলে তোমাকে উন্মত্ত করিবার জন্য নাভিতে কস্তুরী ধারণ করিব; কনকলতা হইয়া শ্যাম-তমালকে জড়াইয়া ধরিব ; শুক-শারী ও গুঞ্জৎ ভ্রমরী হইয়া নিভৃত কুঞ্জ-বিলাসের সাক্ষী হইব, এবং সেই ভ্রমরা-ভ্রমরীই জগতে বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসাদি মহাজন হইয়া স্বচক্ষে-দেখা উজ্জ্বল-কেলির সুসমাচার প্রচার করিবে। নানা ঋতুর বৈচিত্র্য স্বীকার করিব ; লতায় পুষ্প, পুষ্পে মধু, মধুলুব্ধ অলি, লতাবিতান, লতাবিতানে আমাদের সুখশয্যা, শারদ চন্দ্র, রাসস্থলী, মরালের নৃত্য, কোকিলের সঙ্গীতাদি কলাবিদ্যা—সবই হইব ; তুমি সকল রকমের রসের মধ্যে কোনটাতেই বঞ্চিত হইবে না। যদি বল, নারী হইয়া পুরুষকে ভালবাসিয়া কিরূপ রসাস্বাদ হয় তাহা জানা যাইবে কিসে ? আইস, আমি মৃগমদ মাখিয়া কৃষ্ণ হই, তুমি কুঙ্কুমপঙ্কে অঙ্গ ঢাকিয়া রাই হও ; আমি বিপরীত কাণ্ড করিয়া তোমাকে আশ্রয়-জাতীয় রসাস্বাদন করাইব, এবং ভবিষ্যতে তোমাকে নদীয়ার গোরাচাঁদ করিব, তখন তুমি 'কাঁহা যাউ, কাঁহা কৃষ্ণ পাঁউ' বলিয়া বিরহে আশা মিটাইয়া আর্ত্তনাদ করিও।

এইরূপে কৃষ্ণের সকল রকম সুখের উপকরণ-সমষ্টি ব্রজনির্ম্মাণ শেষ হইল। ঠাকুরাণী ব্রজনির্ম্মাণ করিলেন, **সমগ্র ব্রজটি ভালবাসা-ঠাকুরাণীর কায়ব্যূহ ;** তত্র মধুর, সখ্য, বাৎসল্য, দাস্য সকল রসই কৃষ্ণের প্রমোদের জন্য সংগৃহীত ও যথাযোগ্যস্থলে ধৃত সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে। লক্ষ্য করিতে হইবে যে, ঠাকুরাণী ব্রজসৃষ্টির পরে, বর্ত্তমানে নিজ সৃষ্টির

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সামর্থ্য বিষয়ে self-conscious নহেন ; এই self-consciousness-এর অভাব ভ্রমবশতঃ নহে, নিরতিশয় প্রেমবশতঃ ; নিরতিশয়তাটা এই যে, স্নানাহার, জাগ্রৎ-স্বপ্নাদি যাবতীয় ব্যবহার সময়ে, রাধার কেবলমাত্র কৃষ্ণ-ধ্যান থাকে—নষ্টা স্ত্রীর উপপতি-ধ্যানবৎ। তিনি আপনাকে বড় বলিয়া, ঈশ্বরী বলিয়া জানেন না, এবং গোবিন্দকেও ঈশ্বর বলিয়া জানেন না ; নাগর বলিয়াই, প্রিয় বলিয়াই জানেন ; এবং দেবতা বলিয়া জানিলে যতটা না ভয়ে ভয়ে আদর করিতে পারিতেন, ত্রাসরহিতভাবে প্রিয়-সখা বুঝিয়া, প্রিয়দেবতা বুঝিয়া ততোধিক লজ্জামাখা আদর-সোহাগ করেন ; এবং লজ্জা বাঁচাইবার জন্য নিজে প্রগল্‌ভতা ত্যাগ করিয়া ললিতাদি চতুর প্রগল্‌ভা প্রিয়সখীর পরামর্শমত যখন-যেমন তখন-তেমন নির্দ্দিষ্ট প্রথায় সখীবশ হইয়াই যেন শ্যামসঙ্গমিতা হয়েন। ললিতার বয়স রাধার বয়স হইতে এক বা অর্দ্ধ বৎসর অধিক। কখনও বা সহচরী মঞ্জুরীগণসহ কিঞ্চিৎ প্রগল্‌ভা হইয়াই শ্যামচাঁদের বামে চাঁদবদনী মিলিতা হয়েন। মঞ্জুরীগণ বয়সে রাধারাণীর কিঞ্চিৎ ছোট। উভয়থাই কৃষ্ণ-প্রীতিতেই রাধার তাৎপর্য্য ; ললিতাসহ লজ্জাশীলা রাইকে পাইয়া, এবং মঞ্জুরীগণসহ স্বাধীনভর্ত্তৃকা রাইকে পাইয়া, কৃষ্ণ দুইপ্রকার, মধুর হইতে সুমধুর, রসস্বাদে 'তৃপ্ত' হয়েন। অথচ চির-অতৃপ্তির সহিত পুনঃ পুনঃ সেই নিত্যনূতন রসাস্বাদ-লুব্ধ হইয়া উৎকণ্ঠিত আছেন। লাখ-লাখ-যুগ ঠাকুরাণীকে হিয়া-পর রাখিয়াও কৃষ্ণের হৃদয় জুড়ায় নাই, লাখ-লাখ-যুগ রাধা-মাধুরী দেখিয়াও কৃষ্ণের নয়ন তিরপিত হয় নাই ; অদ্যাবধি কৃষ্ণ রাধার দুর্ল্লভ দরশনের লোভে ভানুর বাটীর নিকট বেদিয়া, নাপিতানি, সাপুড়ে, বৈদ্য, সন্ন্যাসিনী হইয়া বেড়াইতেছেন ; রাধামন্ত্র হরিনামের মত সতত বাঁশরীতে জপিতেছেন, এবং ললিতাদি সখীকে গুরু স্বীকার করিয়া সদাসর্ব্বদা ইষ্টদেবী—রাধা-মিলনের জন্য খোসামোদ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিতেছেন। ঠাকুরাণীরও অবস্থা তদ্বৎ, পাগলিনীর অবস্থা; ঠাকুরাণী কুন্দলতাকে বলিয়াছিলেন—

শুন সখী কুন্দলতা আমার বচন।
কোথা বিহরয়ে সেই দুর্লভ দর্শন॥

প্রত্যুত্তরে কুন্দলতা বলে, "রাধে কি লোভ তোমার, রাত্রিদিবা কৃষ্ণসঙ্গে করহ বিহার॥ তথাপি উৎকণ্ঠা তার দর্শন কারণে; তোমার 'দুর্লভ' হরি হইল কেমনে॥" অকৃত্রিম, গাঢ়, কামগন্ধশূন্য, লোকোত্তর ব্রজ-প্রেমের নিদর্শন এই যে, সর্ব্বদা উপভোগেও প্রেমের 'বিষয়' অভুক্ত-পূর্ব্বের ন্যায়ই প্রতীয়মান হয়।

আর একটি ছোট কায়ব্যূহ কেবল মধুররস-ঘন গোপনে প্রস্তুত আছে; রাধা এবং তাঁহার অষ্ট নর্ম্মসখী—নবনারী একত্রীভূত হইয়া একটি কৃষ্ণ-বশীকার অপূর্ব্ব প্রতিমা সাজাইয়া রাখিয়াছেন। অষ্টসখী প্রত্যেকে পৃথক্ দেহের দেহী হইলেও ভিতরে একযোগ আছে; কৃষ্ণ ললিতাকে চুম্বন করিলে ললিতার দেহ তথা রাধার দেহ, তথা বিশাখা, চম্পকলতা, চিত্রা, তুঙ্গবিদ্যা, ইন্দুলেখা, রঙ্গদেবীর—সকলের দেহই পুলকায়িত হয়, শিহরিয়া উঠে; কৃষ্ণ রাধার স্তনতটে স্পর্শ করিলে সকল সখীরই মহোৎসব হয়। আরও ক্ষুদ্রতর একটি কায়ব্যূহ আছে, সেটির গুহ্যতম মূলটি রাধা; সেই মূলে জলসেক করিলে সমগ্র দেহ-লতিকার পল্লবপত্র-পুষ্পের পুষ্টি ও লাবণ্য সম্পাদিত হয়। নিগূঢ় নির্জ্জন-মিলনে কৃষ্ণ সেই কায়ব্যূহটিকে লাভ করেন। সেটি একা, সখীবিরহিতা, সঞ্চারিণী কনক-লতা—রাধা। রাধার যে অঙ্গেরই কেন পরিতোষ কৃষ্ণ-পরশে হউক—কৃষ্ণ গণ্ডস্থল চুম্বন করুন, বা অধর-সুধা পান করুন, বা শম্ভুযুগলের পূজা করুন, বা রাধা-পদ সম্বাহন করুন—রাধার সার্ব্বাঙ্গীন পুলক হয়, ও সেই পুলকদর্শনে গোবিন্দ অধীর অবশ ও অতুলানন্দে আনন্দিত হয়েন। নিভৃত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লীলাসময়ে রাধার ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গগুলিই—বদন, স্তন, করকিসলয়, রম্ভোরু, পদকমলাদিই—ললিতাদি সখীজন; কৃষ্ণ যে-কোন অঙ্গ পূজা করিলেই, যে-কোন সখীকে আদর করিলেই সর্ব্বাঙ্গ—সকল সখী—প্রমোদিত চরিতার্থ হয়। রাধাই পূর্ণানন্দ, বৃহৎ আনন্দ; বৃহৎটিকে বুঝিবার জন্য ক্ষুদ্রের পরিচয় আবশ্যক; তাহাই রাধা—চন্দ্রা, পদ্মা, কুন্দ, নন্দ, যশোমতী, সুবল, ধেনু, কোকিল, মাধবী, যমুনাদি ন্যূনরূপে আপনাকে বিন্যস্তা করিয়া, কৃষ্ণকে ন্যূন আনন্দ দিয়া—আপনার মাহাত্ম্য সপ্রমাণ করিয়া রাখিয়াছেন। সমগ্র ব্রজের সুখ, সুখ বটে—কিন্তু অল্প, তাহা কৃষ্ণ বুঝেন; কৃষ্ণ ব্রজের কাহারও বশ নহেন, কেবল রাধা-বশ; রাধার ভালবাসাই ভূমা। কেবল কৃষ্ণ কেন, সকলেই রাধার প্রাধান্য স্বীকার করে। যেহেতু রাধাই যে গোবিন্দ; সেই গোবিন্দকে তাহারা যতটা ভালবাসে, সেই রাধাকে ততটাই এবং সহজেই আপনা-আপনি ভালবাসে; যেহেতু রাধাই গোবিন্দ। বুঝিয়া দেখ, নন্দনন্দনটি কে? নন্দটি আনন্দস্বরূপ—রসো বৈ সঃ, আনন্দ, ব্রহ্ম, গোবিন্দ; নন্দনটি সেই নন্দেরও আনন্দদায়ক, সেই গোবিন্দকেও সুখী করিতে সমর্থা অর্থাৎ নন্দনন্দনটি রাধারাণীই, ভালবাসা-ঠাকুরাণীই; তবেই প্রসিদ্ধ 'নন্দনন্দন' কৃষ্ণই স্বয়ং রাধা, এবং সুতরাং গোবিন্দ রাধাকে প্রধান স্বীকার করিতে বাধ্য, এবং করেন; অবশেই তিনি রাধাবশ হইয়া আছেন। তত্ত্বের অর্দ্ধাংশ রাধা ও তত্ত্বের বক্রী অর্দ্ধাংশ গোবিন্দ, এরূপ নহে; প্রত্যেকেই পূর্ণ ষোলআনা; অগ্নি শক্তিমান ও পূর্ণ, দাহিকা-শক্তিও পূর্ণ; পরস্পর পরস্পরের স্বরূপ, অভেদে স্বরূপ—অথচ প্রত্যেকে অপরের ভালবাসার বিষয়ও বটে, আশ্রয়ও বটে। গ্রন্থ পরিসমাপ্তির পূর্ব্বে ঠাকুরাণীর জয় দিতে হইবে; **ঠাকুরাণীর প্রাধান্যের দুই একটী দৃষ্টান্ত** দিলেই তাঁহার জয়গান করা হইবে।

ব্রজে প্রণয়িনীগণের মধ্যে **তিনজন বড়; রাধা, ললিতা এবং**

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চন্দ্রাবলী; রাধা যূথেশ্বরী, চন্দ্রাও যূথেশ্বরী ; কোন যূথেশ্বরী অপরার কুঞ্জে অপরার সহ গোবিন্দ-মিলনে সাক্ষী হইতে পারে না—তাহাতে মর্য্যাদার হানি আছে। তাহাই এক যূথেশ্বরী অন্য যূথেশ্বরীর মন্দিরে যায় না। ললিতার কৃষ্ণে পীরিতি রাধার পীরিতির সহ অত্যন্ত সমান, এবং ললিতা নিজে যূথেশ্বরী হইলেই পারিত ; কিন্তু যূথেশ্বরী হইলে রাই-কানু-যুগল দেখা ত ঘটিবে না ; তাহা না দেখিতে পাইলে জীবন ত সফল হইবে না বুঝিয়া, চন্দ্রাপেক্ষা চতুরা ললিতা যূথেশ্বরীত্ব স্বীকার করে নাই ; রাইকে ছোট বহিনের মত ভালবাসিয়া, রাধার অন্তরঙ্গ সখীত্ব স্বীকার করিয়া—কৃষ্ণ বিনা রাই সুখী নহে, ও রাই বিনা কৃষ্ণ সুখী নহে বলিয়া—নানা কৌশলে যুগল-মিলন ঘটান। রাধার দ্বিতীয়া মূর্ত্তি ললিতা, ন্যূন মূর্ত্তি নহে ; ললিতা নিজ নিভৃত হৃদয়ে কৃষ্ণের প্রতি রাধার তুল্য প্রেমকে—অগ্নিকে শমীলতার মত ধারণ করিয়া—নিজ স্বার্থ ত্যাগ করিয়া, স্নেহপালিতা রাধারাণীর সহ প্রিয়দেবতা কৃষ্ণের প্রীতিবিলাস সংঘটন করে, এবং তাহাদের সুখে নিজে পরম সুখী হয়। ইহা রাইও জানে, কৃষ্ণও জানে ; এবং রাইও ঈর্ষ্যারহিত হইয়া ললিতা-কৃষ্ণ-যুগললীলা নানা ছলে কখন কখন সম্পাদন করিয়া ললিতার সখীত্ব স্বীকার করিয়াই কত না জানি আনন্দানুভব করেন ; কৃষ্ণও রাধা-ললিতার পরস্পর প্রীতি দেখিয়া চমৎকৃত হয়। ইহাও রসের একটা উত্তম প্রকার-ভেদ ; কৃষ্ণকে সুখী করিবার জন্যই, কৃষ্ণসুখ-তাৎপর্য্যেই রাধা জ্ঞাতসারে এ রসের অবতারণা করে। রাধা-প্রাধান্য আলোচনার সময় সুতরাং রাধার দ্বিতীয় মূর্ত্তি—রাধার সমান ললিতার সহ—রাধার ছোট-বড় হিসাবে তুলনা করা হইবে না। চন্দ্রাবলী ব্যতীত অন্য যূথেশ্বরীও আছে, কিন্তু তাহারা চন্দ্রা হইতে কনিষ্ঠ, ন্যূন ; সুতরাং চন্দ্রা হইতে রাধার উৎকর্ষ দেখাইলেই প্রেয়সীগণের মধ্যে রাধার অবিসংবাদিত শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদিত হইবে ; বাৎসল্য সখ্যাদি রস

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মধুর-রসের অনেক নিম্নে; প্রেয়সীবর্গের শ্রেষ্ঠত্বই চরম, এবং প্রেয়সীগণের মধ্যে রাধারাণীর শ্রেষ্ঠত্ব চরমতম।

দৃষ্টান্ত :—(১) কৃষ্ণ মথুরায় যাইলে সকল গোপীগণই মর্ম্মপীড়িতা ও শীর্ণা হইয়া পড়ে। চন্দ্রাবলী যূথেশ্বরী হইয়াও নিজ মর্য্যাদা ত্যাগ করিয়া রাধার কুঞ্জে আসিয়া বলে যে, সকল গোপী মিলিয়া রাধার সেবা করিয়া রাধাকে বাঁচাইতে হইবে; একমাত্র রাধাই কৃষ্ণকে আকর্ষণ করিতে পারে; রাই মরিলে কৃষ্ণ আর কিসের জন্য গোকুলে ফিরিবে বল? রাই বাঁচিলে তবে কৃষ্ণ গোকুলে ফিরিবে। এই দেখ, চন্দ্রা নিজেই রাধার প্রাধান্য স্বীকার করিল। চন্দ্রা যে জানে, চন্দ্রার সহ নির্জ্জন অবস্থান সময়েও কৃষ্ণের গোত্রস্খলন হয়—কৃষ্ণ এত রাধাগত-প্রাণ যে, সে সময়েও চন্দ্রাকে 'রাধা'-সম্বোধন করিয়া ফেলে,—করিয়া বটে লজ্জিত হয়, কিন্তু চন্দ্রা ত নিজ ন্যূনতা বুঝিতে পারে।

(২) চন্দ্রার কুঞ্জ হইতে খণ্ডিতা রাধার নিকটে কৃষ্ণ ভোরে উপস্থিত। রাধাকে ও ললিতাদিকে লজ্জা দিবার জন্য চন্দ্রা-সখী পদ্মা আসিয়া বলে, 'কৃষ্ণ, তুমি চন্দ্রার পায়ে প্রাতে আলতা পরাইয়া চন্দ্রার সোনার নূপুর কোথা রাখিয়াছ বল, আমরা খুঁজিয়া পাইতেছি না'। ললিতা বলে যে, কি পরিতাপ! কৃষ্ণটা বোকা রাখালই বটে; ইহাকে কুঞ্জ হইতে তাড়াইয়া দেওয়া হউক; যেহেতু কৃষ্ণ হারাইয়া যাহারা মূর্চ্ছিত না হইয়া সোনার গহনার খোঁজ করে তাহাদের বন্ধু ছোটলোক, আমাদের সভায় সে বসিবার যোগ্য নহে। অত্র ললিতা রাধার প্রাধান্য স্থাপন করিলে পদ্মা লজ্জায় অধোবদন হইয়া দ্রুত পলায়ন করিয়াছিল।

(৩) রাসে নৃত্য করিবার সময় চন্দ্রাবলী সাবধান হইয়া পদক্ষেপ করিতেছিল পাছে নিজ পদে কৃষ্ণপদ-স্পর্শ হয়; কৃষ্ণে সেই গৌরব-বুদ্ধি মধুর প্রীতির আশ্রয় চন্দ্রাকে শোভা পায় নাই; ইহা কেলিবিলাসে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পূর্ণ আত্মীয়তার অভাব বুঝাইয়াছিল, তাই রাধাসখীগণ গা-টেপাটেপি করিয়া হাস্য করিয়াছিল।

(৪) কৃষ্ণ নিজেই রাধাকে বলিয়াছেন যে, "তুমিই আমার মূলমন্ত্র, তুমিই হরিনাম।"

(৫) কৃষ্ণ রাধাপদ প্রসাধন করিয়া অলক্তরাগে রাধাপদে নিজ সহস্র নাম লিখিতেন; অপর কোন প্রেয়সী-পদে লেখেন নাই। রাধা চলিয়া গেলে পথিমধ্যে রাধাপদ-চিহ্নে কৃষ্ণ চুম্বন করেন, এত পীরিত। রাই বলেন যে—

পদচিহ্ন মোর দেখিয়া বাটে, প্রতি পদচিহ্ন চুম্বয়ে কান,
তা দেখি আকুল বিকল প্রাণ।
সিমান দোপর সময়ে জানি, তপত পথে ঢালয়ে পানি।
আমার অঙ্গের বাতাস যে দিকে, সে মুখে সে দিনে থাকে।

(৬) কৃষ্ণকে রাধা ভালবাসেন একনিষ্ঠ হইয়া; কৃষ্ণ বহু প্রেয়সীর অনুরোধে রাধাকে ততটা ভালবাসিতে পারেন নাই বলিয়া, রাধারই সেই ঋণ পরিশোধ করিবার জন্য জন্মগ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন—হইয়া নদীয়ায় গৌরসুন্দর হয়েন।

(৭) প্রধানা 'সমর্থা' বলিয়া রাই কৃষ্ণকে যে রমণীতে লোভী বুঝেন —কৃষ্ণকে সুখী করিবার জন্য, সেই রমণীকে কৃষ্ণের ক্রোড়ে বসাইয়া বলিতে পারেন যে—"তভু তিঁহ মোর প্রাণনাথ"; ইহা চূড়ান্ত স্বার্থত্যাগ, নিরতিশয় প্রীতি।

(৮) একদিন গোপীগণ কৃষ্ণান্বেষণ-সময়ে বনে বরদাতা বাসুদেবকে দেখিয়া প্রণামপূর্ব্বক জানিতে চাহিয়াছিল যে, কোন্ পন্থায় যাইলে কৃষ্ণ মিলিবে; বাসুদেবও গুরুর মত অঙ্গুলি হেলাইয়া পথ দেখাইয়াছিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ক্রমে রাই আসিয়া বাসুদেব দেখিয়া বলেন, 'আহা মরি কৃষ্ণ ! এ আবার কি সাজ সেজেছো !' ; বাসুদেব-ঠাকুর বিশেষ চেষ্টা করিয়াও দুখানা অতিরিক্ত হস্ত রাখিতে পারে নাই, রাধার পীরিতে দুখানা হস্ত—শঙ্খ, চক্র গদা পদ্ম—খসিয়া পড়ে, ও তাহাকে বংশী ধরিয়া রাধাবিনোদ-রূপে দাঁড়াইতে হয়।

(৯) 'কৃষ্ণ-কোলে রাধা কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া'—এত অনুরাগ এত পীরিত আর কোথাও নাই।

(১০) সংকেত-বংশী বাজিলেই বনে যাইতে হইবে ; অতএব রাধা সমক্ষে দর্পণ রাখিয়া ইতোমধ্যে বেশভূষা-তিলকাদি রচনা করিতে-ছিল। যেহেতু কৃষ্ণকে সুখী করিতে হইলে বদন যত সুশোভন প্রিয়দর্শন করিতে পারা যায় তাহা ত করিতে হইবে। কিন্তু ধ্যান আছে কৃষ্ণে। দর্পণে নিজ মুখ দেখিতে দেখিতে বাঁশী শুনা গেল। সচকিত **রাধা সহসা দর্পণে কৃষ্ণ-মুখ দেখিল, নিজ মুখ-প্রতিবিম্ব না দেখিয়া কৃষ্ণ-মুখ দেখিল** ! এত দৃঢ় কৃষ্ণে ধ্যান, এত ভালবাসা রাধা ব্যতীত আর কাহারও নাই। আর কেহই দর্পণে এরূপ অলৌকিক দর্শন করে না, করে নাই, করিবে না।

(১১) যশোদা প্রণাম লইবার জন্য, চন্দ্রা প্রসাধনের জন্য, হয় ত কৃষ্ণের নিকট পা বাড়াইয়া দিতে পারে, কিন্তু রাসে রাধাই কৃষ্ণের স্কন্ধে চড়িতে পারিয়াছিল, আর কেহ পারে নাই, পারে না।

(১২) একদিন নিভৃত নিকেতনে বসিয়া আলাপ করিতে করিতে অকস্মাৎ কৃষ্ণের বিনানুরোধে "নাগরী চুম্বই নাথ-বয়ান, সো সুখ-সাগরে ভাসল কান ; ধনী-মন মনমথে উনমত ভেলা, নাগর কর'পরে পয়োধর দেলা।" রাধার সবিক্রম পুরুষাচারে রসের সার যে চমৎকার, কৃষ্ণকে সেই অজ্ঞাত অননুভূত অপূর্ব্ব চমৎকার রসের আস্বাদ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রাই পোড়ারমুখীই করাইয়াছিল, ইহা অপর কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে। হে নর-নারী, সকলেই নারী আমরা; গোবিন্দসুন্দরই এক অদ্বিতীয় পুরুষ। আইস, সকলে আমাদের রাণী, আমাদের করুণাময়ী নম্রমুখী-বদনা ভালবাসা-ঠাকুরাণীর জয় দিই।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'অভয়ের কথা'র

পাঠ-সঙ্গিনী টীকা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পাঠ-সঙ্গিনী টীকা

পৃঃ ১—**'আপন খেল আপকর দেখে'**—এই বচনটির একটু পাঠান্তর ১৬২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য—অর্থ, আপনার খেলা আপনার বলিয়াই বুঝে, খেলা বন্ধ করিলে সেই আপনি ছাড়া আর কেহ নাই। বোধ হয় 'সংসেজে'র স্থলে 'সংকোচে'ই ঠিক।

বিলাতি নাম Grace—বাংলায় 'Grace' শব্দটির অনুবাদ—'কৃপা'; কিন্তু 'কৃপা'র অর্থ কিছু গভীর—গ্রন্থের শেষে ইহার ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য। প্রসঙ্গক্রমে, অন্যত্র যে একটি ব্যাখ্যা দেখা যায়, তাহা উদ্ধৃত করিতেছি—

"ভক্ত বা সাধকের লক্ষ্য ভগবানের বা ইষ্টের উপরে স্থির হইলে, ঐ যে তাঁহার লক্ষ্যও তার উপরে পড়ে, ইহাই সাধকের প্রাণে অনির্ব্বচনীয় আনন্দ ও শক্তির ধারা বহায়। এই হ'ল কৃপা, এই ভাবটিকে লক্ষ্য করেই মর্ম্মীরা বলে' থাকেন, অমুকের উপর ভগবৎ-কৃপা হয়েছে।"

ভগবৎ-প্রেরণা ভিন্ন হয় না—'চৈতন্যচরিতামৃতে'ও আছে—

ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোনো ভাগ্যবান্ জীব।
গুরুকৃষ্ণপ্রসাদে পায় ভক্তিলতাবীজ॥

পৃঃ ১২—**যে-কোন সাহসী পণ্ডিত**—কারণ 'অত্র পুরুষকার দেবতা' (১পৃঃ দেখ), অতএব, ইহা ভক্তি-সাধনা নয়, একরূপ শক্তি-সাধনাই বটে। 'উক্ত ভূমার অত্যন্ত সমতুল্য ভূমা'—ইহাই বেদান্ত-মতের সার তত্ত্ব। উহার বিপরীত-জ্ঞান—অর্থাৎ, 'আমি অতিশয় ক্ষুদ্র'—অবিদ্যাজনিত। ৫৪ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পৃঃ ১৩—**ইদংরূপে দর্শন**—'ইদং' বা জ্ঞানের "বিষয়" (object) না হইলে কোন বস্তুই আমাদের জ্ঞানগোচর হইতে পারে না ; আবার আমাদের জ্ঞানক্রিয়ার এমনই রীতি যে, ঐ জ্ঞানের জন্যই নির্ব্বিশেষকেও একটা বিশেষ-রূপ ধারণ করিতে হইবে।

পৃঃ ২৪—**বীরের মনে দয়া ক্রোধ নাই**—গীতায় অর্জ্জুনকে শ্রীভগবানের উপদেশ স্মরণীয়।

পৃঃ ২৬—**কুমারিল ভট্ট-কৃত তন্ত্রবার্ত্তিকে**—কুমারিল ভট্ট বৌদ্ধ-বিরোধী গোঁড়া ব্রাহ্মণ হইলেও তাঁহার 'মীমাংসা-বার্ত্তিক' নামক গ্রন্থে বুদ্ধের মুখে এইরূপ কথা উচ্চারিত হওয়ার উল্লেখ করিয়াছেন। মূল সংস্কৃত আমরা দেখি নাই : ইংরেজী অনুবাদে এইরূপ আছে—

Let all the evils resulting from the sin of this iron age fall upon me, and let the world be redeemed.

(Commentary on *Mimansa-varttika.)*

গ্রন্থকার 'তন্ত্র-বার্ত্তিকে'র নাম করিয়াছেন।

পৃঃ ২৭—**গোরার শিষ্য বাসুদেব**—যথা, চৈতন্যচরিতামৃতে—

তবে বাসুদেবে প্রভু করি আলিঙ্গন।
তার গুণ কহে হঞা সহস্রবদন ॥
নিজগুণ শুনি দত্ত মনে লজ্জা পাঞা।
নিবেদন করে প্রভুর চরণ ধরিয়া ॥
জগৎ তরিতে প্রভু তোমার অবতার।
মোর নিবেদন এক কর অঙ্গীকার ॥
করিতে সমর্থ প্রভু তুমি দয়াময়।
তুমি মন কর যদি অনায়াসে হয় ॥
জীবের দুঃখ দেখি মোর হৃদয় বিদরে।
সর্ব্বজীবের পাপ তুমি দেহ মোর শিরে ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জীবের পাপ লঞা মুঞি করি নরকভোগ।
সকল জীবের প্রভু ঘুচাও নরকভোগ॥

[মধ্যলীলা, পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ]

অজপা সকল মানুষের ভিতরেই—তন্ত্রতত্ত্ব অনুসারে—

হংকারেণ বহির্যাতি সকারেণ বিশেৎ পুনঃ।
হংসেতি পরমং মন্ত্রং জীবো জপতি সর্ব্বদা॥ (নিরুত্তর-তন্ত্র)

নিঃশ্বাস-গ্রহণে 'স' বা শক্তি, এবং নিঃশ্বাস-ত্যাগে 'হং' বা শিব জীবগণ সর্ব্বদা জপ করিয়া থাকে।

পৃঃ ২৮—**ক্ষরাক্ষর-অতীত**—যথা, গীতার পঞ্চদশ অধ্যায়ে—

যস্মাৎ ক্ষরমতীতোঽহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ। ১৫|১৮
অতোঽস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ॥

আল্লা ও আল্লার রসুল—'রসুল' অর্থে 'প্রেরিত-পুরুষ,' যেমন হজরত মহম্মদ; রসুলকে মানবাত্মার প্রতিনিধি বুঝিলে সুফী-মতে তাহাই বটে; সে মত সংক্ষেপে এই—

"It regards man as a spark of the divine essence...each soul has formerly seen the face of Truth in its most real aspect; for what we regard as truth in the earth-sphere is but a shadow of that which shines above, perfect immaculate—a mere reminiscence of the glories of a heavenly existence." "On the annihilation of self, man realises that his own real and imperishable ego is one with the essence of God."

[Ikbal Ali Shah, in the *Hibbert Journal*]

ইহার পর জালালুদ্দিন রুমির বিখ্যাত গজলের একটু উদ্ধৃত করিলেই হইবে—

"পূব-পশ্চিম, সাগর-নগর—
কোথাও আমার নাই যে রে ঘর,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কেহ জ্ঞাতি নয়—নর কি অমর,
ক্ষিতি, তেজ, কিবা মরুৎ সলিলে গড়েনি আমায় এ দেহখান ॥

* * *

নাই যার চিন্, নাই নির্দ্দেশ,
লোকাতীত লোক—সেই মোর দেশ !
দেহ-বিদেহের ত্যজি' দুই বেশ
বন্ধুর বুকে বাস করি আমি চির-যৌবনে জ্যোতিষ্মান্ ॥”

অথবা আর একজন সুফী-কবির উক্তি—

I fell in love with mine own self
And marvelled...till I met in Thee
The One I'd wooed, and lo, it was
My own personality !

ইহা একরূপ বেদান্ত-মতই বটে।

কৌষীতকি-গ্রন্থে—ইন্দ্র-প্রতর্দ্দন-সংবাদ এইরূপ—

দিবোদাসপুত্র প্রতর্দ্দন ইন্দ্রের প্রিয়ধাম স্বর্গে গমন করিলেন। ইন্দ্র বলিলেন, প্রতর্দ্দন আমি তোমাকে বরদান করিব। প্রতর্দ্দন বলিলেন, মনুষ্যগণের পক্ষে আপনি যাহা সর্ব্বাপেক্ষা কল্যাণকর বিবেচনা করেন, আমার জন্য সেই বর প্রার্থনা করুন। ইন্দ্র বলিলেন, হে প্রতর্দ্দন ! কেহ অন্যের নিমিত্ত বর প্রার্থনা করে না, তুমি নিজের নিমিত্ত প্রার্থনা কর। তাহাতে প্রতর্দ্দন বলিলেন, আমি কখনও নিজের জন্য বর প্রার্থনা করি না, অতএব আপনি যদি প্রার্থনা না করেন, আমাকে আপনার বরপ্রদান করা হইবে না, আপনি সত্যভ্রষ্ট হইবেন। ইহা শ্রবণ করিয়া ইন্দ্র বরদাতা হইয়া নিজেই বর প্রার্থনা করিলেন—

“মামেব বিজানীহি এতদেবাহং মনুষ্যায় হিততমং
মন্যে—যন্মাং বিজানীয়াৎ”। [কৌষীতকি—ব্রাহ্মণ, ৩।১]

বিশাল জগৎটা ক্ষুদ্রাদপিক্ষুদ্র—১২ পৃঃ দেখ, জীবের পক্ষে এইরূপ জ্ঞান যে দুরূহ—অবিদ্যাই তাহার কারণ। একজন বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক এ সম্বন্ধে প্রায় একই কথা বলিয়াছেন, যথা—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

The apparent vastness and emptiness of the universe, and our own insignificant size therein, need cause us neither bewilderment nor concern. We are not terrified by the sizes of the structures which our own thoughts created," [Sir James Jeans : *Mysterious Uuiverse*]

এ সম্বন্ধে ৫৪ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত নারদ-ভগবান-সংবাদ দ্রষ্টব্য। এই পৌরাণিক কাহিনী রূপকচ্ছলে ঐ তত্ত্বটিরই ব্যাখ্যা করিয়াছে।

পৃঃ ৩১—**অলঙ্কার দিয়া সহজ শোভাকে**—তুলনীয়—

"To gild refined gold, to paint the lily,...
To seek the beauteous eye of heaven to garnish,
Is wasteful and ridiculous excess"

[Shakespeare : *King John, Act 4, Scene 2*]

অর্থাৎ,

কোন্ মূঢ় চিত্রকরে পদ্মদেহ চিত্র করে ?
করিলে কি বাড়ে তার শোভা ?
কিংবা সেই কোকনদে মাখাইলে মৃগমদে
অতি-সুখ লভে মধুলোভা ?

—রঙ্গলাল

কতলুখাঁর বন্দী জগৎসিংহ—এইরূপ ঔপন্যাসিক দৃষ্টান্তও লেখক বহুস্থলে কাজে লাগাইয়াছেন—তাহাতে আলোচনা বড়ই সরস হয়, সাধারণ পাঠকের আশ্বাস ও ভরসা বাড়ে। এখানে 'জগৎসিংহ' (দুর্গেশ-নন্দিনীর নায়ক)-অর্থে লেখক তাহার সেই বন্দী-অবস্থারও সুখ-ভোগকে বুঝাইতেছেন ; তৎপ্রতি একটু রসিকতাপূর্ণ কটাক্ষও আছে।

পৃঃ ৩২—**মৃত্যুই মোক্ষ**—ইহা চার্ব্বাক-দর্শনের একটি খণ্ড উক্তি। এইরূপ মাত্র কয়েকটি পাওয়া যায়—চার্ব্বাক-মতের কোন তত্ত্বগ্রন্থ আর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিদ্যমান নেই, সকলই নষ্ট হইয়াছে। ইহার কারণ সহজেই অনুমান করা যায়। সেই উক্তিগুলি এইরূপ—

চৈতন্যবিশিষ্টঃ কায়ঃ পুরুষঃ।
কাম এবৈকঃ পুরুষার্থঃ।
মরণমেবাপবর্গঃ।

—চার্ব্বাকসূত্র (অদ্বৈতব্রহ্মসিদ্ধি)।

অর্থাৎ, মানুষ চৈতন্যবিশিষ্ট দেহমাত্র; কামই একমাত্র পুরুষার্থ; এবং মরণই মোক্ষ। দেখা যাইতেছে, আধুনিক জড়বাদ ভারতবর্ষেও অতি-প্রাচীন।

চার্ব্বাক-দর্শনকে 'চক্র-গৃহ' নাম দিবার তাৎপর্য্য বোধ হয় এই যে, এইরূপ মতবাদ সকলের গ্রাহ্য হইতে পারে না, অতএব ইহা 'চক্রে'র বা secret circle-এর অন্তর্ভুক্তরূপে সাধন করাই সমীচীন। অথচ, চার্ব্বাক-মতের অপর নাম—'লোকায়ত', বা জনসাধারণের উপযোগী।

পৃঃ ৩৩—**যন্ত্রাগার**—অর্থাৎ, ল্যাবরেটরি (Laboratory)

নিয়মের অভাবই প্রকৃতির অদ্বিতীয় নিয়ম—বিজ্ঞানের আধুনিকতম 'Quantum Theory' স্মরণীয়।

পৃঃ ৩৭—**ন তত্র সূর্য্যোভাতি**—উদ্ধৃত-পাঠ শুদ্ধ নহে, মূল শ্লোক এইরূপ—

ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং।
নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ।
তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং
তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি॥ (মুণ্ডক—২।২।১০)

যা নিশা সর্ব্বভূতানাম্—গীতা, ২।৬৯; শ্লোকটির এখানে একটি সহজ ও ব্যাপক অর্থই ধরা হইয়াছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পৃঃ ৩৮—**স্বকর্ম্মফলভুক্ পুমান্**—ইহা একটি প্রচলিত উক্তি বা সংস্কৃত প্রবাদ।

হৃষীকেশ মানুষের হৃদয়ে—মূল শ্লোকটি এই—

জানামি ধর্ম্মং ন চ মে প্রবৃত্তিঃ
জানাম্যধর্ম্মং ন চ মে নিবৃত্তিঃ।
ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদি স্থিতেন
যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি॥

(পাণ্ডব-গীতা—দুর্য্যোধনকৃত শ্রীকৃষ্ণস্তুতি।)

যন্ত্রে অধিষ্ঠান করিয়া—যথা, গীতায়—

ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া॥ (১৮।৬১)

কর্ম্মই ভোগায়তন দেহ-দাতা—ইহার ব্যাখ্যা ৪০ পৃষ্ঠার টীকায় দ্রষ্টব্য।

অন্যোন্যাশ্রয়, ইত্যাদি—এগুলিকে 'ন্যায়' বা দৃষ্টান্ত-প্রমাণ বলে। সেই সকল দৃষ্টান্ত হইতে উদ্ধৃত ভিন্ন ভিন্ন নীতির এইরূপ নাম দেওয়া হইয়াছে।

পৃঃ ৩৯—**কর্ম্মদেহ**—ইহারই অপর নাম—'ভোগায়তন দেহ'।

পৃঃ ৪০—**বাসাবাটী ত্যাগ করিয়া**—গীতার বিখ্যাত শ্লোক স্মরণীয়—'বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়' ইত্যাদি। ২।২২

দেহের বদল হয় মাত্র, অর্থাৎ নিঃশেষে নাশ কখনও হয় না, কোন না কোনরূপ একটা থাকিয়া যায়। জৈমিনি-মতে আত্মার এই অবিচ্ছেদ্য দেহ-সম্পর্কই—আত্মার সহিত দেহেরও এই অমরতাই—জীবের ভাবনার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কারণ; কর্ম্ম অনুসারে সেই দেহ সুখী বা দুঃখী হইতে পারে, অতএব স্বর্গ-নরক-বাস মিথ্যা নহে।

পৃঃ ৪১—**কর্ম্ম অনুষ্ঠানকারীকে**—ঐ কর্ম্মই জীবের একমাত্র ভাগ্যবিধাতা, আর কোন প্রভু বা ঈশ্বর নাই—কর্ম্মই একমাত্র প্রভু। 'কর্ম্ম'কে ঐরূপ একটা শক্তিরূপে ধারণা করাই জৈমিনিমতের মূলতত্ত্ব।

মন্ত্রের উচ্চারণে—অর্থাৎ যজ্ঞের সর্ব্বাঙ্গীণ নির্ভুল অনুষ্ঠানই মানুষের একমাত্র উদ্ধারের উপায়—দৈবকে বশ করিবার উহাই একমাত্র পুরুষকার। এ জন্য মন্ত্রের উচ্চারণ-বিশুদ্ধিও একটা বড় কথা। মন্ত্রের শক্তি অসীম, সেই শক্তি যখন মানুষের আয়ত্ত হইয়াছে, তখন মানুষ তাহার দ্বারাই অবাধ্য কর্ম্মকে বাধ্য ও বশীভূত করিতে যৎপরোনাস্তি চেষ্টা করিবে; উচ্চারণ-ভুল হইলে মন্ত্র শক্তিহীন হইয়া পড়ে, যথা—

মন্ত্রো হীনঃ স্বরতো বর্ণতো বা মিথ্যাপ্রযুক্তো ন তমর্থমাহ।
স বাগ্‌বজ্রো যজমানং হিনস্তি যথেন্দ্রশত্রুঃ স্বরতোঽপরাধাৎ॥

পৃঃ ৪২—**পর্ব্বত-গুহা**—'যন্ত্রাগার' বলিতে যেমন 'বিজ্ঞান,' তেমনই 'পর্ব্বতগুহা' অর্থে 'বৈরাগ্যবাদ' বুঝিতে হইবে।

পৃঃ ৪৪—**সাক্ষাৎসুখের বস্তু**—অর্থাৎ আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তিই জীবের পরম-পুরুষার্থ নহে—তাহা কেবল একটা অভাবাত্মক বস্তু মাত্র; 'মুক্তি'ও শেষ পর্য্যন্ত তাহাই বলিয়া মনে হয়; এইজন্যই বৌদ্ধ তথা খাঁটি বেদান্তমত সাধারণ মানুষের পক্ষে উপাদেয় হয় নাই। পরে দেখ।

বৈরাগ্যই যে অভয়—মূল সংস্কৃত—

"ভোগে রোগভয়ং, কুলে চ্যুতিভয়ং, বিত্তে নৃপালাদ্ভয়ম্।
মানে দৈন্যভয়ং, বলে রিপুভয়ং, রূপে তরুণ্যা ভয়ম্॥
শাস্ত্রে বাদিভয়ং, গুণে খলভয়ং, কালে কৃতান্তাদ্ভয়ম্।
সর্ব্বং বস্তু ভয়ান্বিতং ভুবি নৃণাং, বৈরাগ্যমেবাভয়ম্"॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পৃঃ ৪৫—**উদ্যান-বাটিকা**—লেখক এখানে একটি পাশ্চাত্য দার্শনিক-মতের উল্লেখ করিয়াছেন; তথাপি ঠিক সেই মত (Epicurianism) নহে—মানুষের স্বাভাবিক সুখভোগ-কামনার একটা ভিন্নতর উপায় কি হইতে পারে, বুদ্ধিমান মানুষ তজ্জন্য কিরূপ কৌশল উদ্ভাবন করিয়াছে—সে বিষয়ে কিরূপ তত্ত্বচিন্তা প্রচলিত আছে, এখানে তাহারই কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছেন। ঐ 'উদ্যান-বাটিকা' নামটি দ্বারা এবং তাহারই সহিত সামঞ্জস্য করিয়া, তিনি যে জীবন-সাধনার পরিচয় দিয়াছেন তাহাতে এই পন্থা বা সাধনাকে রস-চর্চ্চা বা আর্ট-সাধনা বলা যাইতে পারে। কোন কোন পাশ্চাত্য (জার্ম্মান) দার্শনিকের মতে—

"Contemplation of the Beautiful is a means of escape from the ills of life."

—লেখক রূপকচ্ছলে তাহারই উল্লেখ করিয়াছেন।

ঘর্ম্মাক্ত গ্রীষ্ম, ভিজা বরষা, ইত্যাদি—দেখা যাইতেছে, লেখক ভাষায় বিলাতী অলঙ্কারপ্রয়োগেও নিপুণ, সে বিষয়ে তাঁহার কোন গোঁড়ামী নাই। আসল কথা, যাহার সত্যকার 'ষ্টাইল' আছে, সে সকলই আত্মসাৎ করিতে পারে—যাহা নিষিদ্ধ তাহাও ব্যবহার-গুণে প্রসিদ্ধ হইয়া উঠে। লেখকের ভাষার একটি গুণ বা লক্ষণ হিসাবে, এই বাক্যগুলি দৃষ্টি-আকর্ষণের যোগ্য।

পৃঃ ৪৬—**জড়া প্রকৃতির নানা সংস্থানে নাই**—কিন্তু উভয়ের সঙ্গ ঘটিলে একের গুণ অপরে সংক্রামিত হয়, যথা—জড়কে চিন্ময় এবং আত্মাকে ক্রিয়াশীল বলিয়া মনে হয়,—তাই গীতায়—

প্রকৃতেঃ ক্রিয়মানানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ।(৩।২৭)

এবং

কার্য্যকারণকর্ত্তৃত্বে হেতুঃ প্রকৃতিরুচ্যতে।
পুরুষঃ সুখদুঃখানাং ভোক্তৃত্বে হেতুরুচ্যতে॥ (১৩।২০)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পৃঃ ৪৭—**অসঙ্গতা**—গীতার সর্ব্বত্র সাংখ্যদর্শনের ভাব ও ভাষা দেখিতে পাওয়া যায়, এই 'অসঙ্গ' শব্দটিও ঠিক এই অর্থেই একস্থানে ব্যবহৃত হইয়াছে—

অশ্বত্থমেনং সুবিরূঢ়মূলং অসঙ্গশস্ত্রেণ দৃঢ়েন ছিত্ত্বা, ইত্যাদি। (১৫।৩)

যৎকিঞ্চিৎ বাক্যব্যয়েই—কারণ, তাহাতে কোন কর্ম্ম-সাধনার প্রয়োজন নাই—একটা জ্ঞানগত উপলব্ধি হইলেই হইল, তাহাতেই ঐ অসঙ্গতা-রূপ মুক্তি ঘটিবে।

একসময়ে প্রকৃতির নানা আকার ছিল না—এ সম্বন্ধে আরও জানিতে ও বুঝিতে হইলে স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র বটব্যাল-প্রণীত 'সাংখ্যদর্শন' সকলকে পাঠ করিতে বলি। এমন উপাদেয় গ্রন্থ আর নাই।

অতাত্ত্বিক—ইং 'unreal'।

ভ্রম হইয়া পড়িল—বেদান্ত-ব্যাখ্যায় ঈশ্বরের এইরূপ ভ্রম কল্পনা করা হইয়াছে ; তাহাতেও সাংখ্যদর্শনের সাহায্য লওয়া হইয়াছে।

ক্রুদ্ধ-লাল, ভীত-নীল—এইরূপ উপমা সংস্কৃত রীতির অনুযায়ী।

পৃঃ ৪৮—**তাত্ত্বিক**—'real' ; **'আভিমানিক'**—'apparent'।

'বহু' বুঝিবে—প্রকৃতির বহুত্ব বা বহুরূপত্বের সংস্পর্শে পুরুষেরও সেইরূপ সংস্কার অনিবার্য্য, সেও আপনাকে বহু অবস্থায় বহুরূপে অবস্থিত মনে করিবে।

পঞ্চক্লেশক্লিষ্ট—"অবিদ্যাস্মিতারাগদ্বেষাভিনিবেশাঃ পঞ্চক্লেশাঃ।"

[পাতঞ্জল, সাধন-পাদ—৩য় সূত্র]

সাক্ষাৎ সুখপ্রাপ্তি—পূর্ব্বে বৈরাগ্যবাদ ও পরে বেদান্ত-মত দেখ।

পৃঃ ৪৯—**ভাজা আকারেই মজাইবে**—অর্থাৎ, প্রকৃতি যখন, তেমনই সম্মুখে বিরাজমান থাকিবে, তখন আবার কোন্ ছলনায় কেমন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিয়া মুগ্ধ করিবে কে জানে? তাই বেদান্ত প্রকৃতিকেই নস্যাৎ করিয়াছে; বুদ্ধও একেবারে শূন্য-বাদের আশ্রয় লইয়াছেন।

শ্বাসকে নাসাভ্যন্তরচারী—গীতাও এই যোগমার্গ স্বীকার করিয়াছেন; ষষ্ঠ অধ্যায়ে (অভ্যাস-যোগ) এইরূপ নির্দ্দেশ আছে—

> সমং কায়শিরোগ্রীবং ধারয়ন্নচলং স্থিরঃ।
> সংপ্রেক্ষ্য নাসিকাগ্রং স্বং দিশশ্চানবলোকয়ন্॥ ৬.১৩
> শনৈঃ শনৈরুপরমেদ্ বুদ্ধ্যা ধৃতিগৃহীতয়া।
> আত্মসংস্থং মনঃ কৃত্বা ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ॥ ৬।২৫

অতএব পতঞ্জলির পন্থা, সম্যক না হইলেও, অনেক পরিমাণে সাধনার সহায় বটে।

সুকোমল ছায়াদ্বারে—অর্থাৎ, মাত্রাস্পর্শ-পথে।

তোমার দশা ত' স্বচক্ষে দেখিলাম—উহাতেই যদি সিদ্ধিলাভ হইত, অর্থাৎ তোমার ঐ সমাধি যদি স্থায়ী হইত, তবে তুমি আর ঐ যোগ-শাস্ত্র রচনা করিবার জন্য সমাধি ত্যাগ করিতে পারিতে না। অতএব, তোমার ঐ পন্থা নির্দ্দোষ নহে।

পৃঃ ৫২—**দেহ-খোলস-বিনিযুক্ত**—'বিনিযুক্ত' স্থলে সম্ভবতঃ 'বিনির্ম্মুক্ত' হইবে।

পৃঃ ৫৩—**পুনরুত্থান-ভয়**—অতএব সাংখ্য ও পাতঞ্জলের মতো এই পন্থাও 'অভয়' বা নির্দ্দোষ নহে।

অশীতিবর্ষের—বুদ্ধ অশীতিবর্ষ-বয়সে মহাপরিনির্ব্বাণ লাভ করিয়াছিলেন—লেখক তাঁহার সেই পূর্ণ-বয়সই এখানে স্মরণ করিয়াছেন।

পর্ব্বতাদির অধিষ্ঠাতা—এই সকল 'অধিদেবতা' হিন্দুর দার্শনিক চিন্তার অনুমত; ইহাও একটা তত্ত্বের উপরে প্রতিষ্ঠিত, সেই তত্ত্ব বুঝিয়া লওয়া আবশ্যক।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পৃঃ ৫৪—**আমি অপেক্ষা মর্য্যাদায় হীন**—২৮ পৃষ্ঠার কাটী দ্রষ্টব্য। বুদ্ধেরও সেই একই কথা—অন্ততঃ এই এক বিষয়ে বেদান্তের সমর্থন আছে।

আত্মাটা অসমোর্দ্ধ—অর্থাৎ তাহার 'সমান'ও নাই, 'ঊর্দ্ধবা' উচ্চতর কিছুও নাই। তুলনীয়, গীতা—

ন ত্বৎসমোঽস্ত্যভ্যধিকঃ কুতোঽন্যো
লোকত্রয়েঽপ্যপ্রতিমপ্রভাব॥ ১১।৪৩

বুদ্ধ রামানুজের পরমাত্মাকে—এখানে বুদ্ধ ও রামানু'জর কালক্রমিক পৌর্ব্বাপর্য্য বুঝাইতেছে না; তাঁহাদের কালগত বয়স বা আবির্ভাব-কাল যেমনই হৌক, যে তত্ত্ব-বিশেষ তাঁহারা প্রচার করিয়াছিলেন, তাহার কোন বয়স নাই; তাই গ্রন্থকার কেবল সেই তত্ত্বের দিকে দৃষ্টি রাখিয়াই এইরূপ পৌর্ব্বাপর্য্য নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

পৃঃ ৫৫—**আত্মাই পরমানন্দ, পরম প্রেমাস্পদ**—বৃহদারণ্যক স্পষ্টবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন, আমার কাছে আমার চেয়ে প্রিয় আর কিছুই নাই—'পুত্রাৎ প্রেয়ঃ, বিত্তাৎ প্রেয়ঃ, অন্যস্মাৎ সর্ব্বস্মাৎ অন্তরতরং যদয়মাত্মা'। পঞ্চদশী সংক্ষেপে বলিয়াছেন—"অয়মাত্মা পরানন্দঃ পরমপ্রেমাস্পদং যতঃ"; বৃহদারণ্যকের মৈত্রেয়ী-যাজ্ঞবল্ক্য সংবাদ—১১১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

পৃঃ ৫৮—**তবে কি আমি আর নাই?**—অর্থাৎ, এইরূপ শূন্যবাদ আধ্যাত্মিক পিপাসা তৃপ্ত করিতে পারে না; ইহা নৈরাশ্যের আত্মহত্যা মাত্র। বুদ্ধের 'নির্ব্বাণ' যে ঠিক কি অবস্থা তাহা বুদ্ধও তাঁহার শিষ্যগণকে জিজ্ঞাসা করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। অনেকের মতে, বুদ্ধের 'শূন্যবাদ' গভীরতর অর্থে যথার্থ শূন্যবাদ নহে। এই প্রসঙ্গে গীতার 'ব্রহ্মনির্ব্বাণ' শব্দটি বড়ই অর্থপূর্ণ বলিয়া মনে হয়; আমার মনে হয়, ঐ 'নির্ব্বাণ' শব্দটি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গীতাকার বুদ্ধের নিকট হইতেই লইয়াছিলেন, যদি না লইয়া থাকেন তবে উহার জন্য বুদ্ধই দায়ী নহেন। ঐ নির্ব্বাণ-মুক্তির বিষয়ে বুদ্ধ চিরদিন নির্ব্বাক ছিলেন, ইহাই প্রসিদ্ধ আছে, যথা—

The austerity of silence is the homage which the finite mind pays to the infinite riches of that Supreme Reality. Buddha kept silence,—**Radhakrishnan.**

পৃঃ ৫৯—**রামানুজের হস্ত হইতে**—৫৪ পৃঃ টীকা দ্রষ্টব্য।

শূন্য পদার্থ হস্তগত হয় নাই—অর্থাৎ, বুদ্ধ যে অহংতত্ত্বে উপনীত হইয়াছিলেন তাহা সত্য, কিন্তু তদ্দ্বারা শূন্যবাদের প্রতিষ্ঠা হয় না। পরে দেখ।

এই দুই না-পারাটি, ইত্যাদি—আত্মার ঐ দুইটি অশক্য-নিষেধের অবস্থা আত্মার পক্ষেও স্বীকার করিতে হইবে—আত্মার এই অক্ষমতা তাহার অসীম ক্ষমতারই পরিচায়ক; মনে হয়, ইহাই চূড়ান্ত Paradox—এমন স্ববিরোধী তত্ত্ব, অথচ এমন পরম-সত্য আর কিছু নাই। এই যুক্তির বচনটাই আমরা বুঝি, কিন্তু ঐ তত্ত্ব আমাদের সহজ বুদ্ধির অগোচর বলিয়াই—উপলব্ধি করা এত দুরূহ। 'আমি'র এই তত্ত্বই মূল তত্ত্ব—ইহাই তাহার স্বরূপ-লক্ষণ।

পৃঃ ৬০—**লঘু-কল্পনা**—অর্থাৎ জটিলতা-পরিহার; যাহা সহজগ্রাহ্য সেই প্রমাণের পরিবর্ত্তে যাহা অধিকতর বিতর্ক বা অনুমানসাপেক্ষ তাহা বর্জ্জন করাকেই 'লঘুকল্পনা' বলা হয়।

পৃঃ ৬১—**আলানস্করের মনোরাজ্য**—আরব্য-উপন্যাসের একটি প্রসিদ্ধ গল্পের নায়ক আলানস্কর দিবাস্বপ্ন রচনা করিয়া তাহাতে এমনই মগ্ন হইয়াছিল, যে বাস্তবের কোন জ্ঞানই ছিল না—তাহার ফলে বড় দুঃখ পাইয়াছিল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সুতরাং সাক্ষীর অপেক্ষা রাখে—অর্থাৎ, ঐরূপ জ্ঞানের জন্যও 'জ্ঞাতা'র প্রয়োজন আছে। এই বিষয়টি একজন আধুনিক পণ্ডিত লেখক ইংরাজীতে বড় সুস্পষ্টরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন—

"That the very possibility of experience depends upon an experiencing Consciousness, or a Subject, cannot but be conceded ; how else can experience be possible ? It must further be conceded that the ultimate subject can never be an object, for then it would require another subject to experience it. The ultimate subject in experience is therefore eternally trans-objective. It is this ultimate subject which is spoken of as the Self in Vedanta"—*Prabuddha Bharata*, June, 1946.

আর একজন এই কথাটি খুব সংক্ষেপে বলিয়াছেন—

"The soul is not what is experienced, it is that what makes experience possible."

বুদ্ধের বিচার এইরূপ। 'আমি' বা 'অহং'টা স্বয়ং-সিদ্ধ নয়—প্রত্যয়, প্রতীতি বা বিজ্ঞানের (দেহ-মনের নানাবিধ জ্ঞান বা চেতনার) একটা আনুষঙ্গিক চেতনামাত্র। ঐ প্রতীতিগুলা না থাকিলে 'আমি'টাও থাকে না। অর্থাৎ 'আমি দেখিতেছি'—এই 'দেখা'তে যে 'আমি'-বোধ, ইহা ঐ 'দেখা'রই একটা ফল ; 'দেখা'টা বন্ধ করিতে পারিলে 'আমি'টাও লোপ পাইবে। বেদান্ত বলে, ঐ 'দেখা'র যে 'আমি', তাহার উপরেও একটা 'আমি' রহিয়াছে—'আমি দেখিতেছি', ইহাও বুঝিবার বা জ্ঞাত হইবার জন্যও একজন 'জ্ঞাতা' চাই। আবার ঐ শেষের জ্ঞাতাকেও যখন জ্ঞানের বিষয় করিতেছি, অর্থাৎ ঐ তত্ত্বটিকে যখন বুঝিতেছি, তখন সেই 'জ্ঞাতা'ও আর একটা উপরিতন 'জ্ঞাতা'র জ্ঞানের বিষয় হইয়া পড়িতেছে। এইরূপে শেষে যে 'জ্ঞাতা'টি দাঁড়াইবে—যদি 'জ্ঞাতা' মানিতেই হয়—তবে তাহা আর জ্ঞানের বিষয় হইতে পারিবে না—সেই ultimate subject-কে trans-objective বলিতেই হইবে। ঐ সকলের ঊর্দ্ধে অবস্থিত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'আমি'টাই বেদান্তের 'আত্মা'—উহা, কোনরূপ জ্ঞানের বিষয় হইতে পারে না বলিয়াই, এইরূপ বিচারের অধীন নয় ; সুতরাং তাহাকে নস্যাৎ করিবে কে ? ৬৪-৬৫ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

পৃঃ ৬২—**গীতার পঞ্চদশে উক্ত, ইত্যাদি**—পঞ্চদশে জীব ও ব্রহ্ম সম্পর্কে একটু বিশেষ মতবাদ আছে। প্রকৃতিকে 'ক্ষর' নামে পৃথক রাখিয়া জীবের আত্মাকে—পুরুষকে—'অক্ষর' নামে অভিহিত করিলেও তাহাতে প্রকৃতির সহিত সম্বন্ধও আছে। তথাপি সেই পুরুষ ঠিক জীবাত্মা নয়, তাহা পরমাত্মা বা পুরুষোত্তমেরই যেন একটা রূপভেদ। উপনিষদে একই জীব-দেহে দুই পুরুষের অবস্থিতির একটা তত্ত্ব পাওয়া যায়—একটি লিপ্ত (ভোগী, প্রকৃতি-সঙ্গকারী) আর একটি নির্লিপ্ত বা দ্রষ্টা, সাক্ষী মাত্র, যথা—'দ্বা সুপর্ণা সয়ুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে'—এখানে যেন সেইরূপ দ্বৈতকে বর্জ্জন করিয়া একই 'অক্ষর' পুরুষরূপে জীবাত্মাকে একটা উচ্চতর পদে প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে। তাই লেখক বলিয়াছেন, এই অহং-প্রত্যয়ের যে অহং, যাহা দ্রষ্টা নহে—দৃশ্য, তাহা গীতা ও উপনিষদের সেই দ্রষ্টা-পুরুষ নামক জীবাত্মা হইতে ন্যূন। গীতার সেই শ্লোক দুইটি এই—

দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ।
ক্ষরঃ সর্ব্বাণি ভূতানি কূটস্থোঽক্ষর উচ্যতে ॥
উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃত।
যো লোকত্রয়মাবিশ্য বিভর্ত্ত্যব্যয় ঈশ্বরঃ ॥ ১৫।১৬-১৭

পৃঃ ৬৪—**অসমোর্দ্ধ**—পূর্ব্বে দেখ।

পৃঃ ৬৫—**আত্মাতে ফলব্যাপ্তি নাই বৃত্তিব্যাপ্তি আছে**—পঞ্চদশীতে আছে—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"ফলব্যাপ্তত্বমেবাস্য শাস্ত্রকৃদ্ভির্নিরাকৃতম্।
ব্রহ্মণ্যজ্ঞাননাশায় বৃত্তিব্যাপ্তিরপেক্ষিতা॥"

* * *

"স্বপ্রকাশোঽপি সাক্ষ্যেব ধীবৃত্ত্যা ব্যাপ্যতেঽন্যবৎ।
ফলব্যাপ্যত্বমেবাস্য শাস্ত্রকৃদ্ভির্নিরাকৃতম্॥ ৯০॥
বুদ্ধিতৎস্থচিদাভাসৌ দ্বাবপি ব্যাপ্নুতো ঘটম্।
তত্রাজ্ঞানং ধিয়া নশ্যেদাভাসেন ঘটঃ স্ফুরেৎ॥ ৯১॥
ব্রহ্মণ্যজ্ঞাননাশায় বৃত্তিব্যাপ্তিরপেক্ষিতা।
স্বয়ং স্ফুরণরূপত্বাৎ নাভাস উপযুজ্যতে॥ ৯২॥"

[পঞ্চদশী—৭ম পরিচ্ছেদ]

মনের ক্রিয়ার নাম বৃত্তি—অথবা সেই ক্রিয়ার ফলে যে সকল মানসিক ভাবচিন্তার উৎপত্তি হয়, মনের সেই রূপান্তরগুলাই বৃত্তি বা মনেরই modification; জীব মনের এই শক্তির দ্বারা ব্রহ্মসম্বন্ধে যে ধারণা করে তাহা ঐরূপ একটা বৃত্তিমাত্র, তাহার 'ফলব্যাপ্তি' নাই, অর্থাৎ ঐ বৃত্তির দ্বারা সে ব্রহ্মের চিন্তা করিতে পারে—সাক্ষাৎ ব্রহ্মকে লাভ করিতে পারে না, ব্রহ্ম হইতে পারে না; যাহাকে সে ঐরূপ ধারণার বিষয় করিতেছে তাহা ব্রহ্ম নয়, কারণ ব্রহ্ম বা সেই ultimate subject-কে বিষয় করা যায় না। পূর্ব্বে দেখ।

আত্মাটা সদা প্রকট হইয়াও মহাগুপ্ত—সদাপ্রকট এই অর্থে যে, প্রত্যেক মানুষ তাহাকে 'অনুভব' করে—মহারহস্যরূপেই সর্ব্বদা তাহা প্রতীত হইয়া থাকে; সে জানে, অথচ জানে না।

তাহার লীলাবিনোদ—গ্রন্থকারের বৈষ্ণব-মনোভাব ধরা পড়িয়াছে।

কিন্তু আমি আত্মা—শুনিব কেন?—উপরের ঐ 'সদাপ্রকট'-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কথাটির ব্যাখ্যা করিতেছেন। অবিদ্যাগ্রস্ত হইলেও সেই অখণ্ড-আমির আভাস প্রত্যেক নর-নারীর অন্তর-গহনে বিদ্যমান রহিয়াছে। বুঝিতে ও বুঝাইতে না পারিলেও, একটা অনির্ব্বচনীয় চেতনা আমাদিগকে আশ্বস্ত করে—তর্কে পাই না বটে, কিন্তু তর্কের আবশ্যকতাও অনুভব করি না।

পৃঃ ৬৭—**এ পর্য্যন্ত অপরোক্ষীকৃত হয় নাই**—তাহার কারণ, সেইরূপ অপরোক্ষ-জ্ঞানের নামই মুক্তি, বেদান্তমতে সেই মুক্তি এখনও সেই এক-জীবের হয় নাই।

পৃঃ ৬৯—**দৃষ্টিদ্বারেই সৃষ্টি করি**—ইহারই নাম, 'দৃষ্টি-সৃষ্টিবাদ।' সৃষ্টিটা দ্রষ্টা ব্রহ্মের দৃশ্যমাত্র, সে যেন ঐ 'দৃষ্টি' বা 'ঈক্ষণে'র সঙ্গে সঙ্গেই, তাহারই কারণে, ব্রহ্মের সম্মুখে প্রকাশিত হয়। 'জগৎসৃষ্টি করিয়া দেখি'—অর্থাৎ 'দেখিবার ইচ্ছা' হয় বলিয়াই দৃশ্যটা সম্ভব হয়—কোন্‌টা আগে কোন্‌টা পরে, বলা অসম্ভব। ইহাকেই বলে—দৃষ্টির দ্বারা সৃষ্টি-করা।

আমিই সূর্য্য হইয়া—নক্ষত্রাদিকে গোপন করি—তুলনীয়—

"Who could have thought such darkness lay concealed
Within thy beams, O Sun! Or who could find,
Whilst flower and leaf and insect stood revealed,
That to such countless orbs thou mad'st us blind.

[*Night*—Blanco White]

আমিই হত্যা করিয়া ইত্যাদি—তুলনীয়—

If the red slayer think he slays,
Or if the slain think he is slain,
They know not well the subtle ways
I keep, and turn again.

[*Brahma*—R. W. Emerson]

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তুলনীয়, গীতা —

য এনং বেত্তি হন্তারং যশ্চৈনং মন্যতে হতম্।
উভৌ তৌ ন বিজানীতো নায়ং হন্তি ন হন্যতে॥ ২।১৯

এখানে ঐ একই তত্ত্ব আর এক অর্থে উপদিষ্ট হইয়াছে।

শনৈঃ কন্থা শনৈঃ পন্থা—পূরা শ্লোকটি—

শনৈঃ পন্থা শনৈঃ কন্থা
শনৈঃ পর্ব্বতলঙ্ঘনম্।
শনৈঃ কর্ম্মচ ধর্ম্মশ্চ
এতে পঞ্চ শনৈঃ শনৈঃ॥

পৃঃ ৭১—**ভক্তের অভিপ্রায় এস্থানে উদ্ঘাটন করিব না**—অর্থাৎ, বেদান্তও এখানে ভুল করিয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগ দ্রষ্টব্য।

পৃঃ ৭৪—**পুনঃ পুনঃ সৃষ্টির এবং বন্ধনের**, ইত্যাদি—অর্থাৎ, সৃষ্টিটা এইরূপে অস্বীকার করিতে পারিলেই এবং সেই তত্ত্বটিকে অপরোক্ষ করিতে পারিলেই 'অভয়' হওয়া যায়। ইহাই বৈদান্তিক মুক্তি-সাধনা।

সৃষ্টি যে ভবিষ্যৎ—অর্থাৎ 'আরোপাপবাদ' মাত্র।

পৃঃ ৭৫—**সকলেই শ্রীরামাপরোক্ষগত হইয়া**—এক শ্রীরামচন্দ্র যদি অপরোক্ষ করিতেন, তবে তাঁহার যে মুক্তিলাভ হইত, সেই মুক্তিতে সকল জীবই মুক্ত হইত। ইহাই বেদান্তের 'একজীববাদ'।

রোচক, ভয়ানক, অর্দ্ধসত্য—এই তিনটি বিশেষণ আমাদের সর্ব্ববিধ জ্ঞানের সম্বন্ধে প্রকার-হিসাবে প্রযোজ্য। জগতের যাহা কিছু আমাদের জ্ঞানগোচর বা অনুভূতিগোচর হয়, তাহার কোনটাই সত্য নয়—হয় তাহা প্রিয় (রোচক), নয় অপ্রিয় (ভয়ানক), অথবা ব্যবহারিক কারণে, অর্দ্ধসত্য মাত্র। প্রিয় বা অপ্রিয়-বোধ, যে সত্য জ্ঞানের পক্ষে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাধা, তাহা বুঝাইলে বুঝিতে পারি; কিন্তু যাহা অর্দ্ধসত্য—তাহাকে অবিশ্বাস করা বড়ই কঠিন—"Half-truths are dangerous"।

পৃঃ ৭৬—**গুরু যে তীক্ষ্ণ শলাকার দ্বারা**—ইহাই গুরুর আবশ্যকতা। প্রথমে চিত্তশুদ্ধির প্রয়োজন—তত্ত্ব-জ্ঞান পরে; তিনিই প্রথম গুরু—যিনি এই পাপ-ত্যাগ বা চিত্তশুদ্ধির সহায় হইতে পারেন।

শুভ-সকাম অনুষ্ঠান, যথা গীতায়—

যজ্ঞো দানং তপশ্চৈব পাবনানি মনীষিণাম্। ১৮।৫

চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত এই বটে—ইহাও 'পাপ'-বস্তুটির একটি অতি সংক্ষিপ্ত অথচ সুগভীর বা মূল-গত সংজ্ঞা (Definition)। "অনিষ্ট জানিয়াও তত্র লোভই পাপ" (পৃঃ ৭৭)—ইহাও আর একটি অতি সরল ও সহজ সংজ্ঞা।

পৃঃ ৭৭—**ধাতুগত পাপ-পুণ্য**—অর্থাৎ, নির্দ্দিষ্ট আচরণগুলিতে স্বতঃসিদ্ধ পাপ বা পুণ্য। লেখক বলিতেছেন, সেই তর্ক অনাবশ্যক; আচরণ-বিশেষে ঐরূপ সংস্কার কৃত্রিম বা নানাকারণে আরোপিত হইলেও, জীবমাত্রেরই চিত্তে পাপ-পুণ্যবোধের যে প্রবল সংস্কার বিদ্যমান আছে, তাহা অস্বীকার করা চলিবে না; সেই সংস্কারকে স্বীকার করিয়া তৎসম্বন্ধে অবহিত হইতেই হইবে—যতক্ষণ না প্রকৃত ও পূর্ণজ্ঞানের দ্বারা সেই সংস্কার দূরীভূত হয়। সে অবস্থা সিদ্ধ-সাধকের অবস্থা।

পৃঃ ৭৮—**প্রিয়ালিঙ্গনে যুগপৎ**—একটি প্রসিদ্ধ বাক্য। হিন্দুর তত্ত্বজিজ্ঞাসু মন এখানেও একটি তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছে।

'গুণ হইয়া দোষ হইল'—ভারতচন্দ্রের 'বিদ্যাসুন্দরে'র এই পদটি (এবং আরও অনেক) প্রবাদ-বাক্যের মত হইয়াছে!

পৃঃ ৭৯—**দণ্ডাপসারণে চক্র কিছুকাল**—ইহাকেই বিজ্ঞানশাস্ত্রে 'Inertia' বলে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পুণ্যও ত্যাগ করিয়া কর্ম্মসন্ন্যাস—গীতায় কর্ম্মসন্ন্যাস অর্থে, কর্ম্মত্যাগ নয়—ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিয়া কর্ম্মানুষ্ঠান। পুণ্যের প্রেরণাও একরূপ কামনার প্রেরণা, এবং কামনাযুক্ত কর্ম্মমাত্রেরই একটা কর্ম্মফল আছেই; সেই ফল কর্ম্মানুষ্ঠানকারীকে ভোগ করিতেই হইবে; ভালই হৌক, আর মন্দই হৌক, তাহাও একটা বন্ধন, বন্ধন মাত্রেই দুঃখকর; ভবিষ্যতে সেই বন্ধন কোন্ কর্ম্মে প্রবৃত্ত করিয়া কোন্ ফল ভোগ করাইবে, তাহারই বা স্থিরতা কি? তাই ভগবান অর্জ্জুনকে বলিতেছেন—

"কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।"

পৃঃ ৮০—**অনুতপ্ত দোষীকে**—গ্রন্থকারের ভক্ত-মনোভাব।

পৃঃ ৮১—**ভক্তের ইষ্ট ভগবান, বৈদান্তিকের নিজ-স্বরূপ**—এই উক্তিটি যেমন সংক্ষিপ্ত তেমন অতিশয় সারবান। ভক্ত ও বৈদান্তিকের মধ্যে এই যে প্রভেদ—ইহা কিছুতেই দূর হইবার নয়; যেখানে দূর হয় সেখানে কোন তত্ত্ব-বিচার নাই, দর্শনও নাই; অতএব মানুষের মানবীয় সাধনায় অনেকদূর পর্য্যন্ত এ প্রভেদ স্বীকার করিতেই হইবে।

কুক্কুটীর অর্দ্ধাংশ সুসিদ্ধ—যথা—

"ন হি কুক্কুট্যা একো ভাগঃ পাকায় প্রসবায়াপরঃ কল্প্যতে।"

—শঙ্কর।

Mammon ও God—অর্থাৎ, বিষয়-লালসা ও পরমার্থপ্রীতি। Mammon—ধন-ঐশ্বর্য্যের দেবতা।

দৃষ্টান্ত দার্ষ্টান্তিকের সহিত চৌরস হয় না—তর্কের সময়ে অনেকের ইহা মনে থাকে না। কথাটি বড়ই মূল্যবান। পরে দৃষ্টান্ত-দ্বারা বুঝানো হইয়াছে।

নর্ম্মসখী ললিতাদির—পরে 'ঠাকুরাণীর কথা'য় দ্রষ্টব্য।

পৃঃ ৮৪—**যীশু নাইকোডিমসকে**—যথা—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Verily, verily, I say unto thee, Except a man be born again, he cannot see the kingdom of God...

Marvel not that I said unto thee, ye must be born again.

[Gospel of St-John, Chap. 3]

'মেয়ে হিজড়ে পুরুষ খোজা'—একটি প্রসিদ্ধ বচন—সম্প্রদায়-বিশেষের সাধন-তত্ত্ব। পূরা বচনটি এইরূপ—"মেয়ে হিজড়ে পুরুষ খোজা। তবে হয় কর্ত্তাভজা॥"

অলৌকিক বৃন্দাবন-বিলাসের—গ্রন্থকার, নিজের ভক্ত-প্রাণের উচ্ছ্বাস—এই বেদান্তের আলোচনাতেও রুদ্ধ করিতে পারেন না।

ভগবতীর কৃপায়—এই কৃপা-বাদও একটা বড় তত্ত্ব; ভক্তের পক্ষে—জীবসাধারণের পক্ষে এই কৃপাই একমাত্র ভরসা; দার্শনিক বিচার বা মতবাদ তাহার কোন কাজেই লাগে না।

হঠপূর্ব্বক—ইং 'by sheer force'।

পৃঃ ৮৫—**দেবীসূক্ত**—ঋগ্‌বেদোক্ত বহু সূক্তাধ্যায়ের মধ্যে দেবীসূক্ত অন্যতম। মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর প্রথমেই দেবীসূক্ত পঠনীয়।

যে এক ব্যক্তির দ্বারা—বেদান্তের সেই এক-জীববাদ।

নিদ্রা-জয়টি উক্তরূপ, আশ্চর্য্য কিছু—ইহা সাধারণ অর্থে 'নিদ্রাজয়' নহে। অবস্থাটি একরূপ মুক্তির অবস্থাই বটে, অথবা 'মুক্তি'র পূর্ব্বাবস্থা। অতি উচ্চ স্তরের সাধকেরাই ইহা অবগত আছেন—আমরা কল্পনাও করিতে পারি না।

পৃঃ ৮৭—**তলবকার 'ব্রহ্ম' নামে**—সামবেদীয় তলবকার-শাখোক্ত উপনিষদের নাম কেনোপনিষৎ; 'কেনোপনিষৎ'কে 'তলবকারোপনিষৎ' বলা হয়। সুতরাং, তলবকার অর্থে 'কেনোপনিষৎ'।

কেহই তাদাত্ম্য স্থাপন করিতে পারেন নাই—১৫ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

পৃঃ ৮৮—**অসকৃৎ**—অবিরাম।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পৃঃ ৮৯—**নানাকার বিশিষ্ট জগৎ দেখিলেন**—ইহাই "দৃষ্টি-সৃষ্টি"।

পৃঃ ৯০—**চরম সৎটি চরম বিশেষ্য**—যাহা-কিছু 'আছে' তাহাই 'সৎ' তাহাই বিশেষ্য ; অতএব, সকলই সেই এক 'সৎ' বা অস্তিত্বের বিশেষণ—ঐ 'সৎ' ছাড়া আর কোন বিশেষ্য নাই ; সৎ যখন নানা বিশেষ আকার ধারণ করে, তখন সেই বিশেষ আকারগুলি পৃথক-কিছু নয়, সেগুলি ঐ 'সৎ'-এরই বিশেষণ।

পৃঃ ৯১—**কিন্তু সে আশা বৃথা**—বিশেষাকার 'সৎ'কেই আমরা ইদংরূপে ('জ্ঞেয়' বা জ্ঞানের 'বিষয়' রূপে) দেখিতে পারি, কিন্তু 'সমান'-সৎকে দেখা অসম্ভব। লেখক তাহার কারণ বুঝাইতেছেন। 'আমিই' সেই সৎ—সেই 'সৎ' সকল উপাধি-(বিশেষণ)-বর্জ্জিত ; আপনাকে দেখিতে গেলে, 'দ্রষ্টা'—অর্থাৎ একটা উপাধিবিশিষ্ট হইতে হয় ; 'দৃশ্য' সম্পর্কে 'দ্রষ্টা' হইতেই হইবে। যেহেতু দ্রষ্টা-দৃশ্য-সম্পর্কই আত্মার পক্ষে সম্ভব নয়, সেইজন্য ঐ সমান 'আমি' কিছুতেই 'দৃশ্য' হইতে পারে না।

পৃঃ ৯২—**এবং আছে 'বোধ' হয় বলিয়াই ইত্যাদি**—এই উক্তির যুক্তি সহজ-বোধগম্য নহে। আমার 'বোধে'ই যেমন 'আমি' আছি, তেমনিই সেই আমার 'বোধে'ই অপর সব-কিছু আছে। ঐ 'বোধ'-ই 'সৎ' বা অস্তিত্বের প্রমাণ, অতএব সকলের মধ্যেই সেই অস্তিত্ব—সৎ, বা আত্মা বিদ্যমান। এমনও বলা যাইতে পারে যে, যাহা জড়, অসৎ বা আত্মাহীন, তাহা আত্মার বা আমার অনুভূতিগোচর হইতে পারে না—যাহারা সম-ধাতু নহে, তাহাদের মধ্যে সম্পর্ক ঘটিবে কেমন করিয়া ? অতএব যাহা কিছু আছে বলিয়া আমার বোধ হয়, তাহা আমি-ধাতুর দ্বারাই গঠিত।

পৃথক-রূপে কল্পনা-গোচর—ইহাকেই ইংরেজীতে abstraction বলে। অর্থাৎ, Concrete ও Abstract দুই-ই অস্তি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পৃঃ ৯৩—**ঘটত্ব মাটীকে 'অপ্রাপ্য এব'**—এখানে 'অপ্রাপ্য' অর্থে কিছুমাত্র স্পর্শ বা সম্পর্ক লাভ না করিয়া ; 'নিবৃত্তি'র অর্থ পরে দেওয়া হইয়াছে—শ্রুতিবাক্যের তাৎপর্য্য অনুসারে। সহজ অর্থ এই,—ঘট যখন আবার মাটিতে ফিরিয়া যায়, তখন সেই ঘটত্বের অর্থাৎ বিশেষত্বের সম্যক্ বাধ বা নিবৃত্তি ঘটে ; সমান সৎ বা মাটিই থাকে—বিশেষাকারের ঘটত্ব সেই মাটিতে বর্ত্তমান থাকা ত' দূরের কথা, বরং সমান-আকার মাটির ত্রিসীমানায় সে আসিতে পারে না ; ঐ বিশেষাকারের যে অস্তিত্বটুকু, তাহাই সমানের চরম অস্তিত্বে অবগাহন করে, এবং বিশেষত্বটার বাধ হইয়া যায়।

পৃঃ ৯৪—**ইদংরূপে বোধগোচর বলিয়া**—৯২ পৃঃ টীকা দ্রষ্টব্য। যাহা কিছু চিন্তার বিষয় তাহাই 'অস্তি' ; এই তত্ত্বটি স্বীকার করার প্রয়োজন আছে ; এইখানেই Idealism ও Realism-এ বিরোধ ; অথচ বৈদান্তিক বিচারের 'অস্তিত্ব'—গভীরতর অর্থে সত্য।

পৃঃ ৯৫—**না-থাকার জ্ঞানকে পরাজয় করিয়া**—তাহার কারণ, বহির্জগৎ ছাড়াও একটা অন্তর্জগৎ আছে। সেই মনোজগতে যাহা ঘটে তাহার নিয়মও অলঙ্ঘনীয়।

বিশেষাকার—অব্যবস্থিত, অনবস্থিত, flux—একমাত্র সমান সৎই ধ্রুব, স্থির। বিশেষাকার লইয়াই সৃষ্টি, বিশেষাকারগুলির অনবরত পরিবর্ত্তন হইতেছে—সৃষ্টি সেই পরিবর্ত্তনের ধারা। নূতন বিলাতী দর্শন (Bergson) ইহার নাম দিয়াছেন—Elan Vital ; ঐ প্রবাহকেই flux বলে। বেদান্ত এই flux বা পরিবর্ত্তন-ধারাকে অতাত্ত্বিক বা unreal বলে। কিন্তু ঐ নব্য পাশ্চাত্য দর্শন ইহাকেই একমাত্র তত্ত্ব বা Reality বলে ; 'স্থিতি'-কেই একটা ভ্রান্ত সংস্কার বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চায়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কাল-দেশ বলবান হইলেও, ইত্যাদি—ঐ নব্য বিলাতী দর্শন কালকেই পরমতত্ত্ব করিয়াছে। বেদান্তের 'আত্মা' এই দেশ-কালেরও অতীত—আত্মাই তাহার 'দ্রষ্টা'—অতএব 'স্রষ্টা'।

পৃঃ ৯৬—**ইনি অবয়ব-নিরবয়ব**—এই প্যারাগ্রাফ ও পরের প্যারাগ্রাফে লেখকের ভাষা লক্ষণীয়; ইহাই লেখকের সাহিত্যিক ষ্টাইল; সে ষ্টাইল যে উৎকৃষ্ট—তাহাতে সন্দেহ নাই।

পৃঃ ৯৬—**অকায়ং অব্রণং অস্নাবিরং** ইত্যাদি—এ সকলই আত্মার বিশেষণ; মূল বচন—ঈশোপনিষৎ, ৮। 'অস্নাবিরং', অর্থাৎ স্নায়ুরহিত।

পৃঃ ৯৭—**প্রিয় শিবসমক্ষে উদ্গতরোমাঞ্চা**—এই তত্ত্ব ও তদনুযায়ী অপূর্ব্ব পৌরাণিক কাহিনী-কল্পনা খাঁটি বেদান্ত-মত নয়; ইহাতে তন্ত্র-তত্ত্ব উঁকি দিতেছে। তথাপি, এইরূপ কল্পনার মূলে যে তন্ত্র ও বেদান্তের একটা ভাব-সাম্য আছে, তাহাতেই বুঝিতে পারা যায় যে, যদিও ঐ দুই মত মূলে অর্থাৎ আদিতে পৃথক ছিল, এখনও পার্থক্য অল্প নহে—তথাপি কালক্রমে ঐ পৌরাণিক ধর্ম্মতত্ত্বের মধ্যস্থতায় দুইএর মধ্যে একরূপ সঙ্গতি স্থাপিত হইয়াছে। লেখক তাঁহার বেদান্ত-ব্যাখ্যায় কেবল সেইটুকুই গ্রহণ করিয়াছেন। এই গ্রন্থে, অন্যান্য মতবাদের মতো তিনি তন্ত্রতত্ত্বের বিশেষ আলোচনা করেন নাই—করা উচিত ছিল।

শিবরূপ আনন্দ হইতে—ইহাও তন্ত্রতত্ত্বের বৈদান্তিক ভাষ্য।

পৃঃ ৯৮—**ইজিপ্টে ব্যাবিলনে**—ইহাতে মনে হয়, তন্ত্রধর্ম্মই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন; উহার ঐ শিব-শক্তি বা পুরুষ-প্রকৃতিবাদের নানা প্রতীক এখনও ভূগর্ভ হইতে আবিষ্কৃত হইতেছে।

পৃঃ ১০০—**গায়কের দোষে**—লেখক সঙ্গীতশাস্ত্রেও বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ইন্দ্রিয়গোচরই হউক আর কল্পনাগোচরই হউক—পূর্ব্বে দেখ।

পৃঃ ১০১—**'মমযোনি মহৎব্রহ্ম'** ইত্যাদি—গীতার ১৪।৩ শ্লোক।

দিতি-অদিতি—দক্ষের কন্যা, কশ্যপের ত্রয়োদশ ভার্য্যার দুইজন।

পরে তন্মধ্যে জীবরূপে—এইরূপে পরোক্ষে প্রকৃতিকে স্বীকার করা হইয়াছে; গীতা উপনিষদেরই সার-সংগ্রহ, তাহাতে এই প্রকৃতিকে অস্বীকার না করিবার, অথচ অদ্বৈতের মান রক্ষা করিবার চেষ্টাই লক্ষিত হয়। গ্রন্থকার এখানে গীতার সেই শ্লোক স্মরণ করিতেছেন—

> অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
> জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ ॥ ৭।৫

পৃঃ ১০২—**বেদান্তের সুস্পষ্ট অভিপ্রায়**—অর্থাৎ বেদান্ত ঐরূপ সৃষ্টিই স্বীকার করে না। ঐরূপ আলোচনা ব্রহ্মের স্বরূপ-লক্ষণ বুঝাইবার একটা উপায় মাত্র।

এতাবানস্য মহিমা, ইত্যাদি—এই বাক্যে একটু ভুল আছে, মূল এইরূপ—

> তাবানস্য মহিমা ততো জ্যায়াংশ্চ পুরুষঃ,
> পাদোঽস্য সর্ব্বা ভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি।
>
> —ছান্দোগ্য, ৩।১২।৬

(অর্থ—পূর্ব্বোল্লিখিত সমস্তই গায়ত্রী নামক ব্রহ্মের মহিমা বা বিভূতি মাত্র; পুরুষ বা পূর্ণব্রহ্ম তদপেক্ষাও অতিশয় মহান্।)

গ্রন্থকার অদ্বয়-বেদান্তের একটা মূল তত্ত্বের স্বপক্ষে উপনিষদের এই বাক্যাংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন। এখানেও সেই এক কথা; পুরুষ (আত্মা), এই মহিমা অপেক্ষাও মহান; জগৎ-প্রচার ও প্রতিসংহার-রূপ তাহার সেই মহিমাও তাহার পক্ষে যথেষ্ট নয়, অতএব ঐ মহিমাও অস্বীকার করিতে

১৭

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইবে, কারণ উহা তাহার স্বরূপের লাঘব করে। তন্ত্র ও বৈষ্ণব-শাস্ত্রে এই মহিমাকেই বিশেষ করিয়া স্বীকার করে—দ্বৈতাদ্বৈতের লীলা-তত্ত্বই সার বা শ্রেষ্ঠতত্ত্ব; তান্ত্রিক সাধক অনিত্য লীলাকে স্বীকার করিয়াই কৈবল্যমুক্তি বা মোক্ষের সাধনা করে; বৈষ্ণব ঐ লীলাকেই নিত্যলীলার রূপে উপলব্ধি করিয়া গভীরতর আধ্যাত্মিক উৎকণ্ঠা নিবারণ করে। বৈদান্তিক ইহার কোনটাতেই সন্তুষ্ট নয়—সে সৃষ্টির 'কল্যাণ'ও চায় না, সৃষ্টিসম্ভাবনাহীন, সর্ব্বসংশয়রহিত, 'নিরতিশয় কল্যাণ' চায়—উহাই আত্মার সত্যকার 'অভয় অবস্থা'। জীবের পক্ষে এমন অবস্থা, যেমন বোধগম্য নয়, তেমনই কাম্যও নয়—উহা 'অভয়' হইলেও 'ভয়ঙ্কর অভয়'।

পৃঃ ১০৩—**ত্রিবেদী রামেন্দ্রসুন্দর**—লেখক এখানে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী প্রণীত 'জিজ্ঞাসা' গ্রন্থের 'মুক্তি'-শীর্ষক প্রবন্ধ স্মরণ করিতেছেন।

কিঞ্চিৎ পশ্চাৎপদ হইয়া—অর্থাৎ, পরবর্ত্তী আলোচনা সেই ঘোর উচ্চাধিকারের আলোচনা নয়—কিঞ্চিৎ নিম্নাধিকারে থাকিয়া বেদান্তের যে আলোচনা সম্ভব, অতঃপর তাহাই করা হইবে।

আমিই বুঝিয়াছি বলিয়া—৯২ পৃষ্ঠার টীকা দ্রষ্টব্য। ঐ বহির্বস্তু-গত চিৎ-এর সহিত আমার 'চিৎ' একই চিদাত্মার অন্তর্ভূত; আমিও যে চিৎ উহাও সেই চিৎ বলিয়া উহা আমার জ্ঞানগম্য হয়, অতএব উহাতেও আমি আছি। যুক্তি-বিচারের দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হয়।

পৃঃ ১০৪—**জড় শব্দে অচেতন বুঝায় না**—বেদান্তে 'আত্মা'র অতিরিক্ত যাহা-কিছু তাহার নাম দৃশ্য, এবং ভেদটা জড়-চেতন-ভেদ নয়—সাক্ষী-সাক্ষ্য বা দ্রষ্টা-দৃশ্য ভেদ মাত্র।

পৃঃ ১০৫—**তৃণ গাভীপ্রবিষ্ট হইয়া**—এখানে চিৎ-বিচারের একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হইতেছে। তৃণের মধ্যেও 'চিৎ' আছে—সেই 'চিৎ' প্রত্যক্ষ না হইলেও তাহা প্রকারান্তরে বা কার্য্যরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পৃঃ ১০৭—**নানা বিরুদ্ধ সিদ্ধান্তে**—অর্থাৎ, 'চিৎ'ও 'সৎ'-এর মত নির্ব্বিশেষ; বিরোধের মধ্যেও নির্ব্বিরোধ, প্রমাণ—মতামত যতই বিরুদ্ধ হৌক, চিন্তা যতই বিপরীত হৌক—উভয়ের মূলে একই 'চিৎ' বা চিত্ত বা চেতনা-শক্তি কার্য্য করিতেছে।

পৃঃ ১০৮—**"আমি"টাকে ছাড়িয়া কোনও রূপে কোন বস্তু**—এই তত্ত্ব অতিশয় সহজ, অথচ আমরা ইহা কখনও ভাবিয়া দেখি না; 'আমি'র অস্তিত্ব যে নিঃসংশয় তাহার প্রমাণ-স্বরূপ পাশ্চাত্য দার্শনিক একটি অতি সহজ সূত্র নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন—"Cogito ergo sum." I *think*, therefore I *am*; অর্থাৎ "আমিই চিন্তা করি, অতএব আমি আছি"; যুক্তিটা এই যে, আমিই যদি না থাকিব, তবে মনের যতকিছু ক্রিয়ার কর্ত্তা কে? আমাদের সকল চিন্তা, সকল ভাব, সকল চেষ্টায় এই 'আমি' অনুস্যূত হইয়া আছে, এই "আমি"কে বাদ দিলে সব অন্ধকার; আবার (যেমন এই পাশ্চাত্য দার্শনিকের ভাষায়) ঐ বোধ-শক্তি ঐ জ্ঞান-ক্রিয়ার দ্বারা প্রমাণ হইতেছে যে, 'আমি' অস্তি।

পৃঃ ১১১—**আনন্দই ত আত্মার ধাতু**—কথাটি ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে, নতুবা পরে যে আত্মানন্দের উল্লেখ ও দৃষ্টান্ত আছে, তাহাতে মনে হইবে, জীবমাত্রেই আত্মসুখপ্রার্থী, অতএব স্বার্থপরতাই তাহার স্বধর্ম্ম।' বেদান্তে 'আত্ম-পর' নাই, কাজেই স্বার্থ-পরার্থভেদও নাই; আত্মার যে আনন্দ তাহা সর্ব্বাশ্রয়ী আনন্দ; আমি স্ত্রী-পুত্রকে ভালবাসি (বৃহদারণ্যক, যাজ্ঞবল্ক্য-মৈত্রেয়ী-সংবাদ), তাহার কারণ, আমি তাহাদের মধ্যে সেই আমাকেই অনুভব করি—এই অনুভূতিই আনন্দময়, কারণ, আনন্দই আত্মার ধাতু। বেদান্ত এই আনন্দকে আমি-তুমি-বিশেষণবর্জ্জিত সম্পূর্ণ নিরপেক্ষরূপে আত্মার আত্ম-সম্ভোগের অবস্থায় স্বগত বা স্বতঃসম্ভূত বলিয়া দৃঢ় ধারণা করিতে চায়; বৈষ্ণব ইহাকে পাত্রে ঢালিয়া পান

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিবার পক্ষপাতী, সেইরূপ পাত্র-গত আনন্দের নাম 'প্রীতি'। আত্মার ধাতুগত আনন্দ সত্য হইলেও বৈষ্ণব তাহাতেই সন্তুষ্ট নহে। পরে ইহার বিস্তারিত আলোচনা আছে (ঠাকুরাণীর কথা)।

পৃঃ ১১৭—**মথি ষোড়শাধ্যায়ে বলিয়াছেন**—বাক্যটি এই—

For what is a man profited if he shall gain the whole world and lose his own soul ? Or what shall a man give in exchange for his soul ?

(St. Mathews, Chap. 16)

জীর্ণ শিবমন্দিরের ভিতরে—বঙ্কিমচন্দ্রের 'দুর্গেশনন্দিনী'তে নায়ক জগৎসিংহের যাহা ঘটিয়াছিল।

পৃঃ ১১৮—**ব্রজবিলাস-সম্পত্তির মহাজনগণের পুস্তকাদি**—ললিতমাধব, উজ্জ্বল-নীলমণি প্রভৃতি বৈষ্ণব রসতত্ত্বের গ্রন্থ; গ্রন্থকার—মহাজন, যথা, জীবগোস্বামী, রূপগোস্বামী প্রভৃতি।

পৃঃ ১১৯—**"শক্তি শক্তিমতোরভেদাৎ"**—ইহা বেদান্ত-মত নহে, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদীর মত। বৈষ্ণব ইহার সমর্থন করে। [পৃঃ ২১০ ও ২১২ দ্রষ্টব্য]

কল্পনাই শক্তি—একটি বড় নূতন তত্ত্ব বটে। বেদান্ত এই কল্পনারই উচ্ছেদ করিতে চায়। ১২১ পৃঃ দেখ। শক্তির একটি নূতন অর্থ। এই কল্পনাই 'কামাখ্যা', ইহাই 'ঈক্ষণ', 'হ্লাদিনী'ও বটে।

কোন উপাধির নিজস্ব মধু নাই—উপাধি অর্থাৎ, নামযুক্ত পৃথক বা বিশেষ যাহা, তাহাতে আনন্দ বা রস থাকিতে পারে না; তাহাতে যে নির্ব্বিশেষ আনন্দ-স্বরূপ আত্মন্ অনুগত আছেন—তাঁহার সেই বিদ্যমানত্বই সকল বস্তুর, জগতের সর্ব্ববিধ বিশেষাকারের রসরূপত্বের কারণ। ১১২ পৃঃ দেখ—"আত্মা যদি তোমার প্রিয় হয়" ইত্যাদি। আত্মপ্রেম বা আত্মপ্রীতিই জগৎ-প্রীতির কারণ; জগৎকে ভালবাসা—আত্মাকেই অর্থাৎ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আপনাকেই ভালবাসা। দ্রষ্টব্য ১১১ পৃঃ—"নবা অরে....আত্মনস্তু কামায় সর্ব্বং প্রিয়ং ভবতি"।

পৃঃ ১২২—**ভালবাসার অপরাজেয় দৃষ্টিতে**—ইহার সাহিত্যিক দৃষ্টান্ত; শ্রীকান্ত, প্রথম পর্ব্ব—যথা, অন্নদাদিদি বলিতেছে—

"তারপর সাত বৎসর পরে আবার দেখা পাই। যেমন বেশে তোমরা তাঁকে দেখিয়াছিলে, তেমনি বেশে আমাদের বাটীর সম্মুখে তিনি সাপ খেলাইতেছিলেন। তাঁহাকে আর কেহ চিনিতে পারে নাই, কিন্তু আমি পারিয়াছিলাম। আমার চক্ষুকে তিনি ফাঁকি দিতে পারেন নাই।" শ্রীকান্ত, প্রথম পর্ব্ব পৃঃ ৭৯।

অমরনাথকে লবঙ্গলতার মত—লেখক যে কতবড় কাব্য-রসিক তাহার প্রমাণ এই গ্রন্থে আরও আছে; এখানে তাঁহার গভীর রস-জ্ঞান প্রমাণিত হইয়াছে। ষোড়শ পরিচ্ছেদে ইন্দিরার যে পতিপ্রেমের পরিচয় আছে তাহাকে, এবং লবঙ্গলতার ("রজনী") সেই নির্ম্মম আত্মজয়ী প্রেমকে লেখক একই স্তরে স্থাপন করিয়াও, ইন্দিরার প্রেমকে উচ্চতর বলিয়াছেন; তার কারণ বোধ হয় এই যে, ইন্দিরার সেই প্রেমে যে পূর্ণতর আত্ম-বিলোপের অবকাশ ঘটিয়াছিল—লবঙ্গলতার তাহা ঘটে নাই। লবঙ্গলতার প্রেমে কঠিন আত্ম-সংযম আছে, আত্মজয় আছে, কিন্তু তাহাই প্রেমের শ্রেষ্ঠ সিদ্ধিলাভ নয়; প্রেমে কেবল ব্যর্থতার ট্র্যাজেড়ি-রসই বড় নয়, বৈরাগ্যই তাহার গৌরব নয়, আত্মদানের দ্বারা প্রেমাস্পদকে সুখী করার যে অপূর্ব্ব রসসম্ভোগ, তাহাতেই প্রেমের চরম সার্থকতা। এই সার্থকতা লবঙ্গলতার প্রেমে ঘটে নাই, ইন্দিরার প্রেমে ঘটিয়াছিল। তথাপি লবঙ্গলতার কাহিনীতে লেখক যে অপূর্ব্ব আত্মবলিদান লক্ষ্য করিয়াছেন তাহাকেও পূর্ণ মর্য্যাদা দিতে কুণ্ঠিত হন নাই।

পৃঃ ১২৩—**পারবশ্যমাত্রেই নিন্দ্য নহে**—ইহাও ভক্তির কথা; লেখক বেদান্ত-ব্যাখ্যা করিতে বসিয়া বৈষ্ণবের রসতত্ত্ব স্মরণ করিতেছেন এবং বার-বার আত্মবিস্মৃত হইতেছেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভগবান পদবীর ব্যক্তি না হইলে—যাহাকে ভালবাসি সে আমার ভালবাসার মর্য্যাদা বুঝিবে—আমার বশ্যতা স্বীকার করিয়াই ধন্য হইবে। যে তাহা হয় না, যে সেই ভালবাসার মর্য্যাদা বুঝে না সে ভালবাসার পাত্রই নয়। অতি ক্ষুদ্র ভালবাসাই, অর্থাৎ যাহা ভালবাসার একটা নকলমাত্র—তাহাই জগৎ-সংসারে এইরূপ পাত্রাপাত্র বিচার করে না—দুর্গতিরও অন্ত থাকে না। যাহা প্রকৃত ভালবাসা তাহা দুইরূপ নয়—একরূপ, তাহা সেই এক পরম পুরুষের প্রতিই ধাবিত হয়, সেই পুরুষ ছাড়া আর কেহই সে ভালবাসার মর্য্যাদা রক্ষা করিতে পারে না। এই প্রসঙ্গে নিম্নোদ্ধৃত গানটি বড়ই যথার্থ; ভালবাসা বা প্রেম এক বই দুইরূপ হইত পারে না, প্রকৃত প্রেম ভগবৎ-প্রেম না হইয়া পারে না।—

প্রেম একরূপ, প্রেম দুই নয়।
বহুরূপে বহুজনা যে যার প্রেম বেছে লয় ॥
এই প্রেমেতে দেখ শঙ্কর সন্ন্যাসী হয়।
শুকদেব গৃহ ত্যজে, গৃহবাসী কভু নয় ॥
পুরুষ-প্রকৃতি-প্রেম শশীর সমুদয়।
যৌবন-পূর্ণিমা গেলে ক্ষয়-কলা তারে কয় ॥
নিশীথে সৌরভ যত প্রভাতেতে তত নয় ॥
জোয়ার-ভাঁটার জল কোনখানে স্থিতি নয়।
(আর) ঠিকা-প্রেমের মুখে আগুন, দুঃখ বই ত' সুখ নয় ॥

এখানে বেদান্তের সেই আত্ম-প্রেমকে এক-প্রেম বলা হইয়াছে। ভক্ত বৈষ্ণব এই প্রেমের নানা রস-রূপ আস্বাদন করিয়া ধন্য হইতে চাহেন—সেই যে আনন্দস্বরূপ পরম প্রেমাস্পদ, তাঁহাকে নানা সম্পর্কে নানারূপে পাইতে চান।

পৃঃ ১২৫—যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গীতার বিখ্যাত বচন (৬।২২); যাহা লাভ করিলে আর কিছুতেই লোভ থাকে না।

ঈশ্বর স্ব-সমক্ষে স্থাপিত একটা অভিনয়ের মত—পরে দেখ, পৃঃ ১৪০-৪৫।

শিখানষ্টে শিখী নষ্ট পুরুষ অনষ্টবৎ—পূর্ব্বে দেখ পৃঃ ৬৩ ও পৃঃ ৭৩।

সহজ বিশ্বাস—'সহজ বিশ্বাসে'র বিপরীত-সাধন, ভ্রম-সংশোধন। পৃঃ ১৩৮-৪০ দেখ।

পৃঃ ১২৭—**শ্বেতকেতু**—শ্বেতকেতুর উপাখ্যান—পৃঃ ১৪৬, টীকা দ্রষ্টব্য।

পৃঃ ১২৮—**আত্মা-প্রত্যক্**—যেমন 'আত্মা-পরাক্'; ভারতীয় দর্শনে আত্মার দুই রূপ ধরা হইয়াছে। এই গ্রন্থে পূর্ব্বে এই দুই রূপ আত্মার বিচার করা হইয়াছে—বিশেষত বৌদ্ধদর্শন প্রসঙ্গে। যে আত্মা ইন্দ্রিয় জ্ঞানের জ্ঞাতা—সেই আত্মাকেও জ্ঞানগোচর করে যে উর্দ্ধতর আত্মা তাহাকে প্রত্যক্-আত্মা বলা হয়, আর ঐ অপর আত্মা 'পরাক্-আত্মা'। 'আমি দেখিতেছি' এখানে যে-আমি কর্ত্তা সেই পরাক্ আত্মা; কিন্তু—একটা 'আমি যে দেখিতেছি' এইরূপ জ্ঞান যাহার হয় তাহাই প্রত্যক্-আত্মা। [পৃঃ ৬১ টীকা দ্রষ্টব্য]

পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং ইত্যাদি—বৃহদারণ্যক ৫।১; নিত্য-পূর্ণ বলিতে যাহা বুঝায়।

পৃঃ ১২৯—**সাক্ষিত্ব উপাধিদ্বারা কলঙ্কিত**—ইহাই বেদান্তের মূল আপত্তি।

পৃঃ ১৩১—**যদি স্বপ্ন ও জাগর অত্যন্ত তুল্য, অবিলক্ষণ হয়**—এই প্রশ্ন অতিশয় স্বাভাবিক, অনেক ভাবুক, এমন কি কবিও এইরূপ চিন্তা করিয়াছেন, যথা, Calderon—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

For in this world of stress and strife
The dream the only dream is life;
And he who lives, it's proved too well,
Dreams till he wakes at Fate's loud knell.
A dream that is broken at a breath,
And wakens to the dream of death.

—*Life is a Dream*

তথাপি স্বপ্ন ও জাগরে একটু পার্থক্য আছে, তাহা এই যে—স্বপ্নে 'আমি' যে জগৎ সৃষ্টি করে তাহা ইচ্ছানুরূপ, কিন্তু—"the waking world seems to be forced upon the Ego"—জাগর-আমিটার যে জগৎ তাহা 'আমি'র ইচ্ছাকে মানে না।

পৃঃ ১৩২—**পরে সমর্থ আমি ইচ্ছা করিলে**—মনে রাখিতে হইবে ইহা খাঁটি বেদান্ততত্ত্ব নহে—ঈশ্বর, স্বপ্ন প্রভৃতিও 'আরোপাপবাদ'।

পৃঃ ১৩৩—**এরূপ বুঝিলে একের মুক্তিতে**—কারণ, তাহাতে, অদ্বৈতের প্রতিষ্ঠা হয় না, সেই মুক্তি অদ্বৈত-মতের মুক্তি নয়।

পৃঃ ১৩৪—**রসনাতে জড়তা অনুভব করেন**—অর্থাৎ, বুঝাইতে পারেন না, কারণ এরূপ মুক্তির অর্থ হয় না, উহা যথার্থ মুক্তি নয়।

ভক্তের মুক্তি ও বৈদান্তিকের মুক্তি-জননী—ভক্ত যে পর্য্যন্ত উঠিয়া আর উঠিতে চাহে না, বৈদান্তিক তাহাও ছাড়াইয়া যাইতে চায়—ভক্তের মুক্তি, তাহার পক্ষে প্রকৃত মুক্তির পূর্ব্বাবস্থা মাত্র। বৈদান্তিক ঐ রসরূপত্বের উপলব্ধিকেই মুক্ত-অবস্থা বলেন না—উহা ভক্ত বা বৈষ্ণবের মুক্তি। রসসম্ভোগে 'মায়ার' দ্বৈত আছে, ঈশ্বর তখনও মায়াধীশ হইলেও মায়াযুক্ত। মায়াকে সংহরণ করিলে তবে প্রকৃত মুক্তি ঘটে। পরে দেখ, পৃঃ ১৪০-৫০।

পৃঃ ১৩৫—**আশমান দেখাইয়া**—অর্থাৎ পরাজিত করিয়া।

জগৎগত দুঃখ 'সত্যই' দুঃখরূপ হইত—এই যুক্তিও একটা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বড় যুক্তি বটে ; যাহা 'সত্য' তাহাকে অপসারিত করিবার প্রশ্নই উঠিতে পারে না।

পৃঃ ১৩৬—**জগৎটা তাহার দৃশ্যকাব্য হইবে**—পূর্ব্বে ও পরে দেখ—পৃঃ ১২৫-২৬, ১৪০-৪৫।

সকলটাই কবি স্বয়ং—সকল সৃষ্টিই মূলে আত্ম-সৃষ্টি—কবিও আপনাকেই উপাদান করিয়া কাব্যের সকল অঙ্গ নির্ম্মাণ করেন, ইহা কাব্য-সমালোচনার একটি মূল্যবান কথা। কিন্তু শ্রেষ্ঠ কবিগণের কাব্যে এই অদ্বৈতের একরূপ দ্বৈত-বিলাসও আছে। ঈশ্বর এক, বহু হইতে চাহিলেন ; এই 'বহু' অর্থে, নিশ্চয়ই সেই একেরই অসংখ্য প্রতিরূপ নহে, তাহারা এক হইতে উদ্ভূত হইলেও, সেই একের সদৃশ নয়—পরস্পরেও একরূপ নহে। ইহাকেই অদ্বৈতের দ্বৈত-বিলাস বলা যাইতে পারে।

পৃঃ ১৩৮—**ইহার উচ্ছেদ ও বিপরীত-বোধ**—১২৬ পৃঃ দেখ।

কাগাসন—একটি নূতন ও চমৎকার শব্দ ; অর্থ—মহাপুরুষগণের স্মৃতিরক্ষার্থে যে সকল মর্ম্মরমূর্ত্তি স্থাপিত হয়, সেগুলি কাকের আসন বা বসিবার স্থান হইয়া উঠে।

পৃঃ ১৪১—**মনঃকল্পনা**—বা 'কল্পনা' (অগ্নি ও দাহিকাশক্তি) ; পূর্ব্বে দেখ, পৃঃ ১১৯।

আবরণাত্মক—এই 'আবরণ'-শব্দটি পারিভাষিক।

তাহা অন্ধকারই—'অন্ধকারে'রও দার্শনিক অর্থ—যাহা ভ্রান্তি, অগ্রহণ বা অন্যথা-গ্রহণের কারণ।

জন্মলাভটি আশ্চর্য্য—তাই বেদান্তমতে উহা অসম্ভব ; বেদান্ত এই মায়াশক্তি স্বীকার করে না।

তর্কপটু ইচ্ছাশক্তি—তর্কপটু, অর্থাৎ কোন একটি ক্ষুদ্র ভাব-চিন্তাকে জটিল বা বহু-বিস্তার করিতে সমর্থ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পৃঃ ১৪২—**ঈশ্বরের রসাস্বাদ উদ্দেশে····বিনোদ-মহোৎসব সৃষ্টি ও বর্দ্ধন করে**—এই রচনাংশটির ভাষা লক্ষণীয় ; লেখকের পাণ্ডিত্য ও রসবোধ সমান মাত্রায় মিলিয়াছে।

স্নেহ-পাষাণী—'পাষাণ' অর্থাৎ যে প্রস্তরখণ্ড (বা অন্য কোন ভারি পদার্থ) দ্বারা তৌলদণ্ডের একদিক অপরদিকের সহিত ভারসাম্য রক্ষা করে ; weightage। উপমাটি অপূর্ব্ব।

পৃঃ ১৪৩—**বিশ্বস্ত আচার্য্য নির্ম্মাণ করিয়া**—এখানেও সেই অদ্বৈত-আত্মাই আত্মার গুরু, গুরু-শিষ্য অভেদ।

পৃঃ ১৪৫—**উপস্থিত আচার্য্যই সর্ব্বাপেক্ষা গুরু-বস্তু**—গুরু-বাদের চরম সমর্থন।

পৃঃ ১৪৬—**বেদান্তে আনিয়া ফেলেন**—অর্থাৎ, বেদান্তে পৌছিলেই সকল উপদেশের সমাপ্তি হয়। (পরে লেখকের স্বকীয় মত প্রকাশ পাইবে)।

পৃঃ ১৪৬—**তত্ত্বমসি**—ছান্দোগ্য, ষষ্ঠ অধ্যায়, ৮ম খণ্ড।

পিতা উদ্দালক পুত্র শ্বেতকেতুকে ব্রহ্ম-বিদ্যা উপদেশ করিতেছেন—

"স য এষোহণিমা ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বং তৎ সত্যং স আত্মা—**তৎ ত্বমসি** শ্বেতকেতো।"

[এই যে অণিমা অর্থাৎ সূক্ষ্মতম পরম কারণ, এই সমস্ত জগৎ এতদাত্মক, কোন বস্তুই এতদতিরিক্ত নহে। সেই পরম কারণই আত্মা—একমাত্র সত্য ; তুমিও সেই পরম কারণ—সত্য-আত্মা।]

অতএব, 'তৎ', অর্থাৎ বাহিরে যাহার প্রকাশ, তাহা 'ত্বম্' অর্থাৎ তোমার ভিতরে যে—তাহার সহিত অভিন্ন।

অজপা-রূপ সঙ্কেত-সঙ্গীত—পূর্ব্বে দেখ—টীকা, পৃঃ ২৭।

পৃঃ ১৪৭—**গোকুলানন্দ কৃষ্ণ ও দ্বারকানাথ**—অর্থাৎ, মহাভারতের কৃষ্ণ ও ভাগবতের কৃষ্ণ এক নহেন ; ইহা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মহাতান্ত্রিক হনুমান—অর্থাৎ, আত্মবলে বিশ্বাসী শক্তি-সাধক।

পঞ্চচক্রভেদ—তান্ত্রিককে কুণ্ডলিনীযোগে 'মূলাধার'-আদি 'আজ্ঞা' পর্য্যন্ত পাঁচটি চক্র ভেদ করিতে অর্থাৎ অতিক্রম করিতে হয়। ষষ্ঠ চক্রের নাম 'সহস্রার'। উহাই শেষ চক্র।

পৃঃ ১৪৯—**নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়**—মূল শ্লোকটি এই—

বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্
আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।
তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি
নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়॥

শ্বেতাশ্বতর—৩।৮

['অতিমৃত্যুম্ এতি'=মৃত্যুম্ অত্যেতি, মৃত্যুকে অতিক্রম করে। 'অয়নায়'=পরমপদ-প্রাপ্তির জন্য।]

পৃঃ ১৫০—**আপনাকে ক্ষুদ্র মনে করিতেছে**-ইহাই জীবের অবিদ্যা। পূর্ব্বে দেখ। পৃঃ ২৮, টীকা দ্রষ্টব্য।

পৃঃ ১৫২—**যোগ্যতা সুষুপ্তির নাই**—সুষুপ্তিতে স্বপ্ন-জাগরের ঐ একরূপত্ব বুঝিবার উপায় নাই; অথচ ঐ স্বপ্ন-জাগরের মূল তাহাতে নিহিত থাকে, পুনরায় তাহা ঘটিতে পারে। অতএব উহা 'অভয়' নহে, অতিশয় 'সভয়' বটে।

স্বপ্ন-জাগরের পুনরুদয়-রাহিত্য-ইহাই তুরীয় বা চতুর্থ অবস্থা। পৃঃ ১৫৪ দেখ।

পৃঃ ১৫৪—**জাগর-রূপ কিছু মনে করিবে না**—মুক্তিপথের প্রথম সোপান—জাগরকেও স্বপ্ন-জ্ঞান করা; দ্বিতীয় সোপান, ঐ স্বপ্নকে ইচ্ছামত সুষুপ্তিতে প্রত্যাহার করা ও পুনঃসৃষ্টি করা; কিন্তু তাহাতেও পূর্ণমুক্তি হইল না, আবার স্বপ্নসৃষ্টির উপায় রহিল; তৃতীয় ও শেষ সোপান—ঐ সুষুপ্তিরও উচ্ছেদ, যখন স্বপ্নসৃষ্টির বীজ বা ইচ্ছাও আর থাকিবে না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ইহাই ব্যুৎক্রমের চারি অবস্থা—(১) জাগর, (২) স্বপ্ন, (৩) সুষুপ্তি (৪) তুরীয়।

পৃঃ ১৫৫—**কেন বলিয়াছি তাহার কৈফিয়ৎ দিব**—লেখক এইবার খাঁটি বেদান্ত-মত বা অদ্বৈত-বেদান্ত ব্যাখ্যা করিতেছেন।

ঈশ্বর-প্রসঙ্গটি দোষদুষ্ট—অর্থাৎ, ব্রহ্মের 'ইচ্ছা'র উদ্রেক, বা উপাধিযুক্ত 'স্রষ্টা ঈশ্বর' হওয়া অসম্ভব। ইহাই 'আরোপাপবাদ'।

ব্যুৎক্রমে—অর্থাৎ, পুনশ্চ উল্টাপথে।

পৃঃ ১৫৮—**আয়েষা**—বঙ্কিমচন্দ্রের 'দুর্গেশনন্দিনীর' অন্যতমা নায়িকা, আদর্শ-প্রেমিকা নারী।

চারু—রবীন্দ্রনাথের 'নষ্টনীড়'-গল্পের প্রেম-বিড়ম্বিতা অতিদুঃখিনী নায়িকা।

সাময়িক 'অভয়'—কাব্যরসেও মুক্তির আস্বাদন হয়, এইজন্যই ইহাকে 'ব্রহ্মাস্বাদ-সহোদর' বলা হইয়াছে। পাশ্চাত্য দার্শনিকও তাহা স্বীকার করেন—পৃঃ ৪৫, টীকা দ্রষ্টব্য।

পৃঃ ১৬০—**স্বপ্নাভিনয়ের রসরূপত্ব**—উহাও বন্ধন; এইখানেই বেদান্ত-মত ও বৈষ্ণব-মতের মূলগত বিরোধ। "ঠাকুরাণীর কথা" দ্রষ্টব্য। (পৃঃ ১৩৪ টীকা)।

১৬১—**দৃষ্টিসৃষ্টিবাদ**—এই নামটি দ্বারা একটি অতিশয় গভীর তত্ত্বের ইঙ্গিত করা হয়। এই তত্ত্ব আমরা কাব্যসৃষ্টিতে কবির ক্রিয়ায় আরোপ করিতে পারি। 'দৃষ্টি' অর্থে 'ঈক্ষণ' বা ইচ্ছা, পরে কল্পনা ও তারই সঙ্গে সঙ্গে সৃষ্টি; বা যাহা 'ইচ্ছা' বা 'কল্পনা' করিয়াছি তাহারই উদয় ও যুগপৎ বিস্তার। ঈশ্বর যখন সৃষ্টি করেন তখন সেই সৃষ্টির মূলে আছে 'ইচ্ছা' বা 'ঈক্ষণ'—যেমন ঈক্ষণ তেমনি দর্শন; অর্থাৎ সৃষ্টি তৎক্ষণাৎ সম্মুখে দৃষ্ট ও প্রসারিত হইয়া থাকে। উৎকৃষ্ট কাব্যসৃষ্টির মূলেও এই তত্ত্ব আছে; যাহা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরে রচনার আকারে বাহিরে প্রসারিত হয়, প্রকৃতপক্ষে তাহা কবির কল্পনার দিব্যআবেশে পূর্ব্বেই তাঁহার চিত্তে উদ্ঘাটিত হইয়াছে—সেই কল্পনাদৃষ্টিতে তিনি যেমন দেখিতেছেন, কাব্যও সেই রূপ ধারণ করিতেছে। ইহা যেন কষ্ট বা যত্নসিদ্ধ নয়, যেন আপনা হইতেই ঐ দৃষ্টির সঙ্গে সৃষ্টি হইতেছে। সৃষ্টি করিয়া পরে দেখা নয়, দেখার সঙ্গে সঙ্গেই সৃষ্টি—যেটুকু দৃষ্টি, সেইটুকুই সৃষ্টি। (পৃঃ ৬৯ দ্রষ্টব্য)।

পৃঃ ১৬২—**বেদান্তকৃৎ বেদবিদেব চাহং**—গীতা, ১৫।১৫।

সম্প্রতি একদল মনীষী—এইখানে গ্রন্থকার বেদান্ত-আলোচনা শেষ করিয়া বৈষ্ণব ভক্তি-শাস্ত্রের অবতারণা করিতেছেন। পরে "ঠাকুরাণীর কথা"য় তিনি সেই তত্ত্বের সবিশেষ ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

পৃঃ ১৬৩—**প্রীতি**—এই পঞ্চম পুরুষার্থ 'কৃপা' নহে—মানব-হৃদয়ে ইহার উদয় 'কৃপা'র বশে হইয়া থাকে।

বৈদান্তিক সহ কতকটা একমতে—যথা—

"আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে।"

তৈত্তিরীয়, ৩।৬

সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম—এইরূপ বচনের প্রমাণে সৃষ্টি মিথ্যা হইয়া যায় না, কারণ সৃষ্টিও ব্রহ্মময়। বৈষ্ণব-সাধনা বা ব্রহ্মের রস-রূপের সাধনা উপনিষদেই সূচিত হইয়াছে—"রসো বৈ সঃ" প্রভৃতি ব্রহ্মসূত্রে তাহার সমর্থন আছে। বস্তুতঃ ব্রহ্মের আনন্দ-উপাধিটিকেই প্রধান তত্ত্বরূপে আশ্রয় করিয়া এই বৈষ্ণবদর্শন প্রণীত হইয়াছে। একালে খাঁটি বেদান্ত-মত বলিতে যাহা বুঝায় তাহা উপনিষৎ নয়—বেদব্যাস-সংগৃহীত 'ব্রহ্মসূত্রে'র শঙ্কর-ভাষ্যই এক্ষণে বেদান্ত-দর্শন নামে প্রচলিত হইয়াছে—ইহাই ঘোর অদ্বৈতবাদ। (পরে 'ঠাকুরাণীর কথা' পৃঃ ২০৯ দ্রষ্টব্য।)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পৃঃ ১৬৪—"তিমিরে তিমিরহরা"—রামপ্রসাদের একটি গান আছে, যথা—

এমন দিন কি হবে তারা।
যবে তারা তারা তারা ব'লে
তারা বেয়ে পড়বে ধারা॥

* * * *

শ্রীরামপ্রসাদ রটে, মা বিরাজে সর্ব্বঘটে,
ওরে আঁখি-অন্ধ! দেখ মাকে তিমিরে তিমিরহরা॥

পৃঃ ১৬৫—**বৈদান্তিক অমর আত্মা যদি ভালবাসিতে পারে**—অর্থাৎ, মুক্ত অবস্থাই চরম-শ্রেষ্ঠ অবস্থা নহে, তাহা অপেক্ষাও উচ্চতর অবস্থা আছে; যে মুক্তজীব মুক্তির পরে প্রেমযুক্ত হয়, সেই ধন্য; কেবলমাত্র মুক্তির মূল্য কি? **সামীপ্য**—'সাযুজ্য' নহে।

কৃপা ব্যতীত—উপরে দেখ। শ্রুতি বলেন—

"যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ।"

অর্থাৎ সাধারণ মানবীয় সংস্কার, বা মানব-স্বভাব—মনোবিজ্ঞান যাহার পরিচয় করিতে পারে—সেই মনোধর্ম্মযোগে ইহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। তাই ইহা মানুষের উপার্জ্জনলভ্য নহে। ইহা মানুষের হৃদয়ে আপনিই অবতীর্ণ হয়, যে কারণে হয় তাহার নাম—কৃপা। ১পৃঃ টীকা দ্রষ্টব্য।

পৃঃ ১৬৭—**গোপী অবশ্য সুখী হয়**—এখানে 'গোপী' অর্থে, যে-কোন নর বা নারী, যাহার কৃষ্ণপ্রীতি হইয়াছে।

পৃঃ ১৬৮—**প্লেটো মহাশয়**—ইংরাজীতে 'Platonic Love' বলিয়া একরূপ কামগন্ধহীন অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকার দেহসম্পর্কবর্জ্জিত অতি-উচ্চ আধ্যাত্মিক প্রেমের প্রবাদ আছে।

সেবারূপেই সমগ্র দেহ—অর্থাৎ নিজের ভোগসুখপিপাসা তাহাতে নাই; সেই পরম-পুরুষের সেবার জন্য তাহা সমর্পণ করা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতির নাম 'কাম', কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতিকেই 'প্রেম' বলে।

তুলনীয়, বিদ্যাপতির—

"পিয়া যব আওব এ মঝু গেহে।
মঙ্গল যতহুঁ করব নিজ দেহে॥
কনয়া কুম্ভ ভরি' কুচযুগ রাখি।
দরপণ ধরব কাজর দেই আঁখি॥
বেদী বনাব হাম আপন অঙ্গমে।
ঝাড়ু করব তাহে চিকুর বিছানে॥" ইত্যাদি।

"সোঽকাময়ত—" এখানে 'কাম' অর্থে ইচ্ছা; পূর্ব্বে দেখ। পূরা বচনটি এই—

"আত্মৈবেদমগ্র আসীদেক এব সোঽকাময়ত জায়া মে স্যাদথ প্রজায়েয়" [বৃহ, ১।৪।১৭]

পৃঃ ১৬৯—**দুর্জ্জয় অভিসম্পাত**—পূর্ব্বে দেখ, পৃঃ ১৬৭

উজ্জ্বল রস—মধুর রসের আর এক নাম।

পৃঃ ১৭১—**অভিষিক্ত নর বা নারী**—ইহা তান্ত্রিক সাধনার ভাষা—'অভিষিক্ত' অর্থে 'তন্ত্রমতে দীক্ষিত'।

পৃঃ ১৭১—**কুণ্ডলিনীশক্তি**—ইহা তন্ত্রমতের একটা মূলতত্ত্ব। সংক্ষেপে বুঝাইবার নহে। এ সম্বন্ধে দুইটি বর্ণনা উদ্ধৃত করিতেছি; একটি একজন বড় ইংরেজ পণ্ডিতের, আর একটি একজন তান্ত্রিক সাধকের।—

(1) **Kundalini** is the individual bodily representation of the great Cosmic Power (**Shakti**) which creates and sustains the universe. When this individual **Shakti** manifesting as the individual consciousness is merged in the Consciousness of the Supreme Shiva, the world is for such Jiva destroyed and Liberation (**Mukti**) is obtained.

[Arthur Avalon ; **The Serpent Power.**]

(২) জীবের সঙ্গে তার (কুণ্ডলিনীর) সম্বন্ধ; প্রথম অবস্থায় তাকে তার অংশও বলা যায়, আবার প্রকৃতিও বলা যায়।...প্রথম স্তরের স্থূল মানুষের মধ্যে যে জীব, তা' শক্তিরূপেই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অধিষ্ঠান করেন। তারপর নানাভাবে ভোগ-আবর্ত্তনের মধ্য দিয়ে যেমন অবস্থা বিশেষে সেই কুণ্ডলিনী জাগরিতা হন। কালের মধ্যে দিয়েই এই শক্তির বিকাশ হয়—বিকাশের পূর্ব্বে জীব নিজেকে শক্তিমাত্র ভাবতে পারে; কারণ, তখন দেহ-ইন্দ্রিয়াদির সঙ্গেই তার সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ থাকে, তখন তার অস্তিত্বের সবটাই স্থূল। ক্রমে ইন্দ্রিয়গ্রাম, মন প্রভৃতি পুষ্ট হোলে পর, কুণ্ডলিনী-শক্তির উদ্ভব হয়; উহাই চৈতন্য-শক্তি—সাধারণত একেই সুপ্ত-চৈতন্যের জাগরণ বলে। প্রথমে ছিল ঘুমিয়ে, অর্থাৎ তার ক্রিয়া দেখা যায় নি; এখন জাগরণে তার ক্রিয়া দেখা গেল। আসলে জীবের চৈতন্য-শক্তিই হ'ল কুণ্ডলিনী; জেগে উঠে তার গতি হয় বিকাশের পথে—অর্থাৎ প্রাণকেন্দ্রের পানে।...তখন জীবের হয় পুনর্জ্জন্ম, চৈতন্য-শক্তির যোগে তখন তার উপাধি হয়—জীবাত্মা। তখন পরমাত্মার পূর্ণতা ও অনন্ত-ভাবটি ছাড়া আর সব ভাব সব ঐশ্বর্য্য ফুটতে থাকে জীবাত্মার মধ্যে।...পরে জীবাত্মা পরমাত্মার নাগাল পেয়ে সর্ব্বজ্ঞ হন, পূর্ণ হন; শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত হয়ে শিবত্বে প্রতিষ্ঠিত হ'ন।

[প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়: 'তন্ত্রাভিলাসীর সাধুসঙ্গ', পৃঃ ২৯৯-৩০০]

এই কুণ্ডলিনী-তত্ত্ব হইতেই তন্ত্র-মতের আভাস পাওয়া যাইবে। আত্মা, পূর্ণ-চৈতন্য বা শিব জীব-দেহে বিকাশের অপেক্ষায় রহিয়াছে, দেহ হইতেই তাহার উদ্ভব ও বিকাশ। যাহাকে আমরা জড় বলি, তাহাই অপ্রবুদ্ধ চৈতন্য—জড়ে ও চিৎ-এ কোন ধাতুগত ভেদ নাই। যতক্ষণ ঐ জড়, বা দেহ, বা প্রকৃতি অব্যক্ত বা অ-পূর্ণ-বিকশিত থাকে, ততক্ষণ একটা দ্বৈতের কল্পনা আছে। ঐ দ্বৈত সেই অর্থে সত্য—উহাই সৃষ্টিতত্ত্ব। ইহার সহিত বেদান্ত বা বৈষ্ণব-মতের সাদৃশ্যও যেমন আছে, তেমনই সুস্পষ্ট পার্থক্যও আছে। বেদান্তের মায়াবাদ ও বৈষ্ণবের লীলা-বাদ কোনটাই প্রত্যক্ষ-বাস্তবকে স্বীকার করে নাই—দুই-ই দুই রকমের Idealism, তন্ত্র ঘোরতর Realist। একমাত্র তন্ত্রমতেই জগৎ ও জীবনের একটা সুসঙ্গত ব্যাখ্যা পাওয়া যায়।

পৃঃ ১৭২—**মণিপদ্ম, গৌরীপট্টাসনে শিব, Rose and Cross** —এই তিনই তান্ত্রিক সাধনার সাধন-যন্ত্র; প্রথমটি বৌদ্ধ, দ্বিতীয়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শৈব, তৃতীয়টি খৃষ্টীয়; প্রত্যেকটি Phallic Symbol—প্রজনন-তন্ত্বের প্রতীক।

প্রজননাভিপ্রায়-বজ্জিত—স্মরণীয়, গীতা—

"প্রজনশ্চাস্মি কন্দর্পঃ"—১০।২৮

এই ব্যক্তিই গুরু—অর্থাৎ, যাঁহার এই অবস্থা হইয়াছে, তিনি আর অন্য সকলের আদর্শ। ঐরূপ উৎকণ্ঠাই সকল জীবের কাম্য।

বিবেকহারিণী—মুসলমান সুফী-সাধকগণও এইরূপ ভাবাবস্থার উল্লেখ করেন, যথা, একটি সুফী কবিতায় (ফারসীর অনুবাদ)—

"একটু তফাতে বসে' আছে দেখি ইয়ারের দল
—একদম মাতোয়ারা।
উন্মাদ যত, নেশায় বেহুঁস—প্রাণ ভরে' পিয়ে
পীরিতির রসধারা।
দিল খুলে' গেল, ফুর্ত্তির বেগে বেব্‌ভুল হ'য়ে
গেনু তার পিছু পিছু,
এক লহমায় ছুটিল সেথায় ধরম-শরম
ছিল মোর যত কিছু।"

রাধার অহেতুক ভালবাসা হইতে ন্যূন করিয়া ফেলে—এইজন্যই ভগবান ভক্তের অধীন হইয়া পড়েন। লৌকিক ভালবাসাতে যে দুইপক্ষ থাকে, তাহাতেও একপক্ষের ভালবাসাই গরীয়ান হয়, অপর পক্ষ সেই ভালবাসার উপযুক্ত হইতে পারে না বলিয়াই সে ভালবাসা সার্থক হয় না। বৈষ্ণব বলেন, যে-ভালবাসা যত গভীর, পবিত্র ও নির্ম্মল হয়, অর্থাৎ যাহা সত্য ও শ্রেষ্ঠ—তাহার প্রতিদান অসম্ভব; তাহাকে গ্রহণ করিয়া তাহার মর্য্যাদা রক্ষা করা কোন অপর জীবের পক্ষে সম্ভব নয় (তারও কারণ, সকলেই আশ্রয়, অর্থাৎ নারী, বিষয় বা পুরুষ কেহ নহে); একমাত্র সেই পরমপুরুষ গোবিন্দই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাহা পারেন—এবং তাহাই তাঁহার একমাত্র মহিমা। প্রতিদান অসম্ভব বলিয়াই 'বিষয়' অপেক্ষা 'আশ্রয়ে'র গৌরব অধিক।

হলাদিনী রাধাই ত' গোবিন্দের ব্রহ্মত্ব—ইহাই বৈষ্ণব-দর্শনের মূল ভিত্তি।

জীবমাত্রেই সেবকহিসাবে নারী—ইহাও বৈষ্ণবের সাধন-মন্ত্র।

পৃঃ ১৭৫—**তাহার স্বভাব ক্রমেই শুদ্ধ**—এই সাধনার সহিত পূর্ব্বের বেদান্ত-মতের পাপ-ত্যাগের সাধনা স্মরণীয়। পৃঃ ৭৯-৮২ দ্রষ্টব্য।

ইহা ঈশ্বর-গোবিন্দের পূজা—অর্থাৎ নিম্নাধিকারীর দাস-ভাবের পূজা।

অথবা যদি অকাম শুদ্ধ প্রীতির—ইহা সকলের হয় না—কৃপা-সাপেক্ষ, ইহাই উচ্চতম অধিকার।

ঠাকুরাণীকে পাইলেই তবে—জীবগণের ধাতুই রাধা-ধাতু, অতএব রাধার সহিত তাদাত্ম্য-স্থাপনই সহজ ও স্বাভাবিক; ঐ রাধার মারফতেই, রাধা-ধর্ম্মী হইয়া তাহারা গোবিন্দকে পাইবে। এই তত্ত্বটির সাদৃশ্য খ্রীষ্টীয় সাধনাতে আছে; খ্রীষ্ট নর-অবতার, তাই যাবতীয় নর সহজেই খ্রীষ্টের সহিত একাত্মতা স্থাপন করিতে সমর্থ, এবং তাহা করিতে পারিলে তাঁহারই মধ্যস্থতায় ভগবৎ-প্রাপ্তি ঘটিবে, কারণ খ্রীষ্ট মানুষ হইলেও ভগবৎ-পুত্র। এখানে যেমন জীবের সহিত গোবিন্দের যোগ-সেতু রাধা; ওখা'নও তেমনই, জীবের সহিত ভগবানের সামীপ্য-সংঘটন খ্রীষ্টের দ্বারাই হইয়া থাকে। এই দুইটির মধ্যে তত্ত্বের সূক্ষ্ম পার্থক্যও আছে, কিন্তু মোটামুটি এই সাদৃশ্যও লক্ষণীয়।

পৃঃ ১৭৬—**সর্ব্বশক্তিমানেরও সাধ্যাতীত**—ভক্তের নিকটে ভগবানের এই যে আত্ম-সমর্পণ, ইহাই জীবের শ্রেষ্ঠ সৌভাগ্য—ইহাই পঞ্চম পুরুষার্থ। যাহার ইহা লাভ হইয়াছে, সেই জানে উহা কি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অনির্ব্বচনীয় সম্পদ। ইহাই 'কৃপা', ভক্তগণ ইহা অনুভব করিয়া অবাক হইয়া যান—ভাবিয়া পান না, ইহা কেমন করিয়া সম্ভব হয়। কৃপা বলিতে সাধারণতঃ যাহা বুঝায়, ইহা সেইরূপ একটা 'দান' নয়, এ-'দানে' দাতা ও গ্রহীতার মধ্যে যে পরমাত্মীয়তা স্থাপিত হয়, তাহাতে দান ও গ্রহণ এক হইয়া যায়। ভক্তের যখন এই অবস্থা হয়, তখন তাহার সকল ব্যাকুলতা শান্ত হয়।

মৎসদৃশ উষর ভূমিতে—গ্রন্থকার নিজে একজন পরম বৈষ্ণব; তিনি নিজে সেই কৃপা লাভ করিয়াছেন, না করিলে এমন আত্মহারা হইতে পারিতেন না। এই গ্রন্থে বার বার 'গুরু'র উল্লেখ আছে; বেদান্ত-মতে গুরু আত্মা হইতে অভিন্ন, এবং 'আত্মা' বা 'ব্রহ্মে'র ন্যায় সর্ব্বত্র বিদ্যমান; কিন্তু বৈষ্ণব-মতে তিনি নরদেহধারী একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি—ভগবৎ-কৃপা সেই গুরুর দ্বারাই লাভ করা যায়।

[ইহার পর "ঠাকুরাণীর কথা" আরম্ভ হইয়াছে। এই প্রবন্ধে গ্রন্থকার যেন বেদান্ত-আলোচনা হইতে মুক্ত হইয়া আপন ইষ্ট-তত্ত্ব বৈষ্ণব-দর্শনে অবগাহন-সন্তরণ করিয়াছেন। কিন্তু এই প্রবন্ধ অসমাপ্ত আছে। ইতিপূর্ব্বে "অভয়ের কথা"র শেষদিকে তিনি সে-তত্ত্বের অবতারণা ও কিছু বিস্তারিত ব্যাখ্যাও করিয়াছিলেন, তাহাতেই পরবর্ত্তী আলোচনার মূল সূত্রগুলি প্রস্তাবিত হইয়াছে। মনে হয়, তিনি ঐ এক প্রবন্ধেই সকল কথা বলিয়া লইবেন স্থির করিয়াছিলেন; পরে পৃথক সন্দর্ভ-রচনার ইচ্ছা করিয়াছিলেন—আরম্ভ করিয়াছিলেন, শেষ করিতে পারেন নাই; হয়ত' কোন কারণবশতঃ আর অবকাশ হয় নাই। প্রবন্ধগুলি গ্রন্থাকারে মুদ্রিত ও প্রচারিত করিবার সংকল্পও নিজে করেন নাই,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রচনাগুলি মাসিক পত্রিকায় ছড়াইয়া ছিল। স্বর্গীয় রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী-লিখিত সংক্ষিপ্ত ভূমিকা হইতে জানা যায়, তিনি 'ঠাকুরাণীর কথা' পরে আর শেষ করেন নাই, যেমন তেমনই পড়িয়াছিল, ঐ অবস্থাতেই মুদ্রিত হইবে স্থির হইয়াছিল। কিন্তু গ্রন্থ প্রেসে দিবার পূর্ব্বেই তিনি পরলোক গমন করেন।

আমরা 'অভয়ের কথা'র কিছু টীকা রচনা করিয়াছি; 'ঠাকুরাণীর কথা' তিনি যেটুকু যেমন বুঝাইয়াছেন, তাহাই যেমন অমূল্য তেমনই সুবোধ্য—টীকার প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে হয় না। বরং ইহাই বলা যাইতে পারে, "অভয়ের কথা"র শেষে তিনি যে-তত্ত্বের অবতারণা করিয়াছিলেন, "ঠাকুরাণীর কথা" তাহারই অতিবিস্তারিত ও পরম হৃদয়গ্রাহী ব্যাখ্যা—উহারও ব্যাখ্যা করিতে যাওয়া ধৃষ্টতা মাত্র, পাঠক-পাঠিকাগণ পাঠ করিলেই ইহা বুঝিতে পারিবেন। এজন্য আমরা এইখানেই বিদায় লইলাম।]

গ্রন্থোল্লিখিত গল্প, উপমা ও দৃষ্টান্ত

অপরাধী ও বিচারক ৩২
অশক্য-নিষেধের দৃষ্টান্ত, ৫৯
অসঙ্গতা, ২০৭
অসম্ভব ভবিষ্যৎ, ১০৩
আত্ম-প্রেম, ১১১—১১২
উচ্চারণ-দোষ, ৪১
উন্মত্তারোগ্য, ১৮,
এক পা' ও দশ পা', ১৪১
একের মুক্তিতে সকলের মুক্তি, ২৬—২৭
ওস্তাদ ও নিধুবাবু, ১৫৯
কবি ও কাব্য, ১৩৭—৩৮
কয়েকটি বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার, ৩৫

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'ক'য়ের ভিতরে 'ব', ১৭১
কুকুর ও অস্থিখণ্ড, ১২১
ক্যাষ্টর অয়েল ও কম্পাউণ্ডার, ১৬১
গঙ্গা-যমুনা, ১৯৫
গাজীপুরের সর্দ্দার, ২
গোপালের মা, ৭৬
গোবিন্দের পানাসক্তি, ১৪৩
গোরের উপর পাপার বাতাস, ১১৪
ছাগী ও বৎস, ১২৭
জগৎ-সাইনবোর্ড, ৯৯
তটস্থ ও স্বরূপ লক্ষণ, ৭১—৭২
তুলা-রহস্য, ২৯
তোত্‌লা পুরোহিত, ৩০
দরিদ্র ও পলান্ন, ১৯২
'দুনো পাল্লা ভারী', ১১৮
দুয়ানি হারানো, ৮
দুঃখেও সুখবোধ (আনন্দ-ব্যাপ্তি,) ১১২—১১৫
দৃষ্টান্তের অর্থ-বিভ্রাট, ৮২
দৃষ্টান্তের সত্য-মূল্য, ১৩৩
দ্বন্দ্বাতীত 'সৎ'—পৌরাণিক দৃষ্টান্ত, ৯৬
দ্বিভুজ মুরলীধর, ২২৭
নদের চাঁদ—হেমচাঁদ, ১৯১—৯২
নগ্নতাই সৌন্দর্য্য, ২১
নারদ-ভগবান-সংবাদ, ৫৪
'পর্ব্বতস্তিষ্ঠতি', ১৫৬—৫৭
পরোক্ষ ও অপরোক্ষ, ১২৪
পুতুলনাচ, ১৩৭
পুরুষ-নারী-অভেদ, ১৯৫—৯৬
প্রকৃতি-দুর্য্যোধন ও ভীম-পুরুষ, ২৫
প্রণয়-লিপির 'পুনশ্চ', ১৬২
প্রাতিভাসিকের ব্যবহার ১২৯—৩০
প্রাপ্ত-প্রাপ্তি, ৬৯
ফকির ও মুক্তামালা, ১৩৯
বদরিকা ও কেদারশৃঙ্গ, ১১৭
বশিষ্ঠ ও রামচন্দ্র, ৭৪—৭৫
বরাহ-অবতার ও মুক্তি, ১৫০
ব্রজের নিত্যত্ব, ১৮৫
বাধিতানুবৃত্তি, ৭৯
বারুদের হাতী, ৭২—৭৩
'বাহবা' ও 'দুউ-ও', ৯০
বিদুরের ক্ষুদ্রান্ন, ১১২
বিজ্ঞানের দ্বারা উপকার ও অপকার, ৩৪—৩৫
বিজ্ঞানের নিরপেক্ষতা, ৬১
বিবাহের দিনে উপবাস, ৭
বিম্ব ও প্রতিবিম্ব, ১৮১
বীজাঙ্কুর-দৃষ্টান্ত, ৩৯
ভর্জ্জিত বীজবৎ, ৪৯
ভালবাসার দৃষ্টি, ১২২
মাষ্টারের 'মাথা' ও বাবার 'মাথা', ২৮—২৯
যাচিতমণ্ডন, ১০০—১০১
রজ্জু-সর্প, ১৪১
রসাভাস, ১৮৮
রাধা ও চন্দ্রাবলী, ২২৫—২৬

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রাধা-মাহাত্ম্য, ২২৫—২৮
রাহু ও চাঁদ, ১২৪
রাহুর শির, ৫১
রোগী ও চিকিৎসক, ৪৩
লৌকিক রসের অনিত্যত্ব, ১৮৭
'শিখা-নষ্টে শিখীনষ্ট' ৬৩, ৭৩, ১৪৩
সতীদেহ ও সুদর্শনচক্র, ৯৯
সৎরূপী শিব, ৯৭
সংকেত-বংশী ও কৃষ্ণ-মুখ, ২২৭
সর্ব্ববস্তুই চিন্ময়, ১০৫-১০৭
সাধু ও পুত্রশোকাতুরা জননী, ১৭
সিপাহীর ঘোড়া, ৪১
সৈনিকের যুদ্ধাভিনয়, ১৮২
স্বকীয়া-পরকীয়া, ১৯০
স্বর্গের দোষ, ৪২
'নিত্য-পূর্ণে'র দৃষ্টান্ত, ১২৮
'স্বস্থ' ও 'সুস্থ', ১৫
স্ফটিক-জবা-সান্নিধ্য, ৫, ৬৪, ৬৬, ৬৮
স্বামীর হস্তাক্ষর-লিপি, ৩৩
হনুমানের সীতা-সন্ধান, ১৪৭
হাঁদারাম, ৭৫
হিতৈষীর মিথ্যাবাদ, ২০
W ও M, ১৮৩

কয়েকটি পারিভাষিক বা প্রসিদ্ধ শব্দ এবং বাক্যাংশ

[এই গ্রন্থে এমন কতকগুলি শব্দের ব্যবহার আছে যাহা বিষয়টির ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে অপরিহার্য্য। এই শব্দগুলি অতিশয় মূল্যবান, সাধারণ পাঠকের পক্ষে দুরূহ বা দুর্ব্বোধ্য হইলেও গ্রন্থকার এগুলিকে এতবার এমনভাবে ব্যবহার করিয়াছেন যে, তাহারই গুণে ইহাদের অর্থ অতিশয় সুস্পষ্ট হইয়া উঠিলে, এমন কি, ঐ শব্দগুলি পড়িতে পড়িতেই পাঠকের অভ্যস্ত হইয়া যাইবে; এজন্য পৃথক অর্থনির্দ্দেশের প্রয়োজন নাই, কেবল পাঠকগণের একটু বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণের জন্য একটা পৃথক তালিকা দেওয়া হইল।]

অত্যন্ত*
অনবস্থা-দোষ
অপাপপুণ্যবিদ্ধ
অশক্য-নিষেধ
অসঙ্গ, অসঙ্গতা
অসমোর্দ্ধ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অস্মিতা
অহংমমেতিভাব
আদৌ*
ইতর*
ইদংরূপে দর্শন
উদাসীন-রূপ*
কর্ম্মসন্ন্যাস
কিম্ভূত*
জগজ্জন্মস্থিতিলয়াদি
জরা-মরণ-ব্যাধি
তাদাত্ম্য-স্থাপন
দ্বন্দ্বিত, অদ্বন্দ্বিত
নিত্য-সাহিত্য, অবিনা-ভাব
নিমিত্ত-কারণ ও উপাদান-কারণ
নিঃশ্রেয়স
নেতি-মুখে
পঞ্চক্লেশক্লিষ্ট
পরোক্ষ ও অপরোক্ষ
প্রকৃতি-পারবশ্য
প্রতি-প্রসব
প্রাপ্ত-প্রাপ্তি, পরিহৃত-পরিহার
ফলব্যাপ্তি ও বৃত্তি-ব্যাপ্তি

বাধিত
বাধিতানুবৃত্তি-ন্যায়
বিলক্ষণ *
ব্যাবহারিক, প্রাতিভাসিক ও পারমার্থিক
ভোগাপবর্গ
ভোগায়তন দেহ, কর্ম্ম-দেহ
মন্দান্ধকার
যথাপ্রাপ্ত (জগৎ)
যৎপরোনাস্তি*
রোচক, ভয়ানক
লঘু-কল্পনা, কল্পনা-গৌরব
লেপ-রাহিত্য
সমাধি
সমান, সামান্য
সংস্কার-কৈঙ্কর্য্য
সামীপ্য, সাযুজ্য
সুষুপ্তি-মরণ-মূর্চ্ছা, সমাধি
স্বপ্ন-জাগর-সুষুপ্তি
স্বরূপ-লক্ষণ, তটস্থ-লক্ষণ
স্বস্থ ও সুস্থ
হঠপূর্ব্বক

[*তারকাচিহ্নিত শব্দগুলি প্রচলিত বাংলা-অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই]

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিশিষ্ট ভাষা বা শব্দযোজনা ও কয়েকটি প্রসিদ্ধ উপমা

[বাংলা ভাষায় সাহিত্যিক সৌন্দর্য্য ও ঐশ্বর্য্যবিধানের পক্ষে সংস্কৃতের দান যে কখনো নিঃশেষ হইবে না, তাহারই নিদর্শন-স্বরূপ এই গ্রন্থের ভাষা হইতে কয়েকটিমাত্র সংকলিত হইল।]

অল্পাক্ষর কুহুরব ; অধিষ্ঠান-কঙ্কালে ; ক্ষয়োদয়রহিত ; স্রক্‌চন্দন-বনিতা ; কদলীগর্ভবৎ অসার ; স্ব-পর-কল্যাণকারিণী ; বিধবার সিন্দুর-শঙ্খ-মোচন ; বিষহীন উরগের মত ; যজ্ঞসাধন ভার্য্যা ; গুঞ্জাফল-রাশিতে অগ্নিবোধ ; ভূরিদাতা ; কুর্ম্মাঙ্গসঙ্গোপনবৎ ; বিধবার ভালে সিন্দুরবৎ ; অসম্ভব-ভবিষ্যৎ ; দ্বিচন্দ্র ; কচ্ছপীর দুগ্ধ ; জগৎটা সর্ব্বতোভদ্র ; প্রিয়-পারবশ্য ; শ্রীমুখ-বচন-প্রমাণে ; অন্ধকারে দর্পণদানের মত ; হস্তামলকবৎ।

গ্রন্থকারের কয়েকটি সুন্দর উক্তি ও উদ্ধৃত-বচন

বদন সুন্দর হইবে তবে ত' হাসি মধুর হইবে।

তূলা শুনিতে নরম কিন্তু ধুনিতে লবেজান।

যজ্ঞে-চিহ্নিত বৃষকে আর হল বহন করিতে হয় না।

গ্রামই উজাড়, মরঘাটই বস্তি।

গোবিন্দ চক্ষুর জল ঘুচায় না, মুছায়।

স্বপ্নকে ফটোগ্রাফিত করা যায় না।

পায়ের ঢেঁকি চপেটাঘাতে উঠিবে না।

মৃতের সাধনাও নাই, সিদ্ধিও নাই।

'চোরি পীরিতির লাখগুণ রঙ্গ'।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নির্দ্দেশিকা

অজপা, ০২৭, ১৪৬
অধিকার, ২২, (বৈষ্ণব সাধনা) ১৮৮, ১৯২
'অভয়' অর্থনির্দ্দেশ, ৫, ১৫, ১৭, ২১,—নানা নাম ৫
আর্টবাদ, (উদ্যান-বাটিকা) ৪৫, ৪৬
আদিরস, মধুররস, উজ্জ্বলরস, ১৬৬-৬৭, ১৬৯,—ঐ উপাদান ১৬৯ পরিণাম পদ্ধতি ১৮১-৮২; লৌকিক ও অলৌকিক ১৬৫-৬৭,—ও কাম, ১৬৯-৭২, ১৮৩, ২১৩ ২১৫ ; আদিরসের অষ্টাঙ্গ লক্ষণ ২১৫
আনন্দ, ১০৯, ১১৫
আমি, আত্মা, ৬, ৭,—আত্মা ও জড়, দ্রষ্টা ও দৃশ্য ৬, ব্যাকরণের উত্তম পুরুষ ২৭-২৮, ব্যাকরণ ও বেদান্ত ১০৯,—ঐ বোধ-বিপর্য্যয় ২৭, ২৮, ২৯, ৪৯-৫২, ৫৯, স্বরূপ লক্ষণ ও তটস্থ লক্ষণ ৬৪-৭০, ৭২, ৮৬, ৮৭,—ঐ স্বরূপ ৬৫-৭০, ১০৮, ১০৯, নানা নাম ৮৬, ৮৭, সর্ব্বময় 'আমি' ১০৯
আরোপাপবাদ, ৭১, ৭৪, ১০২, ১০৩
ইচ্ছাশক্তি—নানা নাম, ১৪১
উজ্জ্বলনীলমণি ১৮১, ২১৫, ২১৯
উন্মত্তারোগ্য ১৮, ১৫৬-৫৭
'এক পুরুষ' (বৈষ্ণব দর্শন) ১৬৩-৬৮, ২০২, ২০৩
ঐতরেয়, ১৪১
কঠোপনিষৎ ৬২
কপিল, ৪৬, ৪৮, ৪৯, ১০১, ১৩৬, ১৫৫
কিয়ার হার্ডি (Keir Hardy) ৩১
কুণ্ডলিনী শক্তি ও শিবপুরুষ ১৭১
কুমারিল ভট্ট ২৬
খোদা, ৯৯
গয়াসুর, ২৭
গীতা, ৬২, ১৪১, ১৮৯, ২০৬
গুরু ও আচার্য্য, ১৯-২১, ৭৬, ১৪৪-৪৬, ১৪৮, ১৪৯-৫২,—ঐ বৈষ্ণব ১৭২
গোরা, ১৭, ২১
গ্যালিলিও (Galileo), ৩৫
চণ্ডী, ২১৪,—ঐ দুর্গাসপ্তসতী, ১৯৭
চার্ব্বাক-দর্শন, ৩১-৩৩
চিত্রগুপ্ত ৮০
চিৎ-ব্যাপ্তি, ১০১, ১০৪,—ঐ নিদর্শন ১০৫-১০৮, 'চিৎ' ও 'সৎ' ১০৪
চৈতন্যচরিতামৃত, ১৮১
ছান্দোগ্য ১৪১
জাগর-স্বপ্ন-সুষুপ্তি, ৬৬-৬৮, ৯৪-৯৬, ১৩১, ১৫১-৫৪
জাতিস্মর, ১৫৩

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জীবগোস্বামী, ১১৬, ১৮৭

জৈমিনি-মত, ৩৮-৪২, যজ্ঞকর্ম্ম ও কর্ম্মফল ৪০, ৪১

টলষ্টয় (Tolstoy) ৩২

তন্ত্রমত ১৩২, ১৪১, ১৫৭, ১৭১

তলবকার, ৮৭

তিন লোক (বৈষ্ণবশাস্ত্র) ১৮২

তৈত্তিরীয় ৯৩, ১৪১, ১৮১, ১৮৪

ত্রিবেদী রামেন্দ্রসুন্দর ১০৩

দুঃখ, প্রাতিভাসিক ও ব্যাবহারিক ৫৫ ৫৬, ১১০, ১১১

দেবীসূক্ত ৮৭

দেশ-কাল ৯৫

দেহাত্মবোধ ৬৬, ৬৭

দ্বিভুজ-মুরলীধর ২০৪, ২২৭

নবনারী-তত্ত্ব ২২৩

নন্দ-নন্দন ২২৪

পতঞ্জলি ৪৯

পঞ্চদশী ৬৫, ১১১

'পর্ব্বতস্তিষ্ঠতি' ১৫৬-৫৭, ১৬০

পরকীয়া-তত্ত্ব ১৮৮-৯১

পরিণাম-বিকার-বিবর্ত্ত ১৯৮-২০০

পরিপক্ব বীর ২৪, ২৫

পরোক্ষাপরোক্ষ জ্ঞান ৯, ১২৪

পাতঞ্জল যোগ-পন্থা ৪৯

পাপ-পুণ্যবোধ ৩৯,—লৌকিক সংস্কার ৮০, ৮৫—-ঐ বৈদান্তিক ৮১-৮৩, সংস্কার-ভেদ ৭৭—পাপত্যাগের উপায়, কর্ম্ম-সন্ন্যাস ৭৯-৮২, পাপজয়ের রহস্য ৮৩-৮৫

পারমার্থিক, ১২৮-২৯

পারিভাষিক শব্দ ৭-১১

পুরাণ ও বেদান্ত ৯৬-৯৯

পুরুষার্থ, ১৬২-৬৩,—পঞ্চম পুরুষার্থ ১৬৩

প্রকৃতি-পারবশ্য ২৩-২৫,—প্রকৃতি-পুরুষ-বাদ ৪৬-৪৯, ১০১

প্রীতি, পীরিতি, প্রেম ১৬৩, ১৬৭, ১৬৮, ১৭৯-৮১; প্রীতির ঋষিগণ ১৬৩,—স্বকীয়া ও পরকীয়া ১৬৯-৭০, প্রীতিসাধনা বা বৈষ্ণবসাধনা, ১৭৫-৭৬,—পঞ্চম পুরুষার্থ ১৬৩,—বিষয় ও আশ্রয় ১৭৩, ২০১, ২১০; প্রীতি ও ভক্তি ১৯৯; প্রীতি ও কাম ১৬৯-৭২, ১৮৩, ২১৩, ২১৫;—বৈধ প্রণয় ১৬৬-৬৮

প্লেটো (Plato) ১৬৮

বিদগ্ধমাধব ১৮১

বিদ্যাসুন্দর ১৯৩

বিজ্ঞান-মত, যন্ত্রাগার, ৩৩-৩৮; ও অভয়-সূত্র ৩৩,—বিজ্ঞানের অপকার ও উপকার ৩৪-৩৫; বৈদান্তিকের লাভ ৩৫-৩৮; কয়েকটি বৈজ্ঞানিক তথ্য ৩৫-৩৬

বিয়োগান্ত নাটক ১২৩-২৪

বিরহ-তত্ত্ব (বৈষ্ণবদর্শন) ১১৯-২০

বিশেষ্য-বিশেষণ ভত্ত্ব ৪-৫, ১৩, ৯০-৯১

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিষ য়' ও 'আশ্রয়' ২০১, ১৭৩
বৃহদারণ্যক, ৫২, ৮৭, ১১১, ১২১, ১৮১, ১৮২
ব্রজনির্ম্মাণ, ২১৭-২১
ব্যাবহারিক, ও প্রাতিভাসিক, ৫৫-৫৬, ১২৯, ১৩৫, ১৩৬, -বেদান্তমত ও কাপিলমত, ও ভক্তিশাস্ত্র ১৩৬
বুদ্ধ, ১৭, ২৭, ৫৩
বেদান্তদর্শন, প্রতিপাদ্য ও প্রতিপাদন, ৩-৪, ১১ :—প্রতিপাদ্য বিষয়ের নানা নাম ১১১—বেদান্ত-মত ৫৮-১৬২;—বেদান্ত ও বুদ্ধ-মতের পুনর্বিচার, ৬০-৬৫, -ও পুরাণ ৯৬-৯৯; বেদান্ত ও ভক্তিশাস্ত্র, ১, ১১৫-২১ ; বেদান্তের মুক্তিতত্ত্ব ১৩৪,-একজীববাদ ১৩, ২১, ২৪, ১৪৫, ১৪৭-৫১, ১৫৭-৫৮,-ঐ রামানুজ-মতে ৫২-৫৩, ৭৫, —শেষ সিদ্ধান্ত ১৬২
বৈধ প্রণয়, ১৬৬-৬৮
বৈরাগ্যবাদ, ৪২-৪৪
বৈষ্ণবদর্শন,—জগতের রসরূপত্ব ও তাহার কারণ ১১১-১২, ১২১-২৫ ; 'এক-পুরুষ' ১৬৩-৬৮, ২০২-২০৩ ; 'পুরুষ' ও 'নারী' ১৬৫-৬৮, ১৬৯-৭০, ১৮৯, ১৯৫, ২০১ ; রাধাতত্ত্ব ১৬৪-১৭৩, ১৯৭-২০০, ২১৪ ; —রাধা ও গোবিন্দ ২৭৩-৭৫ ; 'বিষয়' ও 'আশ্রয়' ১৭৩, ২০১, ২১০, ললিতা-তত্ত্ব ২২৪-২৫ ; অধিকার ১৮৮, ১৯২, ব্রজ-মাহাত্ম্য ২০১-২০৩, ২০৫ ;—তিন লোক ১৮২, ভক্তের শ্রেণীভেদ ১৬৫, ব্রজ ও ভক্ত ১৯৩,—ঐ শীর্ষস্থানীয় ২০৪,—তাঁহাদের স্বরূপ ২০৪, —ইঁহাদের নিম্নাধিকারী ১৯৩-৯৫ ;—ভক্তের তুলনায় ব্রজগোপী ১৯৩-৯৫ ; ব্রজনির্ম্মাণ-রহস্য ২১৭-২২১,—রাধা-ধাতু ও রাধার কায়ব্যূহ ২১৭-২১ ; নবনারী-তত্ত্ব ২২৩ ; রাধামাহাত্ম্য ২২৪-২২৮ ; যূথেশ্বরী ২২৪, প্রধান তত্ত্ব—লীলাতত্ত্ব ১৭৪, পরকীয়া-তত্ত্ব ১৮৮-৯১,—ও মূর্চ্ছিত মদন ১৭১, ১৮৫,—'মদনমোহনমোহিনী' ২১৪-১৬, 'নন্দ-নন্দন' ২২৪, পূর্ণতত্ত্ব—সুষুপ্তি ও জাগরণের পারম্পর্য্য ২১৬ ;—ও বেদান্ত দর্শন, পরিণাম-বিকার-বিবর্ত্ত ১৯৮-২০০ ২১২, ২১৪, বৈষ্ণব-অদ্বয়বাদ , অচিন্ত্য-ভেদাভেদ ২০৩, ২১২-১৩ ;—ও গীতোক্ত কর্ম্মমীমাংসা ২০৬—ও সাংখ্যমত ২০৮;
বৈষ্ণব দাস, ২১৬
বৌদ্ধদর্শন, ৫৩-৫৯, রামানুজ ও বুদ্ধ ৫৩-৫৯; বুদ্ধের দুঃখবাদ ৫৪-৫৫, বুদ্ধের 'বিজ্ঞান' ৫৬-৫৮, ৬১-৬৪;—বুদ্ধের প্রক্রিয়া ৫৮, বুদ্ধ-মতের পুনর্বিচার ৬০-৬৪, বৌদ্ধ-দর্শন ও বেদান্ত ৬৩-৬৪
ভক্ত,—ও বৈদান্তিক ১৯, ৭০, ৮১, ৮৬, ১১০-১১১, ১১৫-১২১,—ঐ শ্রেণীভেদ ১৬৫, ভক্ত ও ব্রজগোপী ১৯৩-৯৫
ভারতচন্দ্র ১৯২

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মথি (Matthew) ১১৭
মহম্মদ ২৮, ৮৭
মহাজন-পদাবলী ১৮১
'মূর্চ্ছিত মদন' ১৭১
মৃচ্ছকটিক ১৮৮
মৃত্যু-রহস্য ৮৬-৮৭, ১৫২-৫৪
মোজেস (Moses) ১
যীশু, ১৭, ২৩, ২৭, ৩০, ৮০, ৮৭
রস, লৌকিক—১৬৭-৬৮;—ঐ দোষ ১৮২-৮৫, —অনিত্যত্ব ১৮৭
রসাভাস, ১৮৮, ২১৫
রাধা-তত্ত্ব ১৬৪-১৭৩, ১৯৭-২০০, ২১৪,—ও গোবিন্দ ১৭৩-৭৫
রাধা-মাহাত্ম্য ২২৪-২৮
রামানন্দ রায় ২১৯
রামানুজ ৪৯
রামানুজ-মত ৪৯-৫৩, ব্যাবহারিক 'আমি' ৫০-৫২,—ও 'বিরাট পুরুষ' ৫২
রামায়ণ-তত্ত্ব ৭৫, ৮৩
রূপগোস্বামী, ১৮১, ২১৫, ২১৯
ললিতমাধব, ১৮১
'ললিতা'-তত্ত্ব ১৯০, ২২৪-২৫
লীলা-তত্ত্ব, ১৭৪
শকুন্তলা ১৮৮
শব্দ ও অর্থ—ভাব-প্রকাশ ২-৩
শঙ্করাচার্য্য ১৫৬, ১৫৭
শাঙ্কর-দর্শন ১৫৫-৫৭, ১৬২
শিব-শক্তি-বাদ—পৌরাণিক চিত্র ও বৈদান্তিক ব্যাখ্যা ৯৬-৯৮,—প্রাচীনতা, ৯৮, সতী-দেহ ও সুদর্শনচক্র ৯৯,—ও রাধাতত্ত্ব ২০৩
শ্বেতকেতু ১২৭
শ্বেতাশ্বতর ২০৮
শ্রীধরস্বামী ১৯৬
শ্রীমদ্‌ভাগবত, ১৮৭, ১৯৬
সনাতন ২০৬
'সমর্থা' (নায়িকা) ২২৭
'সৎ',—বহুবিধ নাম ১২, ৮৭, সদসৎ-তত্ত্ব ৮৮-৮৯,—দ্বন্দ্বগত ও দ্বন্দ্বাতীত ৯৩-৯৪, চিন্তা বা কল্পনার 'সৎ' ৯৪-৯৫; পৌরাণিক কল্পনা ৯৭
সৎ-চিৎ-আনন্দ ৮৬, ১০১-১১১
সৎ- ব্যাপ্তি ৮৭-৯৯
সাংখ্যমত, পুরুষ-প্রকৃতিবাদ ৪৬-৪৯, ১০১, ২০৬-২০৮,—ও বৈষ্ণব দর্শন ২০১-২০৭
সুফী ২৮
'সুস্থ' ও 'স্বস্থ' ১৫,—স্বাস্থ্য ও অভয় সুখ ১৬-১৯, ২১,—ও স্বর্গসুখ ৪২
সৃষ্টিতত্ত্ব, ৬৯-৭২,—বৈদান্তিক বিচারের তাৎপর্য্য ৭২-৭৩,—'ভবিষ্যৎ' ৭৪, অসম্ভব ভবিষ্যৎ ১০৩, সৃষ্টি-কল্পনা ১০২-১০৩; আরোপাপবাদ ৭১, ৭৪, ১০২-১০৩; 'ক্রম'-বিবরণ, ইচ্ছা-শক্তি, নানা নাম ১৪১, সৃষ্টির গল্প ১৪২-৪৫;—ঐ ধর্ম্মশাস্ত্র ও বৈষ্ণব দর্শন ২০৪-২০৫
স্কন্দপুরাণ (প্রভাস খণ্ড) ২১৭
স্বপ্ন, ৯, ৮৬, ১৩২; স্বপ্নতত্ত্ব ১৩০-৩১, স্বপ্ন ও আচার্য্য ১৫১-৫৫

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi